থুজা প্রতিষেধ করে :—মার্ক, সলফ, আওডি, নক্সভমি।

থুজার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, কক্কু, ক্যাম, মার্ক, পলসা, সলফ।

মেদ্রুত্বকে আচিল হইলে সিনাবারিস অধিকতর সুফলপ্রদ।

তুলনা কর :—আসাফিটিডা (চর্ম্মরোগসকল বিলোপবশতঃ স্নায়বিক পীড়া;) স্পাইজিলিয়া ও ককাস-ক্যাকটাই (স্নায়ুশূল)।

এণ্টিম-টার্টে বসন্তর গুটিকা সকল উঠে; থুজায় উহা শুকায়।

নক্স-ভমিকা।

কুচিলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

মন।—স্মরণ শক্তি অল্প।

পড়িতে বা গণনা করিতে পারেন না (স্ত্রী), কারণ পড়িতে বা গণনা করিতে করিতে তিনি চিন্তার ধারাবাহিক সংযোগ ভুলিয়া যান।

সময় আর কাটে না এত ধীরে ধীরে যায় বোধ হয়।

পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), তৎসহ চৈতন্যাধিক্যতা, স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা এবং ঈর্ষাজনিত ক্রোধ।

দোষ বাহির ও ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্তি; বিমর্ষ; একগুঁয়ে।

কার্য্যে অপ্রবৃত্তি এবং প্রাতে অত্যন্ত অলসতা ও দুর্ব্বলতা।

পাঠ বা গল্প সহ্য করিতে পারে না; খিট্‌খিটে এবং একাকী থাকিতে ইচ্ছা। উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি কিন্তু পর্য্যায়-ক্রমে নিরাস ও প্রফুল্লচিত্ত।

যাহারা কেবল গৃহমধ্যে বসিয়া বসিয়া কাজ করে এবং যাহারা রাত্রিতে মাদক সেবন ও ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত থাকে তাহাদের অবসাদ বায়ু, উদরের পীড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধ।

উৎসাহ বিলোপ।

কোপনস্বভাব, বিষণ্ণচিত্ত, বিরক্ত করিলে কলহপ্রবণ।

ক্রোধ এবং স্বাভাবিক ঈর্ষাযুক্ত ও নিন্দাকারী প্রবৃত্তি।

উত্তেজিত, ক্রোধনস্বভাব।

বাহ্যিক উত্তেজনায় অতি চৈতন্যাধিক্যতা যথা গোলমাল, শব্দ, গন্ধ, আলোক, সঙ্গীত, কিম্বা সামান্য রোগ অসহ্য এবং তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয়।

চৈতন্যাধিক্যতা, প্রত্যেক নির্দ্দোষ কথাতেই তিনি বিরক্ত হন, প্রত্যেক গোলমালেই তিনি ভয় পান, অতি সামান্য এবং এমন কি উপযুক্ত ঔষধও সহ্য করিতে পারেন না।

ক্রমাগত মানসিক শ্রমের পরে পীড়া।

মানসিক শ্রমের পরে বৃদ্ধি।

ক্রোধের পরে উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শীত, পিত্তবমন, ও তৃষ্ণা; অত্যন্ত অলসতা এবং কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অপ্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—স্তম্ভিত ভাব, গোলমেলে ভাব, যেন রাত্রিতে ইন্দ্রিয়সেবা-বশতঃ শিরোঘূর্ণন:—তৎসহ অচৈতন্যতা; সম্মুখে পতিত হয়; অবনত হইলে যেন শয্যা চক্রাকারে ঘুরিতেছে; প্রাতে ও আহারান্তে; তৎসহ কপালে বেদনা ও মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা।

পূর্ব্বদিনে সুরাপান হেতু মত্ততা এবং তৎসহ শ্রুতি ও দর্শনশক্তি বিলুপ্ত, ভোজনান্তে ও সূর্য্যোত্তাপে বৃদ্ধি।

সংন্যাস, তৎসহ ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া, চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, পক্ষাঘাত; আক্রমণের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন; কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, বিবমিষা ও বমনের উদ্বেগ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা; মস্তক মধ্যে জ্বালা এবং মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা।

জাগরিত হইলে এবং আহারান্তে কপালে জ্বালা।

প্রাতে আহারান্তে ও সূর্য্যোত্তাপে স্তম্ভনকর শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্কের ঘূর্ণবৎ অনুভব, সাধারণতঃ এক (দক্ষিণ) পার্শ্বের; বেদনাশূন্য পার্শ্বে শয়ন করিলে উপশম।

মস্তকমধ্যে চাপক, প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা, প্রাতে আরম্ভ হয়, সন্ধ্যায় হ্রাস হয়; তৎসহ অস্পষ্ট দৃষ্টি, অম্লবমন ও হৃৎকম্পন; মানসিক শ্রম,

আলোক, শব্দ ও গোলমাল, কাফি পান এবং আহারান্তে বৃদ্ধি।

কপালে সাময়িক শিরঃপীড়া, ক্ষতবৎ টাটানি, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অত্যধিক কাফি পান হেতু একপার্শ্বের শিরঃপীড়া।

মূর্দ্ধাদেশে চাপ বোধ, যেন প্রেক বিধিতেছে; যেন করোটী চাপিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে।

চাপানুভব, যেন কোন ভারী দ্রব্য মস্তকমধ্যে চাপিয়া প্রবেশ করিতেছে।

প্রাতে ও রাত্রিতে কপালের মধ্যে যেন চাপিয়া দিতেছে বোধ, শীতল বায়ুতে মস্তক খুলিয়া রাখিলে বৃদ্ধি।

পশ্চাৎ মস্তকে অতি তীব্র শিরঃপীড়া; মাথাঘোরা; চক্ষুমধ্যে বেদনা; পরিপাকের দোষ।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণ বা দৌড়ান কালে মস্তিষ্ক যেন নড়িতেছে অনুভব; মস্তক বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিলে, উষ্ণ গৃহে ও বিশ্রাম কালে উপশম।

মস্তকের লক্ষণ সকল মানসিক পরিশ্রম, খোলাবায়ুতে, ব্যায়াম এবং আহারান্তে বৃদ্ধি, প্রাতে গাত্রোত্থানের পর এবং উষ্ণগৃহে শয়নাবস্থা কিম্বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বক স্পর্শে কিম্বা বায়ুতে চৈতন্যাধিক; আবৃত করিয়া উষ্ণ রাখিলে উপশম।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, ঐ মস্তক ও মুখমণ্ডল শীতল, তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা এবং মস্তক অনাবৃত করিতে ভয়; ঘর্ম্মে বেদনা উপশমিত হয়।

৫ চক্ষু।—অত্যুত্তপ্ত হইলে দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি দ্বারা দর্শনশক্তি হ্রাস।

আলোকাসহ্যতা, প্রাতে বৃদ্ধি।

অপ্‌টিক্ স্নায়ুর শুষ্কতা প্রাপ্তি।

রেটিনার চৈতন্যাধিক্যতা।

চক্ষু হইতে শোণিত স্রবণ। কালশিরা।

লবণ লাগার ন্যায় চক্ষুতে জ্বালা; চক্ষুর কোণ রক্তিমাবর্ণ।

অক্ষিপুট জ্বালাকরে ও চুলকায়, বিশেষতঃ কিনারা সকল; প্রাতে

বৃদ্ধি। অক্ষিগোলকের মাংসপেশীর পক্ষাঘাত, উত্তেজক পদার্থ ও তামাকে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে প্রবল প্রতিধ্বনি শব্দ।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ইহা কপাল ও রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রাতে, সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন, এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশে বৃদ্ধি। গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা।

৭ নাসিকা।—তীব্রগন্ধে অতি চৈতন্যাধিক্যতা, এমন কি ভ্রমি।

নাসিকার সম্মুখে দুর্গন্ধ।

নিদ্রাকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, যখন তাহার পূর্ব্বে মাথা ধরে ও গণ্ডদ্বয়ের আরক্ততা থাকে, কিম্বা প্রাতঃকালে; অর্শের রক্তস্রাব-রোধ বশতঃ।

প্রতিশ্যায়, রাত্রিতে শুষ্ক, দিবসে সরস, উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি, শীতল বায়ুতে উপশম; অতি প্রত্যূষে শয্যায় শুইয়া হাঁচি।

অবরুদ্ধ নাসিকা হইতে ক্ষতকারী স্রাব। আভ্যন্তরিক নাসিকা প্রদাহিত।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; বিবর্ণ, কষ্টব্যঞ্জক, মুখ, চক্ষু বা নাসিকার চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণ।

ট্রাইজেমিনাস স্নায়ুর ইনফ্রা-অর্বিটাল শাখার ছিন্নকর বেদনা, আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষু ও নাসা হইতে পরিষ্কার জল; কাফি, মদ্য বা কুইনাইন অপব্যবহারের পরে।

সবিরাম স্নায়ুশূল, প্রাতে সুস্পষ্ট বৃদ্ধি; কখন কখন শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি।

অমিত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ মুখমণ্ডলে ব্রণ।

সন্ধ্যাকালে শয়নে মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, তৎসহ মুখমণ্ডল স্ফীত; পাঠ বা চিন্তা করিলে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় বা শীতল দ্রব্যে ছিন্নকর বেদনা বৃদ্ধি; উষ্ণ পানীয়ে উপশম; কাফি বা মদ্য পানে বৃদ্ধি।

বিনষ্ট দন্তে হুলবেধ বৎ বেদনা; দন্ত শ্রেণীতে জ্বালাযুক্ত হুলবেধবৎ বেদনা। মাড়ী স্ফোটক। মাড়ী শাদা, পচা, রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; অম্ল; প্রাতে পচা, তাহাতে মুখ ধুইতে হয়।

জিহ্বা:—শাদা বা হরিদ্রাবর্ণ পুরু ক্লেদাবৃত; ভারী, তৎসহ কষ্টকৃত বাক্য কথন।

জিহ্বার প্রথম অর্দ্ধাংশ পরিষ্কার, কখন কখন লালবর্ণ ও উজ্জ্বল; পশ্চাৎ অংশ পুরু ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—তালু, গলমধ্য ও মাড়ী প্রদাহিত ও স্ফীত।

▌মুখ ও গলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ও পচা গন্ধ; রাত্রিতে রক্তযুক্ত লালা গড়াইতে থাকে; মাড়ী স্কার্ভি দোষযুক্ত।

মুখ শুষ্ক, কিন্তু অধিক তৃষ্ণা নাই।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে টনটনানি ও ক্ষতবৎ অনুভব, তাহাতে হক্ হক্ করিতে হয়।

▌উপজিহ্বা (যুভুলা) স্ফীত, হুলবেধবৎ বেদনা, ঢোক গিলিতে শল্য-বেধবৎ অনুভব।

▌গলাধঃকরণ কালে কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ; গলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত; এমন কি স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বায়ু-প্রধান ধাতু বশতঃ হইলেও।

আহার কালে এবং ততোধিক আহারান্তে গলমধ্যে কষ্ট বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতি ক্ষুধা, তৎসহ রুটী, জল, কাফিও তামাকেবিতৃষ্ণা।

ব্রাণ্ডি ও বিয়ার মদ্য, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য বা খটিকা (খড়ি) খাইতে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—কাফি, মদ্যপান, অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত কুফল।

আহারান্তে:—অম্লাস্বাদ, ভোজনান্তে এক বা দুই ঘণ্টা পরে পাকাশয়ে চাপবোধ; মুখদিয়া জল উঠে; কোমরে অত্যন্ত কসা বোধ, কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—অম্ল বা তিক্ত; প্রাতে পচা।

অতিরিক্ত ভোজন হেতু, কিম্বা শীতল জল পান করিয়া হিকা।

বুকজ্বালা; মুখ দিয়া জল উঠা, প্রাতে কিছু খাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি; মদ্য-পায়ীদিগের এই রূপ অবস্থা।

বমনঃ—খাদ্য ও পানীয়; পিত্ত; কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ; পিচ্ছিল পদার্থ; অম্ল শ্লেষ্মা; বক্ত, অর্শ হইতে রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া গেলে পর।

যে খাদ্য দুই এক দিন পূর্ব্বে খাইয়াছে তাহা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় প্রদেশ চাপে চৈতন্যাধিক।

ঔষধ অপব্যবহার, ব্যবসা, কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম না করিয়া কেবল ঘরে বসিয়া থাকা, অতি গুরুপাক দ্রব্যাদি অবিরত ভোজনান্তে দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণ, রোগী শুশ্রূষা কিম্বা অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ইন্দ্রিয়-সেবাদির পরে অজীর্ণ।

পাকাশয়ে জ্বালা।

পাকাশয়ে খামচান, খালধরাবৎ বেদনা, তৎসহ স্কন্ধাস্থি দ্বয় মধ্যে চাপ ও ফাট্ ফাট্ বোধ; বেদনা বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিম্বা পৃষ্ঠ বহিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ মলত্যাগের বেগ। * পাকাশয়-শূল।

পাকাশয়-শূল খাদ্য খাইলে বৃদ্ধি, উত্তপ্ত পানীয়ে উপশম; প্রাতে কিছু খাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে যেন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পেষণবৎ বেদনা; প্রাতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, সংস্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

দপদপানি, যেন যকৃতমধ্যে ফোড়া হইয়াছে।

যকৃত বর্দ্ধিত, শক্ত, চৈতন্যাধিক, তৎসহ চাপবোধ ও হুলবেধ; কসিয়া বস্ত্র পরিধান সহ্য করিতে পারে না, অবিরত গুরুপক্ব খাদ্য ভোজন, ভুঁড়ি, মদ্যপান, ইন্দ্রিয়-সেবাদি দ্বারা উৎপন্ন।

কামলা, খাদ্যে বিতৃষ্ণা; পিত্তশিলা; প্রায় সর্ব্বদাই কোষ্ঠবদ্ধ।

১৯ উদর।—ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে চাপবোধ, যে আধ্মান-বায়ু আবদ্ধ রহিয়াছে; প্রাতে ও ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

অপরিপাকবশতঃ পেট বেদনা, তৎসহ মুখপ্রসেক; কাফি, মদ্য বা অতিরিক্ত আহারে বৃদ্ধি।

প্রাতে কোন দ্রব্য ভক্ষণের পূর্ব্বে কিম্বা ভোজনান্তে সাময়িক পেটবেদনা।

অর্শস্রাব অবরুদ্ধ বশতঃ পেট বেদনা।

অম্লবৃদ্ধি; চৈতন্যাধিক, তিক্ত বমন; কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

কটিদেশ, উদর ও বৃক্ক প্রদেশে পূর্ণতা ও ফাট্ ফাট্ অনুভব; রক্ত-প্রস্রাব, ভুঁড়ী।

২০ মল।—মলঃ—অল্প, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, তৎসহ বেগ, মলত্যাগ শেষ হইলেই বেগ স্থগিত হয়; আমযুক্ত কিম্বা জলবৎ, অপরিপাক বশতঃ কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া।

পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ মস্তকে রক্তধাবন; পোর্টাল বা যাকৃতিক রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত; পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের বেগ বা চেষ্টা।

অর্শ, রক্তস্রাবী বা রক্তস্রাবশূন্য; মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অতিরিক্ত গুরু-পক্ব দ্রব্য ভোজন কিম্বা অব্যায়াম হইতে বৃদ্ধি; তৎসহ সরলান্ত্রে জ্বালা ও শল্যবেধ অনুভব; মলত্যাগের পরেও কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলদ্বার জ্বালা করে ও যেন কাটিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্কশূল, বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃক্কে বেদনা, উপস্থ ও দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, চিত হইয়া শয়নে উপশম।

বেদনাযুক্ত ও নিবর্থক মূত্র-প্রবৃত্তি; জ্বালা ও ছিন্নকর বেদনা সহ মূত্র বিন্দু বিন্দু পতিত হয়; আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্রতা।

মূত্র।—পরে ঘন, শাদাটে, পূযযুক্ত; লোহিতবর্ণ, তৎসহ ইষ্টক চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

রক্তপ্রস্রাব, অর্শস্রাব কিম্বা ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া।

মূত্রনালীর আক্ষেপিক নিরুদ্ধ-প্রকম্প; মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত; মূত্র গা বহিয়া পড়ে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সহজে কামোদ্রেক, যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক, বিশেষতঃ প্রাতে; প্রায়ই উত্তেজনশীল কিন্তু ক্ষমতা দুর্ব্বল।

সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে।

স্বপ্নদোষ; বিশেষতঃ হস্তমৈথুনের পরে কিম্বা অতিরিক্ত গুরুপক্ক দ্রব্যাদি প্রতিনিয়ত ভোজন হইতে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার কুফল।

অণ্ডকোষ প্রদাহ, তৎসহ আকুঞ্চক বেদনা, শুক্রনলী-দ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রমেহ :—পাতলা স্রাব, তৎসহ প্রস্রাবকালে জ্বালা এবং পুনঃ পুনঃ মল প্রবৃত্তি।

২৩ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—জরায়ুতে রক্তাধিক্যতা।

জরায়ুর আকুঞ্চক, আক্ষেপিক বেদনা, তৎসহ রক্ত জমাট বহির্গত হয়।

প্রাতে ভগের দিকে চাপবোধ; বেগ দিয়া বা ভারী দ্রব্য তুলিয়া জরায়ু ভ্রংশ (কন্দ); নিরর্থক মলপ্রবৃত্তি সহ সেক্রম অস্থির দিকে অথবা মূত্রপ্রবৃত্তি সহ মূত্রাশয়ে চাপানুভব।

জরায়ুর মধ্যে জ্বালা, ভার, শল্যবেধ অনুভব।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধি সময়ে কিম্বা অবিরত গুরু-পক্ক দ্রব্যাদি ভোজন বশতঃ।

ঋতুস্রাব অতি আগাইয়া এবং অতি প্রচুর; কালচে বর্ণ স্রাব, চৈতন্যাধিক্যতা; সহজেই ভ্রমি হয়।

প্রদর স্রাবে দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে।

ভগের শুড়শুড়ি ও কণ্ডূয়ন, তাহাতে হস্ত মৈথুনের প্রবৃত্তি জন্মে।

২৪ **গর্ভাবস্থা।**—গর্ভাবস্থায় :—প্রাতঃকালিক বমন; কামলা, পেট বেদনা।

গর্ভস্রাব, (বিশেষতঃ গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই)।

প্রসব বেদনা :—আক্ষেপিক, তাহাতে মল বা মূত্র প্রবৃত্তি জন্মে, ভ্রমি হয়; পৃষ্ঠ দেশে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; অতি প্রবল।

প্রসবান্তিক বেদনা প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) স্বল্প ও দুর্গন্ধযুক্ত।

২৫ **লেরিংক্স্।**—স্বরভঙ্গ। মধ্যরাত্রির পরে লেরিংক্সের আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও শ্বাস রোধের আক্রমণ।

২৬ **শ্বাসক্রিয়া।**—হাঁপানিকাসী, তৎসহ পাকাশয়ে পূর্ণতা অনুভব;

উদ্গার উঠিলে উপশম; প্রাতে ও আহারান্তে কষ্ট বোধ; বক্ষের নিম্নাংশের আক্ষেপিক আকুঞ্চন, শীতল বায়ু বা ব্যায়ামে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি বশতঃ শুষ্ক, শ্রান্তিজনক কাসী; মধ্য রাত্রির পরে ও প্রাতে বৃদ্ধি; কাসীতে পাকাশয়ে বেদনা ও উদরে (বাহ্যিক) টাটানী জন্মে; আহারান্তে বৃদ্ধি।

মানসিক পরিশ্রম, আরোহণ, ঠাণ্ডা, পরিশ্রম, জাগিলে পর, ধূমপান, পানাহার প্রভৃতিতে কাসীর বৃদ্ধি; উষ্ণ পানীয় পানে উপশম।

হুপশব্দক কাসী প্রাতে বৃদ্ধি; তৎসহ বমন প্রবৃত্তি; বিদীর্ণকর মাথাধরা, শিশু হাত দিয়া মস্তক চাপিয়া ধরে; মুখমণ্ডল নীল বর্ণ; চক্ষু, নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব।

গয়ার (নিষ্ঠীবন) হরিদ্রাবর্ণ, শ্লেষ্মা, অম্ল বা ঈষৎমিষ্ট, কিম্বা উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে যেন ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ।

বক্ষের ভিতর যেন কি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এইরূপ অনুভব।

‖ পশু কামধ্যবর্ত্তী স্নায়ুশূল, ডাল পার্শ্বে শয়নে উপশম।

উত্তাপ ও জ্বালাসহ বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

রক্তনিষ্ঠীবন; ক্রোধ, অর্শ স্রাব বিলোপ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদি সেবা প্রভৃতি বশতঃ; বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শয়ন করিলে হৃৎকম্পন; পুনঃপুনঃ উদ্গার।

হৃৎকম্পন:—মানসিক আবেগ, দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন, ইত্যাদি বশতঃ; আহারান্তে, বিশেষতঃ মসলা প্রভৃতি বা কাফি পানান্তে।

নাড়ী:—কঠিন, পূর্ণ, দ্রুত; ক্ষুদ্র, দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য, তৎসহ ভার বোধ; ঠাণ্ডা লাগিয়া।

‖ গ্রীবা-বাহুদেশীয় স্নায়ুশূল, গ্রীবা অনম্য, প্রাতে বা আহারান্তে এবং স্পর্শ হইতে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদেশে জ্বালা বা ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা, শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ পৃষ্ঠদণ্ড আক্রান্ত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধদ্বয় বেদনা করে, যেন মুষ্টবৎ। স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা।

স্কন্ধদ্বয়ে পাক্ষাঘাতিক ভার বোধ, বাহুদ্বয় দুর্ব্বল। বাহুদ্বয় অবশ, শিথিল, অনম্য বোধ।

হস্তদ্বয়ের শিরা সকল বর্দ্ধিত।

হস্তদ্বয় শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, তৎসহ নাসিকা শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অঙ্গুলি হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা; মলত্যাগ, সঞ্চালন বা কোন দ্রব্য উত্তোলন কালে, এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি।

পদদ্বয়ের অসাড়তা ও মৃতবৎ অনুভব।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; অতি শ্রমজনিত, জলে ভিজিয়া। অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ, কিম্বা সংন্যাসের পরে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীতল, নীলাভ, শুষ্ক, উৎক্ষেপ, মাংসপেশীতে বেদনা, পিপীলিকাহণ্টনবৎ অনুভব।

জানুসন্ধি শুষ্ক অনুভব হয়, তৎসহ সঞ্চালন কালে তন্মধ্যে খট্ খট্ শব্দ হয়।

জানুদ্বয়ের বাতজনিত প্রদাহ তাহাতে আবার অস্থিগুল্ম।

পদদ্বয়ের উষ্ণতা, লালবর্ণ স্ফীততা, তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্থানসকল।

রাত্রিতে পায়ের ডিমে খল্লী, এবং পায়ের তলায়, পদ প্রসারিত করিতে হয়। ভ্রমণ কালে পদদ্বয় কাঁপে; টলিতে টলিতে চলে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে অসুখ অসুখ বোধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে মুষ্টবৎ বেদনা; সন্ধিসমূহেও; সঞ্চালন এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

বাত, প্রধানতঃ দেহের মাংসপেশী এবং বৃহৎ সন্ধি সকল আক্রান্ত হয়; স্ফীততা; আসড়তা বা উৎক্ষেপ, সামান্য ধাক্কা বা ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি।—সমান লম্বা হইয়া শুইলে বৃদ্ধি; মস্তক উচ্চ করিয়া শুইলে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে সূচীবেধ, সর্ব্বাঙ্গে টাটানি বোধ, প্রাতে বৃদ্ধি। হঠাৎ শক্তির হ্রাস।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; প্রধানতঃ হস্তদ্বয়ের; মদ্যপায়ীদিগের।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যাধিক্যতা।

বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

ভ্রমি-প্রবণতা :—গন্ধ আঘ্রাণ লইয়া; প্রাতে; কিম্বা আহারান্তে।

পক্ষাঘাত :—স্থানসকল শীতল, অসাড়, শুষ্কতা প্রাপ্ত, সংন্যাস বা মস্তিষ্কের কোমলত্ব-প্রাপ্তি হেতু পক্ষাঘাত, তৎসহ মাথাঘোরা ও দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি; অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বশতঃ পক্ষাঘাত; সুরা অপব্যবহার জনিত; আক্ষেপের পর; আর্সেনিক (সেঁকো) কর্ত্তৃক বিষাক্ত হওয়ার পর।

প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা। ১ দেখ।

আক্ষেপ :—আবেগ (যথা ক্রোধ) বশতঃ; অপরিপাকবশতঃ, আক্ষেপের পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ, কামলা ইত্যাদি; পাকাশয় প্রদেশ হইতে কি যেন উঠিতেছে এইরূপ অনুভব সহ আক্ষেপ; পশ্চাৎ দিকে ধনুকবৎ বক্রতা কিন্তু জ্ঞান থাকে; তাণ্ডববোগবৎ আক্ষেপ, তৎসহ অসাড়তা; আক্ষেপ উজ্জ্বল আলোক, হঠাৎ ধাক্কা, শব্দ কিম্বা অতি সামান্য স্পর্শে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আক্ষেপের পরে গভীর নিদ্রা হয়।

৩৭ নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু, কিন্তু রাত্রিতে অনিদ্রা।

সমস্ত দিন নিদ্রা-প্রবণ, ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

তন্দ্রাদোষযুক্ত, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, গভীর নিদ্রা।

রাত্রি দীর্ঘ অনুভব হয়; গোলমাল ও ব্যস্ততা-পূর্ণ স্বপ্ন; প্রলাপ বকিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসে, ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখে, অতি সামান্য শব্দে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে ভোঁস ভোঁস করিয়া বা নাক ডাকিয়া শ্বাস বহে।

মনমধ্যে বহুবিধ চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় অধিক রাত্রে নিদ্রা হয়।

রাত্রি ৩টার সময় জাগিয়া উঠে (নানাপ্রকার উপসর্গ সহ)।

রাত্রি ৩টার সময় জাগরিত হয়; প্রাতে স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রায় নিদ্রিত হয় কিন্তু তাহা হইতে সহজে উঠান যায় না, এবং তৎপরে শ্রান্ত ও দুর্ব্বল অনুভব হয়।

৪০শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—শয্যায় শুইয়া সন্ধ্যা ও রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত; সঞ্চালন ও জলপানে বৃদ্ধি; তৎসহ উষ্ণ মুখমণ্ডল; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ; প্রাতঃকালে, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধ (স্তন্যপায়ী শিশুদিগের); উত্তাপে উপশম হয় না। শীতের পরে নিদ্রা।

অগ্রগামী, প্রাতঃকালীন, জ্বর :—শীত ও তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি; নখসকল নীলবর্ণ, তৃষ্ণা নাই; তৎপরে তৃষ্ণা, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, তৎসহ রগে সূচীবেধ; স্বল্প ঘর্ম্ম। বিজ্বর কালে পাকাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে; পদদ্বয় দুর্ব্বল ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয়।

উত্তাপ :—তৃষ্ণাশূন্য রাত্রিতে; অতি সামান্য শ্রম বা খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি হয়; গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা; কিম্বা ইচ্ছা হয়, কিন্তু অনাবৃত করিলে শীত করে, কিম্বা পেটে বেদনা ধরে; শীতেরপূর্ব্বে উত্তাপ।

রক্তাধিক্যতাযুক্ত শীত, তৎসহ মাথাঘোরা, উদ্বেগ, প্রলাপ, সুস্পষ্ট দৃশ্য দর্শন, উদর স্ফীত; পার্শ্বদেশ ও উদরমধ্যে সূচীবেধ।

ঘর্ম্ম :—মধ্যরাত্রির পরে ও প্রাতে; অম্ল গন্ধ বা দুর্গন্ধ; কেবল একপার্শ্বে, অথবা দেহের উর্দ্ধাংশে; মুখমণ্ডলে শীতল, চট্‌চটে; ঘর্ম্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বেদনা উপশমিত হয়; শীত হইয়া আবার ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক ও সবিরাম আক্রমণ সকল।

৪২ তন্তু।—শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি, ক্ষুধা নাই, অথবা রাক্ষসী ক্ষুধা; খাইতে ইচ্ছা কিন্তু পুনঃ পুনঃ বমন; কোষ্ঠবদ্ধ; রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; মুখমণ্ডল স্ফীত ভাব।

বাত, বিশেষতঃ বৃহৎ সন্ধি ও পৃষ্ঠদেশের।

৪৩ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা ও কামড়ানি; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; কামলাসহ কণ্ডূয়ন।

পাকাশয়ের দোষ সহ আমবাত।

কালশিরা। স্ফোটক, বিশেষতঃ যদ্যপি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক একত্র সংযুক্ত হয়।

বিদ্রধি (এবসেস)।

৪১ অবস্থা।—শীর্ণ, খিটখিটে স্বভাব, পৈত্তাধিক্য ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী, যাহারা অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করে এবং ব্যায়াম না করিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া কাজ করে।

মদ্যপায়ী ও ইন্দ্রিয়সেবী, যাহারা খিট্‌খিটে ও শীর্ণকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, ইপিকা, ফসফরস ও সলফারের পরে নক্সভমিকা ফলপ্রদ; নক্সভমিকার পরে ব্রাইওনিয়া, পলসাটিলা ও সলফার উপকারী।

নক্সভমিকার সহিত জিঙ্ক ব্যবহার হয় না।

নক্সভমিকা সলফারের কার্য্যাবশেষ-পূরক।

নক্সভমিকার প্রতিবিষ:—ক্যাম, কফু, পলস।

নক্সভমিকা প্রতিষেধ করে:—সর্ব্বপ্রকার গরম ঔষধ, বিরেচক, নিদ্রাকারক ঔষধ, কাফি এবং সুরাপানজনিত কুফল সকল। পারদ অপব্যবহার-জনিত হস্তপদাদির কম্পনও নক্সভমিকা কর্তৃক দূরীভূত হয়।

তুলনা কর:—গ্রাফাই (পাকাশয় শূল); ল্যাকে (যকৃতের রক্তাধিক্যতা); কার্ব্ব-ভেজ, কাষ্টি (সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা)।

নক্সমসচেটা।

(জায়ফল)।

পরীক্ষক:—হেলবিগ।

১ মন।—তন্দ্রাদোষ ও অচৈতন্যতা; অদম্য নিদ্রা।

অচৈতন্যতা, মানসিক উত্তেজনার পরে, বিশেষতঃ ঋতুর ঠিক পূর্ব্বে।

পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ ভাবসকল মন হইতে বিদূরিত হয়, নিদ্রিত হইবার প্রবৃত্তি।

স্মরণ শক্তি দুর্ব্বল।

মাথাধরার সময়ে ভুল কথা বলে।

চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত অনুভব হয়; কল্পনাযুক্ত, স্বপ্নযুক্ত দৃশ্য সকল; পরিচিত পথও চিনিতে পারে না।

অল্প ক্ষণ সময়ও তাঁহার (স্ত্রীং) নিকট দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

প্রলাপ, ভয়ানক মাথাঘোরা, বিকট ভঙ্গিমা, উচ্চরবে অযৌক্তিক কথা কহে, অনিদ্রা।

পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), ইন্দ্রিয় সকলের ধীরক্রিয়া, কাল্পনিক চিন্তা সকল; জাগিয়া উঠে কিন্তু জানে না কোথায় আছে; হাস্য, তৎসহ বোকার ন্যায় চেহারা।

হাস্য, সকল দ্রব্যই হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়, আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে।

পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব, একবার হাসে, একবার কাঁদে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—যেন মাতালের ন্যায়, টলিয়া টলিয়া পড়ে; খোলাবায়ুতে ভ্রমণ কালে মাথা ঘুরিয়া পড়ে; দুর্ব্বল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড়, অনুভব যেন বায়ুতে ভাসিতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সংন্যাস; মস্তিষ্কের কোমলত্ব-প্রাপ্তি।

ধমনীসকলের স্পন্দন এবং প্রাত্যহিক মাথাধরা; দপদপানি, চাপযুক্ত বেদনা, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে অবরুদ্ধ, বাম চক্ষূর্দ্ধ স্থানে বেদনা।

মস্তকমধ্যে বেদনাশূন্য স্পন্দন, নিদ্রা যাইতে ভয়।

মস্তক পূর্ণ এবং যেন প্রসারিত হইতেছে এইরূপ মাথাধরা, বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে যায়।

মস্তিষ্ক যেন শিথিল, সঞ্চালন কালে যেন মস্তকমধ্যে ঘট ঘট নড়ে; নিদ্রালুতা; ভোজনান্তে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম, কিন্তু শয্যার উষ্ণতায় নহে।

মাথাধরার বৃদ্ধি:—ধৌত করিলে, ভিজিলে, আর্দ্র বা ঠাণ্ডা

বাতাসে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, শকটারোহণে, মদ্যপানে, আহারান্তে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালিক প্রথম ভোজনান্তে, অতি সামান্য উত্তপ্ত হইলে, উদ্বেগ বিলোপ হইতে, ঋতুর পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায়।

৪ বহির্মস্তক।—রগ দুইটী স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

উপবিষ্টাবস্থায় মস্তক সম্মুখে হেলিয়া পড়ে।

সম্মুখ হইতে পশ্চাতে মস্তকের আক্ষেপিক সঞ্চালন, তাহাতে বাক্য কথন ও গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫ চক্ষু।—দ্রব্যসকল দেখায়:—বৃহত্তর; অতি দূরবর্ত্তী; কিম্বা দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়; লালবর্ণ।

আলোকে বৃদ্ধি; অন্ধকারে উপশম।

অন্ধতা, পরে ভ্রমি। ক্ষণিক অন্ধতা।

একদৃষ্টি। চক্ষু শুষ্ক, তিনি (স্ত্রী) চক্ষু মুদিতে পারেন না।

অক্ষিপুট ভারী; অনম্য।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা; কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্ গুন্‌গুন্ করে।

কর্ণ যেন অবরুদ্ধ অনুভব হয়।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা; বামকর্ণে সূচীবেধ, চোয়াল সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রায়ই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

হাঁচি, নাসিকার ভিতরে শুষ্ক, অবরুদ্ধ, মুখ খুলিয়া শ্বাস লইতে হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশে জ্বালা, আকুঞ্চন, হুলবেধ অনুভব; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও স্ফীত; বাক্যকথন কষ্টকৃত।

বোকার ন্যায়, বালকের ন্যায় মুখের চেহারা।

কৃশ দেখায়; যন্ত্রণাসূচক মুখের চেহারা; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ; মৃতবৎ রক্তশূন্য, সরস বায়ুতে বৃদ্ধি।

চক্ষু ক্রমে দেখিতে ভারী; কষ্টব্যঞ্জক চেহারা।

১০ দন্ত।—গর্ভাবস্থায় সম্মুখ দন্তসমূহে বেদনা, হুলবেধবৎ ছিন্নকর বেদনা; ঠাণ্ডা লাগাইলে, আর্দ্র বায়ুতে এবং মুখ ধৌত করিলে, স্পর্শ বা দন্ত চুষিলে বৃদ্ধি; উষ্ণতায় উপশম।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে; স্কার্ভি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—মৃত্তিকাবৎ; খড়িবৎ; তিক্ত; যেন লবণাক্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছে।

জিহ্বা :—পক্ষাঘাত বিশিষ্ট; শিশু, যদিও বয়স হইয়াছে তথাপি কথা কহিতে পারে না, কারণ যেন জিহ্বা নাড়িতে কষ্ট হয়; তৃষ্ণা নাই; রাত্রিতে বা জাগিলে পর শুষ্ক; শাদা বা পীতবর্ণাভ ক্লেদাবৃত, মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু লাল কণ্টক সকলের দাগযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও গলমধ্য শুষ্ক, তৃষ্ণা নাই।

লালা হ্রাস; লালা তুলার ন্যায়।

ঋতুর সময়ে মুখে জল উঠা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শাদা।

শিশুদিগের মুখের ঘা।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ ক্রিয়া সংক্রান্ত মাংসপেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

গল বেদনা, স্বরভঙ্গ; গলা চুলকান, শুষ্কতা।

ইয়ুষ্টেকিয়ান নলীতে বেদনা, যেন তথায় কোন পদার্থ বাধিয়া রহিয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা ও খাইতে প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত।

ক্ষুধা রহিত। তৃষ্ণা অভাব।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

বিবমিষা ও মুখপ্রসেক :—তৎসহ নিদ্রাপ্রবৃত্তি; যখন গাড়ী করিয়া যায়; গর্ভাবস্থায়।

বমন :—আক্ষেপিক; গর্ভাবস্থায়; এবং পাকাশয় অম্লপূর্ণ; উদরাধ্মান।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উষ্ণতা ও জ্বালা।

পাকাশয়ে পূর্ণতা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের।

মানসিক শক্তির অতিরিক্ত চালনাবশতঃ পাকাশয়ের উত্তেজনা।

কেবল অতি গুরুপক খাদ্য পরিপাক করিতে পারে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হইতে বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে আক্ষেপিক

বেদনা, তৎপরে উদরের নিম্নাংশে চক্রাকারে বেদনা, তৎপরে উদরাময়।

শিশুদিগের যকৃত বিবৃদ্ধি।

যকৃত বৰ্দ্ধিত; রক্তযুক্ত মল, যকৃৎ প্রদেশে ভার বোধ; যেন কোন তীক্ষ্ণ পদার্থ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে চাপ বোধ; স্ফীত অনুভব।

প্লীহা বৰ্দ্ধিত; অতিসার।

প্লীহামধ্যে সূচীবেধ; সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়।

১৯ উদর।—উদরের উপরাংশে ভার বোধ।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম ও নাভিতে কর্ত্তন ও খিমচান বেদনা।

আহার করিবামাত্র পেটবেদনা এবং পানান্তে বৃদ্ধি; দিবাভাগে, তৎসহ মুখের শুষ্কতা ও তৃষ্ণার অভাব।

উদর ভয়ানক স্ফীত।

নাভি বেদনা, এমন কি ক্ষত।

গোড় নামা।

নাভিদেশে কর্ত্তন ও খিমচান বেদনা, চাপে উপশম, আধ্মান ও উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কোমল কিন্তু কষ্টে বহির্গত হয়, সবলান্ত্র ক্রিয়া শূন্য; অজীর্ণ, ডিম ঘোঁটার ন্যায়, ক্ষুধা রহিত, নিদ্রালু; পিত্তযুক্ত, আমযুক্ত; পচা, রক্তযুক্ত; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, প্রচুর এবং দুর্গন্ধ যুক্ত।

রাত্রিতে মলত্যাগ, দুর্ব্বলকারী, তৎসহ নিদ্রালুতা, ভ্রমি; শীতল, আর্দ্র বায়ু হইতে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা পানীয় খাইয়া, দন্তোদ্গম কালে; গর্ভাবস্থায়।

কৃমি; কর্ত্তনবৎ পেটকামড়ানি, নিদ্রালুতা। পর্য্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল মল। অর্শ বলি বাহির হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক শূল।

মূত্রাশয়ের বেগ বোধ। মূত্রাশয়ে পাথরী বশতঃ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি।

মূত্র :—স্বল্প ও লালবর্ণ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তি কিন্তু লিঙ্গ শিথিল। শুক্রস্খলন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বন্ধ্যাত্ব।

আক্ষেপিক প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

পেলভিস-গহ্বরস্থিত যন্ত্র সমূহের অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা, ঋতুকালে বৃদ্ধি, সেই সময়ে ডিম্বাধার ও জরায়ু স্ফীত ও চাপে চৈতন্যাধিক।

জরায়ু আধ্মান-বায়ু পূর্ণ।

জরায়ু স্থানচ্যুত ; মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক ; নিদ্রালু, মোহযুক্ত ; আহারান্তে উদর অত্যন্ত বিস্ফারিত হয়।

মিয়োদরের বামপার্শ্বে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব, জরায়ুর বক্রতা (সম্মুখে)।

জরায়ু ও যোনি ভ্রংশ ; বন্ধ্যাত্ব ; শ্বেতপ্রদর।

ঋতু :—সময় ও পরিমাণ সম্বন্ধে অনিয়মিত ; স্রাব সাধারণতঃ কাল, ঘন ; উদরে বেগ দেওয়াবৎ বেদনা, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা ; কটিদেশ হইতে নিম্নদিকে বেদনা ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দুর্ব্বল বোধ হয়, কামভাব ; ঋতু প্রারম্ভে বেদনা ; অদম্য নিদ্রালুতা ; প্রচুর, তৎসহ ভ্রমি ও নিদ্রালুতা ; মুখমধ্য শুষ্ক ; হিষ্টিরিয়া রোগজনিত হাস্য, খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি ; ভয়, দুর্ব্বলতা, ঠাণ্ডা, অতিশ্রম বা হিষ্টিরিয়া রোগ প্রভৃতি হেতু স্বল্প বা অবরুদ্ধ।

ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর ; শুষ্ক জিহ্বা সহ জাগিয়া উঠে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বশতঃ কষ্টবোধ ; বিবমিষা ও বমন, মলত্যাগে কষ্ট ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ যেন ঊর্দ্ধদিকে চাপ বোধ ; ভ্রমি ; নিদ্রালুতা ; চর্ম্ম শুষ্ক, শীতল।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ; হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ভ্রমি হওয়ার সম্ভাবনা ; ভয় হয় গর্ভস্রাব হইবে।

প্রসববেদনা :—বেদনা কৃত্রিম, দুর্ব্বল ; কিম্বা আক্ষেপিক ও অনিয়মিত ; নিদ্রালু।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ :—মস্তক সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত ; বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়া

রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক, যাহাদের সহজেই মূর্চ্ছা হয় এবং যাহারা পৃষ্ঠ-দেশ ও জানুদ্বয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য অনুভব করে; আক্ষেপের পরে ও পূর্ব্বে নিদ্রালু।

প্রসবান্তে :—আধ্মান, তৎসহ প্রসববেদনাবৎ বেদনা; প্রসবের পর জরায়ু অসঙ্কুচিতাবস্থায় থাকে; জরায়ুর বক্রতা (সম্মুখে)।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা, বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে ভ্রমণে বৃদ্ধি।

লেরিংক্স মধ্যে শুষ্কতানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—আহারান্তে শ্বাসকষ্ট; হঠাৎ শ্বাসবন্ধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ বক্ষোপরি ভারবোধ।

বক্ষের মাংসপেশীতে আকুঞ্চন অনুভব।

২৭ কাসী।—হঠাৎ শ্বাসরোধ সহ শুষ্ক কাসী; গর্ভাবস্থায় শুষ্ক কাসী; কাসীর উৎপত্তি :—শয্যায় দেহ উত্তপ্ত হইলে; জলে দাঁড়াইয়া বা স্নান করিয়া, দেহ অত্যুত্তপ্ত হইলে, শীতল, অন্ধকার স্থানে বাস করিয়া; আহারান্তে সরস, পানান্তে শুষ্ক কাসী।

গয়ার (নিষ্ঠীবন) রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ; পিচ্ছিল, লবণাক্ত; গয়ার তুলিয়া গিলিয়া ফেলে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষোপরি ভার ও চাপবোধ, রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে বেশী।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, কসিয়া ধরা ভাব, রক্ত নিষ্ঠীবন, বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে পূর্ণতা অনুভব, তাহাতে গভীর শ্বাস লইতে পারে না।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়া।

হৃৎকম্পন :—ভ্রমি, তৎপরে নিদ্রা; হিষ্টিরিয়া বশতঃ হৃৎকম্পন, তৎসহ দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রনাড়ী।

হৃৎপিণ্ডের কম্পন, যেন ভয়বশতঃ।

নাড়ী :—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল। সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—আর্দ্র বাতাস লাগিয়া, গ্রীবার মাংসপেশীতে আকৃষ্ট অনুভব।

বেদনা কখন পৃষ্ঠদেশে, কখন ত্রিকাস্থিতে, জানুদ্বয় অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ; বিশ্রামে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদণ্ড বহিয়া বেদনা।

গাড়ীতে চড়িতে গেলে পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

কটিদেশ ও জানুদ্বয় দুর্ব্বল অনুভব হয়।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—অনুভব হয় যেন সমস্ত রক্ত তাঁহার (স্ত্রী) হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেন বাহুতে দড়ি বান্ধা রহিয়াছে।

হস্তদ্বয় শীতল অনুভব হয়, যেন বরফ বৎ জমিয়া গিয়াছে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয় শ্রান্ত, যেমন অনেক দূর হাঁটিলে হয়।

দক্ষিণ জানু বেদনা করে, বিশেষতঃ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিতে গেলে।

পদদ্বয়ে ভার ও শৈত্যানুভব।

চরণদ্বয়ে খালধরে ও ভিতরে জ্বালা বোধ।

শয়ন করিলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা। * গাউট।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সঞ্চরমান, খননবৎ, চাপাযুক্ত বেদনা—বেদনা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ; স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং স্বল্প ক্ষণেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দীর্ঘকাল ঠাণ্ডায় ও সরসস্থানে থাকিয়া পৈশিক বাত; সঞ্চরমান বেদনা; উষ্ণতায় উপশম।

৩৫ স্নায়ু।—ভ্রমণকালে টলিয়া পড়ে, বার বার পড়িয়া যায়।

অতি সামান্য শ্রমেই শ্রান্তি বোধ, যেন শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়; নিদ্রালু।

মূর্চ্ছাপ্রবণতা; অতি সামান্য বেদনা হইতেও মূর্চ্ছাপ্রবণতা। অস্থির, সর্ব্বদা নড়িতে চড়িতে থাকে।

উদরাময় সহ শিশুদিগের আক্ষেপ।

অচৈতন্য, শক্ত হইয়া উঠে, ধীর শ্বাসক্রিয়া; পশ্চাৎ দিকে দেহ বক্র হইয়া পড়ে; আক্ষেপ হইতে থাকে।

অচৈতন্যতা সহ মৃগী রোগ।

হিষ্টিরিয়া রোগ।

পক্ষাঘাত :—জিহ্বা, অক্ষিপুট, অন্ননলীর।

৩৬ নিদ্রা।—রোগ বশতঃ নিদ্রা উপস্থিত হয়; অদম্য নিদ্রালুতা; নিদ্রালু,

যেন মদমত্ত ; তঁন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা, স্থির, অনড়, নিঃশব্দে শুইয়া থাকে।

মস্তক বা হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্যতাবশতঃ অস্থির নিদ্রা, তৎসহ জরায়ুর পীড়া সকল।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শীত বোধ :—খোলা বায়ুতে, বিশেষতঃ আর্দ্র শীতল বায়ুতে, তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ; গাত্র অনাবৃত করিলে ; উষ্ণ গৃহে উপশম।

সন্ধ্যাকালে শীত শীত বোধ, তৎসহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা ; শীত ও নিদ্রা-লক্ষণ অধিক প্রবল।

চরণদ্বযে ঠাণ্ডা অনুভব, তৎসহ হস্তদ্বয়ে উত্তাপ অনুভব।

রক্তাধিক্যতা। পূর্ব্বাহ্নে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে উত্তাপ, তৎসহ মুখ ও গলমধ্যে শুষ্কতা, তৃষ্ণা নাই ; নিদ্রালুতা, তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা।

ঘর্ম্মের অভাব ; চর্ম্ম শীতল, শুষ্ক।

ঘর্ম্ম :—লালবর্ণ কিম্বা রক্তযুক্ত ; তৎসহ নিদ্রালুতা ; তৎসহ গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা।

সবিরাম জ্বর, নিদ্রালু, জিহ্বা শাদা, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া, সময়ে সময়ে রক্তযুক্ত গয়ার, অতি অল্প তৃষ্ণা, এমন কি উত্তাপাবস্থাতেও।

৪৪ **তন্তু।**—আভ্যন্তরিক স্থান হইতে রক্তক্ষরণ।

আভ্যন্তরিক স্থান সমূহের শুষ্কতা।

রক্তের অভাব, রক্তাল্পতা।

ছোট ছোট শিশুদিগের দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

বাহ্যিক স্থান সমূহের শোথ।

৪৫ **সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।**—শরীরের যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে তাহাতে বেদনা বোধ ; শয্যাক্ষতের সম্ভাবনা।

৪৬ **চর্ম্ম।**—চৈতন্যাধিক, বিশেষতঃ শীতল, আর্দ্র বায়ুতে।

চর্ম্ম শীতল, শুষ্ক, ঘর্ম্মের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

প্রতি শীতকালেই নীহার-স্ফোটক।

চর্ম্মের ক্ষত, বেদনাযুক্ত ; হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ।

ঋতুকালে মুখমণ্ডল ও গ্রীবার স্থানে স্থানে লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, তাহা হইতে ছাল উঠিয়া যায়।

১৭ অবস্থা।—শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রধানতঃ উপযোগী; আরও বৃদ্ধদিগের পক্ষেও।

১৮ সম্বন্ধ।—ইহার সদৃশ ঔষধ :—ষ্ট্রামো, ওপি (মন); পলসা (আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহ); নক্সভমি, এণ্টিম-টার্ট (অনুভব); ওপি, আর্সে, স্পাইজি (জ্বর); লাইকো (চর্ম্ম); নক্স-ভমি, রসটক্স (সঞ্চালন); ককু, ইগে, নক্স-ভমি, সিপি (দেহের পার্শ্ব সম্বন্ধে)।

নাইট্রিক এসিড।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি, মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা।

নীরব। বিমর্ষতা, নিরাশা।

তাঁহার (পুং) রোগ সম্বন্ধে উদ্বিগ্নতা, তৎসহ মৃত্যুভয়; ওলাউঠার ভয়।

বায়ুপ্রধান, উত্তেজনশীল, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে।

২ চৈতন্য।—মাথাটলা, অলস, স্তম্ভিতবৎ অনুভব হয়।

অধিক উত্তাপ সহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বান্ধাম রাস্তা দিয়া গাড়ী গেলে, অথবা সজোরে পদশব্দে মস্তক চৈতন্যাধিক।

বাহির হইতে চাপ বোধ; বিবমিষা সহ উহা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত; গোলমালে বৃদ্ধি; শয়ন কিম্বা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইলে উপশম।

মস্তকমধ্যে সূচীবেধ, তাহাতে শুইতে বাধ্য করে; রগদ্বয়ে বিদ্ধবৎ বেদনা।

মস্তকের বামপার্শ্বে অতি প্রবল দপদপানি ও মুদ্গরাঘাতবৎ অনুভব, প্রাতের সময়ে ক্রমশঃ আরম্ভ হয় এবং আহারের সময়ে চলিয়া যায়।

বহির্মস্তক।—করোটীতে বেদনা, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তক ফিতা দ্বারা সজোরে বান্ধা রহিয়াছে; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে এবং গাড়ী চড়িয়া বেড়াইলে উপশম।

মস্তক অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এমন কি টুপির ভারও অসহ্য; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে বেশী।

করোটীত্বকে প্রাদাহিক স্ফীততা, পাকে পুঁজ জন্মে কিম্বা অস্থি ক্ষয় হয়।

লালবর্ণ ফুস্কুড়ি।

মূর্দ্ধা ও রগদ্বয়ে সরস, হুলবেধবৎ বেদনা সহ, উদ্ভেদ; চুলকাইলে সহজেই রক্ত পড়ে, এবং সেই পার্শ্বে শয়ন করিলে অত্যন্ত টাটানি বোধ হয়।

করোটীত্বকে এক একখানি জালাকর সরস ক্ষত। * উপদংশ।

কেশ উঠিয়া যায়, তৎসহ সরস উদ্ভেদ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া, দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা।

চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কালবর্ণ দাগ সকল।

আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

দ্বিত্ব দৃষ্টি; নিকটদৃষ্টি।

চক্ষু প্রদাহিত, উপদংশ অথবা পারদ অপব্যবহারের পর।

আইরিস প্রদাহ। চক্ষু মধ্যে চাপ ও হুলবেধ বোধ।

কর্ণিয়ার উপরে দাগ।

চক্ষু প্রদেশ বেদনাযুক্ত, স্পর্শে টাটানি অনুভব।

অক্ষিপুট স্ফীত ও কঠিন।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

অশ্রুবাহক নলীর নালী ঘা।

কর্ণ।—নিজের কথা নিজের কাণে প্রতিধ্বনিত হয়।

কর্ণমধ্যে স্পন্দন, গুন্ গুন্ শব্দ।

চর্ব্বণকালে কর্ণ মধ্যে খট্ খট্ শব্দ।

টন্সিল গ্রন্থিদ্বয়ের কাঠিন্য ও স্ফীততা বশতঃ শ্রুতিশক্তির অভাব; পারদ অপব্যবহারের পরে।

ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী অবরুদ্ধ।

ভয়ানক দুর্গন্ধ পূযযুক্ত কর্ণস্রাব।

কর্ণ মধ্যে দপদপানি।

কর্ণাস্থির ক্ষয় বা পূতি।

৭ নাসিকা।—বায়ু আঘ্রাণে বিরক্তিকর-গন্ধ অনুভব।

প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; রক্ত কাল, জমাট বান্ধা ; ক্রন্দন কালেও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নিদ্রাকালে হাঁচি।

শুষ্ক সর্দ্দিবশতঃ নাসিকা অবরুদ্ধ কিম্বা ফোটা ফোটা জল পড়ে ; নাসাপুট স্ফীত, জ্বালা করে।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

নাসিকা হইতে পূযস্রাব, তৎসহ ক্ষত।

ক্ষতকারী নাসাস্রাব।

নাসাগ্রভাগ লালবর্ণ। নাসার উপরে ওয়ার্ট বা বিবৃদ্ধি।

নাসাপুটেও বৃহৎ, কোমল, বিবৃদ্ধিসকল, উহা মামরী দ্বারা আবৃত। * উপদংশ।

মুখমধ্যে নাসার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে অপরিষ্কার রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

প্রতিদিন প্রাতে সবুজবর্ণ শক্ত শক্ত পদার্থ বহির্গমন।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট।

গণ্ডদ্বয়ের স্ফীততা।

প্রাতে জাগিলে পর চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ফুলা।

মুখমণ্ডল ও কপালে উদ্ভেদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি। পূযযুক্ত গুটিকা, তাহার চতুর্দ্দিকে কিনারা প্রশস্ত ও লালবর্ণ, তাহাতে মামড়ী পড়ে। * উপদংশ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত। অধর শুষ্ক, ফাটা। মুখের কিনারা ক্ষত ও ফোস্কায় পূর্ণ। মুখের কোণ ক্ষত। সব্-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

১০ দন্ত।—পারদ অপব্যবহারের পরে সন্ধ্যা ও সমস্ত রাত্রি দন্তে স্পন্দন (দপ-

আহারান্তে :—পাকাশয়ে পূর্ণতা, অতি সামান্য শ্রমে দুর্ব্বলতা, উত্তাপ, হৃৎকম্পন ; পাকাশয়ে ভার চাপান বোধ।

দুগ্ধ সহ্য হয় না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অধিক বিবমিষা, খাইতে পারে না ; সময়ে সময়ে বমি হয়।

বিবমিষা, তৎসহ পাকাশয়ে উত্তাপ,—গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বিবমিষা নড়িয়া বেড়াইলে কিম্বা গাড়ী চড়িলে উপশম।

তিক্ত ও অম্ল বমন ; হরিদ্রা শ্লেষ্মা বমন হয়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ। জ্বালাকর কষ্টবোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের পুরাতন রোগ ; কামলা। যকৃত ভয়ানক বর্দ্ধিত ; মাটীর ন্যায় মল।

১৯ উদর।—ক্ষুদ্রান্ত্রে খালধরাবৎ বেদনা সহ মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া উঠে ; শীত শীত বোধ ; নড়িলে বেদনার আরও বৃদ্ধি।

উদরের ঊর্দ্ধাংশে আবদ্ধ আধ্মানবায়ু। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

আধ্মান বশতঃ উদর স্ফীত।

কর্ত্তনবৎ বেদনা। উদরের বামপার্শ্বে গড গড় শব্দ ; মুখে দুর্গন্ধ।

ভ্রমণকালে উদরে বেদনা।

অন্ত্রবৃদ্ধি ; শিশুদিগেরও।

বৈকালে ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সমগ্র উদরে জ্বালা।

কুচকির গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি।

প্রদাহিত বাঘী।

২০ মল ইত্যাদি।—মলত্যাগের প্রবৃত্তি কিন্তু অল্পই মল নিঃসরণ হয় ; অনুভব হয় যেন মল সরলান্ত্রে রহিয়া গেল এবং কিছুতেই বহির্গত হয় না।

মলত্যাগের নিষ্ফল প্রবৃত্তি ; পেট বেদনা।

মল কঠিন ; মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত চাপ বোধ এবং পরে আম নির্গত হয়।

নিষ্ফলবেগ সহ সরলান্ত্রে জ্বালা ; মল নির্গত না হইয়া বেগ।

রক্তাম্বুমিশ্রিত আম নির্গত হয়, তৎসহ অত্যন্ত বেগ।

মল :—বেগ সহ রক্তযুক্ত ; আমযুক্ত ; পচা, আমযুক্ত ; অজীর্ণ ; পাতলা, অধিক অপান নিঃসরণ হয়, অন্ত্রকূজন ; হরিদ্রাভ শাদা তরল ; প্রাতে পাতলা ; সবুজ, পিচ্ছিল, ক্ষতকারী উদরাময়।

রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, জমা নহে ; অতি সামান্য সঞ্চালনে ভ্রমি ; অন্ত্র মধ্যে ক্ষত।

অর্শ :—বহু দিনের পুরাতন, বলি দোদুল্যমান, রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু স্পর্শ করিলেই বেদনা করে ; পিচ্ছিল, ফাটা ; প্রত্যেক মলত্যাগের পরেই রক্ত পড়ে।

সরলান্ত্র ফাটা (বিদারিত) ; মলত্যাগকালে ছিন্নকর, আক্ষেপিক লক্ষণ ; মলত্যাগের পরে, মল অতি কোমল হইলেও, ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মলদ্বারে আর্দ্রতা।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগকালে শীতল ; স্বল্প, ঘোটকের মূত্রের ন্যায় গন্ধ।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্রনালীর আক্ষেপ ; সরলান্ত্রে ফাটা।

মূত্রনালীতে ক্ষত ; রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মাবৎ বা পূযযুক্ত স্রাব।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—রতিপ্রবৃত্তি অতি প্রবল।

রতিপ্রবৃত্তির অভাব ; লিঙ্গোত্থান হয় না।

রাত্রিকালে বেদনাযুক্ত, আক্ষেপিক লিঙ্গোত্থান।

প্রমেহ, তৎসহ উপদংশ ক্ষত, বা আঁচিল।

মূত্রনালীর ছিদ্রের মুখে এবং মেঢ্রত্বকের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা, তাহা হইতে উপদংশ ক্ষতবৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়। * প্রমেহ।

ক্ষত গভীর, নালীবৎ, অসমান ; কিনারা প্রায়ই উচ্চ ; স্পর্শ করিলেই রক্ত পড়ে। * উপদংশ।

উপদংশের দ্বিতীয়াবস্থা।

মুদা।

▌পারদ ব্যবহারের পরে উপদংশ, বিশেষতঃ ক্ষতে অতি প্রচুর মাংস বৃদ্ধি।

▌কণ্ডাইলোমেটা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিযাব পরে জননেন্দ্রিযের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অতিশয় চুলকায়; জরায়ুর গাত্রে মাংস বৃদ্ধি।

তলপেট ও কোমরে এরূপ চাপ বোধ যেন সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে; উরু বহিয়া বেদনা।

শরীরের অতি-শ্রমজনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ঋতু:—আগাইয়া, অনিয়মিত, স্বল্প এবং ঘোলা জলের ন্যায়; আগাইয়া ও প্রচুর; প্রস্রাব দুর্গন্ধ।

ঋতুকালে উদ্গার, উদরে খল্লীবৎ বেদনা, যেন উহা বিদীর্ণ হইবে।

অনিয়মিত ঋতুর অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে প্রচুর, কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব। *জরায়ুর কর্কট রোগ।

শ্বেত প্রদর:—দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা; সবুজ শ্লেষ্মা; মাংসের ন্যায় বর্ণ; ক্ষতকারী, কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ।

ভগ ও যোনিতে কণ্ডূয়ন, স্ফীততা ও জ্বালা।

জরায়ু-মুখে গুল্মবৎ মাংস বৃদ্ধি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব কিম্বা প্রসবের পরে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

স্তনদ্বয়ে কঠিন গুল্মবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ।

স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—শ্লেষ্মায় সমস্ত অবরুদ্ধ হইয়া জাগিয়া উঠে, গয়ার তুলিয়া ফেলিলে তবে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতে পারে।

তিনি (স্ত্রীং) এত দুর্ব্বল যে নিশ্বাস লইতে ও কথা কহিতে পারেন না। * জরায়ুর স্থান-চ্যুতি।

অবিরাম শ্বাসক্রিয়া।

২৬ কাসী।—পাকাশয়ে ও লেরিংক্সে শুড়শুড়ি বশতঃ শুষ্ক কাসী; কাসী রাত্রিতে এবং দিবসে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। দিবসে রক্ত ও রক্তজমাট সহ গয়ার উঠে।

কাসী :—শুষ্ক, কষ্টে গয়ার উঠে।

গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, জালাকর, তিক্ত ; অম্ল ও দুর্গন্ধ।

এম্পায়িমা, তৎসহ সমধিক শ্লেষ্মা পূয মিশ্রিত গয়ার উঠে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ।

উদ্বেগ, উত্তাপ ও হৃৎকম্পন সহ বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

বক্ষে খল্লীবৎ বেদনা।

দক্ষিণ বক্ষে সূচীবেধ।

কাসিতে বা শ্বাস লইতে বক্ষে টাটানি বোধ।

বেদনা হঠাৎ হ্রাস হয়, কিন্তু তথাপি নাড়ী ক্ষুদ্রতর ও দ্রুততর। *ফুস-ফুস প্রদাহ। * বৃদ্ধ বা দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তিদিগের প্লুরিসি।

ফুসফুস আক্রান্ত, ঘড়ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া, সরল কাসী ; গয়ার রক্তযুক্ত ; নাড়ী অনিয়মিত। * টাইফাস।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে হৃৎকম্পন ও যন্ত্রণাবোধ।

নাড়ী :—অনিয়মিত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও বগলের গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

পৃষ্ঠদেশ বহিয়া উর্দ্ধদিকে বেদনা, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাতের বেদনা, প্রধানতঃ কনুই হইতে হস্ত ও অঙ্গুলি সমূহে।

দক্ষিণ হস্তের অসাড়তা, কম্পন।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে অনেক বড়বড় আচিল।

নখের উপর শাদা দাগ।

অঙ্গুলির ফাকে ফাকে দদ্রুবৎ পীড়কা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধি যেন মচকাইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়।

পদ ও চরণদ্বয়ে বাতের বেদনা।

টিবিয়া (অস্থি) আবরক ঝিল্লির বরাবর বেদনা।

প্যাটেলা অস্থিতে বেদনা, তাহাতে হাঁটিতে পারে না ; জানুসন্ধিতে অনম্যতা ও সূচীবেধ।

রাত্রিতে এবং উপবেশনের পর হাটিতে গেলে পায়ের ডিমে ভয়ানক খল্লী।

পায়ের অতি দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

পায়ের অঙ্গুলি সমূহে নীহার-স্ফোটক।

৩৮ স্নায়ু।—হিষ্টিরিয়া।

দেহের নানাস্থানে উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কম্পন; মানসিক অবসাদ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভার ও কম্পন, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

৩৯ নিদ্রা।—দুর্ব্বলতা বশতঃ সমস্ত দিবসই মাথাঘোরাসহ নিদ্রালুতা।

নিদ্রা যাইতে কষ্ট। নিদ্রাকালে বেদনানুভব।

জাগরিত হইলে অনুভব হয় যেন যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে, এবং শয়ন করিলে পর শীত।

ক্রমাগতঃ শীত শীত অনুভব।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ শীত শীত বোধ।

মধ্যরাত্রিতে শীত বোধ হইয়া জাগিয়া উঠে; গাত্র অনাবৃত করিলে কিম্বা নড়িলে চড়িলে শীত বৃদ্ধি; তৎপরে উত্তাপ, সমগ্র শরীরে যেন সূচের ন্যায় কি ফুটিতেছে অনুভব।

শীত বা উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না।

হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

শুষ্ক উত্তাপ, রাত্রিতে আভ্যন্তরিক, গাত্র অনাবৃত করিতে চাহে।

উত্তাপ, আহারান্তে ঘর্ম্ম ও দৌর্ব্বল্য।

ঘর্ম্ম অম্ল, দুর্গন্ধ, মূত্রবৎ; পায়ের তলায় ঘর্ম্মে উহাতে বেদনা বোধ হয়।

প্রচুর নৈশঘর্ম্ম।

বৈকালে শীত; তৎসময়ে সমগ্র দেহে স্বল্পস্থায়ী উত্তাপ; তৎপরে সর্ব্ব শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম।

অবিরাম জ্বর:—খোলা বায়ুতে থাকিলে বৈকালে শীত, তৎপরে শয্যায় শয়ন করিলে শুষ্ক উত্তাপ, সেই সময়ে নিদ্রা হয় না অথচ অর্দ্ধ-জাগরিতাবস্থায় নানাবিধ কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়; কেবল

প্রাতের দিকে নিদ্রা ও ঘর্ম্ম হয়; পুরাতন রোগী, যকৃত আক্রান্ত, রোগী রক্তশূন্য, ধাতুগত সাধারণ দূষিতাবস্থা।

১৫। তন্তু।—রক্তস্রাব প্রচুর, উজ্জ্বল লালবর্ণ; কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ।

পচন ও বিগলন।

শীর্ণতা।

গ্রন্থিসমূহ প্রদাহিত, স্ফীত, পূয়যুক্ত।

অস্থিপূতি।

১৬। চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক।

রক্তস্ফোটক।

কার্ব্বঙ্কল।

নীহার-স্ফোটক চুলকায়; সামান্য পরিমাণে ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রদাহিত হয়; চর্ম্ম ফাটিয়া যায়।

ক্ষত স্পর্শ করিলে রক্ত পড়ে; হুলবেধবৎ বেদনা; শল্যবেধবৎ অনুভব; ক্ষতের কিনারা শক্ত, উল্টাইয়া পড়া ও অসমান; ক্ষতে প্রচুর মাংস কন্দ (মাংস বৃদ্ধি); পারদ ব্যবহারের পরে কিম্বা উপদংশের দ্বিতীয়াবস্থায়।

কণ্ডাইলোমেটা সরস, কপি ফুলের ন্যায়।

১৮। সম্বন্ধ।—ক্যাল্কে-কার্ব্ব, হেপার-সলফ, কালি-কার্ব্ব, নেট্রাম-কার্ব্ব, পলসা, সলফ এবং থুজার পরে নাইট্রিক এসিড সুফলপ্রদ।

নাইট্রিক এসিডের পরে ক্যালকে-কার্ব্ব, পলসা ও সলফার প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিডের প্রতিষেধক:—ক্যালকে-কার্ব্ব, হেপার, মার্ক্, মেজে ও সলফার।

ক্যালকেরিয়া, ডিজিটেলিস এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহে নাইট্রিক এসিড উপকারী।

নেট্রাম আর্সেনিকেটাম।

১ মন।—স্নায়বিক অস্থিরতা।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে জাগিলে পর কপালদেশে অল্প অল্প কামড়ানি বেদনা; দিবাভাগে অত্যন্ত তীব্র; পড়িতে বা কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি।

কপালদিয়া অক্ষিগহ্বরে ও অক্ষিগোলকে কামড়ানি।

কপালে পূর্ণতা এবং তৎসহ মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি।

৬ চক্ষু।—তাঁহার শারীরিক অবস্থা বশতঃ দৃষ্টি দুর্ব্বল; কোন দ্রব্যের প্রতি ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিলে তাহা অস্পষ্ট দেখায়।

লিখিতে বা পড়িতে গেলে অতি শীঘ্রই চক্ষু শ্রান্ত ও বেদনা বোধ হয়।

অক্ষিপুটদ্বয় আবদ্ধ থাকে; স্বাভাবিক মত চক্ষু মেলিয়া তাকাইতে পারে না।

অক্ষিগোলক ও পুটদ্বয়ের রক্তবহানাড়ী সকল রক্তপূর্ণ এবং সমস্ত অক্ষিপ্রদেশ স্ফীত। অক্ষিপ্রদেশের স্ফীততা, বিশেষতঃ উপরাক্ষিপুটের।

‖ নিম্নাক্ষিপুটের অভ্যন্তর পার্শ্বে মাংসবৃদ্ধি।

‖ প্রাতে জাগিবার সময়ে অক্ষিপুট সংযোজনা; অক্ষিকিনারা সকলের অতি পুরাতন প্রদাহ।

‖ চক্ষুলক্ষণ সকল প্রাতে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি হ্রাস বা বিলুপ্ত।

‖ নাসিকা অবরুদ্ধ বোধ হয়, রাত্রি ও প্রাতে বৃদ্ধি; রাত্রিতে মুখব্যাদান করিয়া নিশ্বাস লয়।

‖ নাসাস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, শক্ত; উহা হক্ করিয়া নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র দিয়া টানিয়া বাহির করে।

‖ নাসিকা হইতে শক্ত শক্ত খণ্ড খণ্ড নীলাভ শ্লেষ্মা বাহির হয়; তৎপরে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষতবৎ অনুভব হয়।

‖ নাসিকায় শুষ্ক মামড়ী, ঐ মামড়ী তুলিয়া ফেলিলে রক্ত পড়ে।

নাসামূল ও কপালে চাপক বেদনা ; সর্দ্দি।

১২ গলমধ্য।—টন্সিল, ফসেস ও ফেরিংক্স নীলাভ ও স্ফীত।
* ডিপথিরিয়া।

উপজিহ্বা, টন্সিল ও ফেরিংক্স পুরু ; তাহার উপরিস্থ স্থান অসমান, স্ফীত, নীলাভ লালবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা আবৃত।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা। পুনঃ পুনঃ কিন্তু অল্প অল্প জলপান করে ; অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে বৃদ্ধি।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল উদ্গার। বিবমিষা, শীতল জল পান করিলে বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—বেদনা বোধ হয়, উষ্ণ দ্রব্য খাইলে এক প্রকার জ্বালা অনুভব হয় এবং পাকাশয়ে গিয়া পড়িতেছে তাহা বুঝা যায়।

১৯ উদর।—উদরে ক্রত বাষ্প জন্মে, উদরে অপান বশতঃ ও মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পর্য্যায়ক্রমে পেট নরম হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

মল :—কোমল, সরু, কৃষ্ণবর্ণ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা ; হরিদ্রাবর্ণাভ, জলবৎ, প্রচুর, বেদনা শূন্য ; প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিতে বাধ্য করে, তাহার পূর্ব্বে পেটবেদনা, মলত্যাগের পরে উপশমিত হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ককে বেদনা, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক বর্ণের প্রস্রাব ; মূত্রাধার প্রদেশে বেদনানুভব, মূত্রত্যাগকালে কষ্ট।

মূত্র :—প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, পরিষ্কার ; উত্তাপ প্রয়োগে ফসফেট নিম্নে অধঃক্ষিপ্ত হয় ; মূত্রমধ্যে এপিথিলিয়াল কোষ, কাষ্ট (Cast), মেদ কণিকা সকল থাকে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ফুসফুসে অনুভব হয় যেন ধূম নিশ্বাস লইয়াছে।

২৭ কাসী।—শুষ্ককাসী, তৎসহ বক্ষের মধ্য ও উপর তৃতীয়াংশে কসিয়া ধরা এবং কষ্ট বোধ হয়।

২৮ ফুসফুস।—পূর্ণতা, কষ্ট ও বেদনা বোধ, ব্যায়াম ও পূর্ণ নিশ্বাস লইলে বৃদ্ধি। সম্মুখ পঞ্জরাস্থির নিম্নে তীব্র বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎস্পন্দন হইতেছে তাহা বক্ষের উপর দিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়।

অতিসামান্য পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কষ্ট (যন্ত্রণা) বোধ।

নাড়ী :—অনিয়মিত (বিষম), স্বাভাবিকাপেক্ষা ধীর গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য ও বেদনা। দুই স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে অতি তীব্র বেদনা, উপশম পাইবার জন্য সম্মুখে বক্র হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগল হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্নায়ুশূল বেদনা।

দক্ষিণ বায়ুতে বাতজনিত কামড়ানি, স্কন্ধ ও মণিবন্ধেই বেশী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভারী বোধ। কামড়ানি। নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—স্নায়ুশূল বেদনা বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে। সন্ধি সকল অনম্য বোধ হয়। বেদনা নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়, সন্ধি সমূহে ও বামপার্শ্বে বেশী।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, লাঘব, অত্যন্ত অধিক চেষ্টা না করিলে বসিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গে পরিশ্রান্ত বোধ হয়; স্থির হইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু।

অস্থির নিদ্রা, যখন জাগান যায় তখন তাড়াতাড়ি অতি ব্যস্ততার সহিত যেন ভয় পাইয়াছে এই রূপে জাগিয়া উঠে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বদাই শীত শীত বোধ, গাত্র আবৃত করিয়া অথবা অগ্নির নিকট থাকিতে ইচ্ছা।

রাত্রিতে শীত শীত বোধ, তৎপরে জ্বালা ও শুষ্ক উত্তাপ। চর্ম্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্বেই বেদনা বেশী।

৪৩ তন্তু।— শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল আক্রান্ত :—শীতল বায়ু, ধূলা প্রভৃতিতে চৈতন্যাধিক্যতা, উহাতে সর্দ্দি লাগে অথবা উপস্থিত কাসীকে বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি। পাকাশয় প্রদাহ, পুরাতন উদরাময়, নাসিকায় সর্দ্দি প্রভৃতির লক্ষণ।

স্ফীততা (ইডিমা)।

৪৫ চর্ম্ম।—শস্কবৎ উদ্ভেদ, শস্ক সকল পাতলা, শাদা এবং যখন উঠিয়া যায়

তখন তন্নিম্নস্থ চর্ম্ম ঈষৎ লাল বর্ণ দেখায়। যদ্যপি শস্ক সকল থাকে তাহা হইলে তাহাতে চুলকায়, বিশেষতঃ যখন ব্যায়াম বশতঃ দেহ উত্তপ্ত হয় তখনই বেশী।

১৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর:—আর্সে, লাইকোপো (নাসিকা অবরুদ্ধ ও সর্দ্দি), কালি-বাইক্র (নাসিকার সর্দ্দি)।

নেট্রাম কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—চিন্তা কিম্বা কোন প্রকার মানসিক শ্রমে অক্ষমতা; মস্তক স্তম্ভিত অনুভব হয়।

মানুষ এবং সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা।

বিষন্নতা; বিমর্ষতা; বিষাদ বায়ু।

ধনলিপ্সা। হিংসা।

উদ্বেগ, বেদনার সময়ে কম্পন ও ঘর্ম্ম।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—মদ্য পান করিয়া, কিম্বা মানসিক শ্রমে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক অতি বৃহৎ অনুভব হয়। মস্তক দ্রুত ফিরাইতে গেলে কপালে শিরোবেদনা।

মস্তক মধ্যে ও চক্ষুর ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচিবেধ।

প্রতিদিন প্রাতে মূর্দ্ধাদেশে স্পন্দনযুক্ত মাথাধরা।

কপালে ছিন্নকর বেদনা, দিবসের কোন সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

কপালে স্তম্ভনকারী ও চাপযুক্ত শিরোবেদনা, তৎসহ সন্ধ্যাকালে বিবমিষা, উদ্গার, এবং দৃষ্টির অস্পষ্টতা; গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি।

সূর্য্যোত্তাপে মাথা ধরা।

৫ চক্ষু।—লিখিবার সময়ে চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু সকল।

জাগিলে পর চক্ষু সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক রেখা।

চক্ষু সম্মুখে যেন পালক রহিয়াছে অনুভব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে পারেনা।

কর্ণিয়ার উপরে ক্ষত।

আলোকাসহতা সহ অক্ষিপুটের প্রদাহ।

উপরাক্ষিপুটের গুরুত্ব।

৬ কর্ণ।—শব্দে চৈতন্যাধিক।

শ্রুতি শক্তি হ্রাস, যেন কাণে তালা ধরিয়া রহিয়াছে।

দন্তশূল, তৎসহ কর্ণমধ্যে তীব্র সূচীবেধ অনুভব।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায় সহ ঘ্রাণ ও আস্বাদ বিলুপ্ত। সরস প্রতিশ্যায়; প্রবল হাঁচি; রাত্রিতে বৃদ্ধি, সেই সময়ে নাসিকা অবরুদ্ধ থাকে, অতি সামান্য বাতাসে কিম্বা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; এক দিন অন্তর বৃদ্ধি; ঘর্ম্মের পরে উপশম।

ঘন হরিদ্রা বর্ণ, কিম্বা সবুজ বর্ণ স্রাব; রাত্রিতে নসিকা অবরুদ্ধ।

এক নাসিকা হইতে শক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত জমাট বাহির হয়; নাসাপথ ক্ষতযুক্ত।

নাসিকোপরি, মুখের চতুর্দ্দিকে এবং ঠোঁটের উপরে সরস দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও ক্ষত।

নাসিকার উপর এবং অগ্রভাগ হইতে ছাল উঠিয়া যায়, স্পর্শ করিলে বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য মুখমণ্ডল, তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণ গোলাকার দাগ এবং অক্ষিপুট স্ফীত।

মুখ মণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ ও আরক্তিমতা গণ্ডদ্বয় স্ফীত।

মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা।

কপালে ও ওষ্ঠে হরিদ্রা বর্ণ চাকা চাকা দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত ও পীড়কাযুক্ত; অধরে জ্বালাকর পীড়কা।

১০ দন্ত।—খননকারী, প্রেরকবিদ্ধকর দন্ত শূল, বিশেষতঃ মিষ্টান্ন কিম্বা ফল খাইবার সময়ে কিম্বা পরে।

নিম্ন দন্ত সমূহের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

দন্ত শূল ধূমপানে হ্রাস হয়।

রাত্রি কালীন দন্ত শূল, তৎসহ অধর ও মাড়ীর স্ফীততা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখ মধ্যে তিক্ত বা ধাতব আস্বাদ।

শুষ্ক জিহ্বা এবং কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি।

জিহ্বাগ্রভাগে জ্বালা, যেন ফাটিয়া গিয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—লালা সাধারণতঃ বর্দ্ধিত। মুখমধ্যে অগভীর ক্ষত ও ফোস্কা, স্পর্শ করিলে বেদনা ও জ্বালা করে।

মুখমধ্য ও কসেসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অল্প আরক্ততা; গলা খাঁকারী দিতে ইচ্ছা, রাত্রিতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রাতে তুলিয়া ফেলা হয়।

মুখ ও গলমধ্য শুষ্ক, তৎসহ জল পানের ইচ্ছা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য ও অন্ননলী শুষ্ক; কর্কশ ও ছাল উঠা অনুভব হয়।

গলমধ্যে এবং নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

গলাধঃকরণ ও হা করিলে গলমধ্যে বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অবিরত তৃষ্ণা:—ভোজনের কয়েক ঘণ্টা পরে শীতল জলের প্রবল তৃষ্ণা।

পূর্ব্বাহ্নে অতিশয় বর্দ্ধিত রাক্ষসী ক্ষুধা—পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব-জনিত।

দুগ্ধে অনিচ্ছা, এবং দুগ্ধ হইতে উদরাময় জন্মে।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধপানান্তে উদরাময়।

আহারান্তে:—অবসাদ বায়ুগ্রস্ত; দুর্ব্বল পরিপাক ক্রিয়া; পাকাশয়ে চাপ বোধ; উদ্গার; কষ্ট ও বেদনা বোধ এবং তৎসহ হৃৎকম্পন।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—ক্রমাগত মুখ দিয়া জলউঠা ও বিবমিষা।

তিক্ত পিত্তবমন।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়ে চাপ বোধ, আহারে উপশম।

পাকাশয়-গহ্বর স্পর্শে ও কথা কহিতে চৈতন্যাধিক।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ; অতি শীতল জল পানান্তে বৃদ্ধি।

প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধ (পুরাতন যাকৃতিক প্রদাহ)।

১৯ উদর।—পেট বেদনা, তৎসহ পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকে আকুঞ্চন ; কিম্বা নাভির সঙ্কোচন এবং উদরের চর্ম্ম শক্ত হইয়া উঠে।

কঠিন, স্ফীত, উদর।

অপান (বায়ু) সঞ্চয় ; উচ্চ রবে গড় গড় শব্দ ; উদরের নানা স্থানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে (আবদ্ধ অপান বায়ু জনিত)।

অপান বায়ু স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং তাহাতে বেদনা বোধ হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—অম্লগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধ অপান (বায়ু) নিঃসৃত হয় ; মল বাহির হইয়া পড়ে।

হরিদ্রাবর্ণ মল :—কোমল কিম্বা জলবৎ, তৎসহ অতি প্রবল হঠাৎ মলত্যাগের বেগ এবং কুন্থন ; জলবৎ, হরিদ্রাবর্ণ, সজোরে বেগে বাহির হয় ; দুগ্ধ পান কিম্বা আহারান্তে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি ; রক্তের দাগ যুক্ত।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা, পর্য্যায়ক্রমে তরল মল নির্গত হয় ; দুর্ব্বল পরিপাকক্রিয়া।

মলত্যাগ কালে ও পরে মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে জ্বালা ও কর্ত্তন বোধ ; কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত ; কোষ্ঠবদ্ধ।

মলের সহিত বড় কৃমি ; মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ও হন্টনবৎ শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, প্রবল বেগ, মূত্রের পরিমাণ স্বল্প বা প্রচুর।

রাত্রিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, দুর্গন্ধ, অম্ল কিম্বা অশ্বের মূত্রবৎ ; শ্লেষ্মা অধঃক্ষেপ-জমে।

মূত্রত্যাগ কালে ও পরে মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কাম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত।

মেঢ্র ও মেঢ্রত্বকের প্রদাহ, স্ফীততা ও সহজেই স্ফীত হয়।

অণ্ডকোষে ভার ও টানিয়া ধরা বোধ।

অণ্ডকোষ দ্বয় ঘৃষ্টবৎ (আঘাতপ্রাপ্ত) বোধ হয়।

মূত্র ত্যাগের পরে এবং কঠিন মলত্যাগের পরে প্রষ্টেট-রস নিঃসরণ।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—হাইপোগ্যাষ্ট্রিয়ামে চাপ বোধ, যেন সমস্তই

বাহির হইয়া পড়িবে; আরও অর্বুদ্ জরায়ুর গ্রীবার কাঠিন্য ও জরায়ুর মুখের বিকৃত গঠন।

ঋতু অতি আগাইয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী; ঋতু-পূর্ব্বে গ্রীবা-পশ্চাৎ টানিয়া ধরা ও শিরঃপীড়া; ঋতুকালে ছিন্নকর শিরঃপীড়া, প্রাতে স্ফীত উদর, উদরাময়ে উপশম, বায়ু প্রধান (নার্ভস), সঙ্গীতাদি অসহ্য।

শ্বেত প্রদর ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, পচা গন্ধ, প্রস্রাবের পর স্থগিত হয়।

২৫ গর্ভাবস্থা।—কৃত্রিম গর্ভোৎপত্তি নিবারণ করে।

প্রসব বেদনা দুর্ব্বল কিম্বা তৎসহ যন্ত্রণা ও ঘর্ম্ম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও শ্বাস হ্রস্বতা।

২৭ কাসী।—অতি প্রবল শুষ্ক কাসী, উষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশকালে বৃদ্ধি। হ্রস্ব কাসী, তৎসহ বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ, কাসীর সহিত পেটডাকা, আবদ্ধ বায়ু-সঞ্চালন; কাসীর সহিত লবণাক্ত, পুযযুক্ত, সবুজাভ শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে সূচীবেধ।

দক্ষিণবক্ষে জ্বালা, বেদনা; সরস কাসী কিন্তু কোন শ্লেষ্মা উঠে না।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অতি প্রবল হৃৎকম্পন—আরোহণ কালে এবং রাত্রিতে বাম পার্শ্বে শয়ন কালে।

পৃষ্ঠদণ্ড বাহিয়া জ্বালা ও কষ্ট বোধ এবং তৎসহ হৃৎকম্পন।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ প্রাচীরের এক (বাম) পার্শ্বে শীতলতা অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত; গলগণ্ড।

গ্রীবার অনম্যতা।

মস্তক সঞ্চালন কালে গ্রীবাদেশীয় কশেরুকাতে খট খট শব্দ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ, বাহুদ্বয় ও কনুইতে বাতের বেদনা।

হস্তদ্বয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রাতে হস্তকম্পন।

বৈকালে হস্তের স্ফীততা।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে পীড়কা; চর্ম্ম শুষ্ক ও ফাটা।

৩৪ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্বে ছিন্নকর ও আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।
* রজঃশূল।

পদদ্বয়ে চাকা চাকা (কুষ্ঠের ন্যায়) দাগ।

পায়ের নিম্নাংশ স্ফীত, প্রদাহিত, রক্তবর্ণ ও ক্ষত কর্ত্তৃক আবৃত।

পা ও পায়ের তলার স্ফীততা, তৎসহ ভ্রমণ কালে তন্মধ্যে হুলবেধ।

হঠাৎ ও সহজেই পা মচকাইয়া যায়; পদবিক্ষেপ কালে সময়ে সময়ে হঠাৎ পা বাকিয়া যায়।

গুল্‌ফ দেশে কৃষ্ণ বর্ণ ক্ষতযুক্ত ফুস্কুড়ি।

অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে জ্বালা ও বেদনা।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে স্ফীততা, ছিন্নকর ও টাটানি বেদনা, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

পদদ্বয় শীতল।

৩৫ অবস্থা, ইত্যাদি।—অধিকাংশ লক্ষণ বসিয়া থাকার কালে আবির্ভূত এবং সঞ্চালন, চাপ ও ঘর্ষণে চলিয়া যায়।

৩৬ স্নায়ু।—কোন প্রকার পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। মাংসপেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উৎক্ষেপ। মাংসপেশী, হস্তদ্বয়, জানু প্রভৃতি স্থানে আকুঞ্চন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রালুতা। অধিক রাত্রিতে নিদ্রা হয়।

অতি প্রত্যুষে নিদ্রা ভাঙ্গে।

নিদ্রাকালে:—চমকাইয়া উঠে, উৎক্ষিপ্ত হয়; সুস্পষ্ট স্বপ্ন, অতি প্রবল লিঙ্গ কাঠিন্য এবং কামোত্তেজনা।

উদ্বিগ্নকর, এলোমেলো স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে হ্রাস।

পূর্ব্বাহ্ণে বৃদ্ধি।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—ঠাণ্ডা বা সর্দ্দি লাগার প্রবণতা; খোলা বায়ুতে বিতৃষ্ণা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সমস্তদিন গাত্র শীতল ও শীত শীত বোধ, পূর্ব্বাহ্ণে বৃদ্ধি; হস্ত পদ শীতল, মস্তক উষ্ণ, কিম্বা হস্ত পদ উষ্ণ ও গণ্ডদ্বয় শীতল।

সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প শীত শীত অনুভব ; তৎপরে উত্তাপ ও নিদ্রা।

উত্তাপ, তৎসহ সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম।

নাসিকা হইতে পৃষ্ঠ বহিয়া উত্তাপের আবেগ অবতরণ করে ; গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা।

প্রত্যেক পরিশ্রমেই প্রচুর ঘর্ম্ম।

নৈশ ঘর্ম্ম, পর্য্যায়ক্রমে শুষ্কচর্ম্ম।

প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—পূর্ণিমার সময়ে বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধাংশ ও বাম দিকের নিম্নাংশ।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা ও মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সাধারণতঃ স্পর্শ হইতে উপশম।

ক্ষতস্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জ্বালা ও হুল বেধ।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষত, তৎসহ আক্রান্ত স্থান সমূহে স্ফীততা ও প্রাদাহিক আরক্তৃতা।

দদ্রু।

চর্ম্মনিম্নে পিপীলিকা হণ্টনবৎ অনুভব। সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন।

আঁচিল সকল ক্ষত হয়।

চর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা।

৪৮ সম্বন্ধ।—নেট্রাম-কার্ব্ব সিপিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

নেট্রাম-কার্ব্ব চায়নার প্রতিবিষ।

নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম ।

(লবণ)

পরীক্ষক :—হানিমান ।

১ মন ।—চিন্তা করিতে কষ্ট ; অন্যমনস্ক ; স্মরণ ও ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল ।

বিমর্ষ, ক্রন্দনশীল ; সান্ত্বনায় বৃদ্ধি হয় ।

সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে রাগিয়া উঠে ।

বিগত অসন্তোষজনক ঘটনাবলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে ।

সামান্য বিষয়ে রাগিয়া উঠে ।

আনন্দ শূন্য, তাচ্ছিল্য, নীরব ।

ধর্ম্ম বিষয়ক বিষাদ-বায়ু ।

২ চৈতন্য ।—মস্তক মধ্যে পরিশ্রান্তি বোধ ।

মস্তক মধ্যে শূন্য বোধ ।

মাথাঘোরা :—প্রাতকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে ; সাময়িক, তৎসহ বিবমিষা, উদ্গার, পেট বেদনা ও হস্তপদাদির কম্পন ; বিবমিষা ও মাথাধরা ; কখন কখন অনুভব হয় যেন শীতল বায়ু মস্তক মধ্য দিয়া বহিতেছে ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর ।—বিদীর্ণকর মাথাধরা ; মস্তক মধ্য হইতে গ্রীবা বা বক্ষ পর্য্যন্ত স্পন্দন বা সূচীবেধ ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; বিবমিষা, বমন ।

দপদপানি, যেন ছোট হাতুড়ী আঘাত করিতেছে ; প্রতিদিন প্রাতে ঐ প্রকার মাথা ধরা হইয়া জাগরিত হয় ; পাঠ বা কথা কহিলে বৃদ্ধি ।

অতি প্রবল মাথাধরা, বৃদ্ধির সময়ে উন্মত্ত করিয়া তুলে, অকথ্য বলে ; দুর্ব্বল ; জিহ্বা শুষ্ক ; অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ; সবিরাম নাড়ী ; জলে ভিজিয়া উৎপত্তি ।

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত মাথাধরা, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি ; দক্ষিণ চক্ষু রক্তপূর্ণ , আলোকে বৃদ্ধি ।

বেদনা, যেন মস্তকের বাম পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, স্কুলের বালিকা-
দিগের মাথাধরা।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—প্রাতে জাগিলে পর, মস্তক বা চক্ষু নাড়িলে, মানসিক
পরিশ্রমে এবং উষ্ণতায়।

মাথাধরার হ্রাস :—স্থির হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলে এবং ঘর্ম্ম হইতে।

৪ বহির্মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে শীতলতা অনুভব; করোটীত্বক চৈতন্যাধিক।
কেশস্পর্শ করিলেই পড়িয়া যায়; প্রধানতঃ মস্তকের সম্মুখ অংশের,
রগের এবং শ্মশ্রু।

সর্দ্দি লাগিবার প্রবণতা।

মস্তক ও বগলে মামরী; কাউর ক্ষতবৎ, তাহা হইতে ক্ষতকারী রস
নির্গত হয় এবং ঐ রসে কেশ বিনষ্ট হয়।

কেশবিশিষ্ট করোটীত্বকের শেষ সীমায় পীড়কা, বিশেষতঃ গ্রীবার পশ্চাত
দেশে; চর্ম্ম ক্ষতবৎ ও লালবর্ণ।

৫ চক্ষু।—সমস্ত পদার্থের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৎ ও এলোমেলো বক্র দাগসকল।
দ্বিত্বদৃষ্টি; কিম্বা পদার্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পায়।

রেটিনায় পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অক্ষিপুট সঞ্চালন কালে ভারী বোধ।

ক্ষীণ ও অস্পষ্ট দৃষ্টি।

অক্ষিপুট প্রদাহ; প্রাতঃকালে চক্ষুতে বালুকাকণা পতনবৎ অনুভব;
কর্ণিয়াতে ক্ষত; জ্বালা ও ক্ষতকর অশ্রুবারি।

নিম্ন দিকে তাকাইতে দক্ষিণ চক্ষুতে অতিতীব্র বেদনা; তৎসহ দপদপ-
কর শিরোবেদনা; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

অশ্রুবাহক নলীতে ষ্ট্রীকচার, অশ্রুথলীতে নালী ও শ্লেষ্মা স্রাব।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ভন্ ভন্, গুণ্ গুণ্ বা ঠুন্ ঠুন্ শব্দ।
শ্রুতি শক্তি হ্রাস।

চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে বেদনাদায়ক খট্ খট্ শব্দ।

কর্ণ মধ্যে স্পন্দন কিম্বা সূচীবেধ।

কর্ণ হইতে পূয স্রাব।

কর্ণ পশ্চাতে কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত, বিশেষতঃ সর্দ্দি হইয়া।

মস্তক অবনত করিলে কিম্বা রাত্রিতে কাসিলে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব।

সহজেই সর্দ্দি লাগে; সরস প্রতিশ্যায়, পর্য্যায়ক্রমে নাসিকা অবরুদ্ধ; প্রতি দিন প্রাতে হাচির আক্রমণ কিম্বা নিষ্ফল চেষ্টা।

সর্দ্দিতে যখন পরিষ্কার শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

নাসিকায় ক্ষতবৎ বেদনা, নাসাপুটের অভ্যন্তর ভাগ স্ফীত; নাসিকায় মামরী।

একপার্শ্বের নাসিকা অসাড় বোধ হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; রক্ত শূন্য; স্ফীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

মৌখুক শূল সময়ে সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বিশেষতঃ কম্পজ্বর অবরুদ্ধ হইলে; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; অত্যন্ত তৃষ্ণা।

মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তৈলাক্তবৎ চক্ চকে।

মুখমণ্ডলে কণ্ডূয়ন ও উদ্ভেদ।

গণ্ডোপরি (বাম) ক্ষত।

শ্মশ্রু পড়িয়া যায়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, বিদারিত, রক্তস্রাবী মামরী যুক্ত; ওষ্ঠ স্ফীত।

অধরের মধ্যস্থলে ফাটা।

মুখের নিকট মুক্তার ন্যায় ফোস্কা; বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরে।

চিবুকে উদ্ভেদ ও ক্ষত।

১০ দন্ত।—বায়ু বা স্পর্শে চৈতন্যাধিক; চর্ব্বণ কালে কসের দাঁতে বেদনা করে।

আহারান্তে ও রাত্রিতে দন্ত হইতে কর্ণ ও গলমধ্য পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা; গণ্ডস্ফীত।

বিনষ্ট দন্ত নড়ে, জ্বালা করে এবং দপ্ দপ্ করে।

মাড়ী উষ্ণ ও শীতল দ্রব্যে চৈতন্যাধিক; স্ফীত, সহজেই রক্ত পড়ে, পচা গন্ধবিশিষ্ট।

দন্ত নালী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—লবণাক্ত, তৎসহ জিহ্বা শুষ্ক ও তিক্ত; উপবাস কালে পচা কিম্বা অম্ল; জলে পচা আস্বাদ।

আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত। * সর্দ্দি।

জিহ্বা শুষ্ক এই কষ্টের কথা সদত বলে কিন্তু জিহ্বা যথার্থ অত্যন্ত শুষ্ক নহে।

জিহ্বা ভারী, কষ্টকৃত বাক্য কথন; শিশুগণ অনেক বিলম্বে কথা কহিতে শিখে।

জিহ্বার পার্শ্বে দক্রর ন্যায় দেখায়।

▌জিহ্বাতে যেন চুল রহিয়াছে অনুভব।

জিহ্বাগ্রভাগে জ্বালা।

জিহ্বার র‍্যানুলা।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, ঠোট ও বিশেষতঃ জিহ্বা শুষ্ক।

মুখগহ্বর শুষ্ক বোধ হয় কিন্তু যথার্থ তাহা নহে।

ওষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে রক্তপূর্ণ ফোস্কা।

মুখমধ্যে বেদনা স্থান অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এমন কি তরল পদার্থেও।

▌মুখমধ্যে ও জিহ্বায় ফোস্কা ও ক্ষত, খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে জ্বালা করে।

লালা রক্তযুক্ত; অধিক লালা স্রাব।

১৩ গলমধ্য।—অত্যন্ত শুষ্ক অনুভব হয়, কিন্তু তথাপি সদত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা তুলে।

গলমধ্যে শল্যবেধবৎ অনুভব হয়।

গলমধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব হয়, তৎসহ পুরাতন গলবেদনা।

উপজিহ্বা বর্দ্ধিত।

কেবল তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারে; কঠিন পদার্থ গলার ভিতর কিয়ৎদূর যায় কিন্তু তথা হইতে সজোরে বহির্নিক্ষিপ্ত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতিরিক্ত ক্ষুধা।

লবণ বা তিক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা; চিংড়ী মৎস্য, মৎস্য, দুগ্ধ খাইতে চাহে।

ক্ষুধা রহিত।

বিতৃষ্ণা :—রুটী, যে রুটী পূর্ব্বে বড় ভাল লাগিত।

১৫ পানাহার।—শূন্য উদরে উপশম বোধ হয়; প্রাতঃকালে কিছু খাইলে পর বৃদ্ধি হয়; জ্বরভাব; আহার কালে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

আহারান্তে:—শূন্য উদ্গার, বিবমিষা, মুখে অম্লাস্বাদ, নিদ্রালুতা, বুক-জ্বালা, হৃৎকম্পন।

অম্ল, রুটী, তৈল চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ ও মদ্য পান জনিত কুফল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে অম্লোদ্গার ও আলস্য বোধ। মুখ দিয়া জল উঠে; বুকজ্বালা ও হৃৎকম্পন।

প্রাতঃকালে বিবমিষা।

বমন প্রথমে ভুক্ত পদার্থ, পরে পিত্ত; পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বর টিপিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ও স্ফীত অনুভূত হয়।

পাকাশয়-গহ্বরে খামচান; থলী, কাপড় কসিয়া পরিলে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—আহারান্তে যকৃৎ প্রদেশে অল্প অল্প অনুগ্র কামড়ানী ও স্ফীততা, যেমন পরিপাক হইতে থাকে অমনি উহা হ্রাস হইতে থাকে।

যকৃতে সূচীবেধ; যকৃত প্রদাহিত, স্ফীত, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ।

প্লীহা প্রদেশে সূচীবেধ ও চাপবোধ; প্লীহা স্ফীত।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত; উদর মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে ও শব্দ হয়।

বিবমিষা সহ পেট বেদনা, বায়ু নিঃসরণ হইলে উপশম হয়।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—বায়ু নিঃসরণ করিতে চাহে কিন্তু বুঝা যায় না বায়ু নিঃসরণ হইবে, কিম্বা মল বাহির হইয়া পড়িবে।

উদরাময় :—পুরাতন, জলবৎ; তৎসহ জ্বর, মুখগহ্বর শুষ্ক ও তৃষ্ণা; অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; সবুজ, রক্তযুক্ত, জলবৎ মল, প্রধানতঃ দিবাভাগে।

অসাড়ে মলত্যাগ।

সরলান্ত্রের ক্রিয়ার অভাব বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মল কঠিন, কষ্টে বহির্গত হয়, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয়; মলদ্বার সঙ্কুচিত; মলদ্বার ছিন্ন, রক্তস্রাব হয়, পরে জ্বালা করে; সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

মলের সহিত রক্ত বহির্গত হয়।

অর্শ, বলিতে হুলবেধবৎ বেদনা, মলদ্বার হইতে রস বহির্গত হয়; মলদ্বারের নিকটে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে ফাট ফাট বোধ ও উত্তাপ।

পুনঃ পুনঃ কিম্বা হঠাৎ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রবেগ ধারণ করিতে পারেনা; প্রচুর মূত্র।

বহুপ্রস্রাব, প্রচুর জলের তৃষ্ণা।

ভ্রমণকালে, কাসিবার ও হাসিবার সময়ে অসাড়ে মূত্র বাহির হয়।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে তবে মূত্র বাহির হয়, বিশেষতঃ যদ্যপি কেহ নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে।

মূত্রের অধঃক্ষেপ ইষ্টক চূর্ণের ন্যায়।

মূত্র কাফির ন্যায় গাঢ় বর্ণ।

মূত্রত্যাগ কালে মূত্রাশয়ে সূচীবেধ, মূত্রমার্গে জ্বালা; ভগে ক্ষতবৎ জ্বালা।

মূত্রত্যাগের পরে মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব।

রক্ত প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতিপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনশীলতা কিন্তু যথার্থ কার্য্যে দুর্ব্বলতা।

রতি ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পরেই স্বপ্নদোষ।

অতিরিক্ত রতি ক্রিয়া বশতঃ পক্ষাঘাত।

রতিপ্রবৃত্তি না হইয়া প্রাতে লিঙ্গকাঠিন্য।

পুরাতন মেহবৎ পরিষ্কার স্রাব।

স্ক্রোটাম ঝুলিয়া পড়ে ও শ্লথ; শিশুদিগের পাছা শুকাইয়া শীর্ণ হয়।

শিশ্নের কিনারায় কণ্ডূয়ন ও শুড় শুড়ি।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা কারণ যোনির শুষ্কতা বশতঃ বেদনা বোধ হয়।

রতিক্রিয়ার কালে জ্বালা; যে রক্তাল্পতা-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের মুখমধ্য ও চর্ম্ম শুষ্ক।

বন্ধ্যাত্ব, তৎসহ অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর ঋতু।

জরায়ু মধ্যে খল্লী, তৎসহ কুচকি দেশে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

প্রতিদিন প্রাতে জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপ ও যেন ঠেলিতেছে এইরূপ বোধ, জরায়ু প্রভৃতির স্খলন নিবারণের জন্য বসিয়া পড়িতে হয়।

জরায়ু-স্খলন, তৎসহ কটিদেশে কামড়ানি, চিত হইয়া শয়নে উপশম; আরও তৎসহ মূত্রত্যাগকালে মূত্রমার্গে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

ঋতু অতি বিলম্বে ও স্বল্প, কিম্বা অতি আগাইয়া ও প্রচুর।

ঋতুর পূর্ব্বে :—উদ্বেগপূর্ণ, বিমর্ষ; প্রাতে মিষ্ট উদ্গার; মাথাধরা; চক্ষু ভারী; হৃৎকম্পন। ঋতুর সময়ে :—মাথাধরা; বিষণ্ণতা; পেট বেদনা। ঋতুর পরে :—মাথাধরা।

রজঃশূল, তৎসহ আক্ষেপ।

প্রথম রজোদর্শন বিলম্বিত; রজোরোধ।

শ্বেতপ্রদর—জ্বালাকর, সবুজবর্ণ; প্রাতে স্বচ্ছ; উহাতে চুলকায়।

বাহ্যাংশে কণ্ডূয়ন, এবং কেশ সকল পড়িয়া যায়।

১৪ লেরিংক্স।—স্বর দুর্ব্বল; কথা কহিলে পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

স্বরভঙ্গতা, গলমধ্যে বেদনা, লেরিংক্স শুষ্কতা।

প্রাতে লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া উদ্বেগপূর্ণ ও কষ্টকৃত; দ্রুত হাটিলে হ্রস্ব, খোলা বায়ুতে উপশম।

মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ।

১৭ কাসী।—গলমধ্যে শুড় শুড়ি বশতঃ কাসী; প্রাতে হরিদ্রা বর্ণ বা রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ার উঠে, তৎসহ কপালে যেন ফাটিয়া যাইতেছে এবং হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় এইরূপ বেদনা; অসাড়ে

মূত্রত্যাগ; যকৃৎ মধ্যে সূচীবেধ; গণ্ড বহিয়া অশ্রুবারি পতিত হয়।

কাসীর বৃদ্ধি :—গভীর নিশ্বাস লইলে; শয্যায় শয়ন করিলে; শয্যায় শুইয়া দেহ উষ্ণ হইলে; ঢোক গিলিলে, পানে; অম্ল খাদ্যে।

কাসী, তৎসহ রক্তযুক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত গয়ার উঠে।

শুষ্ক কাসী, তৎসহ বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ; আরও তৎসহ উপজিহ্বা বিবর্দ্ধিত, শয়নে বৃদ্ধি।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষমধ্যে বেদনা।

বক্ষমধ্যে ও পার্শ্বে সূচীবেধ, হ্রস্ব শ্বাস, বিশেষতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস লইলে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সমস্ত শরীর কম্পিত করে; আরও তৎসহ কামড়ানি; যেন উদরের দিক হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরে।

হৃৎকম্পন :—উদ্বেগপূর্ণ, তৎসহ প্রাতঃকালে মাথা ধরা; যখন কোন প্রকার পরিশ্রম বা সঞ্চালন হয়; যখন বামপার্শ্বে শয়ন করে; নিদ্রা যাইবার সময়ে ও জাগরণ কালে।

নাড়ী :—এক সময়ে পূর্ণ ও ধীর, অন্য সময় দুর্ব্বল ও দ্রুত।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা এবং মস্তক পশ্চাতে সূচীবেধ।

গ্রীবার বেদনাযুক্ত অনম্যতা।

গলমধ্য ও গ্রীবা দ্রুত শীর্ণ হইয়া উঠে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে।

মেরুদণ্ড চৈতন্যাধিক; ফাটিয়া যাওয়া ও আকৃষ্টবৎ বেদনা; কোন কঠিন দ্রব্যের উপর শয়ন করিলে বেদনা উপশম।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ-সন্ধিতে খঞ্জ ও মচকানবৎ অনুভব।

হস্তদ্বয় অসাড়ে নড়িতে থাকে।

লিখিবার সময়ে হস্তদ্বয়ের কম্পন।

হস্তদ্বয়ের চর্ম্ম, বিশেষতঃ নখের নিকটে, শুষ্ক ও বিদারিত।

হাতের তলায় আঁচিল।

হাত ঘামে।

৩। নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বে বেদনা, যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ উরুতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

উরুদেশের মাংস পেশীর উৎক্ষেপ।

বামজানুতে সূচীবেধ।

পদদ্বয়ে অস্থিরতা, অবিরত পা নাড়াইতে থাকে।

অত্যন্ত ভার :—পদদ্বয়ের ; চরণের।

দদ্রু (জানুর বক্র স্থানে)।

পা যেন পক্ষাঘাত বিশিষ্ট, বিশেষতঃ গুল্‌ফ-সন্ধি।

উপবিষ্টাবস্থায় কিম্বা হণ্টনকালে গুল্‌ফ-সন্ধির খঞ্জবৎ অনুভব।

পদদ্বয়ের শিরা স্ফীত।

চরণদ্বয় শীর্ণ।

দক্ষিণ চরণে খল্লীবৎ সূচীবেধ বেদনা।

চরণদ্বয়ের জ্বালা, কিম্বা অতিশয় শীতলতা।

চরণের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ।

৩। সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—বাহুদ্বয়ের দুর্ব্বলতা, ভার ; আরও জানু ও চরণদ্বয়ের।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝিন ঝিন করে, বিশেষতঃ হস্ত পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে।

দক্ষিণ হস্তের স্ফীততা ; আরও চরণদ্বয়ের।

সন্ধি সকল সঞ্চালনে খট্ খট্ শব্দ ; অনম্যতা ; স্ফীততা।

বাহু, হস্ত ও পায়ের ডিমে খল্লী।

৩। স্নায়ু।—কোরিয়া, ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে কি আছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই ; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের হঠাৎ কম্পন ; ভয় প্রাপ্তির পরে।

হিষ্টিরিয়া-জনিত দুর্ব্বলতা ; প্রাতে শয্যায় থাকিতে দুর্ব্বলতা।

শয্যাশায়ী, তিনি দুর্ব্বল তাহা তিনি জানেন এবং নড়িতে চান না।

মাংসপেশীর আকুঞ্চন-জনিত আজন্মস্থায়ী বিকলাঙ্গের পক্ষে (ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ও ঘর্ষণ) উপকারী।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা; সর্ব্ব প্রকার নড়ন চড়নে বিতৃষ্ণা; নিদ্রালু কিন্তু ঘুম আসিতে পারে না।

দিবাভাগে নিদ্রালু কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রাশূন্য।

সপ্ন-সঞ্চারণ।

অনিদ্রা,—বিষাদ সূচক ঘটনা কিম্বা শোক দুঃখ জনিত।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে:—শ্বাস কষ্ট ও এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত উৎপাদক বেদনা সহ; ভয়, প্রবল মাথাধরা, ঘর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণতা অনুভব এবং ধমনী সমূহের দপদপানি সহ।

স্বপ্ন:—সুস্পষ্ট; বাড়ীতে চোরের স্বপ্ন এবং যতক্ষণ সমস্ত অনুসন্ধান না করা হয় ততক্ষণ চোর আসে নাই তাহা বিশ্বাস করিবে না; জ্বালাকর তৃষ্ণার; নিদ্রায় চমকিত হইয়া উঠে ও কথা কহে।

৩৮ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উত্তাপ অসহ্য। মাথাধরা।

সমুদ্র তীরে যে সকল রোগ বৃদ্ধি হয়।

সূর্য্যোত্তাপে রোগের বৃদ্ধি; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

খোলা বায়ুতে থাকিতে এবং শীতল জলে স্নান করিতে ইচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের প্রাবল্য বেশী, প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক; হস্তপদ বরফবৎ শীতল।

প্রাতে হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত শীত; মুখের চতুর্দ্দিকে ক্ষত; স্তন্যপায়ী শিশুদিগের।

অতি প্রবল মাথাধরা সহ উত্তাপের আবেগ; পৃষ্ঠ দেশে শীত শীত অনুভব, এবং বগল ও পায়ের তলায় ঘর্ম্ম।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শীত, চরণ বা কটিদেশ হইতে আরম্ভ হয়; নখ সকল নীলবর্ণ; তৃষ্ণা; বিদীর্ণকর মাথা ধরা; বিবমিষা ও বমন।

উত্তাপ, তৎকালে মাথা ধরা ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি, অচৈতন্যতা; কিম্বা দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও মোহ ভাব।

ঘর্ম্মে মাথা ধরা ও অন্যান্য বেদনার হ্রাস হয়, যদিও ইহাতে শরীর দুর্ব্বল করে।

বিজ্বরাবস্থা:—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, অত্যন্ত আলস্য; শীর্ণতা; পাণ্ডু-

বর্ণ চেহারা; মূত্র ঘোলা, তৎসহ লালবর্ণ, বালুকাকণাবৎ অধঃক্ষেপ; ক্ষুধা রহিত; জ্বর ঠোট (মুখের নিকট ফোস্কা)।

সবিরাম জ্বরঃ—কুইনাইন অপব্যবহারের পরে, আর্দ্র দেশে কিম্বা নব কর্ষিত ভূমিতে বাসের পরে।

কোন প্রকার পরিশ্রমেই সহজে ঘর্ম্ম হয়।

ঘর্ম্ম অম্লাক্ত, দুর্ব্বলকারী।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িকঃ—২। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত; ৩, ৫। গ্রীষ্মকাল: ৩১।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ:—৩, ৫, ৩৩, ৩৪, ৩৬। বাম:—৩, ৭, ৮, ১৮, ২৮, ২৯, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—শিরাস্ফীতি।

শুষ্কতা কিম্বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ছাল উঠিয়া যাওয়ার প্রবণতা, স্রাব জ্বালাকর ও স্বল্প; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কিনারায় জ্বালা।

উত্তম আহারাদি হইলেও শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—মচকাইয়া যাওয়া (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ)।

স্পর্শ:—৬, ৭, ১০, ১২। চাপ:—১৭, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্ডূয়ন ও কণ্টক বেধ।

চর্ম্ম লালবর্ণ কিন্তু কোন প্রকার উদ্ভেদ নাই; জিহ্বা যেন অবিরত লবণ ব্যবহারে জ্বলিয়া গিয়াছে।

বড় বড় লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, অত্যন্ত চুলকায়।

সমগ্র দেহে হুলবেধ যুক্ত উদ্ভেদ; প্রবল ব্যায়ামের পরে আমবাত।

সন্ধি সমূহের ভাঁজে পীড়কা, তাহা হইতে জ্বালাকর তরল পদার্থ বাহির হয়; মামরী ও তাহাতে গভীর ফাটা।

রক্তপূর্ণ স্ফোটক।

৪৮ সম্বন্ধ।—নেট্রাম-মিউরিয়াটিকাম প্রতিষেধ করেঃ—সিলভার নাইট্রেট, কুইনাইন, মধুমক্ষিকার দংশন।

ইহা এপিসের কার্য্যাবশেষপূরক; ইহার পরে মিশিয়া সুফলপ্রদ।

নেট্রাম সলফুরিকাম।

১ মন।—বিমর্ষ; অশ্রুযুক্ত; সঙ্গীতাদিতে তাঁহাকে (স্ত্রী) বিষণ্ণ করে।
অত্যন্ত খিট্ খিটে; প্রাতে বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা; মস্তকের মধ্যে গোলমেলে ভাব ও অলসতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপ বোধ, বিশেষতঃ ভোজনের পরে, যেন কপাল বিদীর্ণ হইবে।
মস্তক মধ্যে গুরুত্ব (ভার)।
কপাল ও বাম রগে বেদনা।

৪ চক্ষু।—দৃষ্টি ক্ষীণ; চক্ষু দুর্ব্বল, অশ্রুযুক্ত।
মাথাধরা সহ আলোকে চক্ষুর চৈতন্যাধিক্যতা।
দক্ষিণ চক্ষুতে জ্বালা, অশ্রু স্রাব; অস্পষ্ট দৃষ্টি; অগ্নির নিকটে থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, অক্ষিপুটের কিনারায় জ্বালা।
আলোকাসহ্যতা সহ প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা।
প্রাতঃকালে অক্ষিপুট কিনারায় চুলকায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টা শব্দবৎ অনুভব। দক্ষিণ কর্ণে বিদ্ধকর বেদনা; কর্ণমধ্যে বিদ্যুৎবৎ ঝিলিক দিয়া উঠে; শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশে বৃদ্ধি; আর্দ্র বায়ুতে অবস্থিতি ও সরস ভূমিতে বাস প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বন্ধ হয় আবার পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে।
নাসিকা অবরুদ্ধ, হাঁচি ও সরস প্রতিশ্যায়।
উপদংশজনিত কসেসে ক্ষত; কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাই।

১২ মুখমধ্য।—জিহ্বাগ্রে জ্বালাকর বেদনা সহ ফোস্কা।
মুখমধ্যে জ্বালা, যেন ঝাল খাইয়াছে; মুখ শুষ্ক; তৃষ্ণা।
তালুতে ফোস্কা; চৈতন্যাধিক, খাইতে পারে না। আহারান্তে অধিক লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা; তৃষ্ণা নাই।

টন্সিল গ্রন্থিদ্বয় ও উপজিহ্বা প্রদাহিত ও স্ফীত; টন্সিলের উপরে ক্ষত।

১৭ পাকস্থলী।—সন্ধ্যাকালে বরফ বা বরফবৎ শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা। মুখমধ্যে সদত অম্ল জল উঠে।

১৮ উদর।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

স্পর্শ, পদ বিক্ষেপ, গভীর শ্বাসক্রিয়া কিম্বা হঠাৎ ধাক্কায় যকৃত প্রদেশ চৈতন্যাধিক।

প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে উদরাধ্মান সহ নাভির চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর বেদনা; আহারে উপশম।

অত্যন্ত উদরাধ্মান; উদর মধ্যে অত্যন্ত গড় গড় শব্দ; বায়ু আবদ্ধ, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়; বায়ু নিঃসরণে উপশম।

দক্ষিণ কুচকি দেশে প্রদাহ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—অর্দ্ধতরল, বেদনা শূন্য, সময়ে সময়ে বায়ু নিঃসরণ, মূত্রত্যাগ বা নিদ্রায় অসাড়ে বহির্গত হয়; হরিদ্রা বর্ণ, তরল, প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই; অধিক বায়ুনিঃসরণ সহ জলবৎ।

উদরাময়; সরস বায়ুতে, প্রাতে, উদ্ভিজ্জাহারের পরে বৃদ্ধি।

কঠিন, গাঁইট বিশিষ্ট মল, রক্তের রেখাযুক্ত, মলত্যাগের সময়ে ও পূর্ব্বে মলদ্বারে জ্বালা; প্রায়ই তৎসহ স্বল্পরজঃ।

অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

মলদ্বারে গাঁইট বিশিষ্ট আচিলবৎ উদ্ভেদ।

২১ মূত্র।—মূত্র স্বল্প; মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা করে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সন্ধ্যাকালে ইচ্ছা বলবতী; এবং প্রাতে, তৎসহ লিঙ্গ কাঠিন্য।

জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন; প্রমেহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্বল্পরজঃ; অতি বিলম্বে; গাঁইট বিশিষ্ট মল।

ঋতুর পূর্ব্বে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—ভ্রমণকালে হ্রস্ব শ্বাস; বিশ্রামে ক্রমশঃ উপশমিত হয়।

হাঁপানি কাসী, শ্বাসনলীভুজের সর্দ্দিবশতঃ; আর্দ্র বায়ু প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—বারম্বার কাসী, তৎসহ কিয়ৎ পরিমাণে গয়ার; দাড়াইয়া কাসিলে তিনি বক্ষের বাম পার্শ্বে তীব্র সূচীবেধ অনুভব করেন।

বক্ষোপরি চাপ, যেন ভার চাপান রহিয়াছে।

কটিদেশের নিকটে বক্ষের বামপার্শ্বে চাপ, সঞ্চালন ও চাপ দিলে বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মেরু দণ্ড ও গ্রীবার উপরে ও নিম্নে বেদনা।

কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ে ঝিন ঝিন; অনুভব হয় যেন পক্ষাঘাত-বিশিষ্ট।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্ব-সন্ধিতে বেদনা, অবনত হইলে, আসন হইতে উত্থান কালে, কিম্বা শয্যায় সঞ্চালন কালে বৃদ্ধি।

ভ্রমণ কালে হঠাৎ বাম নিতম্বে অসহ্য সূচীবেধ; হাঁটিতে পারে না।

৩৬ স্নায়ু।—শয্যাশায়ী; পরিশ্রান্ত, বিশেষতঃ জানুদ্বয়। আক্রমণ সকল হঠাৎ আইসে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শীত শীত বোধ।

আভ্যন্তরিক ঠাণ্ডা বোধ, তৎসহ আড়ামুড়ি ভাঙ্গা, হাই তোলা।

সন্ধ্যাগমে হঠাৎ উত্তাপের আবেগ।

৪৬ চর্ম্ম।—কাউর, সরস ও প্রচুর রস বহির্গত হয়।

বস্ত্রাদিত্যাগ কালে কণ্ডুয়ন।

সর্ব্বাঙ্গে আঁচিলবৎ উচ্চ উচ্চ লালবর্ণ পিণ্ড সকল।

৪৭ অবস্থা।—সাইকোসিস।

যাহাদের রোগ ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বায়ু বা স্নানে বৃদ্ধি হয়।

পডোফিলাম পেল্টেটাম।

পরীক্ষক :—জিয়েন্স।

১ মন।—বিমর্ষতা— ; অনুমান হয় তিনি মরিতে যাইতেছেন কিম্বা তাহার কঠিন পীড়া হইবে।

জীবনে বিতৃষ্ণা, মাথাধরা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—যখন খোলা বায়ুতে দাঁড়াইয়া থাকে ; তৎসহ সম্মুখে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—স্তম্ভনকারী মাথাধরা, চাপ দিলে উপশম।

মস্তক উত্তপ্ত, মস্তক বালিশে এপাশ ওপাশ করে।* দন্তোদ্গম।

মাথাধরা, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

৫ চক্ষু।—কর্ণিয়ার ক্ষত ; কঞ্জঙ্কটাইভা রক্তপূর্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—উত্তপ্ত, চক্ষুদ্বয় আরক্তিম। * শিশুদিগের উদরাময়।

১০ দন্ত।—মাড়ীতে মাড়ীতে চাপ দিতে ইচ্ছা ; চোয়াল আটকাইয়া থাকে ; রাত্রিতে দাঁত কিড় মিড় করে ; কষ্টে দন্তোদ্গম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি। আস্বাদশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, মিষ্ট অম্ল প্রভেদ করিতে পারেনা ; অনিদ্রা, অস্থির।

সমস্ত দ্রব্যই অম্ল লাগে।

জিহ্বা :—শাদা ও খারাপ আস্বাদ ; শুষ্ক হরিদ্রাবর্ণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

প্রচুর লালাস্রাব।

জাগিলে পর মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে।

গলগণ্ড।

ফেরিংক্স শুষ্ক, গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা পরিবর্ত্তনশীল, কখন কখন রাক্ষসী ক্ষুধা।

অধিক পরিমাণে শীতল জলের অতিশয় তৃষ্ণা।

অতি অল্প খাদ্যেই পরিতৃপ্তি, তৎপরে বিবমিষা ও বমন।

১৫ পানাহার।—আহারান্তেঃ—ভুক্তপদার্থের উদ্গার উঠে, অম্ল; উষ্ণ, অম্ল উদ্গার; উদরাময়। আহারের এক ঘণ্টা পরে বমন করে, পরক্ষণেই ক্ষুধা বলে।

অম্ল ফল ও দুগ্ধ পানের পরে উদরাময়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—পচা ডিম্বের ন্যায় গন্ধ; উষ্ণ ও অম্ল।

ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া উঠে।

ওয়াক তোলা। * শিশুদিগের উদরাময়।

বমন:—শিশুদিগের দুধতোলা, তৎসহ মলদ্বার ঠেলিয়া বাহির হয়; খাদ্য বমন, তৎসহ পচা আস্বাদ ও গন্ধ; ঘন পিত্ত ও রক্ত।

১৭ পাকস্থলী।—বমন কালে পাকাশয় সজোরে সঙ্কুচিত হয়।

ক্যালোমেল অপব্যবহারের পরে অজীর্ণ রোগ, জিহ্বার উপর দাঁতের দাগ পড়ে; কণ্ণকটাইভা হরিদ্রাবর্ণ; কর্দ্দমবৎ মল।

পাকাশয়ের সর্দ্দি (ক্যাটার)।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে পূর্ণতা, তৎসহ উদরাধ্মান, বেদনা এবং টাটানি বোধ।

সূচীবেধ, আহারের সময়ে বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত পরিমাণে পিত্ত নিঃসরণ হয়; যকৃতের অতিশয় উত্তেজনশীলতা।

যকৃতের ক্রিয়া হ্রাস; পাণ্ডু রোগ।

পুরাতন যকৃত-প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধ; পাণ্ডু রোগ।

পিত্ত-শিলাসহ পাণ্ডু রোগ; পাকাশয় প্রদেশ হইতে পিত্তকোষ প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা ও তৎসহ অতিশয় বিবমিষা।

পাণ্ডু রোগ ও তৎসহ যকৃতের রক্তাধিক্যতা; পূর্ণতা; টাটানি ও বেদনা; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

১৯ উদর।—অন্ত্রমধ্যে খল্লীবৎ বেদনা, বেলা ১০টার সময়ে, এবং আবার প্রাতে ৫ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত।

দিবাভাগে পুনঃ পুনঃ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বেদনা, চাপে উপশম।

রাত্রি ৩ টার সময়ে কোলনে বেদনা, তৎপরে উদরাময়।

১০ মল ইত্যাদি।—মল—পুনঃ পুনঃ, বেদনাশূন্য, জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত, সজোরে বাহির হয়; হরিদ্রাবর্ণ; সবুজবর্ণ, অম্ল ও তৎসহ আধ্মান; দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের প্রাতঃকালে মল; সবুজাভ হরিদ্রা বর্ণ, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, মলমিশ্রিত; কুন্থন ও মলদ্বার ভ্রংশ; অতি সজোরে কুন্থনের সহিত অধিক বায়ু নিঃসরণ হয়; আম, তৎসহ রক্তের রেখা বা দাগ; কেবল প্রাতে কালবর্ণ; খড়ির ন্যায় ও অজীর্ণ।

উদরাময় স্নানের সময়ে; আহারান্তে।

মল সাদাটে, কঠিন, শুষ্ক বিম্বা কর্দ্দমবৎ; অতি কষ্টে পরিত্যক্ত হয়; উদরাধ্মান ও শিরঃ পীড়া।

মল স্বাভাবিক কিন্তু দিবাভাগে বারম্বার হয় এবং তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়।

যে সকল শিশু তোলা দুধ খায় অর্থাৎ মাতৃস্তন্য পায় না তাহাদিগের কোঠ বদ্ধ, তাহাদের মল শুষ্ক ও ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয়।

মলত্যাগ কালে মলদ্বার ভ্রংশ (হাদিস বাহির হয), এমন কি অতি সামান্য পরিশ্রমে, তৎপরে মল, কিম্বা ঘন স্বচ্ছ আম, কিম্বা রক্ত মিশ্রিত মল বাহির হয়।

অর্শ, তৎসহ মলদ্বার ভ্রংশ এবং অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময়; প্রাতে বৃদ্ধি; কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—গর্ভাবস্থায় রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ তৎসহ নিদ্রাকালে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্রাবরোধ।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বকোষে। জরায়ুতে বেদনা।

অনুভব হয় যেন মলত্যাগ কালে সমস্ত জননেন্দ্রিয় সকল বাহির হইয়া পড়িবে।

জরায়ুভ্রংশ, তৎসহ কামড়ানি প্রভৃতি বেদনা।

ঘন, স্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর।

গর্ভাবস্থায় যোনি-ওষ্ঠের স্ফীততা।

ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব শ্বাস। শয়ন করিবার সময়ে প্রথমেই শ্বাসরোধ বোধ।

২৭ কাসী।—স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত; শুষ্ক; সবল।

২৮ ফুসফুস।—দন্তোদ্গম কালে ফুসফুসের সর্দ্দি।

৩৭ নিদ্রা।—গভীর নিদ্রা; জাগিলে পরিশ্রান্তি বোধ। নিদ্রালু, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে।

অস্থির নিদ্রা, বিশেষতঃ রাত্রির প্রথমাংশে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে প্রথমেই শয়নে শীত বোধ, তৎপরে জ্বর ও নিদ্রা, মধ্যে মধ্যে বাক্য কথন ও অস্পষ্ট জাগরণ।

জ্বরের সময়ে:—মস্তকে বেদনা, তৃষ্ণা, কম্প ও শীত অনুভব কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে।

নিদ্রাসহ ঘর্ম্ম।

৪৬ চর্ম্ম।—পাণ্ডুবর্ণ।

৪৭ অবস্থা।—পিত্তাধিক্য ধাতু, বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পরে।

৪৮ সম্বন্ধ।—বমন নিবারণে ইপিকা ও নক্সভমিকা অকৃতকার্য্য হইলে পডোফিলম। লবণে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

পডোফিলমের প্রতিবিষ নক্সভমিকা।

পলসাটিলা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—শান্ত, মৃদু, নম্র, ভীতস্বভাব, বিনীতস্বভাব এবং ক্রন্দন প্রবৃত্তি।

সকম্পন উদ্বেগ যেন মৃত্যু সন্নিকট।

রাত্রিতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে ভূতের ভয় করে।

সন্ধ্যাকালে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উদ্বেগ, এমন কি আত্মহত্যা করিতে চাহে।

রাত্রিতে উদ্বেগ, যেন উত্তাপ হইতে। বিষাদ বায়ুযুক্ত, বিষণ্ণ; কোন বিষয়ই ভাল লাগে না।

সদা অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট, খুঁতখুঁতে।

হিংসা; কৃপণতা।

ভয়প্রাপ্তি, মনোভঙ্গ বা অতিরিক্ত আহ্লাদ জনিত কুফল সকল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্মত্ততা।

সামান্য কারণে হাস্য বা ক্রন্দন করে।

২ চৈতন্য।—মস্তকের মধ্যে এলোমেলো ভাব ও বেদনা, যেমন নেসা করিলে কিম্বা রাত্রি জাগরণে হয়।

মাতালের ন্যায় মাথা টলে, শয়নের প্রবৃত্তি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাঘোরা:—যেন মদ্যপান করিয়াছে; উপবিষ্টাবস্থায়; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে, পুনরায় শুইয়া পড়িতে হয়।

মাথার মধ্যে অলসতা, এবং কপালে মুষ্টিবৎ অনুভব।

মাথাধরা, অনুভব হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ এবং চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িবে।

পাকাশয় অতিপূর্ণ করিয়া ভোজন কিম্বা ঘৃত চর্ব্বি প্রভৃতি আহার বশতঃ মাথাধরা।

মস্তকের পশ্চাতে, এক পার্শ্বে অতি প্রবল বেদনা, যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে।

সন্ধ্যাকালে মাথাধরা ও তৎসহ চক্ষুমধ্যে কামড়ানি বেদনা।

দপদপানি ও চাপযুক্ত মাথাধরা, চাপিয়া ধরিলে উপশম।

কপালে চক্ষুর উর্দ্ধাংশে চাপযুক্ত বেদনা, চক্ষু উত্তোলন করিলে বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালে মস্তক মধ্যে স্পন্দনানুভব।

মাথাধরার বৃদ্ধি:—পাবদ অপব্যবহারে; উষ্ণ গৃহে। খোলা বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণ ও চাপ প্রয়োগে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে অর্ব্বুদ, পূয জন্মে ও করোটী আক্রমণ করে, ডান পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—কণ্ঠকটাইভা প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর হরিদ্রাবর্ণ ও স্রাব।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন, তাহাতে চক্ষু ঘর্ষণ করিতে ও চুলকাইতে হয়।

চক্ষু এবং অক্ষিপুট কিনারায় প্রদাহ, তৎসহ অশ্রুস্রাব ও রাত্রিকালে অক্ষিপুট সংযোজনা।

প্রায়ই অঞ্জনি হয়, বিশেষতঃ উপরাক্ষি পুটে।

সন্ধ্যাকালে অক্ষিকোণে ও অক্ষিপুটে কণ্ডূয়ন দংশন, এবং জ্বালা।

বায়ু বা খোলা বায়ুতে প্রচুর অশ্রুবারিস্রাব।

চক্ষু সম্মুখে কুয়াসা বা আবরণবৎ দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

ল্যাক্রিম্যাল ফিষ্টুলা চাপ দিলে পুয বহির্গত হয়।

শিশুদিগের চক্ষুউঠা; প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ পুযবৎ স্রাব, চক্ষু জুড়িয়া থাকে।

মেহজনিত চক্ষুপ্রদাহ।

৬ কর্ণ।—বাহ্যকর্ণ ও নলীপথ লালবর্ণ ও স্ফীত।

কাণকামড়ানি, তৎসহ চিড়িক মারা ও ছিন্নকর বেদনা, এবং রাত্রিতে দপদপানি।

কর্ণমধ্যে অতি প্রবল বেদনা, যেন কিছু ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে।

শ্রুতিশক্তি হ্রাস, যেন কাণে তালা ধরিয়া রহিয়াছে।

অনুভব হয় যেন কাণ অবরুদ্ধ, তৎসহ তন্মধ্যে দূরাগত উচ্চ শব্দবৎ শ্রুত হয়।

কর্ণমধ্যে গুণ্ গুণ্, খট খট, সঙ্গীত, ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি শব্দ অনুভূত হয়।

কর্ণহইতে পুঁজস্রাব।

বধিরতা:—হাম বসিয়া গেলে; কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব সহ; কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ খোলসহ।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায় সরল বা শুষ্ক; পুনঃ পুনঃ হাঁছি; আঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত; নাসাবন্ধ বেদনাযুক্ত; নাসাপুট ক্ষতবৎ; তৎপরে হরিদ্রাযুক্ত সবুজবর্ণ স্রাব; গৃহমধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি; শীত শীত বোধ; মস্তকের মধ্যে এলোমেলো; কপালে শিরঃপীড়া।

সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণগৃহে নাসিকা অবরুদ্ধ; প্রাতঃকালে দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকামধ্যে পুরাতন সর্দ্দির ন্যায় দুর্গন্ধ অনুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; তৎসহ সর্দ্দি ; তৎসহ ঋতু অবরুদ্ধ ; তৎসহ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) ; রক্ত চাপ চাপ।

দুর্গন্ধযুক্ত, সবুজবর্ণ নাসাস্রাব ; তৎসহ আঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তির হ্রাস ; পুরাতন, ঘন, হরিদ্রাবর্ণ সর্দ্দি স্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা।

মৌখিক স্নায়ুশূল ; চর্ব্বণ, বাক্য-কথন কিম্বা উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য মুখে লইলে বৃদ্ধি।

মৌখিক বিসর্প, তৎসহ হুলবেধ, কণ্টকবেধবৎ বেদনা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—অধর স্ফীত ও মধ্যস্থলে ফাটা।

১০ দন্ত।—দন্ত শূল :—রাত্রিতে দাঁত খুটিলে, উষ্ণ গৃহে, শয্যার উষ্ণতায়, আহার কালে (কিন্তু চর্ব্বণে নহে), উপবিষ্টাবস্থায়, শীতল জল, কিম্বা মুখমধ্যে কোন দ্রব্য উষ্ণ লইলে, গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি ; খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে উপশম।

গহ্বর-যুক্ত দন্তে দপদপানি, খননবৎ বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—সর্দ্দিকালে আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত ; কিছুই ভাল লাগে না।

আস্বাদ :—খারাপ, বিশেষতঃ প্রত্যূষে, চটচটে, পুনঃ পুনঃ মুখ ধৌত করিতে চাহে ; প্রাতঃকালে পচা মাংসের আস্বাদ, তৎসহ বমন প্রবৃত্তি ; তিক্ত, বিশেষতঃ আহারের পরে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে।

জিহ্বা :—শাদা কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ, এবং চটচটে শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণা নাই; মধ্যস্থল অনুভব হয় যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে শুষ্ক কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রাতে।

ঈষৎ মিষ্ট লালা স্রাব।

সদত ফেণিল তুলাবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

১৩ গলমধ্য।—প্রাতে গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্কতা। গল মধ্যে ক্ষতবৎ।

প্রাতে গলমধ্য আঠাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত।

গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে চাপ বোধ।

গল মধ্যে যেন কীট বহিয়া উঠিতেছে অনুভব।

ঢোক্ গিলিতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা :—কিন্তু কিসেব জন্য ক্ষুধা তাহা জানে না; যথেষ্ট পরিমাণে আহার করে কিন্তু তাহার পরেই বমন করে।

খাদ্য অতি লবণাক্ত অনুভব হয়।

ইচ্ছা :—মদ্য, অম্লাক্ত খাদ্য।

অনিচ্ছা :—ঘৃত, দধি বা তৈলাক্ত খাদ্য, মাংস, রুটী ও দুগ্ধ।

তৃষ্ণা থাকে না, যখন তৃষ্ণা থাকে অল্প অল্প কিন্তু পুনঃ পুনঃ জলপান করে এবং জল পান করিলে বমন আইসে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা :—পানান্তে।

উদ্গার :—ভুক্ত পদার্থের আস্বাদ ও গন্ধ যুক্ত; তিক্ত; অম্লাক্ত।

বিবমিষা, তৎসহ পেট বেদনা, বমন হইলেই স্থগিত হয়।

গলমধ্যে বমন প্রবৃত্তি, যেন তথায় কীট হাটিতেছে।

বমন :—রক্ত, ঋতু বোধ হইবা, পিত্তযুক্ত পদার্থ; অম্ল, সবুজবর্ণ; পুবাতন, আহাবেব পবেই।

১৭ পাকস্থলী।—ঘৃত, চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ, ফল কি কুল্ফি ভোজন করিয়া পেটেব দোষ।

আহারেব এক ঘণ্টা পবে পাকাশয়ে বেদনা।

যেন পাথব রহিয়াছে এইরূপ ভার বোধ, বিশেষতঃ প্রাতে জাগিবার পর।

পাকাশয়ে খল্লীবৎ বেদনা, প্রাতে কিম্বা ভোজনান্তে।

যেন অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছে এইরূপ পাকাশয় মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা।

আহাবান্তে পাকাশয়ে চাপযুক্ত ও খিমচান বেদনা।

পাকাশয়-গহ্বরে সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভব।

১৯ উদর।—আধ্মানিক পেট বেদনা; উচ্চ রবে অন্ত্র-কূজন (পেট ডাকা); উদর মধ্যে বায়ু নড়িয়া বেড়ায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

পেট বেদনা ও পেট কামড়ানি, বিশেষতঃ উপর পেটে।

উদর মধ্যে প্রস্তরবৎ চাপ বোধ।

উদর মধ্যে প্রসববৎ আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ এবং বেগ দেওয়ার ন্যায় বেদনা।

উদর স্পর্শে বেদনা যুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—জলবৎ, কেবল কিম্বা প্রায়ই রাত্রিতে, কখন কখন অসাড়ে ত্যাগ হয়; সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, পিচ্ছিল, অতিশয় পরিবর্ত্তন-শীল; পিত্তবৎ, পেট ডাকার পরে; দুর্গন্ধ-যুক্ত, ক্ষতকারী, শাদা ও রক্তযুক্ত আম মিশ্রিত।

আমাশয়বৎ মল, মল পরিষ্কার হরিদ্রা, লাল বা সবুজবর্ণ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও বেগ।

অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমি বমি করে, প্রাতে মুখে খারাপ আস্বাদ, মুখ ধুইয়া ফেলিতে হয়; কোষ্ঠবদ্ধের মল কঠিন ও বৃহৎ, সবিরাম জ্বর কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে।

ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে অর্শ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয় প্রদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মূত্রাশয়ের উপরে তীব্র চাপ বোধ, কিন্তু মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয় না।

মূত্রত্যাগ কালে ও পরে মূত্রমার্গের ছিদ্রে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ প্রায় নিস্ফল মূত্রত্যাগের বেগ ও তৎসহ কর্ত্তনবৎ বেদনা।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ; রাত্রিতে শয্যায়, বিশেষতঃ ছোট ছোট বালিকাগণ কাসিতে কিম্বা বায়ু নিঃসরণ করিতে।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; প্রচুর প্রস্রাব।

রক্ত প্রস্রাব, তৎসহ মূত্রমার্গের ছিদ্রে জ্বালা এবং নাভিদেশে আকুঞ্চন বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—উদর হইতে শুক্ররজ্জু মধ্যদিয়া অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ ও টনটনানি বেদনা।

অণ্ডকোষের স্ফীততা এবং তৎসহ টাটানি ও ছিন্নকর বেদনা।

পোতার (স্ক্রোটাম) দক্ষিণ পার্শ্বের স্ফীততা।

প্রষ্টেট গ্রন্থি বর্দ্ধিত।

রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

প্রমেহ পীড়ায় মূত্রমার্গ হইতে ঘন হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাযুক্ত সবুজ-বর্ণ স্রাব।

অণ্ডকোষ প্রদাহ,—ঠাণ্ডা লাগিয়া, আঘাত লাগিয়া বা প্রমেহ স্রাব হঠাৎ অবরুদ্ধ হইয়া।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জরায়ু স্পর্শে ও সঙ্গম কালে চৈতন্যাধিক।

স্বল্পরজঃসহ জরায়ুতে বেদনা।

জরায়ুভ্রংশ, তৎসহ উদর ও কটিদেশে প্রস্তরবৎ চাপ বোধ।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত পরিবর্ত্তনশীল, একবার স্থগিত হয় এবং এক বার নির্গত হয়; কখন প্রচুর, কখন সবিরাম ও জমাট বান্ধে; বয়ঃসন্ধি সময়ে; মৃৎপাণ্ডু রোগে; কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধের অপব্যবহারের পরে।

প্রথম রজোদর্শন বিলম্বিত।

ঋতু অতি বিলম্বে, স্বল্প পরিমাণ এবং স্বল্পকাল স্থায়ী; ঋতু অবরুদ্ধ কিম্বা রজঃস্রাব সবিরাম; রজঃ ঘন ও কাল, দিবসে ভ্রমণকালে অধিক স্রাব।

শ্বেতপ্রদর ঘন, দুগ্ধবৎ, তৎসহ ভগ প্রদেশ স্ফীত; বেদনাশূন্য; ক্ষত-কারী, পাতলা, জ্বালাকর।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; স্রাববন্ধ হয়, আবার দ্বিগুণতর বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার বন্ধ হয়, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইত্যাদি।

প্রসব বেদনা :—হ্রাস, অনিয়মিত কিম্বা ক্ষীণ; আক্ষেপিক; শ্বাস বন্ধ হয় এবং ক্ষণিক মোহ যায়, সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া দিতে হয়।

অমরা (ফুল) থাকিয়া যায়, জরায়ুর ক্রিয়ার বা আক্ষেপিক সঙ্কোচনের অভাব।

অমরা না পড়ায় বা রক্তজমাট থাকিয়া যাওয়ায় প্রসবান্তিক রক্তস্রাব।

প্রসবান্তিক বেদনা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী বা অতি প্রবল।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব স্বল্প, দুগ্ধবৎ হইয়া যায়; জ্বরভাব কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

দুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ; ক্লেদ বা লোকিয়া স্রাব শাদা দুগ্ধবৎ হয়।

স্তনদ্বয় স্ফীত, বেদনা বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবা, কুক্ষি এবং এমন কি বাহুর

মাংস পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়ায়।

সন্তান স্তন পরিত্যাগ করিলে স্তনদ্বয় স্ফীত হয়, চড়চড় করে, অত্যন্ত টাটায়, টনটন করে এবং দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে অতি প্রবল সুড়সুড়ি; তাহাতে শুষ্ক কাসী হয়।

লেরিংক্সে আকুঞ্চন, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয়ন করিলে।

গলাভাঙ্গা (স্বরভঙ্গ), উচ্চরবে কথা কহিতে অক্ষম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাপানি কাসী, বিশেষতঃ শিশুদিগের হাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া; হিষ্টিরীয়া কিম্বা ঋতু অবরুদ্ধ হইয়া; সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ ভোজনের পরে।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে শুষ্ক কাসী, শয্যায় উঠিয়া বসিলে কাসী বিলুপ্ত হয়, শয়ন করিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে, কাসী হেতু গলা শুকাইয়া যায়; নিদ্রা হয় না; কাসীর সহিত বিবমিষা ও বমন।

অতি কষ্টে গয়ার উঠে; হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা; তিক্ত; কাল জমাট রক্ত।

২৮ ফুসফুস।—যক্ষ্মাকাস, পূযোৎপত্তি কালে।

বক্ষে বেদনা, যেন ক্ষত হইয়াছে।

বক্ষ মধ্যে জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া হয়।

বক্ষ মধ্যে শল্যবেধ, গভীর শ্বাস লইলে বা কাসীলে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ খামচাইয়া ধরা বেদনা; হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম।

আহারের পরে উদ্বেগসহ হৃৎকম্পন; যাহাদের ঋতু সম্বন্ধে কোন গোলযোগ আছে, মৃৎপাণ্ডু রোগ আছে, ইত্যাদি।

নাড়ীর স্পন্দন পাকাশয়-গহ্বরে অনুভূত হয়।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা, নিশ্বাসে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠ বহিয়া যেন শীতল জল ঢালিতেছে।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, যেমন দীর্ঘকাল হেট হইয়া থাকিলে কিম্বা পরিশ্রান্ত হইলে হয়।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—উভয় স্কন্ধসন্ধিতে অতি তীব্র বেদনা।

দক্ষিণ বগলে অতি শক্ত, বেদনা যুক্ত, দপদপানি বিশিষ্ট গ্রন্থির স্ফীততা।

কনুই সন্ধিতে স্ফীততা ও বেদনা।

বাহুদ্বয় অনুভব হয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা স্বস্থান চ্যুত হইয়াছে; চাপে কিম্বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

হস্তের শিরা সকল স্ফীত।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ**।—নিতম্ব সন্ধি বেদনা যুক্ত, যেন স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে।

নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত তীব্র আকৃষ্টবৎ ও উৎক্ষেপ যুক্ত বেদনা।

নিতম্বের মাংসপেশী এবং উরুর মাংস পেশী ও অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

উরু ও পদদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ, টাটানি বেদনা, তৎসহ অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা ও শীত শীত বোধ।

জানুতে বেদনাশূন্য স্ফীততা।

জানুদ্বয় স্ফীত, তৎসহ ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ বেদনা।

পদ ও চরণদ্বয়ে টানিয়া ধরা, ভার ও পরিশ্রান্তি।

চরণদ্বয় প্রদাহিত, লালবর্ণ, উষ্ণ ও স্ফীত, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা; পায়ের তলায়ও।

পদদ্বয়ে শিরাস্ফীতি।

সন্ধ্যাগমে গুল্‌ফ দেশে বেদনা।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি**।—সন্ধিসমূহের আরক্ততা ও স্ফীততা, তৎসহ হুলবেধবৎ বেদনা।

মাংসপেশী মধ্যে উৎক্ষেপযুক্ত, ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ বেদনা, ঐ বেদনা দ্রুত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে; রাত্রিতে ও উষ্ণতায় বৃদ্ধি; খুলিয়া রাখিলে উপশম।

বাত :—জলে ভিজিয়া, বিশেষতঃ চরণদ্বয়।

৩৬ **স্নায়ু**।—হিষ্টিরিয়া; লক্ষণ সকল সতত পরিবর্ত্তনশীল।

মৃগীরোগের আক্ষেপ, হস্তপদাদি প্রবল বেগে নাড়ে, তৎপরে শিথিলতা, বমনের প্রবৃত্তি, উদ্গার; রজোরোধ হইয়া।

মোহ, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ; কম্প, শীতলতা।

সর্ব্বাঙ্গে প্রবল কম্পন।

রজো বিলোপ সহ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে শীত বোধ ; সকল সময়েই শীত শীত বোধ, এমন কি উষ্ণ গৃহ মধ্যেও।

তলপেটে ও কটিদেশে শীত শীত বোধ ; নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

পরিবর্ত্তনশীল শীত বোধ ; স্থানে স্থানে শীত, একবার এক স্থানে, আর একবার আর এক স্থানে ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

বেলা ৪টার সময়ে শীত, তৃষ্ণা নাই ; উদ্বেগ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ; শীত আসিবার সময়ে শ্লেষ্মা বমন হয়।

উত্তাপ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ কিম্বা এক গণ্ড লালবর্ণ, অপর গণ্ড রক্তশূন্য।

আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে, কিন্তু বাহ্যিক উত্তাপ দেখা যায় না।

দক্ষিণ পার্শ্বে কিম্বা দেহের উর্দ্ধাঙ্গে উত্তাপ ; সঞ্চালন কিম্বা ধৌত করিলে হ্রাস।

ঘর্ম্ম :—এক পার্শ্বে ; কেবল মুখমণ্ডল ও মস্তকে ; রাত্রি ও প্রাতঃকালে বেশী, জাগিবা মাত্র বন্ধ হইয়া যায়।

ঘর্ম্মের সময়ে বেদনা।

বিজ্বর কালে :—মাথা ধরা ; উদরাময়, বিবমিষা ও অক্ষুধা ; প্লীহা বিবর্দ্ধিত।

৪১ আক্রমণ।—আক্রমণসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বেদনা হঠাৎ আইসে, আস্তে আস্তে যায়।

ভ্রমণশীল বেদনা একস্থান হইতে শীঘ্রই অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়।

লক্ষণসকল সদত পরিবর্ত্তনশীল।

৪২ তন্তু।—রক্ত স্রাব, রক্ত কাল, সহজেই জমাট বান্ধিয়া যায়।

শিরা-স্ফীতি ; শিরা প্রদাহিত।

রক্তসঞ্চালন দুর্ব্বল, ধীর, তৎসহ রক্তশূন্যতা ও সদত শীত শীত বোধ ; রক্তাল্পতা (এনিমিয়া)।

শ্লৈষ্মিক স্থানসমূহের পীড়া, সেই স্থানসমূহ হইতে স্রাব সাধারণতঃ হরিদ্রাভ সবুজ ও ঘন।

ক্লোরোসিস্ বা মৃৎপাণ্ডু, বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে লৌহ ঘটিত ঔষধ খাইয়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্থান সকল স্পর্শ করিলে ঘৃষ্ট বা ক্ষতবৎ বেদনা অনুভব হয়; চর্ম্ম চৈতন্যাধিক।

কসিয়া কাপড় বাধিলে উপশম।

৪৬ চর্ম্ম।—আম্বাত, তৎসহ উদরাময়; গ্রীষ্মকালে উপস্থিত হয়; রাত্রি কালে কণ্ডুয়ণ বৃদ্ধি; ঋতু বিলম্বিত হওয়ায় আম্বাত; গাত্র বস্ত্রাদি খুলিলে, শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি।

বিসর্প নীলাভ, দ্রুত বিস্তৃত হয়; বিশেষতঃ পাছা ও উরুদেশে।

বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ ও পীড়কা।

রক্তস্রাবী অর্ব্বুদ।

হাম, এমন কি তৎসহ বিকার লক্ষণসকল; সর্দ্দি প্রবল; উদ্ভেদ অতি বিলম্বে ও ধীরে ধীরে বাহির হয়; কাণ কামড়ানি; চক্ষু প্রদাহ; হ্রস্ব, শুষ্ক কাসী; বক্ষে বেদনা, কিম্বা ঘড় ঘড় শব্দ সহ সরল কাসী, ঐ কাসী হাম আরোগ্য হইলেও পরবর্ত্তী লক্ষণস্বরূপ থাকিয়া যাইতে পারে।

ক্ষত:—সহজেই রক্ত পড়ে, তৎসহ জ্বালা, হুলবেধ বা চতুর্দ্দিকে কণ্ডুয়ন; তাহার চতুর্দ্দিকে শক্ত বা রক্ত বর্ণ মণ্ডল।

ক্ষত পাকিয়া পুজ হয়; পুজ ঘন, অতি প্রচুর।

৪৭ অবস্থা।—যাহারা নম্রস্বভাব ও শোক দুঃখ প্রবণ। স্ত্রী ও শিশুদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—পলসাটিলা সলফুরিক-এসিড ও লাইকোপোডিয়মের কার্য্যাবশেষ পূরক।

পলসাটিলা প্রতিষেধ করে:—চায়, সলফ, সলফু-এসিড, কফি, ক্যাম, বেলে, কলচি, লাইকো, প্লাটি, ষ্ট্রামো, স্যাবা, এণ্টিম-টার্ট।

পলসাটিলা ক্যাম, কফি, ইগে, নক্স-ভমিকা কর্ত্তৃক প্রতিষেধিত হয়।

প্লম্বম।

পরীক্ষক :—হার্টলব।

১ মন।—ধারণা করিতে বিলম্ব লাগে; তাচ্ছিল্য ভাব। স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত; কথা কহিতে কহিতে ঠিক কথা খুজিয়া পায় না।

শান্ত ও বিমর্ষ চিত্ত।

২ চৈতন্য।—মস্তকের স্তম্ভন ভাব, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়।

মাথাঘোরা, বিশেষতঃ মস্তক অবনত করিলে কিম্বা উর্দ্ধে তাকাইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্ক মধ্যে ভার বোধ।

মাথাধরা, যেন একটা গোলাকার পদার্থ গলমধ্য হইতে মস্তিষ্কে উঠিতেছে।

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার মেনিঞ্জাইটিস বা স্নৈহিক আবরণ প্রদাহ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু প্রদাহ, অশ্রুস্রাব, আলোকাসহতা, সমগ্র অক্ষিগোলক আরক্ত বর্ণ।

চক্ষুর শাদা অংশ হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষি-কনিণীকা প্রসারিত।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তি হ্রাস; প্রায়ই হঠাৎ বধিরতা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার নিকটে দুর্গন্ধ।

নাসিকা মধ্যে অনেক শক্ত শ্লেষ্মা থাকে, তাহা কেবল টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করা যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখ মণ্ডল রক্ত শূন্য হরিদ্রাভ, যেন মৃতবৎ।

অত্যন্ত উদ্বেগ ও যন্ত্রণার লক্ষণ মুখ মণ্ডলে প্রকাশ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল আটকাইয়া যায়।

১০ দন্ত।—দন্ত কাল হইয়া যায়।

দন্ত প্রস্তর-বিশিষ্ট, বিনষ্ট, ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ।

মাড়ী স্ফীত, ইহার কিনারা সুস্পষ্ট নীলবর্ণ-রেখাঙ্কিত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ ঈষৎ মিষ্ট।

জিহ্বা :—শুষ্ক, বিদারিত; হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ ক্লেদাবৃত; প্রদাহিত, স্ফীত; ভারী ও পক্ষাঘাত যুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদযুক্ত লালা সঞ্চিত হয়।

মুখমধ্যে শুষ্কতা।

মুখমধ্যে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণ করিতে গেলে গলমধ্যে আকুঞ্চন বোধ।

টন্সিল গ্রন্থি স্ফীত, প্রদাহিত ও শক্ত।

গলমধ্যে পক্ষাঘাত, সংসহ গলাধঃকরণে অক্ষমতা।

ডিপথিরিয়া।

তরল পদার্থ গিলিতে পারে কিন্তু কঠিন পদার্থ পুনরায় মুখমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে অন্ননলী ও পাকাশয়ে জ্বালা।

১৪ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—শূন্য; মিষ্ট।

উদ্গার সহ মিষ্ট জল মুখমধ্যে উঠে।

বমন :—খাদ্য ও বিকৃত পদার্থ সকল (প্রবল পেট বেদনা সহ); প্রাতে খাদ্য; সবুজ এবং কাল পদার্থ সকল; পুরাতন পাকাশয় প্রদাহ রোগে ডিম্বের শ্বেত অংশের ন্যায় ঘন শাদা পদার্থ।

বমনে মলের দুর্গন্ধ। পুরীষ বমিত হয়।

১৫ পাকাশয়।—পাকাশয়ে ভয়ানক চাপ বোধ, ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; কখন পশ্চাতে বক্র হইয়া, কখন সম্মুখে অবনত হইয়া উপশম; অত্যন্ত সজোরে চাপ দিলে উপশম।

১৬ উদর।—অতি প্রবল পেট বেদনা, উদর যেন একটা দড়ি দ্বারা মেরুদণ্ডে আবদ্ধ।

কর্ত্তনবৎ বেদনা ও অস্থিরতার সহিত ছট্ ফট্ করে; ঘর্ষণ কিম্বা সজোরে চাপ দিলে উপশম।

অন্ত্রের আকুঞ্চিতাবস্থা, নাভি সজোরে নিম্নে আকৃষ্ট।

উদর প্রস্তরবৎ কঠিন ; উদরের মাংসপেশীতে গাইট সকল ; উৎকণ্ঠা যুক্ত, এবং তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম ও মৃতবৎ মোহ।

ইলিও-সিকাল প্রদেশে বৃহৎ, শক্ত, স্ফীতি, স্পর্শ বা নড়িলে বেদনা বোধ হয়।

অন্ত্রের প্রদাহ ও বিগলন।

অন্ত্র-বৃদ্ধি রোগে অন্ত্র নামিয়া আর না উঠা (আবদ্ধ থাকে)।

মল কঠিন হইয়া অন্ত্রমধ্যে আটকাইয়া যাওয়া, তৎসহ পেট বেদনা ও পুরীষ বমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ ; জলবৎ এবং তৎসহ বমন ও ভয়ানক পেট বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, ছাগলের নাদির ন্যায় ; তৎসহ মলদ্বারের আকুঞ্চন বা আক্ষেপ বশতঃ ভয়ানক বেদনা।

মলদ্বার বিদারিত।

২১ মূত্র।—ব্রাইটের পীড়া।

বহুমূত্র।

মূত্র :—ফোটা ফোটা বাহির হয় ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত ও অতি প্রবল লিঙ্গোত্থান।

ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রচুর রজঃস্রাব, তৎসহ অনুভব হয় যেন উদর হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত দড়ির দ্বারা টানিতেছে।

ডিম্বকোষের শোথ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সের আকুঞ্চন। স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাতবশতঃ স্বরবদ্ধ।

২৭ কাসী।—কাসী হ্রস্ব, শুষ্ক, আক্ষেপিক, তৎসহ রক্ত বা পূজযুক্ত গয়ার উঠে।

ফুসফুসের পূযোৎপত্তি।

বক্ষোপরি চাপবোধ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ের আক্ষেপিক সঞ্চালন, তৎসহ সন্ধিতে বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবল বেদনা, বিশেষতঃ উরুদেশের মাংসল স্থানে; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সায়াটিকা, যখন তৎসঙ্গে সঙ্গে মাংশপেশী শুকাইয়া যায় বা উহার প্রারম্ভে যখন হাটিলে পরিশ্রান্তি বোধ হয়।

পায়ের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত।

নিম্নাঙ্গে তীব্র স্নায়ুশূল বেদনা, প্রধানতঃ নিতম্ব হইতে জানু পর্য্যন্ত, ঐ বেদনা থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি হয়।

৩৯ স্নায়ু।—পক্ষাঘাত :—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে মানসিক বিকৃতি, কম্পন, আক্ষেপ, কিম্বা বড় বড় স্নায়ু যে স্থান দিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে চিড়িক মারা, ছিন্নকর প্রভৃতি অতি তীব্র বেদনা; স্থান সকল শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়; পক্ষাঘাত, সংন্যাস, মস্তিষ্কের বিকৃতি, মাংসপেশীব শুষ্কতা প্রাপ্তি হেতু জন্মে।

মৃগীরোগ—পুরাতন আকাবেব; আক্রমণের পূর্ব্বে পদদ্বয় ভাবী ও অসাড়, জিহ্বা স্ফীত; তৎপরে মস্তক মধ্যে যেন বুদ্ধি বিলোপের ন্যায অনুভব দীর্ঘকাল থাকে।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা বা শুষ্কতা প্রাপ্তি।

শোথের স্ফীততা।

রক্তাল্পতা বা এনিমিযা।

অনুভব শক্তির অভাব বা অতি বৃদ্ধি।

আক্ষেপ।

স্নায়ুশূলের বেদনা।

অদৌ ঘর্ম্ম হয় না।

৫৮ সম্বন্ধ।—প্লম্বম, এলুমি, বেলে, ক্যালকে-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভমি, ওপি, ফস, প্লাটি, রসটক্স, ষ্ট্রামো, সলফ, জিঙ্ক প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

প্লাটিনা।

(ধাতু বিশেষ)।

পরীক্ষক ।—ষ্টাফ।

১ মন।—দৃষ্টি বিভ্রম; তাঁহার (স্ত্রী) চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সকল অতি ক্ষুদ্র, এবং সকলেই তাঁহাপেক্ষা মন ও শরীর সম্বন্ধে নিকৃষ্ট।

অন্যাকে অবজ্ঞা, উদ্ধত স্বভাব, অহঙ্কারী; অন্যের প্রতি কৃপাপূর্ণ ঘৃণার সহিত অবলোকন করেন।

বিষণ্ণ, সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ মন, রোদন করিতে প্রবৃত্তি, সন্ধ্যাকালে ও বাড়ীতে বৃদ্ধি, বাড়ীর বাহিরে থাকিলে উপশম।

পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত ও বিষণ্ণচিত্ত।

মনে হয় তিনি (স্ত্রী) এ জগতে একাকী এবং জীবন ভারবোধ, তিনি মনে করেন মৃত্যু সন্নিকট কিন্তু মরিতে ভয় করেন।

খিট্ খিটে, বিরক্ত ও কোপনভাব, যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন যৎ-সামান্য কথা বা কার্য্যে বিরক্ত হয়।

শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ সকল পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে অসাড় বোধ, বিশেষতঃ কপালে, যেন আকুঞ্চন বোধ।

মস্তক যেন কসিয়া বান্ধা অনুভব হয়।

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের স্নায়ুশূলবৎ মাথাধরা।

৫ চক্ষু।—অক্ষিপুটের আক্ষেপিক স্পন্দন।

পদার্থ সকল যথার্থ আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখায়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ বা ঘণ্টা ধ্বনি।

৭ নাসিকা।—নাসিকায় অসাড় বোধ ও যন্ত্রীবৎ বেদনা।

নাসিকোপরি ক্ষতবৎ অনুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে শীতলতা, কীটচারণা ও অবশতা অনুভব।

মুখমণ্ডলে জ্বালা ও আরক্ততা অনুভব কিন্তু মুখের বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

হনুর অস্থিতে, বিশেষতঃ বাম হনুর অস্থিতে খল্লী, বেদনা ও যাতনা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল তৎসহ দপদপকর, খননকর বেদনা।

বামপার্শ্বের নিম্ন দন্ত সমূহে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অনুভব হয় যেন জিহ্বা ঝলসিয়া গিয়াছে। জিহ্বাগ্রে মিষ্টাস্বাদ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রাক্ষসী ক্ষুধা, এবং তাড়াতাড়ি অধিক আহার। তৃষ্ণা শূন্যতা।

১৫ পানাহার।—খালী পেটে বৃদ্ধি।

১৬ বিবমিষা, বমন।—ক্রমাগত বিবমিষা, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়নানুভব।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয় প্রদেশে উৎসেচন। পাকাশয়ে চাপ বোধ, বিশেষতঃ ভোজনান্তে।

১৯ উদর।—অনুভব হয় যেন উদর অতি সজোরে আকুঞ্চিত।

চিত্রকরের শূলবেদনা, নাভিদেশে বেদনা, মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; রোগী চীৎকার করে এবং আরাম পাইবার জন্য এপাশ ও পাশ করিতে থাকে।

উদরে চাপানুভব, বস্তিকোটর (পেলভিস) পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ; সীসক ধাতু কর্ত্তৃক বিষাক্ত হইয়া বা ভ্রমণ করিয়া; বারংবার মলপ্রবৃত্তি, মল স্বল্প, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতানুভব।

মল শক্ত যেন পোড়া।

মল সরলান্ত্র ও মলদ্বারে নরম কর্দ্দমের ন্যায় লাগিয়া থাকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতিশয় সঙ্গম প্রবৃত্তি ও লিঙ্গোদ্রেক, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোন্মাদ, বিশেষতঃ সদ্যপ্রসবা রমণীদিগের; তৎসহ জননযন্ত্র হইতে উদর পর্য্যন্ত কামোত্তেজক শুড়শুড়ি বোধ।

জননযন্ত্র ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানসমূহে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা ও সদত চাপানুভব, তৎসহ আভ্যন্তরিক শীত ও বাহ্যিক শীতলতা বোধ (মুখমণ্ডল ব্যতীত)।* জরায়ু ভ্রংশ।

পুনঃ পুনঃ অনুভব যেন ঋতু হইবে।

ঋতু অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর; দীর্ঘস্থায়ী; শোণিত কৃষ্ণ ও জমাট থাক্কা, তৎসহ উদরে বেদনা।

ডিম্বকোষ প্রদাহিত এবং থাকিয়া থাকিয়া জ্বালাকর বেদনা।

সংযত রক্তস্রাব, এবং তৎসহ জরায়ুর কর্কট রোগ, কন্দ, অর্ব্বুদ ইত্যাদি।

জননেন্দ্রিয় কণ্ডুয়ন ;—কামোত্তেজক শুড়শুড়ি বোধ, তৎসহ উৎকণ্ঠা ও হৃৎকম্পন।

জরায়ুর কাঠিন্য; ক্ষত।

ডিম্বের শাদার ন্যায় শ্বেতপ্রদর, কেবল দিবা ভাগে, প্রস্রাব এবং আসন হইতে উত্থানের পর।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে পশ্চাৎ মস্তকের নিকটে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ অনুভব।

গ্রীবাপৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা, মস্তকের সম্মুখদিকে অবনতি।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে ঘৃষ্ট বা ভগ্নবৎ বেদনা।

উপবেশনকালে সেক্রাম (ত্রিকাস্থি) ও কক্সিক্সে অবশতা।

৩২ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, বিশেষতঃ উরুদ্বয়ে, দৃঢ়রূপে জড়িত থাকার ন্যায় আকৃষ্টতা অনুভব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও সন্ধিতে খালধরার ন্যায় বেদনা ও অবশতা।

জানুসন্ধি ও তন্নিকটস্থ স্থানে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। সময়ে সময়ে সর্ব্ব শরীরে কম্পানুভব। স্থানে স্থানে বেদনাযুক্ত অবশতা।

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুদিগের আক্ষেপিক রোগ সকল।

জননেন্দ্রিয়ের বা কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—অতিশয় প্রবল, এমন কি আক্ষেপিক জৃম্ভন-প্রবৃত্তি।

রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তখন হতবুদ্ধিতা জন্মে।

১৭ অবস্থা।—সন্ধ্যাকালে; গৃহাভ্যন্তরে; ও বিশ্রামে বৃদ্ধি।

সঞ্চরণে; ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

১৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর:—অর, এসা, বেলে, ক্রোক, ইগ্নে, লাইকো, প্লম্ব, পলসা, রসটক্স, সাবা, সিপি ও সলফ।

প্রতিবিষ:—পলসা।

প্রতিষেধ করে:—সীস ধাতু জনিত কুফল সকল।

পেট্রোলিয়াম।

(খনিজ তৈল বিশেষ)

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—প্রচণ্ডতা, প্রকুপ্ততা সহজে বিরক্তি।

অতিশয় ভয়শীলতা; সহজে ভয় জন্মে।

চৈতন্য হীনতা।

অতিশয় কোপন স্বভাব, এবং চিন্তা করিতে অনিচ্ছা।

প্রলাপ; অনুমান হয় যেন আর এক জন তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে, অথবা তিনি দ্বিগুণ, কিম্বা তাঁহার কোন অঙ্গ দ্বিগুণ হইয়াছে।

২ চৈতন্য।—অবনত বা উত্থিত হইলে মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের ভার বোধ।

ক্রোধ বা প্রাতে অনাহার বশতঃ শিরঃপীড়া।

কপালে অতীব্র, চাপযুক্ত শিরঃপীড়া।

পশ্চাৎ মস্তকে সীসের ন্যায় চাপ ও ভার বোধ।

পশ্চাৎ মস্তকে অতীব্র, দপদপকর বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—কেশপতন।

রসস্রাবী কাউর; পশ্চাৎ মস্তকে বেশী।

রসস্রাবী, কণ্ডূয়ন যুক্ত কাউর; চুলকাইলে টাটায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষু নাড়িলে উহাতে জ্বালা ও চাপ অনুভব।
কণ্ডূয়ন ও সূচীবেধ সহ চক্ষুর প্রদাহ।
দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতা; চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে বোধ।
অক্ষিপুটের কণ্ডূয়ন; চক্ষু ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়।
অশ্রুনালীর ফিষ্টুলা (তরুণ)।

৬ কর্ণ।—কর্ণ-নলীর প্রদাহ ও বেদনা যুক্ত স্ফীততা।
শ্রুতিশক্তি হ্রাস।
কর্ণ মধ্যে গোঁ গোঁ, ঘণ্টাধ্বনি ও খট্‌খট্‌ শব্দ।
কর্ণ পশ্চাতে সরস ক্ষত।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।
নাসিকার মধ্যে অতিশয় শ্লেষ্মা।
নাসাগ্রভাগের কণ্ডূয়ন।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মাড়ীর স্ফীততা।
মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ।
আস্বাদ অম্ল, তিক্ত।
মুখমধ্যে নিষ্ঠীবন সঞ্চয়।
মুখের কোণে সবল ফুস্কুড়ি।

১৩ গলমধ্য।—সব্‌ম্যাক্সিলারী গ্রন্থির স্ফীততা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মলত্যাগের পরেই ক্ষুধা।
বিয়ার নামক মদ্য পানের ইচ্ছা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল বা তিক্ত উদ্গার।
প্রবল বমন, বিবমিষা ও তিক্ত, সবুজ পদার্থ বমন; শকটারোহণ, গর্ভাবস্থা ও প্রাতে বৃদ্ধি।
প্রাতে অবিরত বিবমিষা ও মুখে জলোদ্গম; শকট বা নৌকার আন্দোলনে বৃদ্ধি।

১৭ পাকাশয়।—সন্ধ্যাগমে বুকজ্বালা।

পাকাশয়ে অতিশয় শূন্য বোধ।

পাকাশয়ে ভার ও চাপ অনুভব।

পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা।

পাকাশয়ে অতি তীব্র বেদনা, তৎসহ ঘর্ম্ম ও বিবমিষা।

১৯ উদর।—বিবমিষা ও উদরাময় সহ অতিশয় তীব্র, কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পেট কামড়াইয়া অতিসার, কেবল দিবা ভাগে।

মল কঠিন ও কষ্টকৃত; পিচ্ছিল।

অতি প্রত্যূষে মলত্যাগের বেগ জনিত নিদ্রা ভঙ্গ হয়, মল প্রচুর জলবৎ হয়; নাভির নিম্নে অতি তীব্র কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা।

অর্শ ও মলদ্বার বিদারণ; অতিশয় কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের পর অবিরত ফোটা ফোটা প্রস্রাব বাহির হয়।

বারম্বার অল্প অল্প প্রস্রাব।

মূত্রমার্গে জ্বালাকর বেদনা।

রাত্রিকালে অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কণ্ডূয়ন ও রসস্রাবী দদ্রুবৎ পীড়কা:—মুষ্ক (স্ক্রোটাম), বিটপ (পেরিনিয়াম) ও উরুদেশে।

অণ্ডকোষের কণ্ডূয়ন ও আর্দ্রতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাহ্য স্ত্রী অঙ্গের কণ্ডূয়ন, টাটানি ও আর্দ্রতা।

অতি আগাইয়া ঋতু; আর্ত্তব স্রাবে কণ্ডূয়ন জন্মে।

চুচুক চুলকায় এবং তথায় শল্কবৎ আবরণ।

পুরাতন উদরাময় জনিত দুর্ব্বলদেহ রোগীর জরায়ু-ভ্রংশ, দিবাভাগে উপস্থিত হয়।

এল্বুমেন-বৎ শ্বেত প্রদর, অতি প্রচুর।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শুষ্কতানুভব।

স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—রাত্রিতে বুকে শ্বাসকষ্টবৎ যাতনা।

২৭ কাসী।—রাত্রিতে শুষ্ক কাসী।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পশ্চাৎ গ্রীবায় ভার ও বেদনা।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা।

গ্রীবাদেশে দক্র।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—বাহুদ্বয়ে অতিশয় দুর্ব্বলতা।

অঙ্গুলির নখসমূহে সংস্পর্শে দুষ্টবৎ বেদনা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল বন্ধুর, গভীর বিদারিত, তাহাতে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

হস্তোপরি গভীর ও রক্তযুক্ত বিদারণ, পুরু মামড়ী; শীতকালে বৃদ্ধি।

হাতের তলায় জ্বালা।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—পদদ্বয়ে কণ্ডূয়ন, জ্বালা, সরস উদ্ভেদ।

গুলফ অতিশয় স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও লালবর্ণ; ফোস্কা; বিদারণ।

কণ্ডায় জ্বালা ও সূচীবেধ।

পদাঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে উদ্ভেদ বা পীড়কা।

চরণে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।**—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অনম্য হইয়া থাকে।

সন্ধি সমূহে খট্ খট্ শব্দ ও বাত জনিত অনম্যতা।

৩৬ **স্নায়ু।**—অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উৎক্ষেপ; মৃগীরোগের আক্রমণ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতি প্রবল কম্পন।

৩৭ **নিদ্রা।**—বিরক্তিকর স্বপ্ন সহ নিদ্রা, বোধ হয় যেন কেহ তাহার পার্শ্বে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শরীরের মধ্যে দিয়া শীত শীত বোধ, তৎপরেই চর্ম্মের প্রবল কণ্ডূয়ন।

অপরাহ্ণ ৭টার সময়ে কম্পসহ শীত, তৎপরে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, এবং পরে পদদ্বয় ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, পদদ্বয় শীতল।

সন্ধ্যাকালে শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ পদদ্বয় শীতল।

দিবসের মধ্যে বারম্বার সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপের আবেগ।

প্রতি রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, কিম্বা শীতের ঠিক পরেই।

৪১ **তন্তু।**—রক্তস্রাব, রক্ত অত্র লালবর্ণ।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

শিশুদিগের শীর্ণতা, তৎসহ দিবসে উদরাময়, রাত্রিতে কিছুই থাকে না।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়নযুক্ত দক্রু, তৎপরে ক্ষত হয়।

দক্রু; পুরাতন কাউর।

কণ্ডূয়নযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সরস স্থানসকল কিম্বা গভীর ফাটা।

অসুস্থ চর্ম্ম; সামান্য ও ক্ষুদ্র ক্ষত স্থান বৃহত্তর ও বিস্তৃত হয়।

গভীর ক্ষত, কিনারা সকল উন্নত।

৪৮ সম্বন্ধ।—পেট্রোলিয়ামের প্রতিবিষ নক্সভমিকা।

ফসফরাস।

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—তন্দ্রা, প্রলাপ, যেন মাছি ধরিতে যায়।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাব; কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না অথবা ভুল উত্তর দেয়।

বিমর্ষ, কথা কহে না।

বিষণ্ণ চিত্ত, মনে হয় মৃত্যু হইবে।

বিষণ্ণভাব, অশ্রু বর্ষণ করে; কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া অনিচ্ছায় হাস্য করে।

প্রণয়-প্রিয়তা (amativeness)।

উত্তেজনশীল, সহজেই রাগিয়া উঠে।

চিন্তা করিতে গেলে মাথা ধরে ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়; মস্তকের মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

ভয়, যেন সকল কোণেই কি বেড়াইতেছে।

উদ্বেগ, অস্থিরতা :—গোধূলি সময়ে; একাকী থাকিলে; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে; ঝড় বৃষ্টি মেঘ ডাকিলে; তৎসহ হৃৎকম্পন।

তাচ্ছিল্য, এমন কি নিজের সন্তানের প্রতিও।

২ চৈতন্য। —স্নায়বিক মাথা ঘোরা, কিম্বা, কাফি প্রভৃতি পদার্থের অপ-ব্যবহার জনিত মাথাঘোরা; শয্যা কিম্বা উপবিষ্টাবস্থা হইতে

উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে, তৎসহ ভমি ; প্রাতে এবং ভোজনান্তে বৃদ্ধি।

▌ সংন্যাস, মস্তক সজোরে ধরে ; মুখ বামদিকে আকৃষ্ট।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—এক দিন অন্তর মাথাধরা।

জাগিলে পর কপালে ভার ও দপদপানি, ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিলে উপশম, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি ; কখন কখন সমস্ত দিবস থাকে।

▌ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও পতনাবস্থার আশঙ্কা উপস্থিত ; মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালাকর বেদনা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা ; জ্বালাকর, হুলবেধবৎ বেদনা ও স্পন্দন, পশ্চাৎ মস্তক হইতে আরম্ভ হয়।

সবমন শিরঃপীড়া, তৎসহ স্পন্দন ও জ্বালা, প্রধানতঃ কপালে ; তৎসহ বিবমিষা ও বমন, প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ; সঙ্গীত, চর্ব্বণ কালে এবং উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি।

▌ মস্তিষ্কের কোমলত্ব প্রাপ্তি, তৎসহ স্থায়ী শিরঃপীড়া, ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয় ; মাথা ঘোরা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অসাড়তা।

▌ মস্তিষ্ক ও মেডলা অব্লঙ্গেটার তরুণ শুষ্কতা প্রাপ্তি (atrophy), তৎসহ ইউরিমিয়া।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকে স্থানে স্থানে টাক।

মস্তক আক্রান্ত :—সর্দ্দি লাগিয়া ; উষ্ণ গৃহে থাকিয়া ; চুল কাটিয়া।

মস্তকে প্রচুর খুস্কি, উহা বহুল পরিমাণে উঠিয়া যায় ; কেশের মূল শাদা এবং গোছা গোছা চুল উঠিয়া যায় ; চুলকাইলে কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি হয় কিম্বা কখন জ্বালা ও কণ্ডূয়ন উপশম হয়, কিন্তু চুলকাইবার পরে বৃদ্ধি হয়।

৫ চক্ষু।—পাঠকালে অক্ষর সকল নানা বর্ণ দেখায়।

পাঠান্তে চক্ষুর ভিতরে গভীরস্থানে অতীব্র বেদনা ; চক্ষুর সম্মুখ দিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল চলিয়া যায়, উজ্জ্বল পদার্থ এবং প্রদীপের আলোকের প্রতি তাকাইলে বৃদ্ধি।

ক্ষণিক অন্ধতা, যেমন ভ্রমি হইলে হয়।

কসকরাস নিকট-দৃষ্টি (myopia) দূর করে।

প্রদীপের আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজ বর্ণ মণ্ডল।

চক্ষু, কপাল ও অক্ষিগহ্বরে কামড়ানি।

অতীব্র কঞ্জকটাইভা-প্রদাহ, অশ্রুস্রাব; অক্ষিপুট ও তদুপরিস্থিত গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও পুজোৎপত্তি, তৎসহ কণ্ডূয়ন ও জ্বালাযুক্ত বেদনা।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তি হ্রাস, বিশেষ মনুষ্যের স্বর।

শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়, বিশেষতঃ সঙ্গীত।

কর্ণমধ্যে চিড়িক মারা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; কর্ণস্রাব, কর্ণ-নাদ, কর্ণে রক্তাগম বশতঃ।

কর্ণ মধ্যে পলিপাস (polypus)।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি :—সরস, মস্তকের মধ্যে ভার বোধ, নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ দিবাভাগে এবং ভোজনান্তে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; পর্য্যায়ক্রমে সরস ও শুষ্ক, তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সবুজ (বা হরিদ্রা) বর্ণ শ্লেষ্মা স্রাব; ঐ শ্লেষ্মা স্রাব সর্দ্দি না হইয়া এবং প্রায়ই রক্তস্রাবের পরে হয়; নাসিকা মধ্যে পলিপাস (polypus)।

নাসিকা মধ্যে পলিপাস, যখন তাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ, তৎসহ আঘ্রাণশক্তি এককালে বিলুপ্ত অথবা অতিশয় বর্দ্ধিত।

নাসিকা স্ফীত, লালবর্ণ, চকচকে, এবং নাসাভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক।

অস্থিপুতি (necrosis); অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি উত্থিত এবং তাহা হইতে অস্থির নূতন স্তর গঠিত হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য; ভস্মবর্ণ; রুগ্নবৎ হরিদ্রাবর্ণ; স্ফীত ভাব, ঠোঁট নীলবর্ণ।

চক্ষু কোঠর-প্রবিষ্ট, তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

হনুঅস্থি এবং চোয়ালে ছিন্নকর, চিড়িক মারা এবং ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, অস্থিক্ষয়ের (caries) আশঙ্কা বোধ হয়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের অস্থিপূতি।

চোয়াল-অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, সন্ধ্যাকালে শয়নে বৃদ্ধি, চোয়াল সঞ্চালনে উপশম।

কর্ণমূল প্রদাহ (parotitis) যখন পূযোৎপত্তি আরম্ভ হয়।

নাসিকা, ঠোট, মুখ এবং গলমধ্য শুষ্ক ; জলে উপশম হয় না।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—কাপড় কাচিয়া ; হাত শীতল বা উষ্ণ জলে রাখিয়া।

বিনষ্ট দন্তে খোঁচাবেধা ও হুলবেধবৎ বেদনা।

মাড়ী দন্ত হইতে সরিয়া যায় এবং সহজেই রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত ; অম্ল, দুগ্ধ পানান্তে।

জিহ্বা :—শুষ্ক, অনড়, কাল মামরী দ্বারা আবৃত, ফাটা, কিম্বা চকচকে ; শুষ্ক, শাদা ক্লেদাবৃত, জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনা বোধ ; হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত ; কেবল মধ্যভাগে ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখ-গহ্বরের উপরে ও জিহ্বার স্থানে স্থানে চাকা চাকা ক্ষত।

মুখ-গহ্বরের টাটানি, সহজেই রক্ত পড়ে।

লালা বর্দ্ধিত, লালার আস্বাদ লবণ বা মিষ্ট।

১৩ গলমধ্য।—দক্ষিণ টন্সিল গ্রন্থির স্ফীততা ; মুখমধ্যে শ্লেষ্মা, অতি কষ্টে তোলা যায় ; মুখমধ্যে শ্লেষ্মা আসিলে সম্পূর্ণ শীতল অনুভব হয় ; শ্লেষ্মা শাদা, প্রায় স্বচ্ছ, দলা দলা।

টন্সিল ও উপজিহ্বা অত্যন্ত স্ফীত, উপজিহ্বা বিবর্দ্ধিত ; তৎসহ শুষ্ক ও জ্বালানুভব।

গলমধ্যে দিবারাত্রি শুষ্কতা।

অনুভব হয় যেন গলমধ্যে তুলা রহিয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাইতে চায়, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী দিলেই আর খাইতে চায় না।

ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় কুল্ফি ইত্যাদি চাহে।

তৃষ্ণা, তৃপ্তিকর পদার্থ চাহে।

মিষ্টান্ন ও মাংসে বিতৃষ্ণা।

অক্ষুধা ; পাকাশয়ে জ্বালা, কর্ত্তন ও চাপ বোধ, বিবমিষা ও বমন।

১৫ পানাহার।—অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কুফল।

আহারান্তে : নিদ্রালু ; অল্প খাইয়াই বেশী উদ্গার উঠে।

আহারান্তে : ২,৭,১৭,২৬। আহার বা পানান্তে : ১৬,১৭,২৭।

পান : ১৯ ; শীতল জল : ১৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—পুনঃপুনঃ, শূন্য ; আক্ষেপিক ; অম্ল।

বিবমিষা না হইয়া খাদ্য গলা বহিয়া উঠে ; এমন কি মুখপূর্ণ হইয়া উঠে।

খাদ্য, কিম্বা এমন কি এক গণ্ডূষ জল খাইবামাত্র অম্লযুক্ত, দুর্গন্ধ তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বমিত হয়, ঐ তরল পদার্থ দেখিতে জল বা কালীর ন্যায়।

জল পেটে গিয়া গরম হইবা মাত্র বমিত হয়।

খাদ্য গলাধঃকৃত হয় না, উঠিয়া আইসে ; অন্ননলীর পাকাশয় সন্নিকটস্থ সীমার আক্ষেপ।

সদত বিবমিষা। বমন :—পিত্ত ; রক্ত।

১৭ পাকাশয়।—আহারান্তে পাকাশয়ে অতি প্রবল তাপানুভব এবং খাদ্য পদার্থ বমন।

পাকাশয়ে কষ্ট বোধ ও জ্বালা ; ক্ষুধা রহিত, অদম্য তৃষ্ণা, পানাহারান্তে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ে থল্লী, যকৃৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব, শীতল জল পানে উপশম।

পাকাশয় প্রদাহ এবং তৎসহ বুক জ্বালা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—কামলা :—তৎসহ ফুসফুস্ প্রদাহ বা মস্তিষ্ক রোগ ; গর্ভাবস্থায়।

দূষিত কামলা রোগ ; যকৃতের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

যকৃৎ প্রদাহ ; যকৃৎ কঠিন, বৃহৎ, তৎপরে শুষ্কতা প্রাপ্তি।

১৯ উদর।—উদর অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদরের মধ্যে গড় গড় শব্দে ডাকা; পানকালে ও পানান্তে।

উদর মধ্যে শীতলতা অনুভব।

সমস্ত উদর মধ্যে বেদনাদায়ক দুর্ব্বলতা বোধ, শুইয়া পড়িতে হয়।

উদর শ্লথ, তৎসহ পুরাতন উদরাময়।

উদরাধ্মান, প্রধানতঃ সিকাম ও ট্রানসভার্স কোলনের নিকট।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—প্রচুর, জলবৎ, যেন কল খুলিয়া দিয়াছে এইরূপ, নিদ্রান্তে উপশম; সবুজাভ, রক্তযুক্ত; রক্তযুক্ত, তৎসহ শাদা শাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনিকা; বেদনাশূন্য, রক্তরেখা-যুক্ত, যেন মাছধোয়া জলবৎ।

পুরাতন, বেদনাশূন্য উদরাময়, অজীর্ণ পদার্থ বাহির হয়, তৎসহ রাত্রিতে অধিক তৃষ্ণা।

বেদনাশূন্য, দুর্ব্বলকারী উদরাময়, প্রাতে বৃদ্ধি।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল সরু সরু, দীর্ঘাকৃতি, শুষ্ক, কঠিন, কুকুরের মলের ন্যায়; অতি কষ্টে নিঃসারিত হয়।

রক্তস্রাবী অর্শ।

সরলান্ত্রে (rectum) ক্ষত, তাহা হইতে পূঁজ ও রক্ত পড়ে।

মলদ্বার অনুভব হয় যেন খোলা।

২১ মূত্র।—প্রচুর, জলবৎ; পুনঃপুনঃ ও স্বল্প; ঘোলা, শাদাটে, যেন জমাট দুগ্ধের ন্যায়, তাহাতে ইষ্টক চূর্ণ পদার্থ অধঃক্ষেপ জমে।

অতিরিক্তি ইন্দ্রিয় সেবার পরে দুর্ব্বলতাবশতঃ রক্ত-প্রস্রাব।

যক্ষ্মাকাশ সহ সশর্করা মূত্র, মূত্রে এল্‌বুমেন; ব্রাইটের পীড়া।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্রেক, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান ও রেতঃ-স্খলন, কিম্বা অদম্য স্ত্রী সহবাসেচ্ছা।

কামোন্মত্ততা, উলঙ্গ হয়।

অতিরিক্ত কামোদ্দীপনা ও অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনাদির পরে ধ্বজভঙ্গ।

প্রমেহ-জনিত অণ্ডকোষ-প্রদাহের পরে হাইড্রসিল, তৎসহ কাম শক্তির দুর্ব্বলতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—কামোন্মত্ততা।

অতিরিক্ত কাম প্রাবল্য হেতু কিম্বা ঋতু বিলম্বে ও প্রচুর হওয়ায় বন্ধ্যাত্ব।

পুনঃ পুনঃ গর্ভ হওয়ার পরে জরায়ু প্রদাহ।

জরায়ু হইতে পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর রক্তস্রাব, একবার প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, আবার কিয়ৎকাল বন্ধ থাকে।

জরায়ুর কর্কট রোগ।

ঋতু আগাইয়া হয়, প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী ; কিম্বা আগাইয়া, স্বল্প এবং লালবর্ণ নহে ; ঋতুর সময়ে কটিদেশে বেদনা ; হৃৎকম্পন।

ঋতুরোধ এবং তৎসহ রক্ত-নিষ্ঠীবন, বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব, বা রক্ত প্রস্রাব।

শ্বেত প্রদর :—ঋতুর পরিবর্ত্তে ; তৎসহ ক্লোরোসিস ; স্রাব জলবৎ, পিচ্ছিল বা ক্ষতকারী, তাহা হইতে ফোস্কা উৎপন্ন হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা ।—স্তনদ্বয়ে ক্ষত ও কাঠিন্য ; নালী ঘা, তৎসহ জ্বালাকর, হুলবেধবৎ বেদনা, জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব।

স্তনের কর্কট রোগ, তাহাতে বেদনা অতি তীব্র কিম্বা তাহা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়।

২৫ লেরিংক্স ।—স্বরভঙ্গ এবং কাশি, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

স্বরবদ্ধ :—দীর্ঘকাল উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া, সর্দ্দি বা স্নায়বিক কারণ বশতঃ।

লেরিংক্সের বেদনা বশতঃ কথা কহিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—বক্ষে শ্বাসকষ্ট বোধ ও উদ্বেগ, সন্ধ্যা ও প্রাতে বৃদ্ধি।

বক্ষের আক্ষেপিক আকুঞ্চন বোধ।

স্বশব্দে হাপাইয়া হাপাইয়া শ্বাসক্রিয়া।

হ্রস্ব শ্বাস :—প্রত্যেক কাশির পরে ; অল্প ভ্রমণেই কষ্ট বোধ ও হৃৎকম্পন ; আহারান্তে বৃদ্ধি।

২৭ কাশি ।—কাশি, তৎসহ স্বরভঙ্গতা বা স্বরবদ্ধতা, লেরিংক্সে বেদনা বা টাটানি ; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

কাশির বৃদ্ধি :—হাস্য, উচ্চরবে কথা, বায়ুর পরিবর্ত্তন, পানাহার, বাম পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইয়া।

কাশিবার কালে অসাড়ে মলত্যাগ।

গয়ার :—প্রধানতঃ প্রাতে; সফেন, রক্তযুক্ত, ঈষৎ লালাভাযুক্ত; পুঁজযুক্ত, শাদা; গয়ারের আস্বাদ অম্ল, লবণ বা মিষ্ট।

২৮ ফুস্ফুস।—বাম বক্ষে সূচীবেধ, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম।

বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

শ্বাসনলী-ভুজ ও ফুস্ফুসের সর্দ্দি, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

ফুস্ফুস্ প্রদাহ :—শ্বাসপথের শুষ্কতা; ঊর্দ্ধবক্ষে ক্ষতবৎ অনুভব; বক্ষোপরি ভার বা কসিয়া ধরা বোধ; বক্ষে সূচীবৎ বা টাটানিবৎ বেদনা; হিপাটিজেশান (hepatisation) বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিম্নাঙ্গের।

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস।

ফুস্ফুসের পক্ষাঘাৎ আশঙ্কা, শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা, চট্‌চটে ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল অন্তঃ-প্রবিষ্ট; ক্ষুদ্র নাড়ী; শ্বাসপথে ঘড়ঘড় শব্দ।

দীর্ঘাকার, ক্ষীণ দেহ বা যে অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ ব্যক্তির যক্ষ্মাকাশ; বারম্বার রক্তনিষ্ঠীবন; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; পুনঃ পুনঃ ব্রংকাইটিস হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের পীড়া, তৎসহ শৈরিক রক্তের বদ্ধভাব বা গতিরোধ।

সঞ্চালনমাত্রে হৃদ্‌স্পন্দন; বক্ষে রক্ত বেগে প্রধাবিত হয়, বিশেষতঃ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের।

বক্ষাস্থির মধ্য প্রদেশে অতিশয় চাপ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বসিয়া না থাকিলে শ্বাসকষ্ট অধিক হয়, তৎসহ পরিশ্রম কাতরতা বা উদ্যম রাহিত্য ও হৃদ্‌স্পন্দন।

এণ্ডোকার্ডাইটিস কিম্বা মেদাপকর্ষতা রোগের পর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ।

নাড়ী :—দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন; কখন দ্বিগুণ; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষঃস্থলে পীতবর্ণের দাগ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে ভয়ংকর বেদনা; গতিশক্তি বা সঞ্চালন অক্ষম।

নীচ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিবার কালে কোমরে বেদনা।

কোমরের একস্থানে জ্বালা করা, মর্দ্দনে আরাম বোধ।

কশেরুকার কোমলত্ব প্রাপ্তি (softening)।

দিন দিন বর্দ্ধনশীল লোকোমোটর এটাক্সি পীড়া।

কক্সিক্স প্রদেশে যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ বেদনা বোধ, তৎপরে বেদনাযুক্ত অনম্য গ্রীবা। *রিকেট (rachitis) পীড়া।

প্রসবের পর সেক্রমে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের বীচি (গ্রন্থি) সমূহের স্ফীততা।

দক্ষিণস্কন্ধে ছিন্নকর বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি।

বাহু দুর্ব্বল, কষ্টে নাড়িতে পারে, কাঁপে।

হস্তদ্বয়ের শুষ্কভাব।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

অঙ্গুলির অগ্রভাব অসাড়।

সময়ে সময়ে থল্লীর ন্যায় অঙ্গুলি সকলের বক্রতা।

হস্তের শিরা সকল বিস্তৃত।

হস্ত তালু জ্বালা করা; হস্তের তালু ও মস্তকে চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুদ্বয়ের বাতজনিত অনম্যতা।

জানু হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা।

পায়ে টিবিয়া অস্থির স্ফীততা।

গর্ভাবস্থায় রাত্রিকালে পায়ে ছিন্নকর বেদনা।

পদদ্বয় বরফ সদৃশ শীতল।

পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পদদ্বয় অসাড় ও বিশ্রী (clumsy); ত্বক্ প্রদেশে ফুলা দেখায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেক

সঞ্চালনে কম্পন; আরও বরফ সদৃশ শীতল। দুর্ব্বলতা হেতু ভ্রমণকালে পদস্খলন।

হস্ত পদের স্ফীততা, তৎসহ হুলবিদ্ধবৎ বেদনা[1]।

৬৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ১৭, ৩১, ৩২; ভ্রমণ: ২৬, ৩৪; খোলা বায়ুতে: ২৩; অবস্থিতি পরিবর্ত্তন: ৪৬; পরিশ্রম: ৩৪; পরিশ্রম করিতে অপারগ: ২৯; অবশ্য শয়ন করিবে: ১৯; উত্থান: ২, ৩১; অবনত হইলে: ৩; চিৎ হইয়া শুইলে: ২৭; বামপার্শ্বে: ২৭; দক্ষিণ পার্শ্বে: ২৮।

৬৬ স্নায়ু।—বাহ্য বিষয়ে যথা আলোক, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

। বেদনা ছিন্নকর, আকৃষ্টবৎ ঈষৎ শৈত্যে উত্তেজিত হয়; শরীরে ঘৃষ্টবৎ বেদনানুভব, তৎসহ শৈত্যানুভব; খোলা বাতাস অসহ্য।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমি; দেহ শীতল, রক্তশূন্য; আকস্মিক মূর্চ্ছা, মৃতবৎ পড়িয়া থাকা।

। মৃগী, চৈতন্য থাকে।

। পক্ষাঘাত অঙ্গে আক্ষেপ।

। পক্ষাঘাত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বেদনা; অসাড় ভাব; উত্তাপ বৃদ্ধি।

৬৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু, কোমাভিজিল (coma vigil)।

। তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা, মস্তকে জ্বালাজনক উত্তাপ; অস্ফুট প্রলাপ। *ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ। তন্দ্রাদোষযুক্ত, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, মুখ হা করা।

সমস্ত দিন নিদ্রালু, সমস্ত রাত্রি অস্থির, বিশেষতঃ মধ্য রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

উষ্ণতা, ক্ষুধা প্রভৃতি কারণে জাগ্রত হইয়া উঠা।

প্রাতে বোধ হয় যেন রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই অথবা যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে এরূপ বোধ।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ বা নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ১৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৭। সন্ধ্যা : ১৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৪০। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন : ৩; অপরাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি : ৪০; রাত্রি : ২, ৬, ১৪, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৪। মধ্য রাত্রির পূর্ব্ব : ৩৭; দিবা : ২, ৩, ৭, ৩২। দিবা ও রাত্রি : ১৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণগৃহ; ৩, ৪। উষ্ণজলে স্নান : ১০; শৈত্য ও শীতল জলে স্নান : ২, ৩, ১০, ৩৬।

উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ৪, ২৭; বজ্রাঘাত ও ঝড় : ১, ২৭। অনাবৃত : ৪০। চুল কাটা : ৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে শীত; পিপাসা হীনতা; অনাবৃতাবস্থায় বৃদ্ধি; হাতের শিরা সকল বিস্তৃত; সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত শীত, তৎসহ দুর্ব্বলতা ও নিদ্রা; রাত্রে তাপের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শীত; উদরাময় সহ; পৃষ্ঠ হইতে শীত নিম্নে আইসে, তাপ উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে।

হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণতা বোধ।

বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে উত্তাপ ও হাতমুখ জ্বালা করা।

ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক, হস্ত ও পদদ্বয়ে, তৎসহ প্রস্রাবাধিক্য, কিম্বা দেহের সম্মুখভাগে।

নিদ্রাবস্থায় রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম। চটচটে ঘর্ম্ম।

সবিরাম জ্বর, রাত্রে উত্তাপ, পাকাশয় হইতে তাপ আরম্ভ; ক্ষুধার্ত্ত ও ভ্রমিযুক্ত; অতঃপর শীত শীত করিয়া আন্তরিক উত্তাপ (বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ে) প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাহ্যিক শীত সমান থাকে।

জ্বরের প্রকৃতি সন্নিপাত বা আন্ত্রিক জ্বরের মত।

৪১ আক্রমণ।—একদিন অন্তর : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৩, ২৮, ১৯। বাম : ২, ৩, ৭, ২৩, ২৮, ৩৫। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ২৬, ৩৩, ৪০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৪০।

৪৩ তন্তু।—প্রদাহ এবং স্ফোটন বা উত্তাপ (ebullition)।

যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, মূত্রপিণ্ড বা বৃক্ককের মেদাপকৃষ্টতা; রক্তশূন্যতা।

মৃৎপাণ্ডু সহ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠা।

আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল হইতে রক্ত স্রাব।

অল্প ক্ষত হইতে প্রচুর রক্ত পড়া। রক্ত-পাতী অর্ব্বুদ প্রভৃতি।

মচকান, সহজে সন্ধিচ্যুত হওয়া।

গ্রন্থী সমূহের স্ফীততা, বিশেষতঃ আঘাত লাগার পর।

মুখ, হাত পায়ের শোথ।

অস্থিফুলা; অস্থিক্ষয় (নিম্ন চিবুক)।

অস্থিবৃদ্ধি, বিশেষতঃ করোটীর; ছিন্নকর, বিদ্ধকর বেদনা, রাত্রে ও স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি।

বস্ত-সন্ধি পীড়িত; জলবৎ পূঁয গড়িয়া পড়া।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি। স্পর্শ : ১৯, ২৫। চাপ : ২৭। মর্দ্দন : ৩১। চুলকান : ৪। ছ্যাঁচা আঘাত : ৪৪।

৪৫ চর্ম্ম।—ত্বক মধ্যে জ্বালা করা; অস্থিরতা, অবস্থিতি পরিবর্ত্তন।

রক্ত-ব্রণ।

ক্যান্সার (কর্কট রোগ) ও পলিপস হইতে সহজে রক্তস্রাব।

সন্ধির চারিদিকে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি।

চর্ম্মের নিম্নে রক্ত জমা; লালবর্ণ দাগ।

শুষ্ক ছাল উঠা কিম্বা ফুস্কুড়ি যুক্ত উদ্ভেদ; জানু প্রভৃতিতে সোরায়সিস্।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ হঠাৎ লুকাইয়া যাওয়া; ফুসফুস্ আক্রান্ত; টাইফয়েড বা বিকার লক্ষণ, অস্থিরতা প্রভৃতি।

বসন্ত, গুটিকামধ্যে রক্ত। নালী ক্ষত; বিসর্পযুক্ত; পূয তরল ও রক্তযুক্ত। ঘুস্‌ঘুসে জ্বর (hectic)।

৪৬ অবস্থা।—লম্বা,শীর্ণকায়া স্ত্রীলোক; কুব্জ প্রকৃতি; মানসিক এবং দুর্ব্বল।

শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনশীল।

৩৮ সম্বন্ধ।—লবণ, কর্পূর ও আয়োডিনের অত্যধিক ব্যবহারের মন্দ ফল।

ফস্ফরস সুফলপ্রদ :—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, সিনকোনা, কালি-কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়াম, নক্স-ভমিকা, রসটক্স, সিলিশিয়া, সল্‌ফরের পরে।

ফস্ফরসের পরে সুফলপ্রদ :—আর্সেনিক,কার্ব্বভেজ, রসটক্স, সল্‌ফর।

ফসফরসের প্রতিবিষ :—নক্সভমিকা, কফিয়া, টেরিবিন্থ।

ফস্‌ফরস প্রতিষেধ করে :—টেরিবিন্থ, রসটক্স।

একালাফা ইণ্ডিকা ঔষধটী শুষ্ক দম আটকান কাশির সহিত রক্ত-উঠা ও পল্‌মোনারি টিউবার্‌কুলোসিস রোগে রক্ত উঠায় অতিশয় উপকারী।

ফস্ফরিক এসিড।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অচেতনতা, চিমটী কাটিলেও সাড়া থাকে না; উপসর্গ রাহিত্য।

স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা।

প্রাতে চিন্তায় অপারগ।

স্থির প্রলাপ সহ মস্তকের স্তম্ভনভাব; অস্পষ্ট মৃদুপ্রলাপ।

ঔদাস্যভাব এবং কথা কহিতে অনিচ্ছা।

অনিচ্ছায় ও আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, অথবা অল্প কথায় মিথ্যা উত্তর দিয়া থাকে।

বাড়ী থাকিয়া থাকিয়া কষ্ট (home-sickness) সহ ক্রন্দন পরায়ণতা।

কৃষ্টবর্ণা স্ত্রীলোকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে হিষ্টিরিয়া।

বিষণ্ণতা, বিমর্ষতা ও ক্রন্দনশীলতা।

শোক দুঃখ ও বাটীর জন্য উদ্বেগ কিম্বা প্রেমে হতাশ তজ্জন্য পীড়া, তৎসহ আবিল, শেষ রাত্রে ঘর্ম্ম, শীর্ণতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—টাইফস্ জ্বরে উঠিয়া বসিলে পড়িয়া যাওয়া;

শয়নাবস্থায় বোধ হয় যেন পা ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছে, মস্তক স্থির আছে; চিন্তার পর।

কপালে স্তম্ভনকারী বেদনা।

মস্তকে গোলযোগ ও বেদনাসহ নানাবিধ অস্পষ্ট ভাব মনে আইসে, বিশেষতঃ জাগ্রত হইলে।

সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণগৃহে যেন মত্ততাভাব, তৎসহ মস্তকে নানা প্রকারের শব্দ, কাশিলে যেন ফাটিয়া যাইবে বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভয় বা শোক জন্য মস্তকের পুরাতন রক্তাধিক্য।

চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে স্কুলবালিকার শিরঃপীড়া।

মস্তকে অতিশয় ভারবোধ।

শিরঃপীড়া এত অধিক যে শুইয়া পড়িতে হয়, অল্প সঞ্চালনে ও শব্দে বিশেষতঃ সঙ্গীতে অসহনীয় বৃদ্ধি পায়।

শিরঃপীড়া পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখদিকে যায় এবং শয়ন করিলে উপশমিত হয়।

৪ বহির্মস্তক।—অস্থি আবরক ঝিল্লীর বেদনায় মস্তক সঞ্চালন করিতে বাধ্য করায়।

মস্তকের অস্থিতে এরূপ বেদনা যেন চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে; সঞ্চালনে উপশম; শয়ন করিলে যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই দিকে বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে।

কেশ শীঘ্র শীঘ্র পক্ক হয়; শোক এবং দুঃখের পর চুল উঠিয়া যায়।

মস্তকের চর্ম্ম কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—সূর্য্যের আলোক বিদ্বেষ।

রামধনুর মত বিবিধ বর্ণ দেখে।

অন্ধতা তৎসহ পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন ইচ্ছা।

দুর্ব্বলকারী ক্ষয় জন্য দৃষ্টিহীনতা (amaurosis)।

চক্ষু গ্লাসের মত ও জ্যোতিহীন; তৎসহ একদৃষ্টি।

চক্ষুর ভিতরে চাপ, যেন অক্ষিগোলকদ্বয় বৃহৎ হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে বাতির আলোকে অক্ষিপুট ও অক্ষিকোণ জ্বালা করে।

চক্ষুর শ্বেতক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ।

অক্ষিপুটের কিনারা সকল লাল ও স্ফীত; চক্ষুর বাহ্যিক কোণে ও পক্ষ্ম মধ্যে বিন্দু বিন্দু পূয; পক্ষ্ম উঠিয়া যায়।

৬ কর্ণ।—শব্দ অসহ্য (বিশেষতঃ গীতবাদ্য)।

স্নায়বিক বধিরতা, টাইফয়েড পীড়ার পর।

শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা:—স্তম্ভনভাব; বিশেষতঃ দূর শব্দ শুনিতে না পাওয়া।

নাসিকার শ্লেষ্মা ত্যাগ কালীন কর্ণের ভিতর গর্জ্জনবৎ শব্দ।

কর্ণ মধ্যে প্রত্যেক শব্দ উচ্চরবে প্রতিধ্বনিত হয়।

কর্ণশূল, কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ এবং গণ্ডদেশ ও দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা; সঙ্গীত বাদ্যে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল।

নাসিকা হইতে রক্তবর্ণ পুঁজ স্রাব।

টাইফস্ পীড়ায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তাহাতে পীড়ার উপশম হয় না।

নাসিকার উপরিভাগে স্ফীততা তৎসহ লাল দাগ; মামরীযুক্ত পীড়কা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উপরে যেন ডিম্বের শ্বেত ভাগ শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব।

মুখমণ্ডল মৃতবৎ, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ বা ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডলে পীতাভ ও কটা বর্ণের উদ্ভেদ।

হস্ত মৈথুনকারীগণের কপালে ও শরীরে ফুস্কুড়ি।

শোক ও দুঃখের পর শ্মশ্রুর কেশ উঠিয়া যায়।

মুখমণ্ডলের একাংশে শীতলতা অনুভব।

১০ দন্ত।—রক্তস্রাবী, স্ফীত মাড়ী; দন্তে ছিন্নকর বেদনা, শয্যায় উষ্ণতায় এবং তাপ বা শৈত্যে বৃদ্ধি পায়; রাত্রে সম্মুখ দন্তে জ্বালা।

গহ্বরযুক্ত বা ক্ষয়া দন্তের ভিতর খাদ্য কণিকা প্রবেশ করিলে কামড়ান বা বেদনা করা।

১১ জিহ্বা।—জিহ্বার মধ্যস্থানে লাল দাগ।

টাইফাস পীড়ায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ ফেকাঁশে।

মুখ গহ্বরে এবং জিহ্বার উপরে চট্‌চটে শ্লেষ্মা। জিহ্বা জ্বালা-করা; জিহ্বাস্ফীত। রাত্রে চর্ব্বণকালে মুখে ও জিহ্বায় জ্বালা করা।

অনিচ্ছায় জিহ্বার পার্শ্ব কামড়ান; এবং রাত্রিতেও।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও গলমধ্যে শুষ্কতা; জিহ্বায় ধূসর-শ্বেতাভ লেপ।

উপদংশ দোষ বিশিষ্ট বালকগণের হামের পরবর্ত্তী মুখের গলিত ক্ষত বা কর্কটীয় রোগ।

১৩ গলমধ্য।—সমস্ত মুখমধ্য ও তালুতে শুষ্কতা, পিপাসা রহিত।

গলমধ্যে ক্ষত, ক্ষত বোধ, চাঁছিয়া তোলা ও শূলবিদ্ধবৎ যাতনা, খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে বৃদ্ধি।

খক্ করিয়া কঠিন শ্লেষ্মা তুলা।

অনুনাসিক স্বর (nasal voice)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বিলুপ্ত; আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, তৎসহ অম্ল উদ্গার।

অনিবার্য্য পিপাসা।

উষ্ণ খাদ্য খাইতে ইচ্ছা।

সরস বা রসাল দ্রব্যে স্পৃহা; রুটী বড় শুষ্ক বোধ।

বিয়ার মদ্য ও দুগ্ধ পানে ইচ্ছা।

কাফি, মদ্য প্রভৃতিতে অনিচ্ছা।

অম্লখাদ্যে তিক্ত উদ্গার বা উদরে বায়ু সঞ্চার (flatulency) হয়।

কুক্কুরবৎ বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা: ৩৭।

১৫ পানাহার।—আহারের পর: ৩৬।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, যেন অলুতে।

১৭ পাকস্থলি।—যেন পাকস্থলিকে উচ্চ নীচ করিয়া একত্র ভরিতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

পাকস্থলিতে চাপ বোধ, যেন কোন ভারি বস্তু দ্বারা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পিত্তাশ্মরী নির্গমন কালে যকৃত প্রদেশের এক-স্থানে ভার, সূচীবেধ ও জ্বালা করা; গণ্ডমালা ধাতু শিশু-গণের কামল বা পাণ্ডুরোগ; শোকজনিত পাণ্ডুরোগ।

১৯ উদর।—বায়ু জন্য উদরাধ্মান; উদর মধ্যে গড় গড় ও কল কল করা, জলের শব্দ মত; বেদনা বিহীন ভেদ।

২০ মল, ইত্যাদি।—অতিসার:—দুর্ব্বল করে না; অন্ন হইতে; দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের।

মল:—অনিচ্ছায়, তরল, ধূসর; পীতবর্ণ, শ্লেষ্মা মিশ্রিত; অজীর্ণ, সবুজাভ শ্বেত, বেদনাবিহীন: বায়ু নিঃসরণ সঙ্গে মল ত্যাগ; পীত, জলবৎ, ময়দার ন্যায় অধঃক্ষেপ হয়।

অর্শ:—রক্তস্রাবী; বসিয়া থাকিলে অসহ্য বেদনা; তৎসহ বাহু প্রভৃতির আক্ষেপ।

টাইফয়েড পীড়ায় অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—জেলির মত দ্রব্য ও রক্ত খণ্ড মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাবের বর্ণ; শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া উঠে, রাত্রে অধিক পরিমাণে জল-বৎ প্রস্রাব ত্যাগ।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ।

অনিচ্ছায় মূত্র ত্যাগ।

প্রাতে কষেক বিন্দু শাদা ধাতু (gleety) স্রাব, সন্ধ্যাকালে প্রষ্টেটিক রস নির্গমন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তি ব্যতীত লিঙ্গোত্থান; প্রাতে দণ্ডায়-মান হইলে লিঙ্গোত্থান।

রতিক্রিয়াকালে হঠাৎ লিঙ্গের শিথিলতা রেতঃস্খলনে বাধা দিয়া থাকে।

সঙ্গমের পর ও স্বপ্নদোষের পর দুর্ব্বলতা।

শুক্রক্ষরণ:—পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলকারী, তাহাতে বিষাদ বায়ু বা মিথ্যা-ব্যাধি শঙ্কা পীড়া জন্মে; লিঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ, তৎসহ হস্ত মৈথুন দোষ ও রতি প্রবৃত্তির অভাব; মলত্যাগ কালে।

হস্ত মৈথুন, রোগী তাহার পাপ অভ্যাস জন্য দুঃখিত হয়।

লিঙ্গমুণ্ডে ভার বোধ বিশেষতঃ মূত্র ত্যাগ কালে, তৎসহ উহার চারিদিকে কুট কুট করা, রসস্রাবী ফুস্কুড়ী বাহির হওয়া; লিঙ্গমুণ্ড প্রদাহে।

অণ্ডকোষের স্ফীততা, তৎসহ শুক্র-বাহক নলীর টানটান ভাব ও স্ফীততা; অণ্ডকোষে চর্ব্বণবৎ বেদনা ও স্পর্শ করিলে টাটানি।

মুষ্কের প্রদাহযুক্ত স্ফীততা। মুষ্কের উপর সুড় সুড় করা।

লিঙ্গ প্রদেশের বা উপস্থ মূলের চুল উঠিয়া যায়।

মেঢ্রত্বকের দদ্রুবৎ উদ্ভেদ ও তাহা কুট কুট করা।

পুরাতন মাষক বিষ সম্ভূত (সাইকোটিক) মাংস বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে উপবেশন বা ভ্রমণকালে জ্বালা, উত্তাপ ও বেদনা।

উপদংশ ক্ষত সহ মাংস বৃদ্ধি বা আঁচিল (fig warts)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দুর্ব্বলকারী কারণে ডিম্বকোষ ও জরায়ু প্রদাহ: ঋতুরোধ।

জরায়ু স্ফীত, যেন বায়ু পূর্ণ রহিয়াছে।

কষ্টরজঃ সহ যকৃত প্রদেশে বেদনা।

ঋতু শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়, এবং দীর্ঘকাল থাকে।

ঋতুর পর হরিদ্রাবর্ণের প্রদর ও কণ্ডূয়ন।

জরায়ুর ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ রক্তস্রাব; তৎসহ কণ্ডূয়নশীল বা ক্ষতকারী বেদনা, বা বেদনা না থাকা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তনদ্বয় মধ্যে মষক দংশনের ন্যায় কণ্ডূয়নযুক্ত সূচী-বেধ যাতনা, তজ্জন্য রাত্রিতে উত্থিত হয়।

বামস্তনে তীব্র চাপ; স্তন্যের স্বল্পতা, দুর্ব্বলতা, তাচ্ছিল্য ভাব।

স্তন্যদান হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ।

২৫ লেরিংক্স।—মুখমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা খক করিয়া তুলিতে হয়।

গলমধ্যে শুষ্কতা বোধ ও স্বরভঙ্গ, তজ্জন্য কথা কহিতে অপারগ।

বক্ষ ও গলমধ্যে জ্বালা করা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উগ্র গন্ধ, বাক্য কথন কোনপ্রকার পরিশ্রম হইতে জন্মে।

শ্বাসকষ্ট:—আকুঞ্চন ও উদ্বেগসহ; ভ্রমণের প্রারম্ভে; ও রাত্রে।

২৭ কাসি।—আক্ষেপিক শুড়শুড়ি কাসি; যেন লেরিংক্স ও নিম্নবক্ষ হইতে উত্থিত; সন্ধ্যায় গয়ার উঠে না, প্রাতে ঘোর লাল রক্ত কিম্বা আঠারমত শাদা অম্ল আস্বাদযুক্ত গয়ার উঠে।

ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব জন্য অস্থির কিন্তু দুর্ব্বল।

২৮ ফুস্ফুস।—সমগ্র বক্ষ মধ্যে জ্বালা করা, তৎসহ চাপ।

কথা কহিলে, কাশিলে, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে বক্ষ মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ; ভ্রমণ কালে স্বস্তি বা আরাম।

হঠাৎ বক্ষমধ্যে ও ডায়াফ্রেমে আক্ষেপ, কুব্জ হইয়া বসিতে হয়।

বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় ও সাঁই সাঁই করা, প্রায় কাশি থাকে না।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড মধ্য দিয়া সূচীবেধ।

হৃদকম্পন:—দ্রুতবর্দ্ধনশীল বালক ও যুবকদিগের; শোকের পর; হস্ত মৈথুনের পর।

নাড়ী অসমান, কখন কখন দুই একবার স্পন্দন ফাক যায়, সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও দ্রুত, কদাচিৎ পূর্ণ ও কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে সুড় সুড় করা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

কটিদেশে চাপানুভব পদদ্বয়ে বেদনায় পর্য্যবসিত হয়। *কশেরুকার শুষ্কতারোগ (tabes dorsalis)।

কটি দেশের নিকটে এক স্থানে জ্বালাকর বেদনা।

নিম্নাঙ্গ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ ও বাম হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহু ও স্কন্ধের নানা স্থানে উত্তপ্ত কয়লার দ্বারা দগ্ধ হওয়ার মত জ্বালা করা।

হস্ত ও অঙ্গুলির ত্বক শুষ্ক ও আকুঞ্চিত।

। মেটা কার্পাল অস্থির মধ্যস্থানে অর্ব্বুদ বা আচিল।

*

অঙ্গুলির অর্দ্ধভাগ মৃতবৎ। লিখিতে গেলে হস্ত কম্পন।

হস্তদ্বয়ের জ্বালা ও ভার বোধ; স্নায়ুতে আকৃষ্টবৎ নানাপ্রকারের বেদনা, তজ্জন্য নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩২ নিম্নাঙ্গ।—উরু সন্ধিতে ভার ও পক্ষাঘাতের অনুভব।

উরুদেশের ভিতরের পেশীতে এবং পায়ের তলায় জ্বালা করা।

উরু (বঙ্ক্ষন সন্ধিতে) গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভব, উপবেশনের পর প্রথম ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

জ্বালা:—দাঁড়াইলে উরুর পশ্চাতের পেশীতে, ভ্রমণে উপশম; রাত্রিতে পায়ের তলায়।

নিম্ন পদে ক্ষত।

রাত্রে পায়ের অস্থিতে বেদনা।

পদ স্ফীত ও ঘর্ম্মাক্ত। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সন্ধিতে স্ফীতি ও ঢ.পা করা।

৩৩ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আকৃষ্টবৎ এবং উৎক্ষেপ যুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিতে জ্বালাকর বেদনা।

রস-রক্ত ক্ষয় জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং তাহাতে কেবল জ্বালা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুড়সুড়ীর মত অনুভব।

আঘাতাদির পর অস্থি আবরক ঝিল্লী ছুরিকার দ্বারা চাঁচিয়া আনার মত যাতনা বোধ।

পারদ বিকৃতি বা উপদংশ জনিত অস্থির বিবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া।

শৈত্যজনিত সন্ধিবাত সহ উগ্র কাশি; গিলিতে ঐ বেদনা বৃদ্ধি।

হস্তদ্বয় শীতল ও পদদ্বয় উষ্ণ; কক্ষ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে স্ফোটক।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ২২, ২৬, ২৮, ৩৩। গতি বা সঞ্চালন: ৪, ২৮। পশ্চাৎদিকে যাওয়া: ৪। উপবেশন: ২, ২০, ২২, ২৮, ৩৩। উঠিতে হয়: ২৪। গ্রীবা নত করিলে: ২৫। শয়ন করিলে: ২, ৬, ৪, ৩৬। দণ্ডায়মান: ২২, ৩৩। উত্তোলন করিলে: ৪। বিশ্রাম: ৪।

৩৫ স্নায়ু।—শিশু দুর্ব্বল, ফেঁকাশে, হিমাঙ্গ; বেদনা বিহীন ভেদ।

রস রক্তক্ষয়, শোক, দুঃখ, নিরাশ প্রেম, উত্তেজ বিলুপ্ত হওয়া, কথা কহা প্রভৃতি কারণ জন্য দৌর্ব্বল্য।

কম্পন, পদদ্বয় দুর্ব্বল, সহজে পদস্খলন হয়।

ভ্রমি :—আহারান্তে, রস রক্তক্ষয়, মানসিক আবেগ প্রভৃতি কারণে; তৎসহ শয়নে ইচ্ছা।

হস্ত মৈথুনকারীগণের বক্ষ ও ডাএফ্রাম মধ্যে আক্ষেপযুক্ত থল্লী।

মস্তকের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

উরুদ্বয়ের পেশীতে কম্পন ও উৎক্ষেপ। সন্ধ্যাকালে অস্থিরতা, হস্ত পদ ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

৩৭ নিদ্রা।—অতিশয় আবল্য ও তাচ্ছিল্য ভাব।

অঘোর নিদ্রা, কিন্তু জাগ্রত হইলে সম্পূর্ণ চৈতন্য; *টাইফয়েড।

রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, শুষ্ক উত্তাপ, পতন অনুভব, বিষণ্ণকর চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা জাগ্রত হয়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ২১, ২২, ২৭, ৪০। সন্ধ্যা : ২, ৫, ২৭, ৩৬, ৪০। রাত্রি : ১০, ১১, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩৪ ৪০, ৪৪, ৪৫। দিবা : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ অনাবৃতাবস্থায় বৃদ্ধি, আবৃতাবস্থায় আরাম।

উষ্ণ গৃহ : ২। উত্তাপ : ১০। শয্যার উত্তাপ : ১০। শৈত্য : ১০। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে অতিশয় কম্প ও শীত।

পুনঃ পুনঃ কম্প ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

শীতের সময়ে, অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং উদর মধ্যে বিশেষ এক প্রকার শৈত্যানুভব, তৎসহ বাহুর দুর্ব্বলতা এবং মণিবন্ধে ছিন্নকর বেদনা।

উত্তাপ কিন্তু আনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।

আভ্যন্তরিক তাপ, কিন্তু বাহিরে স্পর্শ করিলে গরম বলিয়া বোধ হয় না।

ঘর্ম্ম :—সাধারণতঃ মস্তকের পশ্চাৎ দিকে ও গ্রীবাদেশে তৎসহ দিবাভাগে নিদ্রালুতা; উদ্বেগসহ রাত্রি কালে ও প্রাতে প্রচুর; চটচটে।

সবিরাম জ্বর :—সর্ব্বাঙ্গে কম্প, অঙ্গুলি সকল বরফ সদৃশ শীতল, পিপাসাহীনতা, তাহার পরে পিপাসাহীন উত্তাপ; অতিশয় উত্তাপ, তাহাতে প্রায় চৈতন্য লোপ করে।

কেবল ঘর্ম্মকালে পিপাসা।

টাইফয়েড জ্বর : ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ইত্যাদি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ২৩। বাম : ১৮, ২৪, ৩২। উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ৩১।

৪৩ তন্তু।—রক্তস্রাব, রক্ত কাল।

গ্রন্থি সমূহের বেদনাশূন্য স্ফীততা।

অস্থির প্রদাহ—গণ্ডমালা দোষ, উপদংশ দোষ বা পারদ ঘটিত দোষ যে কারণে হউক।

অস্থি সমূহের পীড়া।

অস্থি আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ জ্বালাকর চর্ব্বণবৎ ও ছিন্নকর বেদনা।

অস্থিক্ষয় (Caries)।

শীর্ণতা ; কোন একটী অঙ্গের শুষ্কতা।

বাহ্য প্রদেশ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩১, ৩৪, ৪০।

ছেঁচা আঘাতের পর অস্থি আবরক ঝিল্লী ছুরিকার দ্বারা চাঁছিয়া লওয়ার মত বোধ, রাত্রে বৃদ্ধি।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে জ্বালা করা।

৪৫ চর্ম্ম।—দদ্রুবৎ (herpes) উদ্ভেদ—শুষ্ক বা সরস, শুষ্ক ছাল উঠে।

হস্তে, সন্ধির কুঞ্চিত স্থানে বা অঙ্গুলি মধ্যে কণ্ডূয়ন।

উদ্ভেদ শৈত্য জন্য বিলুপ্ত হইলে মস্তিষ্ক-লক্ষণ, বধিরতা বা শোথ উৎপন্ন করে।

ত্বক। টাইফয়েড অবস্থায়, উদ্ভেদ সকল পুঁযে পূর্ণ হয় না অথচ বড় বড় ফোস্কায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যায়, পরে গাত্রে ক্ষত থাকে (excoriated) ; জলবৎ ভেদ ; পেশীর উৎক্ষেপ ; মৃত্যু ভয়, ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

আঁচিল সকল লম্বা, সূচাল।

কণ্ডাইলোমেটা :—তৎসহ অস্থি বেদনা ; উপদংশ বিষ সংসৃষ্ট।

ক্ষত সকল :—চর্ম্মে বিস্ফোটকের ন্যায়, চারিধারে তাম্র বর্ণ ; সূচী-বেধ বেদনা ; অগভীর ও কণ্ডূয়নশীল।

স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হয়।

৫৭ অবস্থা।—শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনের মন্দ ফল ; যেন সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

৫৮ সম্বন্ধ।—অতিসার, দুর্ব্বলতা ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভৃতি রোগে চায়নার পূর্ব্বে বা পরে।

আহারের পর মূর্চ্ছা হইলে নক্স-ভমিকায় উপকার না হইলে, ফস্ফরিক-এসিড দিতে হয়।

ফস্ফরিক-এসিডের পরে, চায়না, ফেরাম, রসটক্স, ও ভিরেট্রাম সর্ব্বদা উপযোগী।

ফস্ফরিক এসিডের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর ও কফিয়া।

টাইফয়েড পীড়ায় মিউরেটিক এসিড হইতে প্রভেদ করিতে হইলে ধূসর বর্ণ বা বর্ণহীন মল লক্ষ্য করিতে হয় ; নাইট্রস্ স্পিরিট ডল্সিস্ ঔষধে অচৈতন্যভাব, মানসিক যন্ত্রাদির অর্দ্ধ পক্ষাঘাত, জাগ্রত করিলে ধীরে উত্তর দিয়া পুনর্ব্বার অঘোর নিদ্রাপন্ন হয়। (টাইফয়েড পীড়ায় ফস্ফরিক এসিড অকৃতকার্য্য হইলে ইহাতে উপশম হয়)।

ফাইটোলেকা ডিকাণ্ড্রা।

আলেন্টাউন্ কলেজ।

১ মন।—প্রলাপযুক্ত।

মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া দৈনিক কার্য্যে বিরক্তি।

অত্যন্ত ভয়, মৃত্যু হইবে নিশ্চিত হওয়া।

জীবনে তাচ্ছিল্য।

গাত্রাবরণ খুলিতে (স্ত্রীলোক) সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা ও তাচ্ছিল্যভাব।

উগ্রভাব; অস্থিরতা।

বেদনা সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক্য।

চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—তৎসহ পতন ভয়; অস্পষ্ট দৃষ্টি; শয্যা হইতে উত্থিত হইলে ভমি বোধ; পা টলে।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক ও গ্রীবার পশ্চাতে বেদনা।

একপেশে মাথাব্যথা।

কপাল হইতে উঠিয়া বেদনা পশ্চাৎ দিকে আইসে।

অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় মস্তকের ভিতরে ভারযুক্ত কামড়ানি।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে টাটানি যেন ক্ষত হইয়াছে এরূপ বেদনা বোধ।

কপালে বেদনাযুক্ত চাপ।

মস্তকের শীর্ষ দেশে বেদনা, উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আসিবার কালে মস্তিষ্কে ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ।

ঝিমঝিমা-জনক শিরঃশূল, সম্মুখ মস্তকে অধিক প্রবল; তৎসহ কোঁথ পাড়া ও কোমর কামড়ানি; প্রত্যেক সপ্তাহে হয়।

বহির্মস্তক।—কেশদক্র, ধৌত বা স্নান করিলে বর্দ্ধিত হয়।

চক্ষু।—আলোকাসহ্যতা।

অক্ষিতারা সঙ্কুচিত; ধনুষ্টঙ্কার।

অস্পষ্ট দৃষ্টি।

চক্ষুতে জ্বালাকর, কুট কুট করা বেদনা ; গ্যাসালোকে কণ্ডুয়ন বৃদ্ধি ; প্রচুর অশ্রুস্রাব। *সর্দ্দিজ চক্ষুপ্রদাহ।

চক্ষুতে বালিকণা বোধ, তৎসহ টাটানি ও জ্বালা করা।

লিখিতে বা পড়িতে অক্ষিগোলক মধ্যে তীব্র বেদনা।

অক্ষিপুটের ঈষৎ লালাভাযুক্ত নীলবর্ণের স্ফীতি, বামভাগে, ও প্রান্তে অধিক ; কঠিন, অনমনীয় কৌষিক তন্তু প্রদাহ (cellulitis)।

এক সময়ে একটী মাত্র চক্ষু সঞ্চালিত হয়।

ঔপদংশিক চক্ষু-প্রদাহে অক্ষি-কোটরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বেদনা।

৬ কর্ণ।—গলাধঃকরণ সময়ে উভয় কর্ণ মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা, দক্ষিণ ভাগে বেশী।

ইউষ্টেকিয়ান নলী অবরুদ্ধ বোধ।

৭ নাসিকা।—নাসারন্ধ্র হইতে তরল জলবৎ স্রাব, যতক্ষণ নাসিকা সাঁটিয়া না ধরে।

একটী নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, অপরটি অবরুদ্ধ ; অশ্বারোহণে দুইটীই বন্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষতকারী স্রাব। *স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদ।

৮ মুখমণ্ডল।—অত্যন্ত ফেঁকাশে ; মৃতবৎ ; কখন নীলবর্ণ ও কষ্টব্যঞ্জক ; ঈষৎ হরিদ্রাভ।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

মুখের পার্শ্বে ও বাম কর্ণের চতুর্দ্দিকে বিসর্প সদৃশ বেদনাযুক্ত স্ফীতি, তথা হইতে করোটীর উপর আইসে ; অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।— ▌গ্রীবা ও মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সংকোচনে চিবুক বক্ষাস্থির সন্নিকট আকৃষ্ট। ধনুষ্টংকার।

▌ওষ্ঠদ্বয় উল্‌টাইয়া পড়ে ও দৃঢ় ; *ধনুষ্টঙ্কার।

ওষ্ঠ হাজিয়া যাওয়া মত ক্ষত।

কর্ণমূল গ্রন্থি ও সব-ম্যাক্‌সিলারী গ্রন্থি স্ফীত।

১০ দন্ত।—দন্তে দন্তে দংশন প্রবৃত্তি।

কষ্ট কৃত হইতোছেন।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ধাতুর ন্যায় আস্বাদ।

জিহ্বার গোড়ার দিকে পুড়িয়া যাওয়া মত বোধ।

জিহ্বা:—অগ্রভাগ জ্বলন্ত লাল; শুষ্ক ও পীতবর্ণের লেপ; পশ্চাৎ দিকে পুরু ক্লেদ।

অগ্রভাগে উত্তপ্ত, কর্কশ, টাটানি ও জ্বালা; পারদ হইতে উৎপন্ন ক্ষতের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; পুরু ও বহির্গত।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালা, কখন হরিদ্রাভ, প্রায়ই ঘন, দড়িব মত, আঠাবৎ; পারদ ঘটিত লালাস্রাব, তৎসহ মাড়ী ও দন্ত প্রদাহিত।

দক্ষিণ গণ্ডের ভিতর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা; সেই পার্শ্বে চর্ব্বণ করিতে অক্ষম।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা (আলজিব) বড় ও চক্‌চকে।

গল মধ্যে বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী; ফসেস নীলাভ লালবর্ণ; ঢোক গিলিতে কষ্টের বৃদ্ধি; অনুভব হয় যেন অগ্নিবৎ উত্তপ্ত গোলাকার পদার্থ ফসেস মধ্যে রহিয়াছে; গ্রীবা দেশে কাপড়ের সংস্পর্শ অসহ্য।

টনসিল গ্রন্থি স্ফীত, নীলাভ ও ক্ষতযুক্ত; ফসেস্ শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্যে যেন কিছু আটকাইয়া আছে, বামদিকে অধিক।

গলমধ্যে অপরিষ্কৃত পর্দ্দাবৎ কৃত্রিমঝিল্লি পড়া, নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র (নেরিস) হইতে কষ্টে খক্ করিয়া শ্লেষ্মা উঠে। দুর্ব্বলতাসহ মস্তকে, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; উঠিলে ভ্রমি যাওয়া। *ডিপথিরিয়া।

উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করিতে পারে না; শ্বাসরোধ প্রায়; টন্‌সিলে ক্ষত। *উপদংশ।

ফেরিংস শুষ্ক, ও মসৃণ নহে, যেন একটী গর্ত্তবিশেষ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত পিপাসা।

আহারান্তেই ক্ষুধা।

ক্ষুধার বিলোপ।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে : ৮। উষ্ণ পানীয় : ১৩। লেমনেডের পর ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, বায়ু ও টক জলবৎ দ্রব্যের উদ্গার। কএক মিনিট অন্তর অত্যন্ত বমন।

বিবমিষা ও অত্যন্ত বেদনা সহ অতিশয় চাপ চাপ জমাট রক্ত বমন; রোগী শান্তির জন্য মৃত্যু ইচ্ছা করে; ভেদ ও বমন।

ডিপথিরীয়া রোগে বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী প্রদেশে মুষ্টিবৎ ও টাটানি বোধ। পাকস্থলিতে উষ্ণতা।

দারুন আঘাত বা মুষ্টাঘাতে যেরূপ বেদনা হয়, পাকস্থলিতে সেইরূপ বেদনা, তার পর আক্ষেপ, এবং শীতলতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে একটী টাকাব আকৃতি একটি বেদনাযুক্ত স্থান, স্পর্শে অতিশয় চৈতন্যাধিক্য।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে শূল ও আক্ষেপ।

নাভির চতুর্দ্দিকে জ্বালাকব, শূল বেদনা।

বাত, উদরের পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কোঁত পাড়া মত বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, কটাবর্ণ, আম ও রক্ত, অন্ত্র চাঁচিয়া আনা পদার্থেব ন্যায়; বেগ ও পিত্তযুক্ত।

প্রত্যূষে ভেদ, লেমনেড্ ব্যবহারের পর।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের কোষ্ঠবদ্ধতা বা যাহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল।

রক্তস্রাবী অর্শ। সরলান্ত্রে ক্ষত (ফাটিয়া যাওয়া)।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে দুর্ব্বলতা, অতীব্র বেদনা এবং টাটানি; প্রায়ই দক্ষিণদিকে এবং তাপের সহিত সম্বন্ধ থাকে; প্রস্রাবে খড়ির গুড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপ।

মূত্র :—অণ্ডলালীয়; অতিশয় বা অল্প; ঘোবাল লালবর্ণ, পাত্রে দাগ ধরে।

প্রস্রাবকালে বা পূর্ব্বে মূত্রাধাব প্রদেশে বেদনা।

প্রস্রাব কবিতে অতিশয় বেগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নূতন ও পুরাতন প্রমেহ।
অণ্ডকোষ প্রদাহ ; গৌণ উপদংশ।
উপদংশ ক্ষত ; গলক্ষত ; জননেন্দ্রিয়ে বা লিঙ্গে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র ও অতি প্রচুর ; স্তনদ্বয়ে বেদনা।
বন্ধ্যা স্ত্রীগণের কষ্ট রজঃ ; কোষ্ঠবদ্ধ।
ডিম্বকোষ প্রদাহ।

২৪ গর্ভ।—প্রশ্চাৎ কটিদেশ বা সেক্রম হইতে জানু ও গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বেদনা নামিয়া আবার সেক্রম পর্য্যন্ত বেদনা উত্থিত হয়।
যেখানে সেখানে উৎক্ষেপ ; প্রসবের পর।
স্তনে প্রদাহ, স্ফীতি ও পুঁজ সঞ্চার।
চুচুকদ্বয় অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট।
পাথরের মত স্তন শক্ত ও কঠিন, স্তনদান বন্ধ করার পরে।
চুচুক ক্ষত ও ফাটিয়া যাওয়া ; শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় অতিশয় বেদনা ; চুচুক হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।
প্রচুর পরিমাণে স্তন্যক্ষরণ, তজ্জন্য দুর্ব্বলতা।
স্তনে স্ফোটক,—নালী ও বিশ্রী ক্ষত হইতে তরল দুর্গন্ধ পুজস্রাব।
স্তন্য গ্রন্থিতে কঠিন বেদনাযুক্ত গুটীগুটী।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ এবং বাক্‌রোধ বা স্বরবিলোপ।
স্বর নালীর শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত।
স্বরনালী মধ্যে জ্বালা করা ও গ্লটিস মধ্যে সংকোচন বোধ ; কষ্টকর শ্বাস।
গ্লটিসের আক্ষেপ, চক্ষুর বিকৃতভঙ্গি, এক চক্ষু মাত্র নড়িতে থাকে, অঙ্গুষ্ঠ সংকুচিত, ইত্যাদি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস ; শ্লেষ্মার শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়।
সর্ব্বদা কোঁথান ও বায়ুর জন্য খাবি খাওয়া। *ডিপথিরিয়া।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও ধীর শ্বাসক্রিয়াসহ ভ্রমি।

২৭ কাশি।—খকখকে শুষ্ক কাশি ; লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড় করা হইতে উদ্ভূত ; রাত্রে শয়ন করিবামাত্র বৃদ্ধি।

গয়ার ঘন ও শক্ত বা শুষ্ক।

২৮ ফুস্ ফুস্ ।—ফুস্ ফুস্ ও গলমধ্যে শ্বাসরোধ ভাব ও বেদনা।
কাশির সঙ্গে বক্ষে ও পার্শ্বে চর্ব্বণবৎ বেদনা বা কামড়ানি।
কাশির সহিত মধ্য বক্ষাস্থির অভ্যন্তরে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—বক্ষ প্রদেশে বেদনা; এঞ্জাইনা পেক্টরিস (angina pectoris); দক্ষিণ বাহুতে বেদনা প্রবেশ করে।
কোষ্ঠবদ্ধতাসহ হৃদ্ পিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল।
হৃদ্ পিণ্ডের নিকটে খঞ্জবৎ বা অসাড় ভাবসহ জাগিয়া উঠে; প্রশ্বাসকালে অধিক; পুনরায় আর নিদ্রা হয় না।
নাড়ী:—ক্ষুদ্র, অসমান; পূর্ণ কিন্তু সহজে নম্য।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—শৈত্য ও আর্দ্রতা লাগান জন্য নিম্ন পঞ্জরাস্থির বাত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—মুখমণ্ডলের ও গ্রীবার পেশীর আক্ষেপিক ক্রিয়া। *ধনুষ্টংকার রোগ।
গ্রীবার দক্ষিণদিকস্থ গ্রন্থি সমূহের কাঠিন্য।
অনম্য গ্রীবা; টনসিল স্ফীত।
গলক্ষতসহ দিবারাত্রি কোমরে ও পশ্চাৎ দেশে বাতের বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় স্কাপুলা বা স্কন্ধাস্থিতে সর্ব্বদা কামড়ানি।
দক্ষিণ স্কন্ধ সন্ধিতে চিড়িকমারা বেদনা, তৎসহ কাঠিন্য ও বাহু উত্তোলন করিতে অক্ষমতা।
বাহুতে বেদনা, বিশেষতঃ ডেল্ টইড্ পেশীর সংবদ্ধ স্থলে।
অঙ্গুলি সন্ধি স্ফীত, কঠিন ও উজ্জ্বল।
বাহুদ্বয়ে অসাড় বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—সেক্রমাস্থি হইতে উভয় উরুদেশের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা।
উরু মধ্যে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা; পদ অ কুষ্ট বা আকুঞ্চিত, গৃহতল স্পর্শ করিতে পারে না; পারদ ব্যবহারের পর দক্ষিণদিকের বঙ্ক্ষনসন্ধির পীড়া; কিম্বা উপদংশ দোষগ্রস্ত বালকগণের।
বাম জানুসন্ধির বাত রোগ।

প্রত্যহ রাত্রে টিবিয়া নামক অস্থির আবরক ঝিল্লিতে বেদনা।
বাম উরু দেশের পুরাতন বাত রোগ।
পায়ে ক্ষত ও গুটী গুটী মত।
নিম্নপদ ঈষৎ স্ফীত, পদতল জ্বালাকরা; গুল্‌ফসন্ধি ও নিম্ন পদের ভিতরে অত্যন্ত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—কনুই এবং জানু হইতে বাহু ও পদদ্বয় পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা; সংস্পর্শে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি; উপদংশ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি: ১,৫। নামিয়া আইসা: ৩। শয্যা হইতে উত্থান: ২। শয়ন: ১১।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা ও পৈশিক পক্ষাঘাত।
পদদ্বয় দুর্ব্বল ও গুরু; ভ্রমণকালে পা টলে।
ধনুষ্টংকার রোগ; পেশী সকলের পর্য্যায়ক্রমে আক্ষেপ ও শিথিলতা; সাধারণ পৈশিক কাঠিন্য।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।
রাত্রে অস্থিরতা, বেদনায় শয্যাত্যাগ করায়।
নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত অস্বস্তি ভাব বা কষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ৬, ২০, ৩১, ৩৬, ৪০। অপরাহ্ন: ৩। সন্ধ্যাকাল: ২৫। রাত্রি: ২৫, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪৪। দিবা এবং রাত্রি: ৩১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—আর্দ্র বায়ু: ৩, ৩০, ৪৪। উত্তপ্ত হইয়া স্নান: ৪, ৮। শৈত্য: ৩০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতলতা, মূর্চ্ছা, শ্বাসকষ্ট; প্রত্যেক প্রাতঃকালে কম্প বা শীত।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল; মস্তক ও মুখমণ্ডল উষ্ণ।
সম্মুখমস্তকে বা কপালে শীতল ঘর্ম্ম।
নৈশ ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—প্রত্যেক সপ্তাহে: ৩। প্রত্যেক প্রাতে: ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৬, ১২, ১৩, ১৮, ২১, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম : ৫, ৮,১৩,২৯, ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ২৯। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, তার পর নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৪। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ৩।

৪৩ অনুভব।—তাড়িৎ বেগে বেদনা সঞ্চরণ করে ; উৎক্ষেপ বেদনা ; চিড়িকমারা, ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

৪৪ তন্তু।—মেদের অভাব বা বিলোপ।

পূঁজ সঞ্চার করে।

পূঁজ দুর্গন্ধ জলবৎ।

বাত ও বাতরক্ত রোগ ; বেদনা সঞ্চরণশীল ; সন্ধি স্ফীত ও লাল ; অস্থি আবরক ঝিল্লির বিকৃতভাব, বিশেষ পারদ ও উপদংশ দোষে ; রাত্রে ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

গ্রন্থি সকল স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত।

অস্থির প্রদাহ ও স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি ;—অশ্বারোহণ : ৭। স্পর্শ : ১৩, ১৮, ২৪।

৪৭ চর্ম্ম।—শীতল, কুঞ্চিত, শুষ্ক ও সীসকবর্ণ।

ক্ষৌর কণ্ডূ, অরিষ্ট বাহ্য প্রয়োগে।

দদ্রু (ringworm)।

স্ফোটক, বিশেষতঃ ক্ষতের চারিদিকে।

কৃষ্ণবর্ণ, দদ্রুবৎ, পূঁজযুক্ত, উদ্ভেদ।

ক্ষত সকল যেন গোলাকার ভাবে কর্ত্তিত ; তলায় যেন শাদা মোমের মত ; উপদংশ ক্ষত সকল।

কর্কটীয় ক্ষত (স্তনের)।

লালবর্ণের, অসমান, ঈষৎ উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ।

উপদংশ দোষগ্রস্ত শরীরে লাল লাল দাগ।

৪৮ সম্বন্ধ।—ফাইটলেক্কার প্রতিবিষ :—দুগ্ধ ও লবণ ; ইগ্নেসিয়া ; সলফর (চক্ষুর লক্ষণ জন্য)।

ফ্লুরিকএসিড।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—বিস্মৃতি :—দৈনিক কার্য্যে, ও তারিখ।

স্বীয় পরিবার প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা।

মানসিক বিবর্ণতা।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বভাব, অপরাহ্ণ অপেক্ষা পূর্ব্বাহ্ণে কথঞ্চিৎ উপশম।

ভীত স্বভাব।

যাহাদের অতিশয় ভালবাসিতেন, তাহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব; এবং অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত সুখে কথোপকথন ও তাহাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

সাধারণ মানসিক উল্লাস, কিছুতেই ভয় নাই, এবং নিজে নিজে (স্ত্রীলোক) সন্তুষ্ট হওয়া।

২ চৈতন্য।—সম্মুখ মস্তকে রক্তসঞ্চয় তৎসহ রাত্রে পশ্চাৎ মস্তকে ভার বোধ।

দুর্ব্বলতাবোধ, যেন মস্তকমধ্যে অসাড়ভাব, হস্তমধ্যেও সেইরূপ বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দুই রগে চাপিয়া ধরা বেদনা।

গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের মধ্যস্থল দিয়া সম্মুখ মস্তক পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ার গতি; মস্তকে অল্প অল্প ভার বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখমস্তকমধ্যে অসাড়বোধ।

টেম্পোরাল অস্থিতে ক্ষত বা ক্ষয়রোগ।

সর্ব্বদা চুল আচড়ায়, কারণ চুলের অগ্রভাগে জটা বাঁধে।

চুল উঠিয়া যায়। নূতন কেশ শুষ্ক এবং সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর উপর ভার, তৎসহ বিবমিষা; সঞ্চরণে আধিক্য।

চাপ, যেন দক্ষিণ গোলকের পশ্চাৎদেশ হইতে।

চক্ষুর সম্মুখে ঘোর ঘোর দাগ, অধ্যয়ন কালে বেশী হওয়া।

অক্ষি-পুটের নিম্নে যেন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে বোধ (এমন কি উষ্ণ গৃহ মধ্যেও), তজ্জন্য চক্ষুতে কাপড় বাঁধিতে হয়।

চক্ষুতে বালুকা কণা বোধ।

পুনঃপুনঃ চক্ষুর পল্লব ফেলিতে হইবে এরূপ বোধ, যেন কিছু চক্ষু-মধ্যে রহিয়াছে, যাহা রগড়াইলে যায় না।

প্রচুর অশ্রুস্রাব।

অক্ষিকোণে কণ্ডূয়ন ও অক্ষিকোণে নালী।

৬ কর্ণ।—উভয় কর্ণমধ্যে অসহ্য কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়নে আশু বা ক্ষণিক একটু উপশম, তৎপরে জ্বালানুভব।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি বা শ্লেষ্মাস্রাব, মধ্যে মধ্যে নাসিকা বন্ধ হওয়া।

ভ্রমণকালে নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র বিস্তৃত বোধ।

লাল, স্ফীত, প্রদাহযুক্ত নাসিকা।

নাসিকার দক্ষিণ ভাগে কণ্ডূয়ন।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্ত শূন্য, ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ, শীতল জলে ধৌত করিতে ইচ্ছা।

শিশুদিগের মুখমণ্ডলে শুষ্ক, আঁইসযুক্ত, অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল উদ্ভেদ। কপালে ও মুখমণ্ডলের চর্ম্মে টিউবর্কল তাহা থাকে। *শৈশব উপদংশ।

১০ দন্ত।—দন্তে উষ্ণতা, গুরুত্ব ও শুষ্কতা অনুভব।

প্রাতঃকালে মুখে ও দন্তে শ্লেষ্মার লেপ।

দন্তশূল, শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি, কিম্বা যতক্ষণ মুখমধ্যে সেই জল উষ্ণ না হয় ততক্ষণ উপশম থাকে।

শীঘ্র শীঘ্র দাঁতে পোকা লাগা।

দক্ষিণদিকের দন্তমূলে অতিশয় বেদনা তৎসঙ্গে সর্ব্বদা পুঁজ স্রাব; মাড়ীর উপর চাপ দিলে অতিশয় বেদনা বোধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—দন্তমূল হইতে দুর্গন্ধ আস্বাদ।

জিহ্বার প্রায় বেদনা থাকা; কাঠিন্যানুভব, নাড়িতে না পারা; কথা কহিবার সময় বেদনা।

জিহ্বা:—অগ্রভাগ ও ধার সকল উজ্জ্বল লাল, মধ্যস্থলে পীতবর্ণের লেপ; ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক।

জিহ্বার চারিদিকে গভীর ও বিস্তৃত ক্ষত, এবং মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ গভীর বিশ্রী ক্ষত।

১২ মুখগহ্বর।—প্রচুর লালা স্রাব।

১৩ গলমধ্য।—তালুতে ও গণ্ডের পার্শ্বে মটবের অর্দ্ধ পরিমাণে লাল লাল উদ্ভেদ, সহজে রক্তস্রাব হয়।

কোমল তালুদেশ ও আলজিব অত্যন্ত লাল ও স্ফীত, দুর্গন্ধ শ্বাস, অনুনাসিক স্বর, অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ।

ফসেস্ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

গলমধ্যে অল্প শৈত্য লাগিলে তৎক্ষণাৎ প্রদাহ, গিলিতে কষ্ট ও বেদনা।

গলা আটকান ভাব ও গিলিতে কষ্ট; প্রাতঃকালে থক্ করিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা গয়াব তোলা।

গলাধঃকরণ সময়ে অতিশয় বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা।

পিপাসা; মদ্য পানে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—উষ্ণ পানীয়: ২০। শীতল পানীয়: ১০। আহার: ১৯। মিষ্টদ্রব্যে উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা সহ সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ। উদ্গার এবং দুর্ব্বলতা।

আহারাদি দোষে পিত্ত বমন।

১৭ পাকস্থলি।—পাকস্থলি মধ্যে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণদিকে অত্যন্ত বেদনা।

প্লীহা ও বাম বাহুরদিকে চাপপ্রদ বেদনা।

১৯ উদর।—নাভিপ্রদেশে শূন্য বোধ, তৎসহ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ইচ্ছা; কাপড় বাঁধিলে বা আহার করিলে উপশম বা ভাল থাকা।

উদরের শোথের স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণ, গুহ্যদ্বার বন্ধ

পেটবেদনা করিয়া অত্যন্ত তরল, উজ্জ্বল পীতবর্ণের মল, এবং তাহাতে আম।

রাত্রে বা অতি প্রত্যুষে ভেদ।

মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, ঈষৎ পীতাভ কটা বর্ণ তৎসহ বেগ, এবং গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

পিত্তযুক্ত উদরাময়, দিবসে বৃদ্ধি, পানীয় বিশেষতঃ উষ্ণ পানীয় পান মাত্র বৃদ্ধি।

শুষ্ক মল বিলম্বে বহির্গত হয়।

গুহ্যদেশ মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে কণ্ডূয়ন।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ উর্জ্জ্বল বর্ণের মূত্র ত্যাগ, তৎসঙ্গে পিপাসা বৃদ্ধি।

মূত্র :—স্বল্প ও লাল, ত্যাগকালীন কষ্ট।

ঈষৎ শ্বেত বর্ণ বা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ।

মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বৃদ্ধগণের প্রবল রতি প্রবৃত্তি, রাত্রিতে প্রবল লিঙ্গোত্থান।

রাত্রিতে প্রমেহ স্রাব, কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণের দাগ লাগে।

শিশ্নের শোথের ন্যায় স্ফীতি; জলদোষ বা হাইড্রসিল পীড়া।

জননযন্ত্রে উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর রজঃ; ঘন ও চাপ চাপ শোণিত স্রাব।

প্রচুর রজঃস্রাবের সহিত বা পর্য্যায়ক্রমে শ্বাসকষ্ট।

ক্ষতকর প্রদর তৎসহ কণ্ডূয়ন।

২৪ গর্ভ।—দক্ষিণ চুচুক লাল, স্ফীত ও কণ্ডূয়নযুক্ত; চুচুক ক্ষত ও ফাটা ফাটা; মস্তকে রক্তসঞ্চয়।

২৫ লেরিংক্স।—দুর্ব্বল স্বর।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়া মধ্যে শুষ্কতা।

লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড় করা তজ্জন্য থক থক করিতে এবং গিলিতে হয়।

লেরিংক্সে টাটান তজ্জন্য শ্বাসরোধের ভাব এবং শাঁই শাঁই শব্দ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অপরাহ্ন ও সায়াহ্নে শ্বাসকষ্ট : ২৩।

বক্ষমধ্যে কষ্টানুভব, পশ্চাৎদিকে নত হইলে উপশম।

২৭ কাশি।—পুনঃপুনঃ শুষ্ক কাশি, কদাচিৎ ঈষৎ শ্বেতবর্ণের ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষের উপর প্রদেশ অধিক আক্রান্ত। বক্ষোদক পীড়া।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডে টাটান বা ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ ও বাহুর উপরে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ্।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশের তৃতীয় কশেরুকা অস্থিতে বেদনা।

গ্রীবার কাঠিন্য বা অনম্যতা।

সেক্রেমাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা; স্কন্ধসন্ধিদ্বয় বাতে কাঠিন্য বা অনম্যভাব ধারণ করিয়াছে।

দক্ষিণ বাহুতে ঈষৎ অসাড়ভাব।

হস্তের দুর্ব্বলতা ও অসাড়ভাব।

হস্ততালু সর্ব্বদা লাল হওয়া ও জ্বালা করা।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির নখ মধ্যে তীব্র সূচবিদ্ধবৎ বেদনা।

আঙ্গুল হাড়া। নখের পীড়া।

শীঘ্র শীঘ্র নখ বর্দ্ধন; কুঞ্চিত ভাব বা লম্বা লম্বা দাগ উঠা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ উরুর অস্থিতে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা।

বাম উরুদেশ এবং বাম পদ অবশ।

দক্ষিণ জানু সন্ধিতে বেদনা।

নিম্নপদ হইতে উদর পর্য্যন্ত ভয়ানক স্ফীত।

পদতলে জ্বালাযুক্ত সূচীবেধ ও গরম ও জ্বলিয়া যাওয়া।

অঙ্গুলির ফাকের মধ্যে ক্ষত। বেদনাযুক্ত খাঁটা (corns)।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।— সঞ্চালন : ৫, ৪০। ভ্রমণ : ৭। ব্যায়াম : ৪০।

পশ্চাৎদিকে অবনত হওয়া : ২৬।

৩৬ স্নায়ু।—পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার বৃদ্ধি, তাহাতে ক্লান্তি জন্মে না এবং
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বা শীতকালের শীতকে গ্রাহ্য না করা।
শক্তির অভাব।

৩৭ নিদ্রা।—চিন্তার আধিক্য হেতু সন্ধ্যাকালে নিদ্রা নাশ।
নিদ্রাহীনতা অথবা অল্প নিদ্রাই যথেষ্ট।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১,১০,১৩,২০,২২। অপরাহ্ন : ২৬,৪০। সন্ধ্যাকাল : ১,২,২৬,৩৭,৪০। রাত্রি : ২০,২২,৪৪। দিবা : ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণগৃহ : ৫। উষ্ণতা : ৪৬। শৈত্যাসহিষ্ণুতা : ১৩। শৈত্য : ৪৬। মুখমধ্যে শীতল জল : ১০। শীতলজলে ধৌত ইচ্ছা : ৮,৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—এককালীন কম্প বা শীত থাকে না।
সাধারণ বা সর্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ, সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনে বিবমিষা, অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।
চট্‌চটে কটু ও অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (প্রায়ই উর্দ্ধ অঙ্গে), বিশেষতঃ অপরাহ্ন ও সায়াহ্নে ব্যায়ামকালে। হস্ত ও পায়ের তলায় অধিক ঘর্ম্ম
ঘর্ম্মে চর্ম্মাদি হাজিয়া যায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫,৭,১০,১৮,২৪,৩২,৩৩,৪৬। বাম : ১৮,৩২,৩৩।

৪৩ অনুভব।—অল্প স্থান ব্যাপিয়া উৎক্ষেপ ও জ্বালাকর বেদনা।

৪৪ তন্তু।—অস্থির পীড়া, বিশেষত-লম্বাকৃতি অস্থি সমূহের পীড়া, উহাতে পুঁজ জন্মে, ঐ পীড়া কখন বাড়ে কখন কমে ; বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি ও অতিশয় দুর্ব্বলতা।
যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য।
পায়ের শিরা সকল স্ফীত ও ক্ষত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—চাপ : ১০। কাপড় বাঁধা : ১৯। চুলকান : ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের অল্প স্থান ব্যাপিয়া জ্বালাকর বেদনা।

শুষ্ক ও শল্কযুক্ত উদ্ভেদ। উচ্চাকার ও লাল লাল ফুঁস্কুড়ি।
দক্ষিণ কপালে আঁচিল (nævus)।

ক্ষত :—বেদনাযুক্ত ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শৈত্যে হ্রাস ; প্রচুর পুঁজস্রাব।
পায়ের ক্ষত, অস্থি ক্ষত।

বহু দিনের শুষ্ক ক্ষত স্থানের দাগের চতুর্দ্দিকে লাল হয়, তাহাতে বা তাহার চতুর্দ্দিকে কণ্ডুয়নযুক্ত সরস ফুস্কুড়ি জন্মে, কিম্বা ঐ দাগ অত্যন্ত চুলকায়।

৪৭ অবস্থা।—উপদংশ বা পারদ বিকৃতি হেতু বার্দ্ধক্য বা অকাল বার্দ্ধক্য পীড়া। অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বাস্থ্য।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ ও সাইলিসিয়া অপব্যবহার জন্য উপসর্গ।

ফ্লুরিক এসিড কার্য্যকারী :—আর্সেনিকের পরে (যকৃতের পীড়া সহ উদরী রোগে); কালিকার্ব্বের পরে (উরু সন্ধির পীড়ায়); সাইলিসিয়ার পরে (অস্থির পীড়ায়); ফসফরিক এসিডের পরে (বহুমূত্র রোগে)।

ফেরাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে গোলমাল, তৎসঙ্গে পদদ্বয় শীতল ও অঙ্গুলি সকল অনম্য।

মানসিক গোলযোগ, চিন্তা সকল একত্র স্মরণ করিতে অসমর্থ।

অতিরিক্ত হাস্য বা ক্রন্দন পরায়ণ ; হাসিতে কাঁদিতে গল মধ্যে শ্বাসরোধের ভাব, যেন গলা বাহিরে ফুলিয়া উঠিয়াছে বোধ।

কথা কহিতে বা পাঠ করিতে অনিচ্ছা ; চঞ্চল ও স্নায়বিক প্রকৃতি।

বিষন্নতা এবং স্ত্রীদিগের ঋতুর পরেও।

উগ্রস্বভাব, আবদারে ; সামান্য প্রতিবাদে রাগান্বিত হয়।

গর্ব্বপূর্ণ অথচ আত্ম-সন্তুষ্ট মুখভঙ্গি।

হিষ্টিরীয়া বা গুল্ম বায়ু রোগগ্রস্ত ভাব।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলে চারিদিক অন্ধকার

দেখায়; কোনও দিকে ভর না দিলে পতনোন্মুখ; বিবমিষা, দুর্ব্বলতা, আলস্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকভার ও পূর্ণ বোধ, অক্ষিপুট ভারি, উপবেশন ও অধ্যয়ন কালে নিদ্রালু।

বাম চক্ষুর উপরিভাগে হঠাৎ বেদনা।

রাত্রি ৩টার সময় নিদ্রাভঙ্গ, উভয় রগে সূচীবেধ যাতনা, ক্রমে উহা সমগ্র সম্মুখ মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ নড়িলে মস্তকের শীর্ষদেশে দপদপ করা বেদনা।

মস্তকের পশ্চাতে এককর্ণ হইতে অন্যকর্ণ পর্য্যন্ত ভারিবোধ।

মস্তকে রক্তসঞ্চার, হাতুড়ীর আঘাতের ন্যায় দপদপ করা বেদনা; মধ্যাহ্নের পর বৃদ্ধি; মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে একটী লৌহ দণ্ড দ্বারা বেষ্টিত বোধ; বাহ্যিক চাপ প্রদান করিলে উপশম।

কাসিতে মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা।

মাথাধরা:—মস্তকের বাম পার্শ্বে; সর্দ্দি সহ; ঋতুর পরে।

মস্তক উষ্ণ কিন্তু পদ শীতল।

লিখিতে গেলে পুনর্ব্বার শিরঃপীড়ার প্রকাশ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের ত্বক ও কেশ টাটান।

মস্তকে শীতল বায়ু লাগিলে ভারি বোধ।

মস্তক-চর্ম্মে সামান্য কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—রাত্রের অন্ধকারে দেখিতে পায়; গুল্মবায়ু রোগ।

মস্তক ঘূর্ণন; চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার।

পাঠ বা লিখন কালে অক্ষরগুলি সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

অক্ষিতারা সঙ্কুচিত।

চক্ষুতে চাপ—যেন বহির্গত হইবে বোধ; দক্ষিণদিকে বেশী।

অক্ষিপুটদ্বয়ের আরক্ততা ও স্ফীতি।

চক্ষু প্রদাহ, জ্বালাযুক্ত ও হুলবিধবৎ যাতনা।

অক্ষিপুটদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে, চক্ষু খুলিতে পারে না।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে শব্দ।

সামান্য শব্দে চৈতন্যাধিক্য।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ যাতনা (প্রাতঃকালে)।

কর্ণের বহির্ভাগে ক্ষতবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট দধিবৎ সবুজ বর্ণের রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

নাসিকার পশ্চাৎস্থিত গহ্বর হইতে জলবৎ পদার্থ স্রাব।

চাপ চাপ রক্তে নাসিকা পূর্ণ, বিশেষ শুষ্ক সর্দ্দির সঙ্গে।

রক্তহীন ব্যক্তির নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, ঈষৎ সবুজ, কেবল বেদনা প্রভৃতিতে উজ্জ্বল লাল হয়।

চাকচিক্যহীন ঘোলা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের গোলাকার দাগ।

মুখমণ্ডল স্ফীত ও ফেঁকাশে।

মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লাল, শিরা সকল স্ফীত; মস্তকে রক্তউঠা।

মুখমণ্ডলে পীতবর্ণের দাগ।

মুখ রক্তশূন্য, হিমাঙ্গ; ফুস্‌ফুস প্রদাহ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় রক্তশূন্য ও শুষ্ক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অসহ্য রক্তের আস্বাদ।

পচা ডিমের ন্যায় আস্বাদ।

মুখ শুষ্ক ও বিস্বাদ, জিহ্বাতে শ্বেত বর্ণের লেপ।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে শুষ্ক।

মুখগহ্বরের রক্তশূন্যতা।

১৩ গলমধ্য।—টন্‌সিলের নিম্নে, গলার মধ্যে, বাম দিকে গোলাকার পদার্থ বোধ; পানাহার ব্যতীত অন্য সময়ে ঢোক গিলিতে উহার বৃদ্ধি।

গলবেদনা; সমস্ত দিন ভারি বোধ, সন্ধ্যাকালে উপশম।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুধা ভাল মন্দ হওয়া; সেই সঙ্গে উদরাময়।

অম্লরস পূর্ণ দ্রব্যে ঘৃণা।

মাংস, বিয়ার মদ্য, ও উষ্ণ দ্রব্যে ঘৃণা।

রুটী খাইতে ইচ্ছা।

পিপাসাহীনতা বা অসহ্য পিপাসা।

১৫ পানাহার।—মাংস ও অম্ল ফলে বৃদ্ধি।

কঠিন খাদ্য চর্ব্বণকালে শুষ্ক ও বিস্বাদ।

সকল প্রকার খাদ্য তিক্ত বোধ।

ডিম্ব ভক্ষণের পর বমন।

মেদ বিশিষ্ট খাদ্য ভক্ষণের পর কটু উদ্গার।

আহারের পর পাকস্থলীতে গরম বোধ ও বিবমিষা।

অতি সামান্য পানাহারের পর পাকস্থলীতে আক্ষেপযুক্ত চাপ বোধ।

শীতল জল : ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—কটু ; অম্ল ; জ্বালা করা।

বিবমিষা :—মাথাব্যথা সহ ; রাত্রিকালে ভেদ সহ ; শিরোঘূর্ণন সহ।

বমন :—মধ্য রাত্রিতে, বা প্রাতে কিছু খাইবার পর ; কোন খাদ্য খাইবামাত্র।

১৭ পাকস্থলী।—প্লীহার দিকে ক্ষণিক আক্ষেপিক বেদনা সহ পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালাকরা।

অন্ননালী ও পাকাশয় মধ্যে কম্পন, যেন একটী স্নায়ু কম্পিত হইতেছে।

পাকাশয়ের প্লীহা-প্রদেশিক প্রান্তভাগে সাময়িক অসুস্থতা বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণদিকে আঁট আঁট বা কষাভাব।

সমস্ত দিন কটিদেশে এবং যকৃতে বেদনা।

যকৃত বিবৃদ্ধি ; যকৃতে পূর্ণতা বোধ ও চাপিলে বেদনা।

সবিরাম জ্বরের পর প্লীহার বৃদ্ধি।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে চিড়িক মারা বেদনা।

প্লীহা প্রদেশে আক্ষেপ মত অনুভব।

১৯ উদর।— কঠিন, বিস্তৃত কিন্তু বায়ু সঞ্চয় জন্য নহে।

রাত্রে পেট গড় গড় করা, তৎসহ আধ্মান শূল।
সরলান্ত্র স্পর্শে টাটান যেন ক্ষত হইয়াছে কিম্বা বিরেচক ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া জন্য ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

২০ মল ইত্যাদি।—সরলান্ত্র নির্গমন বা স্খলন; বালকদিগের।
সমস্ত দিন বাহের বেগ,পাকাশয়ে গোলযোগ, খারাপ আস্বাদ, শীতল জল পানে বৃদ্ধি।
অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত মল; বেদনা বিহীন ও অসাড়।
ফেন বা চাউল ধোয়ানি জলের মত বাহে, তৎসহ শীতল অঙ্গঘর্ম্ম।
মল:—জলবৎ; তৎসঙ্গে গুহদ্বারে জ্বালা; আমযুক্ত, তৎসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি; আম ও রক্ত মিশ্রিত।
কোষ্ঠবদ্ধতা:—মল কঠিন ও কষ্টকর, তৎপরে পৃষ্ঠ দেশে বেদনা।
রাত্রে ক্ষুদ্র কৃমি জন্য গুহদ্বার কণ্ডূয়ন।
অর্শ, প্রচুর রস বা রক্তস্রাবী; তৎসহ কণ্ডূয়ন ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে বেদনা।
মূত্রনালীতে সামান্য টাটানি।
রাত্রে, বা দিবসে ভ্রমণ কালে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।
মূত্র প্রচুর ও পরিষ্কার; তাহাতে দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক অবসন্নতা উৎপন্ন করে।
ক্ষার বিশিষ্ট।
মূত্র উষ্ণ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।
ধ্বজভঙ্গ।
স্বপ্ন দোষ।
পুরাতন প্রমেহ—প্রচুর, বেদনা বিহীন, দুগ্ধবৎ স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা হ্রাস; বন্ধ্যাত্ব।
সঙ্গম সময়ে অজ্ঞান: যোনিতে বেদনা।
জরায়ু শোথ; মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠে।
উদরে তীব্র বেদনা,জরায়ুতে কোঁতপাড়া বেদনা,তাহার নিম্নে বেদনা।

জরায়ুতে প্রেক বিদ্ধবৎ চিড়িক মারা বেদনা।

শয়নে জরায়ু মুখে বেদনা।

ধীরে ধীরে স্রাব, রক্ত কাল। *প্রচুর রজঃস্রাব।

যোনিমধ্যে স্ফীতি ও কাঠিন্য। যোনি অতিশয় শুষ্ক।

যোনি ভ্রংশ বা নির্গমন।

ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, কর্ণমধ্যে শব্দ ও জরায়ু হইতে লম্বা লম্বা শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ স্রাব।

ঋতু :—বিলম্বে, দীর্ঘস্থায়ী, এবং প্রচুর; স্রাব জলবৎ, বা দলা দলা; প্রসব বেদনাবৎ বেদনা হইয়া ঋতু; দুই তিন দিন বন্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ, জরায়ুর স্থান চ্যুতি, ঋতুর পর হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ; ঋতু বন্ধ।

প্রদর দুগ্ধবৎ, কণ্ডূয়নযুক্ত বা তৎসহ টাটানি।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাব নিবারণ করে।

আক্ষেপিক প্রসব বেদনা।

প্রসব বেদনা মত বেদনাসহ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর ভঙ্গ, এককালীন লোপ, কর্কশ স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস উষ্ণ।

শ্বাসক্রিয়া শুষ্ক, উদ্বেগযুক্ত; বালকদিগের কখন ঘড় ঘড় শব্দ করে।

শ্বাস কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। *ফুসফুস প্রদাহ।

বক্ষে রক্তাগম জন্য শ্বাসকষ্ট; প্রশ্বাসকালে নাসা-রন্ধ্র বিস্তৃত হয়।

হাপানি, বৈকালে বৃদ্ধি, বসিয়া থাকিতে হয়; ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিলে, বক্ষ অনাবৃত করিলে ও কণ্ডূয়নের পর হ্রাস।

২৭ কাশি।—টেঁকিয়াতে শুড় শুড় করিয়া আক্ষেপ জনক কাশি; রাত্রে গয়ার তুলিয়া ফেলিতে উঠিয়া বসিতে হয়; পানাহারের পরেই আক্ষেপিক কাশি, তৎসহ বমন।

গয়ার :—প্রচুর, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, পূঁজের ন্যায় ঈষৎ সবুজবর্ণের বা ফেণাবিশিষ্ট, প্রাতে বৃদ্ধি।

রক্ত উঠা সহ শুড় শুড়িযুক্ত কাশি।

প্রাতে ও রাত্রে ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব।

চা, কুইনাইন, মদ, তামাকের ধূম ও রসরক্ত ক্ষয় জন্য কাশি বৃদ্ধি।

ফুস্ফুসীয় রক্তস্রাব, উজ্জ্বল রক্ত, চাপ চাপ; হৃদ্‌কম্পন।

অত্য মৈথুনকারীর, ক্ষয় রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং রসরক্ত ক্ষয় ও রজোরোধ প্রভৃতি কারণ জন্য ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব।

২৮ ফুস্ফুস্।—হূলবিদ্ধবৎ চিড়িক মারা বেদনা।

বক্ষমধ্যে শুষ্কতা বোধ।

বাম ফুস্ফুসের উপরিভাগে ঈষৎ চাপ বোধ; তজ্জন্য শ্বাস ক্রিয়া কষ্টকৃত; অসুখে নিশ্বাস ত্যাগ ও বক্ষ বেদনা।

বক্ষে আকুঞ্চিত আক্ষেপ এবং বক্ষ মধ্যে মুষ্টবৎ বেদনা অনুভব।

সঞ্চরণশীল বেদনা; রক্ত উঠা; যাহাদের সহজেই মুখ লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়; শ্বাসকষ্ট, হৃদ্‌কম্পন।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—ক্রমাগত হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া; মৃৎপাণ্ডু।

হৃদপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন; মিথ্যা বা ফুলা মাংস লাগা।

হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত পূর্ণ ও কঠিন।

হৃদ্‌কম্পন:—ধীরে ভ্রমণ করিলে হ্রাস; হস্ত মৈথুনকারী দিগের; রস রক্ত ক্ষয়ের পরে; রক্ত উঠা সহ।

সমস্ত শিরা ও ধমনী দপদপ করা; হৃদ্‌পিণ্ডের অগ্রভাগে (apex) জাঁতার শব্দ।

নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন; পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

৩০ বহির্বক্ষ।—হৃদ্‌পিণ্ডের চারিদিকে এবং বক্ষমধ্যে আকৃষ্টবৎ অনুভব।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা মুষ্টবৎ বেদনা; অনম্য।

দক্ষিণদিকে শয়ন করিলে গ্রীবা ও স্কন্ধ বেদনাযুক্ত।

সমস্ত রাত্রি কোমর বেদনা, ও প্রাতে উঠিলে বেদনা থাকে না।

বৃক্ক প্রদেশে বেদনা, তৎসহ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ—বাহু ও স্কন্ধ বেদনা বিশিষ্ট।

দক্ষিণ স্কন্ধের পেশীতে খিমচানি বা চিমুটী কাটার ন্যায় বেদনা।

দক্ষিণ স্কন্ধের খোচা বিদ্ধবৎ বেদনা, নড়িলে বৃদ্ধি, উত্তাপে হ্রাস।

দক্ষিণ বাহু অসাড় খঞ্জবৎ।

লিখিতে হস্ত কম্পন কিন্তু দ্রুত লিখিতে তত কম্পিত হয় না।

হস্ত শীতল, কঠিন ও অসাড় ; হস্ততালু উষ্ণ।

অঙ্গুলি সকল অনম্য, সঙ্কুচিত, অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষনসন্ধিতে অতিশয় বেদনা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া থাকিতে পারে না ; মৃত্তিকায় পা দিতে পারে না ; ভ্রমণকালে বেদনার লাঘব হয়।

উরুদেশের ভিতরদিকের শিরা স্ফীতি।

পদ দুর্ব্বল,অসাড়, স্নায়বিক বেদনা বা স্নায়ুশূল।

পায়ের তলা ও অঙ্গুলি খিল ধরা।

পদদ্বয় শীতল ও কঠিন। পায়ের তলা উষ্ণ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—রাত্রে বাহু ও পদদ্বয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

হস্ত ও পদ স্ফীতি।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি : ৩, ৩২, ৩৩, ৪০। ভ্রমণ : ২, ২১, ২৬, ২৭, ২৯,৩২, ৩৩, ৩৬। উদ্যম : ৫, ২৩, ২৭, ২৯। নত হইলে : ৩। শয়ন করিলে : ২৩, ২৭,৩১,৩৬। চিৎ হইয়া থাকিলে : ৩৭। উপ-বেশন : ৩, ৩৭। উঠিয়া বসিতে হয় : ২৬, ২৭। উঠিলে : ২। বিশ্রামে : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—উগ্রস্বভাব ; অস্থির।

ক্লান্ত, যাতনা, যেন অনেক ক্ষণ একভাবে শয়ন করিয়াছিল।

দুর্ব্বলতা, অলসভাব শিরোঘূর্ণন।

রস রক্তক্ষয় জন্য পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—সূচীকার্য্য করিতে করিতে, উপবেশন বা অধ্যয়ন কালে, দুর্ব্বলতা জন্য নিদ্রা আইসে।

রাত্রিতে নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

রাত্রি ১২ টার পর শয্যায় এপাশ ওপাশ করা বা অস্থিরতা।

ক্ষুদ্র কৃমি জনিত কণ্ডুয়ন জন্য শিশু নিদ্রা যায় না।

স্বপ্ন—স্পষ্ট, গোলমেলে ও বিরক্তিকর।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৬, ১২, ১৬, ২৭, ৪০। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন ; ৪০। সন্ধ্যা : ১, ১৩, ২৬, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পর : ৩, ২৭, ৩৭। দিবা : ১৩, ২০, ২১, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীত ও বর্ষাকালে সাধারণতঃ বৃদ্ধি; উষ্ণ বায়ুতে উপশম। শীতল জলে স্নান : ৮। অত্যন্ত গরম হইলে : ৮। উত্তাপ : ৩২। শয্যার উষ্ণতা : ২৬। অনাবৃত হইতে ইচ্ছা : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীত ; ক্ষয়জন্য ঘুসঘুসে জ্বর।

পুনঃপুনঃ ক্ষণস্থায়ী কম্প।

শীত তৎসহ মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লাল, পিপাসা।

শীতের সময়ে পিপাসা।

সর্ব্বদাই শীত শীত এবং স্বাভাবিক গাত্র তাপের অভাব।

শুষ্ক তাপ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা; আহারের পর বা ভ্রমণ করিলে বা কথা কহিলে ভাল থাকে।

ঘর্ম্ম প্রচুর ও অধিকক্ষণ স্থায়ী। চট্‌চটে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম।

প্রত্যেক তৃতীয় দিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম।

উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট নৈশঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মে পীতবর্ণের দাগ ধরে, নিদ্রা যাইলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

কুইনাইন অপব্যবহার পরে সবিরাম জ্বর; মস্তকে রক্ত সঞ্চয়; শিরাস্ফীতি ; খাদ্য বমন ; প্লীহাস্ফীতি ; দুর্ব্বলতা, অথচ ফুলা মাংস বা মিথ্যা স্থূলতা।

৪১ আক্রমণ।—বেদনার সাময়িক আক্রমণ। মধ্যে মধ্যে ঋতু লোপ।

প্রত্যেক তৃতীয় দিবস ৪০ :।

বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্বদ্বয়।—বাম : ৩, ১৩, ১৭, ১৮, ২৮, ৪০, ৪৬। দক্ষিণ : ৫, ৬, ১৮,

৩১, ৩২, ৩৩। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : পায়ে আক্ষেপ বা খল্লি ; ফুসফুসে বেদনা।

৪৪ ত্বক্।—লাল স্থান শ্বেতবর্ণ হয়।

রক্তস্রাব ; রক্ত সহজে দলা বাঁধে।

মস্তকের, মুখমণ্ডলের ও পায়ের শিরা সকল স্ফীত।

মুখমণ্ডল মৃত্তিকার বর্ণবিশিষ্ট কিন্তু সহজেই লাল হইয়া উঠে।

সিনকোনা অপব্যবহার, রসরক্ত ক্ষয়, সবিরাম জ্বর জন্য শোথ।

ছিন্নকর বেদনা সহ গ্রন্থি সকলের স্ফীতি।

অস্থি সকল সহজেই কোমল বা বক্র হয় ; ভগ্নাস্থি ধীরে সংযোজিত হয়।

হঠাৎ দুর্ব্বলতা ; পেশী সকল শিথিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ; দুর্ব্বল পরিপাকক্রিয়া বা মন্দাগ্নি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৯, ৩২, ৪৬। চাপ : ১৮।

৪৬ চর্ম্ম।—শুষ্ক চর্ম্ম। *নিউমোনিয়া।

চর্ম্ম ফেকাশে, হরিদ্রাবর্ণ, কুঞ্চিত, শুষ্ক ও বিশ্রী।

স্কন্ধ ও বাম হস্তের চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

অঙ্গুলি ও হস্তের পশ্চাৎদিকে আঁচিল। ক্ষত সকল বিবর্ণ ও স্ফীতি যুক্ত।

৪৭ অবস্থা।—কোমল, মৃৎপাণ্ডু, রোগ-গ্রস্তা স্ত্রীলোক।

দুর্ব্বল, স্নায়ুপ্রধান, তথাচ মুখ লাল।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, আয়োডিয়ম ও সিনকোনা হইতে পীড়া সকল।

ফেরাম ঔষধে উপদংশ রোগ বৃদ্ধি করে।

ফেরমের প্রতিবিষ :—আর্সেনিক, সিনকোনা, হিপার, ইপিকাক, পলসেটিলা।

ফেরাম আয়োডেটম।

৬ কর্ণ।—গর্জ্জনবৎ শব্দ।

৮ মুখমণ্ডল।— লাল।

১১ উদর।—অল্প আহারেই উদর ভার যেন কত খাইয়াছে বোধ (স্ত্রী-

লোকের), ঊর্দ্ধদিকে এক প্রকার চাপ; এরূপ বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রীলোক) সম্মুখদিকে নত হইতে পারেন না।

২১ মূত্র।—ঘোরাল বর্ণ বিশিষ্ট; ঘন শ্বেত অধঃক্ষেপ; প্রস্রাবে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অবিরত কোঁথ পাড়া যেন কিছু বাহির হইয়া আসিতেছে; বসিলে বোধ হয় যেন কিছু উপরদিকে ঠেলিয়া তুলিতেছে; নিজেই জরায়ুমুখ স্পর্শে সক্ষম।

জরায়ু উল্টুণ্ঠন (retroversion)।

প্রদর, সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় স্রাব; বাহ্যের সময়ে শূত্রবৎস্রাব।

যোনি ও ভগ প্রদেশে কণ্ডূয়ন ও বেদনা; ঐ স্থান সকল স্ফীত।

বার্বেরিস।

১ মন।—অসম্পূর্ণ স্মৃতি এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

যাহাতে গাঢ় চিন্তার প্রয়োজন করে এরূপ মানসিক চিন্তা অত্যন্ত কষ্টকর; সামান্য বাধা প্রতিবন্ধকে চিন্তাশ্রেণী ভঙ্গ করে।

তাচ্ছিল্য ও চিন্তাকুল ভাব সহ কথা কহিতে অনিচ্ছা।

প্রত্যেক দ্রব্য স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হয়।

উদ্বিগ্ন ও ভীত।

খিটখিটে স্বভাব, তৎসহ জীবনে বিতৃষ্ণা।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন; তৎসহ পতনের ভয়; উত্থিত এবং নত হইলে মাথাঘোরা।

সন্ধ্যাগমে দ্রব্য সকল দ্বিগুণ দেখায়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শুষ্ক সর্দ্দির ন্যায় মস্তকে ভার বোধ বা জড়ভাব।

মস্তক ভারি, বিশেষতঃ মস্তক নত করিলে।

কপালে, রগে ও পশ্চাৎ মস্তকে ভিতর হইতে বাহির দিকে চাপ বোধ।

মস্তক ক্রমে বড় হইতেছে অনুভব।

সম্মুখ মস্তকে সূচীবেধ।

কপালে ও অক্ষিগোলকে ছিন্নবৎ বেদনা।

আহার এবং পরিশ্রমের পর মস্তকাভ্যন্তরে তাপ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক ও মুখমণ্ডলের চর্ম্ম যেন স্ফীত এরূপ বোধ।
মস্তকে সূচীবিদ্ধ ভাব এবং ক্ষতকারী চুলকানি, চুলকাইলে স্থান পরিবর্ত্তন করে।

৫ চক্ষু।—চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ।
চক্ষুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা, কিম্বা রগের দিক হইতে চক্ষুতে।
বাম অক্ষি এবং অক্ষিপুট মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।
চক্ষু খস্ খসে শুষ্ক, জ্বালা করা ও লাল হওয়া।
অক্ষিপুট মধ্যে যেন বালুকা বা অন্য কোনও পদার্থ রহিয়াছে বোধ।
চক্ষু মধ্যে শীতল বায়ু প্রবেশের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ, তৎসহ চক্ষু মুদিত করিলে জলপড়া।
বাতির আলোকে অধ্যয়নকালে অক্ষিপুটের কম্পন।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে কম্পনশীল বাদ্যবৎ শব্দ।
কর্ণরুদ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ, তৎসহ চাপানুভব।
কর্ণমধ্যে সূচীবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা, যেন কর্ণপটহ দিয়া একটী প্রেক বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
কর্ণ বিবরের উপরে নানা আকৃতির গুটী গুটী স্ফোটক ও বেদনা।

৭ নাসিকা।—শুড় শুড় জনক উগ্রতা তজ্জন্য হাঁচি।
বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়া।
বাম নাসিকা হইতে স্রাবশীল শ্লেষ্মা, প্রথমে হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ, তৎপরে পূজবৎ শাদা, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল মৃত্তিকা বৎ, ফেঁকাশে বর্ণ বিশিষ্ট, তৎসহ গণ্ডদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণের দাগ।
গণ্ড ও চিবুকাস্থি মধ্যে ছিন্নবৎ ও সূচীবেধ।
দক্ষিণ গণ্ডস্থলে লাল ও বেদনা বিশিষ্ট স্থান।
মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও জ্বালা, তৎসহ গণ্ডস্থল লাল।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে নীলাভ।
ওষ্ঠ এবং মুখমণ্ডলে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ অনুভব।

ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে জ্বালা করা।

ওষ্ঠদ্বয়ের শুষ্কতা তৎসহ উহাদের কিনারায় কটাবর্ণের শল্কবৎ ছাল উঠা ও জন্মান।

১০ দন্ত।—দন্তমধ্যে সূচীবেধ, দন্ত বড় বা লম্বা হইয়াছে এরূপ বোধ।

বামদিকের কসের দন্তে ছিন্নবৎ বেদনা।

দন্তে এরূপ বেদনা বোধ যেন মাড়ী ছিন্ন বা দন্ত সকল উৎপাটিত করা হইয়াছে।

মাড়ী হইতে সহজে রক্ত পড়া।

মাড়ীর ধারে লাল লাল; কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের গুটী গুটী।

দন্তোদ্ভেদকালে মাড়ীতে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত; কখন কখন অম্ল; কখন শোণিতের আস্বাদ। জিহ্বাস্পর্শ করিলে জ্বালা করা।

জিহ্বাগ্রে বেদনাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের রসপূর্ণ উদ্ভেদ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে ধাতুবৎ দুর্গন্ধ বাহির হয়।

মুখমধ্য ও ফসেস্ শুষ্ক ও চটচটে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, আহারের পর উপশম।

১৩ গলমধ্য।—তালু ও টন্সিল গ্রন্থির আরক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, কথা কহিতে বা গলাধঃকরণ সময়ে টন্সিল বেদনা।

গলার ভিতরের একপার্শ্বে যেন কিছু বাধিয়া রহিয়াছে বোধ, তৎসঙ্গে শুষ্কতা ও খস্ খসে ভাব; ঢোক গিলিতে ভয়ঙ্কর বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মুখ শুষ্ক, পিপাসা।

অত্যন্ত পিপিসা বা জলপানে বিতৃষ্ণা।

ক্ষুধা বৃদ্ধি বা হ্রাস।

১৫ পানাহার।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্ব্বে শীত।

কঠিন দ্রব্য আহারের পর সমস্ত রাত্রি উদ্গার উঠা এবং গলা টাটানি।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

পর্য্যায়ক্রমে হাইতোলা (জৃম্ভন) ও পুনঃপুনঃ উদ্গার।

তিক্ত উদ্গার। বুক জ্বালা।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালিক প্রথম আহারের পূর্ব্বে; আহারের পরে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলি বিদীর্ণ হইবে এরূপ পূর্ণতা বোধ এবং জ্বালা করা।

পাকাশয় প্রদেশে শীতানুভব, বমনের পর উপশম।

পাকস্থলি স্ফীত হইয়া উঠা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—চাপ বোধ, এবং যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

পিত্তশিলা জন্য শূল।

বামভাগে নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়ে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা, হয় ত কিছু ছিন্ন হইয়া শিথিল হইল এরূপ অনুভব।

প্লীহা প্রদেশে গ্রন্থি সদৃশ আকুঞ্চন।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে শূলবৎ বেদনা; কুচকি প্রদেশে চাপ বোধ, যেন অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ প্রকাশিত হইবে, বিশেষতঃ ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে।

কুচকি গ্রন্থিসমূহের স্থানে চাপ ও কণ্ডুয়ন, স্পর্শে বেদনা, যেন ঐ সকল গ্রন্থি স্ফীত হইবে বোধ।

নাভির চারিদিকের চর্ম্মে সূচীবেধ, ছিন্নকর ও জ্বালাযুক্ত বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে গড় গড় শব্দ।

২০ মল, ইত্যাদি।—জলবৎ মল।

বাহ্যে সহজ, পরিমাণে অধিক হয়, বাহ্যের পূর্ব্বে ও পরে বেগ।

সরু বাহ্যে পরিমাণে অল্প, নরম বা শক্ত।

কঠিন মল, ছাগলের নাদির মত, অনেক কষ্টে নির্গত হয়।

বাহ্যের সময় ও পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা, যেন গুহ্যদ্বার সংকুচিত হইয়াছে, তজ্জন্য মল নির্গমনের বাধা জন্মে।

পুনঃপুনঃ বাহ্যের বেগ।

অর্শ, তৎসহ চুলকানি বা জ্বালাকরা, বিশেষতঃ বাহ্যের পরে, মল প্রায়ই কঠিন ও রক্তাবৃত।

গুহ্যদ্বার টাটান, তৎসহ জ্বালা; স্পর্শে ও উপবেশনে বেদনা।

গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্য প্রদেশে (perineum) চাপবোধ।

গুহ্যদ্বারে নালী ক্ষত ; তৎসহ চুলকানি।

গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে দদ্রুবৎ ক্ষত।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি।

কশেরুকার নিকটে দক্ষিণ বৃক্ককে তীব্র বেদনা ; বেদনা তথা হইতে মূত্রস্থলিতে নামিয়া আইসে।

দক্ষিণ বৃক্ককে ছিন্নকর দপদপ করা বেদনা।

বৃক্ক হইতে মূত্রস্থলি ও মূত্রনালী পর্য্যন্ত সূচীবেধ বেদনা।

বাম বৃক্ক হইতে মূত্রস্থলি ও মূত্রনালী পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মূত্রস্থলি প্রদেশে চাপ ও সংকোচন বোধ, তৎসহ মূত্রনালী মধ্যে জ্বালা।

মূত্রনলী মধ্যে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালা করা, এক দিকে বেশী, প্রস্রাব না হইলে বৃদ্ধি পায়।

প্রস্রাব হইলেও বেগ যায় না বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

মূত্র :—প্রচুর পরিমাণে ও পরিষ্কার, তাহাতেঅল্প অল্প পিচ্ছিল অধঃক্ষেপ ; অন্যান্য উপসর্গ কম পড়িলে প্রস্রাব অল্প ও তাহাতে অধঃক্ষেপ বৃদ্ধি ; মূত্র—গাঢ় বা উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা লালবর্ণ, তাহাতে অধঃক্ষেপ ; রক্তবর্ণ, শীঘ্র ঘোলা হয়, সেই সঙ্গে ঘন শ্লেষ্মার ন্যায় এবং উজ্জ্বল লালবর্ণ অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবকালে উরুদেশে বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা বিলুপ্ত।

দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনহীনতা, বিশেষতঃ প্রস্রাবের পর।

রতিক্রিয়াকালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীঘ্র রেতঃপাত।

দক্ষিণ বা বাম অণ্ডকোষ হইতে শুক্রবাহী নলী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বোধ।

অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহী নলীর স্নায়বিক বেদনা, ঐ সকল স্থান স্ফীত ও বেদনা।

অণ্ডকোষ উপরদিকে আকৃষ্ট।

বহির্জ্জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

শিশ্নমুণ্ডে ও ত্বকে শীতলতা ও অসাড়তা।

মুষ্ক সঙ্কুচিত এবং শীতল, তৎসহ অণ্ডকোষে চাপ বোধ।

২৪ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতিক্রিয়ার ইচ্ছা বিলোপ, রতিক্রিয়াকালে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনবৎ এবং সূচীবেধ বেদনা।

ঋতু।—অত্যল্প, তরল রক্ত কিম্বা ধূসর বর্ণের শ্লেষ্মাবৎ; অল্পকাল স্থায়ী; স্বল্প, কৃষ্ণবর্ণের কয়েক ফোটা রক্ত বা চট্‌চটে শ্লেষ্মা।

দুর্ব্বলকর ক্ষতকারী প্রদর।

যোনি মধ্যে জ্বালা ও ক্ষত বোধ।

যোনিদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গসহ টন্সিল গ্রন্থির বেদনা বা প্রদাহ।

গলমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে, তৎসহ অনম্য ভাব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, তৎসহ স্রাবশীল সর্দ্দি, প্রায়ই রাত্রে।

উপর তালায় উঠিবার সময় দ্রুত শ্বাসক্রিয়া।

বাহু উত্তোলন করিলে শ্বাসাবরোধ।

২৭ কাশি।—শুষ্ক দ্রুত কাশি, তৎসহ বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—ক্ল্যাভিকেল্‌ অস্থি মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে সূচীবেধ, জ্বালা ও দপদপ করা।

সর্দ্দির ন্যায় বক্ষে টাটানি ও ক্ষতবৎ বোধ।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ; দীর্ঘ নিঃশ্বাস কালে বর্দ্ধিত, তৎসহ শুষ্ক কাশি।

বক্ষমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে।

বক্ষমধ্যে কর্ত্তনবৎ সংকোচন, তজ্জন্য অবনত হইতে বাধ্য করে।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

পুনঃ পুনঃ হৃদ্‌কম্পন।

ধীর, দুর্ব্বল নাড়ী।

৩০ বহির্ত্বক।—বক্ষের পেশীসমূহে সূচীবেধ, দপদপে, চাপযুক্ত বেদনা

ত্বকমধ্যে ক্ষত হওয়া মত বোধ।

বক্ষে ছোট ছোট উদ্ভেদ।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ স্ক্যাপুলা হইতে স্কন্ধসন্ধি পর্য্যন্ত মৃষ্টবৎ বা স্ফীত হওয়ার ন্যায় বেদনা।

স্ক্যাপুলা অস্থিদ্বয় মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

মেরুদণ্ডের উত্তেজনা; বৃক্ককের চারিদিকে বেদনা, মেরুদণ্ড হইতে আবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম পঞ্জরাস্থি (false ribs) দিয়া বেদনার গতি।

পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি, উপবেশন বা শয়ন কালে বৃদ্ধি, প্রধানতঃ প্রাতে জাগ্রত হইলে।

মৃষ্টবৎ বেদনা,কটিদেশের অনম্যতা; আসন হইতে কষ্টে উঠিতে পারে।

কটি ও বৃক্কক প্রদেশে বেদনাযুক্ত চাপ বোধ, তৎসহ কখন অসাড়তা, উষ্ণতা, অনম্যতা ও ঈষৎ স্ফীততা,কখন কখন নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সেক্রমাস্থিতে ক্রমাগত দপদপে সূচীবেধ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ মধ্যে গজ্ গজ্ করা, কিম্বা বোধ হয় যেন উহার মধ্যে কোন জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রে।

দক্ষিণ বাহুর পেশীতেও ঐরূপ বোধ।

কুক্ষি মধ্যে জালাকরা ও চুলকানি।

স্কন্ধ মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বাম বাহুতে (upper arm) সূচীবেধ।

কনুই প্রদেশেউদ্ভেদ, ঘর্ষণের পরে অত্যন্ত প্রদাহিত।

মনিবন্ধ মধ্যে বেদনা, পরিশ্রমের পর।

অঙ্গুলির অস্থির (মেটাকার্পাল) বরাবর ও সন্ধি মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুদ্বয়ের গুরুত্ব ও অসাড়তা।

বাহুতে মৃষ্টবৎ বেদনা; দুর্ব্বল ও খঞ্জ বোধ হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদেশে বেদনা, বায়ু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ প্রবল বাত্যার পূর্ব্বে।

কুচকি হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত শিরা স্ফীতি।

জানু মধ্যে টান পড়ে, যেন টেণ্ডন ছোট হইয়াছে।

পায়ের ডিমে খাল লাগে।

টিবিয়া অস্থি মধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

জ্বালা করা ; চুলকানি ; সূচীবেধ ; পায়ে ঠাণ্ডা বোধ ও বেদনা।

গোড়ালিতে ছিন্নবৎ বেদনা, হাটিতে অত্যন্ত বেদনা।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচীবেধ বেদনা।

নিম্নাঙ্গ যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বোধ।

উৎক্ষেপ, যেন কিছু জীবন্ত পদার্থ রহিয়াছে।

নিম্নাঙ্গের শুষ্কতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধ্যে ছিন্নবৎ, সূচীবেধ ও দপ্ দপে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সামান্য উদ্যমে পীড়িত ও ঘর্ম্মাক্ত হওয়া।

সঞ্চালন : ২২। বাহু উত্তোলন : ২৬। ভ্রমণ : ১৯, ৪০। উপরে উঠিতে : ২৬। উদ্যম বা পরিশ্রম : ৩২, ৪৩। উত্তোলন : ৪৩। উত্থান : ২, ৩১। দণ্ডায়মান : ১৯, ৩৩, ৪৩। নত হইলে : ২, ৩। উপবেশন : ২০, ৩১। শয়ন : ৩১, ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভ্রমির ভাব।

সর্ব্বাঙ্গে অসাড় বোধ ; তৎসহ পৃষ্ঠদেশের নিম্ন ভাগে উষ্ণতা বোধ।

সার্ব্বাঙ্গিক শিথিলতা, কোনও কার্য্যে ইচ্ছা থাকে না।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু ; ক্লান্ত বোধ, শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয়, ও মাথায় রক্ত উঠে।

প্রাতঃকালে কষ্টে জাগ্রত হয়, পরে মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, দুর্ব্বলতা ও স্মরণ শক্তির অভাব।

উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৭, ১২, ১৬, ২১, ৩১, ৩৭, ৪৩। পূর্ব্বাহ্ণ : ৪০। ১১টার সময় : ৪০। অপরাহ্ণ : ৩, ১৬, ৪০। সন্ধ্যা : ৪০। রাত্রি : ১৫, ২৬, ৪০। মধ্যরাত্রি : ৩২।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বাতাসে ভ্রমণ : ৪৩। মস্তকের পীড়া

খোলা বাতাসে ভাল থাকে। চক্ষুর পীড়া বহির্বায়ুতে বর্দ্ধিত হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন; প্রবল বাত্যা: ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্ব্বে শীত, তৎসহ বরফ সদৃশ শীতল পদ, শুষ্ক মুখগহ্বর, পিপাসাহীনতা।

মুখমণ্ডল এবং বাহুতে শীত আরব্ধ হইয়া পৃষ্ঠ এবং স্তন প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎপরে উত্তাপের সঙ্গে বক্ষ প্রদেশের উদ্বেগ ও শ্বাসকষ্ট, বিশেষতঃ সন্ধ্যার ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে।

হাড়ের ভিতর শীত, তৎসহ চর্ম্মে উত্তাপ।

শীতল গাত্র, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ, ১১টার সময় উত্তাপ আরম্ভ; রাত্রে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম হয়।

শীতের সঙ্গে মস্তকে ভার রোধ।

অপরাহ্নে মস্তক ও হস্তদ্বয়ে তাপ।

নানাস্থানে ক্ষণিক উষ্ণতা বোধ।

উত্তাপের সঙ্গে উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, মাথার মধ্যে চিড়িকমারা, তৃষ্ণা ও গলায় বেদনা।

সামান্য উদ্যমে ঘর্ম্মাক্ত হওয়া।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৮, ১৮, ২১, ২২, ৩১, ৩২। বাম: ৫, ৭, ১০, ১৮, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ৩২। উচ্চ হইতে নিম্নে: ২১, ২৮, ৩১, ৩৪। নিম্ন হইতে উচ্চে: ২৫। পশ্চাত হইতে সম্মুখে: ২৬।

৪৩ অনুভব।—অত্যন্ত অলসতা, ভ্রমণ অথবা দণ্ডায়মানে বৃদ্ধি।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি ও বিশ্রামসুখশূন্যতা, প্রাতে এবং দীর্ঘ নিদ্রার পর।

দুর্ব্বলতা, এমন কি তজ্জন্য হাঁটু কাঁপে, এবং কার্য্য করিতে অনিচ্ছা।

খোলা বায়ুতে ভ্রমণে ভ্রমির মত দুর্ব্বলতা।

পীড়িত অঙ্গে বেদনার সঙ্গে শক্তিহীনতা ও গুরুত্ব বোধ।

মাংসপেশী মধ্যে বজ্ বজ্ করে, আরও বোধ হয় যেন তন্মধ্যে জীবন্ত কিছু রহিয়াছে।

মোচড়ান মত বেদনা, তৎসহ যেন স্ফীত হইয়াছে এরূপ বোধ; শ্রম বা কোন দ্রব্য উত্তোলনের পর বৃদ্ধি।

৪। তন্তু।—পেশী সমূহে:—চিড়িকমারা, ছিন্নকর, দপদপানি, গ্যাঁজ গ্যাঁজ করা; যেন জীবন্ত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভব।

অস্থির উপরে চাঁচিয়া লওয়া ভাব।

অস্থিতে শীতবোধ।

নানাস্থানে শিরা স্ফীতি।

বাত ও বাতরক্ত পীড়া বা উপসর্গ, বিশেষতঃ প্রস্রাব, অর্শ কিম্বা ঋতুর পীড়ার সঙ্গে।

৫। সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—যানারোহণে পায়ে বেদনা।

অশ্বারোহণের পর ভ্রমি।

স্পর্শ: ১৯, ২০, ২৩। চাপ: ২১,৪৬। ঘর্ষণ: ৩২। কণ্ডূয়ন: ৪, ৪৬।

৬। চর্ম্ম।—জ্বালাকরা, সূচীবেধ, ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন, একস্থানে হইলে পুনর্ব্বার শীঘ্রই সেই বা অন্য স্থানে আক্রমণ।

স্ফোটক শীঘ্র পাকাইয়া দেয় এবং পুনর্ব্বার হওয়া নিবারণ করে।

লাল পীড়কাসকল; তৎসহ দ্বষ্টবৎ ও হাজিয়া যাওয়া মত বেদনা।

লাল লাল পষ্টুল সকল তৎসহ জ্বালা, চুলকানি ও সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা; চাপ দিলে বেদনা এবং ক্রমে কটাবর্ণে পরিণত হয়।

শিরাস্ফীতি। পীড়কা সকল ফাক ফাক, কখন কখনও একস্থানে ঘন বা অবিরল ভাবে প্রকাশিত হয়।

লিম্ফাটিক স্ফীতি (Lymphatic swellings)।

কামলা, তৎসহ ফেঁকাশে, শুষ্ক মল; কিম্বা প্রচুর জলবৎ ভেদ।

নাভিরচতুর্দ্দিকে পুরাতন হরিদ্রাবর্ণের উদ্ভেদ হইতে ছালউঠে।

বাম,অক্ষিপুটের উপরে, মসক দংশনের ন্যায়, লাল দাগ, কিন্তু স্ফীতিতে চক্ষু বুজিয়া যায়; পরদিন মুখমণ্ডলে, কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে ও গ্রীবায় ঐরূপ দাগ; তৃতীয় দিবসে চিবুক এবং নাসিকাতে, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; সন্ধ্যার সময় ফোস্কার মত হইয়া জলবৎ তরল রস পড়িতে থাকে।

৪৭ অবস্থা।—যে স্থলে বৃক্ক ও মূত্রস্থলীর লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে সেই স্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী হয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—বার্বেরিসের প্রতিবিষ: ক্যাম্ফর।
বার্বেরিস প্রতিষেধ করে: একোনাইট।

ব্রাইওনিয়া এল্‌বা।

পরীক্ষক।—হানিমান।

১ মন।—রোগী বাটী যাইতে ইচ্ছাকরে।
কারণ ব্যতীত অত্যন্ত হতাশ এবং অতিশয় বিষণ্ণ স্বভাব।
উদ্বেগ. গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি. বহির্বায়ুতে উপশম।
খিটখিটে স্বভাব, একাকী থাকিতে ইচ্ছা; উগ্র স্বভাব; সহজে ভীত ও বিরক্ত হওয়া।
অত্যন্ত রাগী ও একগুয়ে স্বভাব। রাগাদি জন্য মন্দ ফল।

২ চৈতন্য।—বাম অক্ষি গোলকে ও কপালে বাহির দিকে ঠেলিয়া আনার মত চাপ, বিশেষতঃ অবনত হইলে।
শিরঃপীড়া, সামান্য সঞ্চালনে এমন কি অক্ষিপুট সঞ্চালনেও বৃদ্ধি।
উচ্ছেদ বিলোপ জন্য মস্তকে অসাড় ও ভার বোধ।
মস্তক বেদনা ও গোলমেলে ভাব, যেন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে; প্রাতে জাগিয়াও উঠিতে ইচ্ছা হয় না।
মাথাঘোরা:—যেন সমস্ত দ্রব্য ঘুরিতেছে; যেন মস্তক চারিদিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে; উঠিলে বা মস্তক উত্তোলন করিলে; ঘুরিয়া পশ্চাৎ দিকে পড়িতে হয়; শৈত্যে উপশম।
মস্তক মধ্যে, যেন মস্তিষ্ক পদার্থ অনেক হইয়াছে আর ধরে না, বাহির হইয়া আসিতেছে।
মস্তকে রক্ত উঠা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতঃকালে, জাগিবা মাত্র নহে চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র শিরঃপীড়া আরম্ভ।
বামচক্ষুর উপরি ভাগে চাপযুক্ত বেদনা, তৎপরে পশ্চাৎ মস্তকে, তথা

হইতে সর্ব্বাঙ্গে ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়; আহারান্তে এবং দ্রুত সঞ্চালনে বেদনা এত বৃদ্ধি পায় যে মস্তক মধ্যে স্পষ্ট দপ দপ করিতেছে বুঝা যায়।

সম্মুখকপালের বরাবর ছিন্নবৎ বেদনা, তথা হইতে পৃষ্ঠদেশ, পরে দক্ষিণ বাহুতে যায়।

দক্ষিণ রগে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, উহা প্রধানতঃ উপর কসের দাঁতে ও গ্রীবার পেশীতে বিস্তৃত হয়।

প্রাতে জাগিলে মস্তকের শীর্ষ দেশে দপদপে কামড়ানি।

পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া, স্কন্ধ পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হয়; চিৎ হইয়া শুইলে এবং প্রাতে জাগ্রত হইলে শিরঃপীড়া।

শিরঃপীড়া, যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; প্রাতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি।

• বহির্মস্তক।—প্রাতে মস্তক আঠা আঠা বোধ হয়, মস্তক শীতল।

মস্তকের চর্ম্ম স্পর্শে বেদনা, এমন কি কোমল ব্রস্ সহ্য হয় না।

মস্তক খুস্কিপূর্ণ ও খস খসে।

• চক্ষু।—বাম অক্ষি গোলকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য ও চাপযুক্ত বেদনা, সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং এরূপ অনুভব হয় যেন চক্ষু ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং গোলক মধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে।

দক্ষিণ চক্ষুতে জ্বালা করা ও জল পড়া।

দক্ষিণ উপর অক্ষিপুটের স্ফীত ভাব।

বাম উপর অক্ষিপুটে বেদনাবিহীন উৎক্ষেপ তৎসহ তাহাতে ভারিবোধ।

পুনঃ পুনঃ অশ্রুস্রাব।

• কর্ণ।—শব্দ অসহিষ্ণুতা।

মস্তক মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ করা, ঝিল্লি রবের মত।

কর্ণমধ্যে গুন্‌গুন্ গর্জ্জন ও ঘণ্টা বাদ্যবৎ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগে স্ফীতি, আরক্ততা, চৈতন্যাধিক্য ও উষ্ণতা বোধ; সময়ে সময়ে কর্ণ মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সেই সঙ্গে কর্ণের নিচের বীচি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

৭ নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

প্রাতঃকালে উঠিলেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দিবসে তত নহে, কখন কখন নিদ্রাকালে রাত্রি প্রায় ৩টার সময়, রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

স্রাবশীল সর্দ্দি, জলবৎ কিম্বা ঈষৎ সবুজবর্ণের স্রাব।

নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত, স্পর্শ করিলে ক্ষত হইবে এরূপ বোধ। স্ফোটক।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লাল, গরম ; কোমল স্ফীত ভাব।

উপর ওষ্ঠ ও নাসিকায় বিসর্প বা নারাঙ্গা আরম্ভ।

দক্ষিণ চিবুকের সন্ধিকোঠরে চিমৃটী কাটার ন্যায় ও চাপ বোধ, সঞ্চালনে ভয়ানক বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—উপর ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত, লাল ও উত্তপ্ত।

নিম্ন ওষ্ঠ ফাটা, শুষ্ক ও স্ফীত ; বারম্বার ভিজাইতে ইচ্ছা।

পুনঃপুনঃ মুখ নাড়া, যেন চর্ব্বণ করিতেছে। *শিশুগণের মস্তিষ্কপীড়া।

১০ দন্ত।—দন্তগুলি বড় বলিয়া বোধ হয়।

দন্তশূল, শীতল জলে উপশম, মুখমধ্যে উষ্ণ দ্রব্য গ্রহণে বৃদ্ধি।

আহারকালে ছিন্ন ও সূচিবিদ্ধবৎ দন্তশূল, গ্রীবার পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

ধূমপানে উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল বা দন্তে চিড়িক মারিয়া উঠা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ ; মিষ্ট ; তিক্ত ; পচা ও তিক্ত ; খাদ্যদ্রব্যে স্বাদহীন ; অনাহারকালে মুখ তিক্ত।

জিহ্বায় শ্বেত বর্ণের লেপ।

জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং প্রায়ই ঘোর কটাবর্ণ।

জিহ্বা শুষ্ক ; অগ্রভাগ সরস। জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে ফেণাবৎ লালা সঞ্চয়।

মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক ; পানে কেবল ক্ষণিক উপশম।

নিম্ন ওষ্ঠ শুষ্ক, জ্বালাকরা ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; বিশেষতঃ তামাকু সেবনকারীদিগের।

মুখ শোষ তৎসঙ্গে পিপাসাহীনতা বা অধিক পরিমাণ জলপানের তৃষ্ণা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ, তৎসহ খক্ করিয়া খানিকটা শুষ্ক দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা বাহির করা।

১৩ গলমধ্য।—গলা অত্যন্ত শুষ্ক; গলাধঃকরণে (ঢোক গিলিতে) বেদনা ও শুষ্কতা বোধ।

গলার মধ্যে যেন চাঁচিয়া লওয়া মত ভাব।

গলাধঃকরণে যেন কিছু শক্ত মত দ্রব্য আটকাইয়া রহিয়াছে বোধ।

দক্ষিণ টন্‌সিলে চাপযুক্ত বেদনা। বাম টন্‌সিলে অল্প বেদনা।

গলার পশ্চাৎভাগ স্ফীত বলিয়া বোধ হয়।

ফসেস্ মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা, খক্ করিলে উঠে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা; ক্ষুধা শীঘ্র তৃপ্ত হয়।

কোন পদার্থ শীঘ্র পাইতে ইচ্ছা কিন্তু দিলে গ্রহণ করে না।

মিষ্টদ্রব্য, চিংড়ী মৎস্য ও কাফি সেবনে ইচ্ছা।

দুধে ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু একবার উহা পান করিলে রুচি বা ক্ষুধা হয় এবং খাইতে আরম্ভ করে; অক্ষুধা।

প্রবল তৃষ্ণা, প্রচুর শীতল জল পানের ইচ্ছা; উষ্ণ পানীয়ের ইচ্ছা এবং পানে উপশম।

১৫ পানাহার।—আহারের পর: ৩, ১৬, ১৭, ২০, ২১।

অল্প ও পুনঃপুনঃ ভক্ষণ করে।

পান: ১২, ২৬, ২৭। মদ: ১৬।

পুনঃপুনঃ শীতল জলপানে তিক্ত আস্বাদ ও বমনের ইচ্ছা প্রশমিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে হিক্কা, হিক্কাতে মস্তকে এরূপ ধাক্কা লাগে, যেন মস্তিষ্ক পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে কম্পিত হইতেছে।

আহারের পর উদ্গার; তিক্ত ও অম্লযুক্ত।

সন্ধ্যার সময় মদ্য পানজনিত বুক জ্বালা।

সোজা হইতে গেলে বিবমিষা।

সামান্য সঞ্চালনে বিবমিষা হয় বা বৃদ্ধি হয়; তজ্জন্য স্থির ভাবে শুইয়া থাকিতে চাহে।

প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে বিবমিষা এবং বমন।

বমন :—কঠিন খাদ্য, পানীয় নহে; আহারের পরেই খাদ্য দ্রব্য ; তিক্ত বা পচা তরল দ্রব্য বমন, মুখে উহার আস্বাদ থাকিয়া যায়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী পূর্ণ এবং চাপ দিলে বেদনানুভব।

পেট ফাঁপা, এবং শূন্য উদ্গার, তৎসহ আহারান্তে বমন।

পাকস্থলী খালি বোধ, তৎসহ সমস্ত উদর বিস্তৃত বা ফাঁপা।

আহারান্তে পাকস্থলিতে ভারি বোধ, যেন পাথর চাপা আছে।

পাকস্থলি প্রদেশে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন বোধ, কাশিতে গেলে পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা। পাকস্থলি প্রদেশ স্পর্শে বেদনা; এত বেদনা যে কাপড় অসহ্য।

পাকস্থলি প্রদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, সঞ্চালনে বিশেষতঃ পদস্খলনে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—উদরের দক্ষিণ ভাগে কৃত্রিম পঞ্জরাস্থির নিম্নে টানিয়া ধরা বেদনা, দীর্ঘ শ্বাসে বেশী; এমন কি সামান্য বায়ু নিঃসরণে যকৃতে বেদনা লাগে।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে ক্ষণিক সূচীবেধ বোধ, তৎসহ ঐ প্রদেশ সজোরে টিপিলে কিম্বা নিশ্বাস গ্রহণে বেদনা বোধ।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ বেদনা ও জ্বালা করা।

প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—নাভির চারিধারে শূলবৎ বেদনা।

অন্ত্র মধ্যে কল কল ও গড় গড় শব্দ করা।

হঠাৎ অন্ত্রমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, যেন অঙ্গুলির দ্বারা খনন করিতেছে; তাহাতে নত বা দুমড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, অনেকটা বাহ্যে হইয়া গেলে উপশম পায়।

উদরের অত্যন্ত টাটানি বোধ।

উদর মধ্যে বেদনা উপর দিকে উঠে।

উদরে সূচীবেধ ও অন্যান্য বেদনা। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময়:—পিত্তযুক্ত, ক্ষতকারী, তৎসহ মলদ্বারে টাটানি; ঘোলা জলের মত, তাহাতে শাদা ডিম ডিম অজীর্ণ খাদ্যের অধঃক্ষেপ; প্রায়ই রাত্রে ও আহারান্তে; ফল ভক্ষণ করিয়া; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে, তৎপূর্ব্বে পেট বেদনা; জ্বালাকর, গ্রীষ্মকালে বেশী।

পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

দুঃসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধ; মল শুষ্ক, বড় ও কঠিন; অত্যন্ত বেগ দিলে নির্গত হয়।

অর্শ বেদনা করে।

মল কঠিন, কাল, দগ্ধবৎ এবং পরিমাণে অল্প।

২১ মূত্র।—মূত্র:—প্রচুর এবং জলবৎ; অল্প এবং গাঢ় বর্ণ; বিয়ার মদের ন্যায় কটাবর্ণ; লাল বর্ণ; শ্বেতবর্ণের অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবকালে অসাড়ে কএক বিন্দু মূত্র বহির্গত হয়।

২২ পুনংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা প্রবল হয়।

দক্ষিণ অণ্ডকোষে ও শুক্রবাহী নলীতে সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—গভীর শ্বাসগ্রহণে ডিম্বকোষে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা, যেন ক্ষত হইয়াছে; সেই বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ঘোর লাল রক্তস্রাব, তৎসহ কটি দেশে বেদনা।

ঋতু:—শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর; ঘোরাল বর্ণের রক্ত; ঋতু রোধ হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রজঃশূল।

জরায়ুর শোথ, স্ফীতি দিবসে বৃদ্ধি, রাত্রে হ্রাস।

২৪ গর্ভ।—প্রসবান্তিক বেদনা (ভেদালির ব্যথা) সামান্য সঞ্চালনে, এমন কি গভীর শ্বাস গ্রহণে পুনরুত্তেজিত হয়।

প্রসবান্তিক (লোকিয়া) স্রাব প্রচুর, তৎসহ জরায়ু প্রদেশে জ্বালা।

প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ, তৎসহ মস্তক যেন ফাটিয়া যাইবে বোধ।

উরুদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা, স্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

স্তন ভারি; কঠিন ও বেদনাযুক্ত; জ্বালাকর ও ছিন্নবৎ বেদনা।

স্তন্য দুগ্ধ নিঃসরণ অবরোধ বা অত্যল্প নিঃসরণ।

শিশুর মুখে ক্ষত, তজ্জন্য শিশু স্তন মুখে করে না কিন্তু একবার মুখ ভিজাইয়া লইলে বেশ টানিতে থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ ও কর্কশ। লেরিংকস মধ্যে শুড় শুড়ি।

ট্রেকিয়া মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা,পুনঃপুনঃ খক্‌খক্ করিয়া কাসিলে নরম হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—বাধা প্রাপ্ত; দ্রুত ও গভীর, পাঁজরা নড়ে না, শীতল বায়ু ও শীতল জলপানে উপশম।

গভীর নিশ্বাস গ্রহণে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা, অথচ পারে না।

২৭ কাশি।—শুষ্ক কাশি :—ষ্টার্ণাম অস্থির ভিতর দিকে শল্য বিদ্ধবৎ বেদনা; যেন পাকাশয় হইতে কাশি উঠিতেছে।

কাশিতে গেলে বোধ হয় যেন মস্তক ও বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

কাশিতে কাশিতে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে (অনিচ্ছায় এবং তৎ-ক্ষণাৎ); কিম্বা হাত দিয়া বক্ষাস্থি সজোরে চাপিয়া ধরে।

পানাহারের পর কাশির বৃদ্ধি, তৎসহ ভুক্তদ্রব্য বমন।

বিবমিষাতে কাশি আইসে, এবং কাশিতে কাশিতে বমি আইসে।

গয়ারে রক্তের ছিট থাকে।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষ সংকোচ বোধ; গভীর শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়, গভীর শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষে বেদনা অনুভূত হয়।

বক্ষের উপরিভাগে, স্কন্ধের মধ্য দিয়া, শ্বাস গ্রহণকালে সূচীবেধ।

বাম বক্ষে নিশ্বাস গ্রহণ কালে সূচীবেধবৎ যাতনা।

ষ্টার্ণামের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারি বোধ, তাহাতে শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে; গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর; বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে কষ্ট বোধ, তৎসহ দক্ষিণ বগলের গ্রন্থিতে সূক্ষ্ম সূচীবেধবৎ বেদনা।

বামস্তনের নিম্ন দেশে অত্যন্ত বেদনা ; শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ চুচুকের নিম্নে কেবল প্রশ্বাসকালে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

বক্ষের বাম পার্শ্বে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; সঞ্চালন ও শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি, স্থির থাকিলে উপশম।

ডায়েফ্র্যাম প্রদেশেও ঐরূপ বেদনা ; কাশিলে বা নড়িলে বৃদ্ধি।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে শ্বাসাবরোধের ভাব। হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

হৃদপিণ্ডস্থানে খিল লাগা (খল্লী), হাঁটিলে, উঠিলে, সামান্য পরিশ্রম করিলে, এমন কি বাহু উত্তোলন করিলেও বর্দ্ধিত হয়।

হৃদপিণ্ডের আঘাত ভয়ানক প্রবল ও দ্রুতভাবে সম্পাদিত হয়।

নাড়ী :—পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত এবং শক্ত বা টান টান ভাব, সময়ে সময়ে ক্ষণ বিলুপ্ত।

৩০ বহির্বক্ষ।—দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বিতীয় পঞ্জরাস্থিতে এক স্থানে যেন ঘৃষ্টবৎ বেদনা, উহা বক্ষাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনার ন্যায় পশ্চাৎ গ্রীবায় বেদনা।

গ্রীবার দক্ষিণ ভাগের পেশীতে বেদনাযুক্ত কাঠিন্য।

কটিদেশে বেদনা তজ্জন্য ভ্রমণে বা ফিরিতে কষ্ট।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বিশ্রামকালে, দক্ষিণ স্কন্ধমধ্যে বেদনাযুক্ত টান টান ভাব ও চাপ বোধ ; গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসকালে সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা হয়।

দক্ষিণ বাহুমধ্যে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

দক্ষিণ কনুই সন্ধির স্ফীততা সহ সূচীবেধবৎ বেদনা।

কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভিতরদিকে একটি রেখাভাবে ছিন্নবৎ বেদনা।

মণিবন্ধে মচকান ন্যায় বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সন্ধিতে উষ্ণ অথচ ফেকাশে বা বর্ণহীন স্ফীততা।

লিখিতে বা কোন দ্রব্য ধরিতে এরূপ অনুভব হয় যেন অঙ্গুলি-সন্ধি সকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সঞ্চালন এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

লিখিতে গেলে অঙ্গুলি মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল, কষ্টে দেহভার বহন করে।

নিতম্ব মধ্যে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

উরুদেশ মধ্যে ক্লান্তি বোধ, উচ্চে উঠিতে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ উরু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, বেদনা জানুসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ভ্রমণকালে হাঁটু লট পট করে (কম্পিত হয়) ও পরস্পর আঘাত লাগে।

দক্ষিণ পায়ের জানুতে বেদনা, সন্ধ্যাকালে আদৌ হাটিতে পারে না এবং পা স্থিরভাবে রাখিতে বাধ্য হয়; ভিতর দিকে স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে চিমটি কাটা ও ছিন্নবৎ বেদনা।

বাম পায়ের ডিমের বাহির পিঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা,—পদ সঞ্চালন বা স্পর্শে বেদনা অনুভূত হয়।

সঞ্চালনে গুল্ফ মধ্যে টান পড়ে।

পদমধ্যে বেদনা যেন মচকিয়া গিয়াছে বোধ; সন্ধ্যাকালে স্ফীতভা।

ভ্রমণকালে পায়ের তলায় পিন বা সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা অনুভব; উহাতে হাটিতে বাধা দিয়া থাকে।

পদদ্বয়ের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া থাকিলেও বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধ্যে ভারি বোধ; সীসার ন্যায় অনুভূত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্লান্তি ও অলসতা, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের।

বাতরোগ তৎসহ সন্ধিতে স্ফীতি ও আরক্ততা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা জন্য বসিতে বাধ্য করায়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—২৩, ২৮, ৩২, ৩৩। সঞ্চালন: ৯, ১৬, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪৪। চক্ষুগোলকের: ৫। ভ্রমণ: ৩, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪০। পদস্খলন: ১৮। উদ্যম: ২৯, ৩২। সীড়িতে উঠা: ৩৩। উপবেশন: ২, ৩৩, ৩৪। উত্থান: ২, ২৯, ৩৬। নত হইলে: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

হঠাৎ অবসাদ, স্পন্দহীন।

ভ্রমি বা মূর্চ্ছা ; শয্যা হইতে উঠিতে ; অতি সামান্য নড়িতে।

ঘাম বিলোপ জন্য লুকাইয়া আক্ষেপ বৃদ্ধি পাওয়া।

২৭ নিদ্রা।—সমস্ত দিন পুনঃপুনঃ জৃম্ভন। দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

উদ্বেগ ও রক্তমধ্যে অস্বস্তি নিবন্ধন নিদ্রাহীনতা।

রাত্রে ভীতি-জনক স্বপ্ন ও পুনঃপুনঃ জাগরিত হওয়ার জন্য অস্থিরতা।

মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না, কারণ এক বাহু ও পা পুনঃপুনঃ কম্পিত হয়, তৎপরে ঘর্ম্ম হয়।

নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ভয়ে চম্‌কিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে চর্ব্বণ করার ন্যায় নিম্ন চোয়াল নাড়া।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ।

স্বপ্ন :—সাংসারিক বিষয় ; দৈনিক কার্য্য সম্বন্ধীয় ; বিবাদ ও রাগা সম্বন্ধীয় ; উদ্বেগপূর্ণ।

২৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ৩, ৪, ৭, ১৬, ২০, ৪০, ৪৪। মধ্যাহ্ন : ৩। অপরাহ্ন : ৩১। সন্ধ্যা : ১৬, ৩৩, ৪০। রাত্রি : ২০, ২৭, ৩০। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। রাত্রি ৩টার সময় : ৭। প্রাতে হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি : ৩। দিবসে বৃদ্ধি, রাত্রে উপশম : ২৩। দিবস : ৭, ২৩, ৩৭।

২৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতকালে ও শীতল দ্রব্য আহারে ভাল থাকে।

শৈত্য প্রয়োগে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল নিবারণ হয়।

শীতল জল : ১০, ১৪, ১৫, ২৬। শীতল বায়ু : ২৬, ৪০। উষ্ণতা : ১০, ৩২। উষ্ণ বায়ু : ২০।

গ্রীষ্মকালের প্রথমেই পীড়ার প্রকাশ।

৩০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প : তৎসঙ্গে গাত্রের বাহ্যিক শীতলতা ; কম্পের সঙ্গে মস্তকে উষ্ণতা, আরক্ত গণ্ড ও পিপাসা ; প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়ে শীত ; বহির্ব্বায়ু অপেক্ষা গৃহমধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি।

আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ ; শিরা মধ্যে রক্ত ফুটিতেছে বোধ।

উত্তাপ সময়ে উপসর্গ বা রোগের বৃদ্ধি।

এক একস্থানে অল্পকাল স্থায়ী ঘর্ম্ম।

প্রচুর এবং সহজে ঘর্ম্ম, এমন কি শীতল বহির্বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিলেও; প্রচুর নৈশ ও প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।

অম্লাক্ত বা তৈলবৎ ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৪, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৮, ২২, ২৩, ২৮, ৩০,৩১, ৩২,৩৩, ৪০। বাম ৩, ৫, ১৩, ২৩,২৮, ৩৩। দক্ষিণ হইতে বাম ৩০। বাম হইতে দক্ষিণ ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ: ১৬,২৮, ২১। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন ২৩, ২৪, ৩২, ৩৩।

৪৩ অনুভব —শরীরের প্রত্যেক স্থান চাপে বেদনাযুক্ত; প্রাতঃকালে বেশী।

শরীরের নানাস্থানে আকৃষ্টবৎ বাত রোগের ন্যায় বেদনা।

প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সন্ধিতে ক্ষণিক আকৃষ্টবৎ বেদনা ও টান টান বোধ।

৪৪ তন্তু।—শোথের স্ফীতি, দিবা ভাগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং রাত্রে বিদূরিত হয়।

তরুণ স্ফোটকের পুজ শোষণ করে।

পাকস্থলির শীর্ষ স্থানে আঘাতের পর বৃহৎ স্ফোটক।

অস্থি প্রদাহিত, চর্ম্ম বেদনাযুক্ত, ঈষৎ স্ফীত; সর্ব্ব প্রথমে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ ৪, ৭, ৮, ১৭, ২৪, ৩১, ৪৪, চাপ ১৭, ১৮, ৩২, ৪৩। আঘাতের পর: ৪৪।

গুরুচাপ প্রদানে বেদনার উপশম। * মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মে, এমন কি মুখ পর্য্যন্ত পীতবর্ণ। গালের উপরে লাল ও উত্তাপ বিশিষ্ট গোলাকার দাগ।

সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

সমস্ত গাত্রে লাল, লাল, উন্নত উদ্ভেদ (কেবল প্রসূতি ও তাহাদের শিশু সন্তানদিগের প্রায় হইয়া থাকে)।

আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ, কুট কুট করে, বিশেষতঃ সেই সেই স্থান স্পর্শ করিলে।

৩৮ সম্বন্ধ।—একনাইট, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, রসটক্স ঔষধের পরে ব্রাইও-
নিয়া বিশেষ উপযোগী হয়।

ব্রাইওনিযাব পরে এলুমিনা, কালি-কার্ব্ব, নক্সভমিকা, ফস্ফরস, পল-
সাটিলা, রসটক্স, এবং সলফার ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

ব্রাইওনিযার প্রতিবিষ :—একনাইট, এলুমিনা ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা,
ক্লেমেটিস্, কফিয়া, ইগ্নেশিয়া, মিউরেটিক-এসিড, নক্স-
ভমিকা, পলসাটিলা, রসটক্স ও সিনেগা।

ব্রাইওনিযা প্রতিষেধ করে :—রসটক্স, রস-ভেন্, ক্লোরিণ।

সংযোজক (conjunctive) সম্বন্ধ :—কলোসিন্থ।

তুলনা করা :—আর্কটিয়ম লেপা (পৈশিক বেদনা। ভারি, সঞ্চালনে
বর্দ্ধিত ; নিদ্রালুতা, ক্লান্তি)।

ব্যাপটিসিয়া।

পরীক্ষক :—ডব্লিউ, এইচ, বার্ট।

১ মন।—তন্দ্রাদোষ ; কথা শুনিতে শুনিতে বা উত্তর দিতে দিতে নিদ্রা
আইসে।

মাতালের ন্যায় ভাব ; মন স্থির করিতে পারে না ; এক প্রকার পাগ-
লের মত ভাব।

চিন্তা করিতে পারে না, মন দুর্ব্বল বোধ হয়।

শরীব বোধ হয় যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়ান রহিয়াছে;
সেই খণ্ড সকল একত্র করিতে এপাশ ওপাশ করে ; নিদ্রা
যাইতে পারে না যে হেতু খণ্ড সকল সংগৃহীত হয় না।

প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রে কিম্বা সদত।

মন অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু শরীর মৃতবৎ, নড়িতে চড়িতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মস্তক ভারি বোধ হয়, যেন উঠিয়া বসিতে পারে না।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমি। মস্তক ঘূর্ণন, এবং সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ ও
জানু, অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—ভারি, চাপ বিশিষ্ট শিরঃপীড়া।

মস্তিক টাটান, নত হইলে বর্দ্ধিত হয়।

সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া ; তৎসহ নাসিকার মূল দেশে চাপ বোধ ; তৎসহ সমস্ত মস্তক পূর্ণ ও কসা কসা ভাব (tightness)।

মস্তিকের উত্তেজনা, যেরূপ প্রলাপের পূর্ব্বে হয়।

মস্তক ভারি ও বৃহৎ বোধ হয়, তৎসহ মস্তক ও মুখমণ্ডলের অসাড়তা বোধ ; শরীরের নানা স্থানে সূচীবেধ বোধ।

মস্তিকের মূল দেশে বেদনা, তৎসহ পৃষ্ঠদেশের পেশীতে আকৃষ্টবৎ ও অসাড় ভাব।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের শীর্ষ দেশ, বোধ হয়, যেন উড়িয়া যাইবে।

সম্মুখ কপালের চর্ম্মে অত্যন্ত কসা কসা ভাব।

মস্তকের চর্ম্মে টাটানি বোধ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু লাল ও প্রদাহিত দেখায়, শিরাসমূহে রক্তসঞ্চয়।

চক্ষু স্ফীত বোধ হয়, সামান্য অশ্রুস্রাব তৎসহ জ্বালা করা।

আলোক সহ্য করিতে পারে না, চক্ষু জ্বালা করে, কিন্তু জল পড়ে না।

* পুরাতন চক্ষু প্রদাহ।

অক্ষি গোলক টাটান, নাড়িলে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির হ্রাস।

মানসিক গোলযোগের সহিত কর্ণ মধ্যে গর্জ্জনবৎ শব্দ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে ঘন শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে।

নাসামূল প্রদেশে বেদনা।

হাঁচি হয়, বোধ হয় যেন সর্দ্দি লাগিয়াছে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল বিবর্ণ : গণ্ডদেশ পীত, তৎসহ মধ্যস্থানটী লাল ; উত্তপ্ত ও স্পষ্ট লাল হইয়া উঠে ; কাল্‌চে লালবর্ণ।

মুখমণ্ডল ও মস্তকের বাম পার্শ্বের জ্বালা ও কুট কুট করা।

গণ্ডদ্বয় জ্বালা করে।

চোয়ালের পেশীসকল শক্ত বা অনম্য।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের সন্ধিতে বেদনা। * টাইফস্ জ্বর।

১০ দন্ত।—দন্ত ও মাড়ীতে টাটানি; অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে রক্ত পড়ে।
দন্ত ও ওষ্ঠদ্বয়ে ক্লেদ সঞ্চয় (sordes)।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ, তিক্ত।
জিহ্বা স্ফীত ও পুরু বোধ হয়, তাহাতে কথা কহিতে কষ্ট হয়।
জিহ্বা মধ্যস্থানটী বরাবর হরিদ্রাবর্ণ; সর্ব্ব প্রথমে শাদা ও স্থানে স্থানে লাল প্যাপিলি, তৎপরে মধ্যভাগে হরিদ্রা ও কটাবর্ণের লেপ, ধার লাল ও চক্‌চকে; মধ্যাংশে শুষ্ক ও কটা। (দেখ ১৭, ২০)। ‖ জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষতযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—পচাগন্ধ; পারদ ব্যবহারের পরও।
মুখমধ্যে পচা ক্ষত ও লালা নিঃসরণ।
মুখে পচনশীল ক্ষত, প্রচুর লালা; মাড়ী শিথিল, কাল্‌চে লাল, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।
মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক। * জ্বর সকল।

১৩ গলমধ্য।—সংকোচ বোধ, তাহাতে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়।
গলমধ্যে টাটান ও সংকুচিত বোধ হয়।
‖ ফসেস্ কাল্‌চে লাল; কাল্‌চে পচা ক্ষত; টনসিল ও কর্ণমূল গ্রন্থি সকল স্ফীত; বেদনা রহিত।
গলমধ্যে সুড়্‌সুড়ী ভাব তজ্জন্য কাশি; উপজিহ্বা বৃদ্ধি।
কেবল তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে; কঠিন খাদ্য গলায় বাধিয়া যায়।
শ্লেষ্মা প্রচুর ও চটচটে, তুলিতেও পারে না, গিলিতেও পারে না।
অন্ননালীতে পাকস্থালি পর্য্যন্ত সংকোচ ভাব—কেবল জল গিলিতে পারে।

১৪ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা।—জলের জন্য সদত ইচ্ছা; বিবমিষা, অক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—বিয়ার মদ্য ব্যবহারের পর সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি।
প্রথম আহারের পর অলস বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকস্থলিতে চাপ বোধ, প্রচুর বায়ু উদ্গার।
উদ্গারের সঙ্গে বিবমিষা ও পরে কষ্টকর বমন।

বোধ হয় যেন বমি করিবে অথচ বিবমিষা থাকে না, তৎসঙ্গে মাথার বাম দিকে ও বাম বক্ষকে চিড়িক মারা বেদনা (shooting)।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলি মধ্যে যেন নীচু হইয়া গিয়াছে বা নাই এরূপ বোধ, ভ্রমি।

পাকস্থলি প্রদেশে সর্ব্বদা জ্বালা করা অস্বস্তি বোধ, নাভি দেশের মধ্যে শূলবৎ বেদনা, অন্ত্রমধ্যে গড়গড় করা।

সন্ধ্যাকালে পাকস্থলি মধ্যে আক্ষেপ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত মধ্যে বেদনা, পিত্তকোষ পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত; হাটিতে পারে না।

১৯ উদর।—নাভিপ্রদেশে বেদনা ও অস্বস্তি বোধ।

উদর স্ফীত; পূর্ণ বোধ; আধ্মান, বায়ু গড়গড় করা, বমন হইলে উপশম হইবে বোধ হয়।

অন্ত্রমধ্যে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা।

দক্ষিণ ইলিয়েক প্রদেশে চৈতন্যাধিক্য।

উদরের পেশী সমূহ টিপিলে টাটানি বোধ।

বাম কুচকির বীচিগুলি স্ফীত; হাঁটিতে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—কাল্‌চে বর্ণ, পাতলা, দুর্গন্ধ; প্রচুর শ্লেষ্মাবৎ পদার্থের সহিত নরম বাহ্যে; কেবল রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত আম।

দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকর ও ক্ষতকারী মল।

দুর্গন্ধ ভেদ দিবারাত্র; দুগ্ধ ব্যতীত শিশু অন্য কোন পদার্থ খাইতে পারে না।

গাঢ় কটাবর্ণের আমরক্ত মিশ্রিত মল; *টাইফাস।

কোষ্ঠবদ্ধতা; অপরাহ্নে রক্তস্রাবী অর্শ।

আমাশয়; কম্প, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কটিদেশে বেদনা; অল্প অল্প মল; সমস্তই রক্ত, অত্যন্ত কাল্‌চেবর্ণ নহে কিন্তু গাঢ়; বেগ বা কোঁতানি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জিহ্বা কটা, অল্পঅল্প জ্বর, গ্রীষ্ম বা বসন্ত কাল।

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ক প্রদেশে চিড়িকমারা বেদনা।

মূত্র—স্বল্প ও ঘোর লাল। প্রস্রাবকালে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ কুচকিতে এবং অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

অণ্ডকোষ প্রদাহ; নিদ্রা হয় না, যেন শয্যার চতুর্দ্দিকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা। *টাইফয়েড।

প্রসবান্তিক ক্লেদ ক্ষতকারী, দুর্গন্ধ; অত্যন্ত বলক্ষয়।

সূতিকাজ্বর, তৎসহ টাইফয়েড লক্ষণ।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিতে, গলাধঃকরণ কিম্বা স্পর্শে অত্যন্ত টাটান।

স্বরভঙ্গ। স্বর লোপ। এপিগ্লটীসের স্ফীতি, প্রাতঃকালে।

শ্বাসনালী ভুজ এবং ফুসফুস্ হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, তৎসহ শ্লেষ্মা উঠা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস, অপরাহ্ণ ৬টা, তৎসহ কাশি, দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ টাটান, হাঁচি হওয়া।

নিদ্রা হইতে শ্বাস কষ্টের সহিত জাগিয়া উঠে; ফুস্‌ফুস্ কসিয়া ধরে ও সংকুচিত বোধ; সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না; জানালা খুলিয়া মুখ বাহিরের বাতাসে ধরিতে হয়, গাত্রে ভয়ানক উত্তাপ; শুষ্ক জিহ্বা, নাড়ী দ্রুতগতি।

শুইলে শ্বাস কষ্ট, কিন্তু বক্ষের সংকোচ হয় না, উঠিয়া বসিতে, নিদ্রা যাইতে ভয় পাছে দমবদ্ধ হয়।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে শুড় শুড়ি, তাহাতে কাসী হয় (দেখ ১৩)।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ; সঙ্কোচন বোধ।

দক্ষিণ দিকে ফুসফুসে বেদনা; বামদিকে কম, তৎসহ টাটানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী প্রথমতঃ দ্রুত, পরে মৃদু এবং মিলাইয়া যায়।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এত দূর ক্লান্ত হয় যে তিনি সহজে আর কোন অবস্থায় রাখিতে পারেন না। গ্রীবার নিম্নে বেদনা।

গ্রীবার পেশী সকল অনম্য ও অসাড়।

পৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশ কঠিন ও অত্যন্ত বেদনা করিতে থাকে।

কটি দেশ কামড়ান, হাঁটিলে বেশী হয়।

কোমর (sacral) বেদনা, ক্লান্তি বা চাপ বা অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়; সেই বেদনা দক্ষিণ পায়ের নিম্নেও উরুতের চারি ধারে ছড়াইয়া পড়ে।

যেন কোনও কঠিন দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া আছে, তজ্জন্য পুনঃ-পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধে বেদনা, বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্কন্ধে ও বক্ষের চারিদিকে অনম্য ও টাটানি বোধ।

বাম হস্ত অসাড়, তৎসহ কাঁটা বিদ্ধবৎ যাতনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি; অঙ্গুলির ভিতর তীব্র চিড়িক মারা বেদনা।

হস্ত বোধ হয় যেন বৃহৎ হইয়াছে, কম্পান্বিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল।

উরুতের সম্মুখভাগে টাটানি, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

কটিদেশ ও পায়ের ডিমে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

পা নাড়িলে পায়ের ডিমে খাল ধরা।

বামপদ অসাড়, কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা করে।

বাহু ও পদে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ১৮, ৩২, ৩৩, ৩৬। চক্ষু নাড়িলে : ৫। ভ্রমণ : ১৮, ১৯, ৩১, ৩৩। হাটিতে বাধ্য : ১৮, ৩৬। অবনত হইলে : ৩, ৩১। শয্যায় শুইলে : ১৯। শয়নে : ২৬। শয়ন করিতে ইচ্ছা : ৩৫। একস্থানে শয়ন করিতে পারে না ; উঠিতে বাধ্য হয় : ২৬। উপবেশন : ৩৩। অগ্নির নিকটে উপবেশন : ৪০। নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া যায় ; শয্যায় সরিয়া সরিয়া যায়, পশ্চাৎদিকে মস্তক ঠেলিয়া দিয়া শয়ন করে।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, অস্বস্তি, কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা, সন্ধ্যাকালে।

অত্যন্ত আলস্য : শয়ন করিতে ইচ্ছা।

সমগ্র বামাঙ্গের পক্ষাঘাত ; বামহস্ত শক্তিহীন ও অসাড়।

শয্যায় সরিয়া সরিয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—প্রলাপযুক্ত তন্দ্রা দোষ।

উত্তর দিতে দিতে বা কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

নিদ্রা যাইতে ভয় পাছে দম আটকাইয়া যায়।

পরিশ্রান্ত বোধ ; অর্দ্ধ মুদিত নেত্রের ভাব।

শেষরাত্রি ৩ টা পর্য্যন্ত বেশ নিদ্রা যায়, তার পর সকাল পর্য্যন্ত অস্থির ; এপাশ ওপাশ করে।

ঘুমাইতে পারে না ; মস্তক বা সর্ব্বাঙ্গ শরীর শয্যায় ছড়ান রহিয়াছে বোধ।

অস্থির নিদ্রা ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

ক্রমাগত জাগ্রতাবস্থা অথচ স্থির ভাবে থাকে ; দুঃখিত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ১৭, ২৫, ৩৭। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। অপরাহ্ন : ৩, ২০। সন্ধ্যা : ১৭, ৩৬, ৪০। রাত্রি : ১, ৪০। শেষরাত্রি ৩টা : ৩৭, ৪০। দিবাভাগে : ৪০। দিবা রাত্রি : ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—অগ্নির উত্তাপ : ৪০। বহির্বায়ু : ২৬, ৪০। গ্রীষ্মকাল : ২০। বসন্ত : ২০।

বহির্বায়ুতে অনিচ্ছা। * গলক্ষত।

কম্প ১০টা কিম্বা ১১টা পূর্ব্বাহ্নে ; অপরাহ্নে অতিশয় উত্তাপ। *ফুস্ফুসের উপসর্গ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সমস্ত দিন কম্প ; সমস্ত শরীর টাটানি ; পূর্ব্বাহ্নে অগ্নির নিকটে বসিয়া থাকিলেও পৃষ্ঠ দিয়া শীত।

খোলা বায়ুতে যাইলে শীত ; পৃষ্ঠদেশ ও নিম্নাঙ্গে শীত ; সন্ধ্যায়।

সর্ব্বাঙ্গশুষ্ক ও উত্তাপযুক্ত, সময়ে সময়ে শীত, প্রধানতঃ পৃষ্ঠদেশ বরাবর।

রাত্রে উত্তাপ; পদদ্বয়ে জ্বালা তাহাতে ঘুম হয় না।

অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গরম, কেবল পা টাণ্ডা।

রাত্রি ৩ টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, গাত্র উষ্ণ, যেন বোধ হয় শীঘ্র ঘর্ম্ম হইবে।

ক্ষয়রোগে উৎকৃষ্ট; শীত পূর্ব্বাহ্ন ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা; অত্যন্ত জ্বর, তন্দ্রাদোষ।

▮ ▮ আন্ত্রিক ও মস্তিষ্ক্য-বিকারের জ্বর। ▮ টাইফসের প্রথমে, যখন কেবল স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ বা প্রধান হইতে থাকে।

▮ জাহাজে বা নৌকায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত খাদ্য ও যত্নের ত্রুটীতে জ্বর।

প্রথমাবস্থায় জিহ্বায় শাদা লেপ, ধার লাল; কিম্বা কটা বা হরিদ্রাক্ত মধ্যস্থল; তিক্ত বা খারাপ আস্বাদ; খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না; পুনঃ পুনঃ হল্‌দে হল্‌দে মল; দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে বেদনা ও গ্যঁজ গ্যঁজ করা; নাড়ী দ্রুত; জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; যে পার্শ্বে শুইয়া থাকে তাহা বেদনা বোধ হয়; *টাইফয়েড।

অনুভব হয় যেন ঠিক তাঁহার ন্যায় আর একজন তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে। *টাইফয়েড।

▮ ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকিলে উপসর্গ কম বা উপশম হয়; কপাল মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম। *টাইফস্।

দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; কটি দেশে হইতে চারিদিকে বেশী।

৪১ আক্রমণ।—থাকিয়া থাকিয়া বেদনা আইসে: ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৬, ২৮, ৩১, ৪০। বাম: ৮, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৬। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ১৩, ৩১, ৩২, ৪৩। কটিদেশ হইতে চারিদিকে: ৪০।

৪৩ অনুভব।—মস্তক ও হস্ত অতিশয় বৃহৎ বলিয়া অনুভূত হয়।

৪৪ তন্তু।—দুর্ব্বলতা, তৎসহ রস রক্তের পচন প্রবণতা।

সমস্ত সন্ধির অনম্য ভাব, যেন মচকাইয়া গিয়াছে ; সর্ব্বাঙ্গ শরীরে
বাতের বেদনা ও টাটানি অনুভব।

নিঃস্রব ও বহিঃস্রব সকল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত, বিশেষতঃ মুখের ; পচিবার উপক্রম।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপ অসহ্য ; এজন্য সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে ; বোধ হয় যেন শয্যাক্ষত হইবে।

স্পর্শ : ২৬। চাপ : ১০, ১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—সমস্ত ত্বকে জ্বালাকরা, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অত্যন্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গাত্রে দাগ ; উন্নত নহে ; অনিয়মিত আকারবিশিষ্ট।

হাম অথবা আমাবাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

টন্‌সিল, মুড়ুলা ও আল্‌টাকরায় উদ্ভেদ ঘন ; দুর্গন্ধ শ্বাস ; লাল পড়া ; দুর্ব্বলতা। * বসন্ত।

৪৭ অবস্থা।—শিশুদিগের ; দুর্গন্ধ ভেদ।

বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ; রক্তামাশয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ :—আর্নিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিনম (বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থায়—অসুখ অসুখ বোধ, স্নায়বিকতা, আরক্ত মুখমণ্ডল বা তন্দ্রা দোষ এবং সর্ব্বাঙ্গে পেশীতে টাটানি বোধ,) হায়োসায়েমস, ক্যালি-ক্লোরেট, ল্যাকেসিস্‌, মিউরেটিক-এসিড,-নাইট্রিক এসিড, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, রসটক্স।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

এইরূপ † চিহ্নিত লক্ষণগুলি ব্যারাইটা-এসিটেট হইতে গৃহীত।

১ মন।—স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা ; *শিশুকে শিখান যায় না,* কারণ কিছুই মনে রাখিতে পারে না ; অমনোযোগী।

† ভুলো ভুলো বা বিস্মৃতিযুক্ত ; কথা কহিতে কহিতে ইতি মধ্যে বিশেষ জানা বাক্যগুলি মনে আইসে না।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ; বালকত্ব ভাব। বৃদ্ধব্যক্তিদিগের।

শিশুগণ খেলা করিতে চাহে না, কেবল কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বিষণ্ণতা ; মনোভঙ্গ ; সামান্য বিষয়ে দুঃখ।

† মনুষ্য বা অপরিচিত লোক দেখিলে ভয়।

অনুমান করিতে থাকে যেন তিনি (স্ত্রী) উপহসিত বা সমালোচিত হইতেছেন, এজন্য ভয়ে সে দিকে চাহিয়া দেখেন না।

তাঁহার ভবিষ্যৎ ও গৃহস্থালী ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা বা উদ্বেগ।

† অস্থির বা অব্যবস্থচিত্ত—ক্রমাগত মনের ভাব পরিবর্ত্তন করে।

আত্ম-বিশ্বাস শক্তির লোপ ; নিরাশ, ভীরু।

† হঠাৎ রাগ প্রকাশ কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গেই ভীরুতা আসিয়া যোগ দেয়।

অনুমান করেন যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তিনি জানুর উপর দিয়া বেড়াইতেছেন।

২ চৈতন্য।—মস্তকঘূর্ণন : তৎসহ বিবমিষা নত হইলে ; বৃদ্ধদিগের।

সন্ন্যাসরোগ : মাতালদিগের ; ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের, যাহারা বালকবৎ—চৈতন্য অস্পষ্ট, বাক্য রাহিত্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সন্ধ্যাকালে শিরঃপীড়া। প্রত্যেক শব্দে মস্তিষ্কে বেদনা লাগিতে থাকে।

চক্ষুর ঠিক উপরে শিরঃপীড়া।

শীর্ষদেশে খোঁচা বা প্রেক বিদ্ধবৎ চাপ, ঐ চাপ সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে ; সূর্য্যের উত্তাপে বা রৌদ্রে দাড়াইলে।

৪ বহির্মস্তক।—রগ ও সম্মুখ কপালের চর্ম্ম যেন অতিশয় কসা বা টান টান ভাব।

† মস্তকে অর্ব্বুদ (encysted tumour)।

মস্তকের শীর্ষদেশে (চাঁদিতে) টাক।

মস্তকে সহজে ঠাণ্ডা লাগে। যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে, সেই পার্শ্বের বুকে বেদনা।

শিশুদিগের মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, মস্তকে খুষকি, মরামাস, কিম্বা সরস

মামরী, উহা কণ্ডূয়নযুক্ত ও জ্বালাকর; উহাতে চুল উঠিয়া যায়, গ্রীবা দেশের গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত।

৫ চক্ষু।—বৃদ্ধ বয়স জন্য দৃষ্টির দুর্ব্বলতা।

ঘোর দৃষ্টি; পড়িতে পারে না।

চক্ষুর সম্মুখে জাল জাল এবং কাল কাল দাগ।

আলোকে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় ও অন্ধকারে চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল।

† অক্ষি তারা পর্য্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত এবং একবার বিস্তৃত; অসমান।

স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে, কিম্বা ঊর্দ্ধ বা পার্শ্বে চাহিলে চক্ষু মধ্যে অত্যন্ত চাপ বেদনা। নিম্ন দিকে তাকাইলে ভাল থাকে।

কর্ণিয়া অস্বচ্ছ; চক্ষুপ্রদাহ তৎসহ চক্ষুতে শুষ্কতা বোধ; আলোক বিদ্বেষ।

অক্ষিপুট সংযোজিত হইয়া যায়।

৬ কর্ণ।—কষ্টে শুনিতে পায়, ঈষৎ কালা।

কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ ও ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণে সমুদ্রবৎ গর্জ্জন (প্রত্যেক শ্বাস গ্রহণ কালে)।

হাঁচিতে,গিলিতে বা দ্রুত হাঁটিতে কর্ণ মধ্যে কর কর বা কড়াক্ করিয়া (cracking) উঠা; কর্ণ মধ্যে কণ্ডূয়ন।

দক্ষিণ কর্ণের সম্মুখস্থিত অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ, এবং টানিয়া ধরা বেদনা।

কর্ণে ও কর্ণের পশ্চাতে পুরু মামরী,কর্ণ পশ্চাতে ক্ষুদ্র চেপটা গুটিকা।

দক্ষিণ প্যারটিড্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি,নাসিকা এবং ওষ্ঠ স্ফীত; পেটমোটা ছেলেদের।

পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

হাঁছিলে মস্তিষ্ক মধ্যে দারুণ আঘাত বা আলোড়নবৎ বেদনা।

নাসিকা মধ্যে কষ্টপ্রদ শুষ্কতা; ঘন পীত বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা মধ্যে মামরী এবং মরা ছাল জমা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—ফেঁকাশে; ফুলোফুলো।

৮ মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।
মুখমণ্ডল, রগ, মস্তকের চর্ম্ম প্রভৃতি মাকড়ষার জাল লাগার ন্যায় আকৃষ্ট।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীতি, তৎসহ জ্বালা।
চোয়াল বন্ধ করিতে সন্ধিস্থানে বেদনা।
সব্-ম্যাক্সিল্যারী গ্রন্থির কাঠিন্য ও স্ফীতি।

১০ দন্ত।—খাইতে খাইতে চর্ব্বণে অশক্ত এরূপ দুর্ব্বলতা।
ঋতুর পূর্ব্বে ক্ষয়া দাঁতে বেদনা কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া।
আকৃষ্টবৎ, দপদপ করা ও উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল।
গহ্বরযুক্ত দন্তে উষ্ণ খাদ্য স্পর্শে জ্বালাযুক্ত সূচীবেধ; বাম পার্শ্বের।
মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, স্ফীত।
দন্তশূল সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দন্তশূল বৃদ্ধি পায়, মনকে অন্যমনস্ক করিতে পারিলে দন্তশূল দূরীকৃত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার পক্ষাঘাত; বাক্যলোপ।
জিহ্বার মধ্যস্থানে কঠিন, স্পর্শে জ্বালা করে; অগ্রভাগে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা অনুভব; বাম পার্শ্বে ফাটা ফাটা, তাহাতে হাজিয়া যাওয়ার মত অনুভব হয়।
জিহ্বা মধ্যে অগ্র ও নিম্ন ভাগে ছোট ছোট রসযুক্ত ফুস্কুড়ি।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরমধ্যে অসাড়।
অতি প্রত্যূষে উঠিলে পর মুখ শোষ। সমগ্র মুখের ভিতরে, বিশেষতঃ গণ্ডের ভিতর দিকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি পরিপূর্ণ।
নিদ্রাকালে মুখ হইতে লালা স্রাব।
মুখ হইতে অসহ্য দুর্গন্ধ, নিজে অনুভব করে না।

১৩ গলমধ্য।—ঢোক গিলিতে গলার মধ্যে জ্বালা করা; স্পর্শে বেদনা।
সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে বা পায়ের ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে টন্সিল-প্রদাহ।
টন্সিল প্রদাহযুক্ত হইয়া পূঁজ হইবার উপক্রম, বিশেষতঃ দক্ষিণ; তালু স্ফীত; অনিদ্রা।

টন্‌সিল গ্রন্থির পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য; গলমধ্যে যেন কিছু বাধিয়া আছে এরূপ অনুভব; কঠিন দ্রব্য গিলিতে বেশী হয়।

গলনালি মধ্যে যেন এক গ্রাস খাদ্য বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

গলাধঃকরণ সময়ে যেন একটী ক্ষত স্থান দিয়া উহা যায় এরূপ অনুভব।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের অন্ননালীর আক্ষেপ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার্ত্ত কিন্তু খাইতে পারে না; বোধ হয় যেন তাহার (স্ত্রী) খাদ্য দরকার, কিন্তু খাইতে চায় না।

মুখ শুষ্কতার সঙ্গে পিপাসা, পানে উপশম হয় না।

১৫ পানাহার।—আহারকালে হঠাৎ বিবমিষা।

রুটী আহারের পর বোধ হয় যেন পাকস্থলি মধ্যে একখানি পাথর চাপা রহিয়াছে।

আহারের পর বিবমিষা বা পাকস্থলির চাপ বোধ থাকে না।

উষ্ণ খাদ্য গ্রহণে কাশি; ঠাণ্ডা খাদ্যে ভাল থাকে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—যেন পাকস্থলির ভিতর দিয়া সজোরে বায়ু আসিতেছে তজ্জন্য টাটানি বোধ; আহারের কএক ঘণ্টা পর অম্লরসযুক্ত। অনেকক্ষণ স্থায়ী বিবমিষা।

প্রাতঃকালে বিবমিষা, উদ্বেগ ও হৃদ্‌কম্পন।

মুখমধ্যে হঠাৎ জল জমে।

১৭ পাকস্থলী।—আহারের পর পেটে চাপ পড়া। পাকস্থলি মধ্যে ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব, উদ্গার উঠিলে উপশম বা আরাম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিলে বা চাপ দিলে দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র স্থানে কামড়ানি।

১৯ উদর।—কঠিন ও স্ফীত।

রাত্রে উদর প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা করা।

নাভির নিম্নভাগ স্ফীত ও পূর্ণ, চিৎ হইয়া শুইলে যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এরূপ বোধ।

উদর প্রাচীরে বেদনাযুক্ত ও টানটান।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যল্প, কঠিন, মল কষ্টে বহির্গত হয়।

হঠাৎ দুর্ব্বার বাহ্যের বেগ; কটিদেশে বেদনা; তরল মল, শৈত্য লাগার পর।

গুহ্যদ্বারের চারি দিকে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা করা।

বারম্বার রক্ত ভেদ, তৎসহ উদর স্ফীত।

গুহ্যদ্বারে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব; ছোট ছোট সূত্র কৃমি বহির্গত হয়।

২১ মূত্র।—প্রস্রাবের ইচ্ছা প্রবল; মূত্রধারণে অসমর্থ।

সদত প্রস্রাবের বেগ এবং বারম্বার প্রস্রাব, এক দিন অন্তর রাত্রিতে অধিক হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস।

অণ্ডকোষ ও উরুতের মধ্যস্থানে হাজিয়া যায়।

কোষের চারিদিকে ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু স্বল্প, একদিন মাত্র স্থায়ী।

ঋতুর পূর্ব্বে:—দন্তশূল, মাড়ী স্ফীত, অন্ত্রশূল সহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফীত; ঋতুর ঠিক পূর্ব্বে প্রদর স্রাব।

ঋতুকালে বস্তির উপরে ভারি; কোমরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

২৪ লেরিংক্স।—যেন ধূম শ্বাস পথে প্রবেশ করিতেছে।

স্বর অস্পষ্ট, স্বরলোপ; ফসেস্ এবং লেরিংক্স মধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা জন্ম; বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—উদ্বেগের সহিত শ্বাসকষ্ট; সন্ধ্যাকালে পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে হয়।

উচ্চে উঠিতে বক্ষমধ্যে পূর্ণতা হেতু দ্রুত শ্বাস; শ্বাস গ্রহণকালে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের শ্বাসাবরোধক বা দম আটকান সর্দ্দি, তৎসহ ফুস-ফুসের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা।

২৬ কাশি।—গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত শিশুগণের পুরাতন কাশি, তৎসহ গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও টনসিলের বিবৃদ্ধি; সামান্য শৈত্যে বৃদ্ধি।

অপরিচিত ব্যক্তি গণের সম্মুখে কাশি।

গলমধ্যে সুড়সুড়ী ও শুষ্কতা জন্য আক্ষেপিক কাশি; বৃদ্ধি:—সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত; বাম দিকে শয়ন কালে; প্রবল সঞ্চালনে, অবনত বা উপরে উঠিতে হইলে; শীতল বায়ুতে; আহারে।

রাত্রে কাশি, বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ।

২৮ ফুস্ফুস্।—কাসিতে বক্ষমধ্যে ক্ষত হইয়াছে একরূপ অনুভব হয়।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের আঘাত বা গতি অনুভব করে।

বামদিকে শয়ন করিলে হৃদ্‌কম্পন, তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ড প্রদেশে ক্ষত বোধ ও অত্যন্ত উদ্বেগ; ঐ বিষয়ক চিন্তা করিলে বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ অনম্য।

গ্রীবা এবং স্ক্যাপুলামধ্যে টান টান ভাব।

গ্রীবামধ্যে হুলবিদ্ধবৎ যাতনা।

বহু দিবসের গ্রীবা মচকান।

গ্রীবার চতুর্দ্দিকের গ্রন্থি সমুহের স্ফীতি।

কোমর বেদনা; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; উঠিতে বা পশ্চাৎদিকে নত হইতে পারে না।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুতে বেদনা তৎসহ বগলের গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত।

বাহু উত্তোলন কালে ডেল্‌টয়িড্‌ পেশীতে বেদনা।

বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে অসাড় হইয়া যায়, আঙ্গুলিগুলি ও অসাড়যুক্ত।

আঙ্গুল হাড়া, রাত্রে দপদপানি, ক্ষত ইত্যাদি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—† দক্ষিণ জঙ্ঘা মধ্যে উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে ছিন্নবৎ বেদনা।

সময়ে সময়ে বৃদ্ধি, সময়ে সময়ে হ্রাস।

†বাম পদে জঙ্ঘাতে বরাবর আকৃষ্টবৎ বেদনা।

রাত্রে পা বেদনা, যেমন অত্যধিক ভ্রমণ বা নৃত্য জন্য।

উপর সিড়িতে উঠিতে হইলে পা নেংড়াইয়া যাইতে হয়, উরুদেশের মধ্য স্থানে অসাড়তা হেতু।

উরুতে তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা।

দণ্ডায়মান হইলে পা কাঁপিতে থাকে, কিছু না ধরিলে স্থির থাকিতে পারা যায় না।

রাত্রে পায়ের তলা যেন ঘৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, নিদ্রা হয় না; শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়াইলে ভাল থাকে।

পায়ের ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ।

ভ্রমণকালে পায়ের তলার শক্ত চর্ম্ম বেদনাযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা,তৎসহ কম্প। সন্ধিমধ্যে সূচীবেধ বেদনা; সন্ধি সকল শিথিল বোধ হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ২৭। ভ্রমণ: ১৭,৩৩; দ্রুত: ৬। নৃত্য: ৩৩। উপবে উঠা: ২৬, ২৭, ৩০। এক কোণে বসিয়া থাকে: ১। নত হইলে: ২,২৭। উঠিতে পারে না: ৩১। দাঁড়াইতে পারে না: ৩৬। উঠিলে: ১২, ৩৩। শয্যায় উঠিয়া বসিলে: ৩৬। দণ্ডায়মান: ৩৩,৩৬। রৌদ্রে দণ্ডায়মান হইলে: ৩। পশ্চাৎদিকে নত হইতে পারে না: ৩১। শয়ন করিবার প্রবৃত্তি: ৩৬। শয়ন: ৪, ৩৩। চিৎ হইয়া শয়ন: ১৯। বাম পার্শ্বে শয়ন: ২৯। বাহু উত্তোলন: ৩২।

বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে পীড়া বৃদ্ধি পায়।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্ব প্রকারের স্নায়ুগুলির উগ্রতা, স্নায়বিক ভাবাপন্ন।

দিবসে চমকিয়া উঠা ও সর্ব্বাঙ্গ উৎক্ষেপ।

দুর্ব্বলতা, দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সর্ব্বদা শয়ন করিতে ইচ্ছা এরূপ ক্লান্তি।

সর্ব্বাঙ্গ ভারি। বৃদ্ধ ব্যক্তি গণের সর্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত; স্মৃতি শক্তির লোপ; বালকত্ব, সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; সন্ন্যাস রোগের পর।

অত্যন্ত দুর্ব্বল, শয্যায় উঠিয়া বসিতে পারে না; বসিবার চেষ্টা করিলেই নাড়ী দ্রুত ও কঠিন হয়, কিছুক্ষণ পরে নাড়ীর অনুভব হয় না।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় কথা বলা (বৃদ্ধব্যক্তি)।

রাত্রে পুনঃপুনঃ জাগ্রত হওয়া; বড় গরম বোধ হয়।

নিদ্রা কালে সর্ব্বাঙ্গের পেশীর উৎক্ষেপ।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাপ বোধ; ক্লান্ত, দুর্ব্বল বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১২। অতিপ্রত্যুষে : ১৬। অপরাহ্ণ : ১৬। সন্ধ্যা : ৩,২৬,২৭,৩১,৪০। দিবসে : ২১,৩৬,৪০। রাত্রি : ১৬,২১,২৭, ৩২,৩৩,৩৭,৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ, বায়ু।—বাহ্যিক উত্তাপ : ৪০। সূর্য্য : ৩। উষ্ণখাদ্য : ১০,১৫। শৈত্য : ২৭,৩১। শীতল খাদ্য : ১৫। শীতল বায়ু : ২৭,৩১।

শীতল বায়ু সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক্য; সহজে সর্দ্দি লাগে, গলক্ষত, কাশি, উদরাময়, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা হয়।

পীড়িত শরীর ধৌত বা আর্দ্র করিলে রোগ বৃদ্ধি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত বা কম্পের আধিক্য; যেন শীতল জল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কেহ ঢালিয়া দিতেছে; বাহ্য উত্তাপে ভাল থাকা; শীতের সময় পিপাসা।

পর্য্যায়ক্রমে একবার শীত, একবার উষ্ণতা; সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে।

দিবসে সর্ব্বাঙ্গে অগ্নির মত উত্তাপ লাগে; উদ্বেগ ও অস্থিরতা সহিত রাত্রের আক্রমণ।

দুর্ব্বলকর নৈশ ঘর্ম্ম।

একাঙ্গে (প্রধানতঃ বাম) দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

আহার কালে প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—এক দিন অন্তর : ২১। এক সন্ধ্যা বাদে আর এক সন্ধ্যা : ৪০। সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি : ৩৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪,৬,৮,১০,১৩,১৮,৩৩। বাম . ১০,১১,২৭,২৯, ৩৩, ৪০। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৩,৩৩,৪০। নিম্ন হইতে উচ্চ-দিকে : ৪০। উর্দ্ধদিকের বামাঙ্গের সহিত নিম্নাঙ্গের দক্ষিণ।

৪৩ অনুভব।—স্ফীতি অনুভব।

ত্বকের টানটান ভাব অনুভব করা।

৪৪ তন্তু।—পেশীর হ্রস্বভাব।

বামনাকৃতি, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির অসম্পূর্ণতা।

সর্ব্বাঙ্গের শুষ্কতা ও দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল লাল এবং উদর ফুলো ফুলো; গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদ, জ্বালা করা।

গ্রন্থি সকল স্ফীত ও শক্ত।

লম্বাকৃতি অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

গ্রন্থিতে ক্ষত, নালী ক্ষত (প্রধানতঃ গ্রীবার গ্রন্থি সমূহে)।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ১১, ১৩। চাপ: ১৮। ঘর্ষণ: ৪৬। কণ্ডূয়ন: ৪, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—পায়ের উদ্ভেদ পাকিয়া ক্ষত হয়। দদ্রু।

চর্ম্ম সরস ও ক্ষতযুক্ত। আঁচিল।

গাত্রের এখানে সেখানে জ্বালা করা, চুলকান ও কাঁঠা বিদ্ধবৎ; ঘর্ষণ বা চুলকাইলে উপশম হয় না।

চুলকাইলে কাঁটা ফুটার ন্যায় যাতনা ও ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষতঃ যদি স্থূলকায় হয়।

গণ্ডমালা দোষযুক্ত বালক গণ; বামনাকৃতি; শরীর ও মন দুর্ব্বল; মস্তকে, কর্ণে ও নাসিকার চর্ম্ম উঠা; চক্ষু প্রদাহিত, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ; উদর স্ফীত; মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা; শীর্ণতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমতুল্য ঔষধ:—এণ্টিম-টার্ট (ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত); ক্যাল-কেরিয়া (গণ্ডমালা, সর্দ্দি, ইত্যাদি); ক্যাল্কে-আইওড (বৃহৎ টন্‌সিল গ্রন্থি); কষ্টি, (পক্ষাঘাতের লক্ষণ); কোনায়ম (বৃদ্ধ ব্যক্তি); ডল্‌কেমারা (সর্দ্দি প্রবণতা); ফ্লুরিক এসিড (বৃদ্ধগণ); আইওড (গ্রন্থিসমূহ); লাইকো-পোডিয়ম (টনসিল্); মার্কুরিয়াস (সর্দ্দি, গ্রন্থি সকল, উদরাময়); ফস্‌ফরাস; পলসাটিলা; সিপিয়া (দদ্রু); সাইলিশিয়া (গ্রন্থি,পায়ে ঘর্ম্ম); সল্‌ফর; টেলুরিয়াম (দদ্রু)।

ব্যারাইটা-কার্ব্বের প্রতিবিষ:—এণ্টিম-টার্ট, বেলেডনা, ক্যাম্ফর, ডলকেমারা, জিঙ্কম্।

বিসমথ।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মস্তক ভারি ও গোলযোগ পূর্ণ।
নির্জ্জনতা অসহ্য; সহবাস বা সঙ্গ ইচ্ছা করে।
অব্যবস্থিত চিত্ত। নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন; বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ অর্দ্ধভাগ বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে এবং সময়ে সময়ে পশ্চাৎদিকের মস্তকের ভিতরে চাপ চাপ বেদনা ও ভারি বোধ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
মস্তিষ্কমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দক্ষিণ অক্ষিগোলক হইতে আরব্ধ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৬ চক্ষু।—দক্ষিণ অক্ষিগোলক মধ্যে চাপ, সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে চাপ। চক্ষুর কোণে ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে ঘোর লাল রক্তস্রাব।
নাসিকার মূলদেশে চাপযুক্ত ভাবিত্ব।

৮ মুখমণ্ডল।—মৃত্তিকাবৎ মুখমণ্ডল, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণের দাগ; মুখমণ্ডলের বর্ণের পরিবর্ত্তন, যেন অসুস্থ হইয়াছিলেন।

১০ দন্ত।—দন্তশূল,মুখে শীতল জল লইলে উপশম; জল উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ :—মিষ্ট,অম্লযুক্ত কিম্বা ধাতব—জিহ্বার গোড়ারদিকে।
জিহ্বা :—লাল; শ্বেত বর্ণের লেপযুক্ত, সন্ধ্যাকালে।

১১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সন্ধ্যাকালে শীতল পানীয়ে ইচ্ছা কিন্তু জ্বর নাই।

১৩ পানাহার।—পাকস্থলি মধ্যে যাইবা মাত্র জল বমি হইয়া উঠিয়া যায়।
আহারের পর পাকস্থলি মধ্যে বোঝার ন্যায় চাপ।

১৬ বিবমিষা, ও বমন।—দুর্গন্ধ উদ্গার।
আহারের পর কিম্বা স্তন্য পান করিলে পাকস্থলিতে বিবমিষা।
বিনা কষ্টে পিত্ত বমন।

বমন :—আক্ষেপযুক্ত কাঠ বমি ও পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ (অবক্তব্য) যাতনা; উদরে অস্ত্রোপচারের পর।

১৭ পাকস্থলী।—এক স্থানে যেন একটী বোঝা চাপান আছে।

পাকস্থলিমধ্যে আক্ষেপযুক্ত বেদনা; জ্বালা ও চাপ পর্য্যায়ক্রমে।

পাকস্থলী মধ্যে এক প্রকার কষ্ট অনুভব করা ও জ্বালা করা; লাল বা শাদা জিহ্বা, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা; রক্ত মোক্ষণের পর।

১৮ উদর।—আধ্মান।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ভসকা, দুর্গন্ধ; জলবৎ, দুর্গন্ধ।

২১ মূত্র।—প্রচুর পুনঃ পুনঃ, জলবৎ মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামপূর্ণ স্বপ্নের সহিত রেতঃস্খলন।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শোণিত কাল আলকাতার ন্যায়।

২৭ কাশি।—গয়ার কাল, রক্ত বা রক্তের রেখা যুক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—ভ্রমণকালে বক্ষমধ্যে আক্ষেপিক, চাপযুক্ত বেদনা।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃদপিণ্ডাঘাত।

নাড়ী সংকুচিত কখন কখন সবিরাম।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষাস্থির ঠিক মধ্যস্থলে তীব্র সূচীবেধ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা।

দক্ষিণ হস্তের বাহির পৃষ্ঠে ছিন্নবৎ চাপযুক্ত বেদনা, সঞ্চালন ও স্পর্শে বিদূরিত হয়।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে (বিশেষতঃ নখের ভিতরে) তীব্র ছিন্নবৎ বেদনা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম পদের গোড়ালী ও তলায় ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত ও পায়ের অস্থিতে ছিন্নকর, সূচ বিদ্ধ বৎ চাপযুক্ত বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি : ৩,৩২। ভ্রমণ : ২৮। দৌড়ান : ৮। উঠিলে : ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, এদিক ও দিক ফিরিয়া বেড়ান, উদ্বেগ।

অলসতা ও দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রে পুনঃ পুনঃ জাগরণ :—যেন ভয় কিম্বা ক্লান্তি জন্য।
অশ্লীল স্বপ্ন জন্য অস্থির নিদ্রা, কখন সেই সঙ্গে রেতঃপাত হয়, কখন হয় না।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল. ৩৭,৪০। সন্ধ্যা : ১১, ১৪। রাত্রি : ৩৭। সমস্ত দিন : ১৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল জল : ৮, ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প তৎসহ সর্ব্বাঙ্গ মৃতবৎ শীতল।
প্রাতঃকালে উঠিলে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষে ও মস্তকে গরম বোধ।
শুষ্ক বাহ্যিক উত্তাপ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩,৫,৩২,৩৩। বাম : ৩৩। সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে : ৩,৫। নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে : ৫।

৪৩ অনুভব।—অভ্যন্তর প্রদেশে ভারি বোধ।

৪৪ তন্তু।—পাকস্থলির কর্কট রোগে বিস্‌মথ ব্যবহৃত হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩২। ঘর্ষণ : ৪৬। উদরে অস্ত্রোপচারের পর. ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষত পচনশীল, নীলবর্ণ ; কিম্বা শুষ্ক, পার্চমেণ্ট সদৃশ।
টিবিয়া অস্থির এক দিকে এবং উভয় পায়ের গুল্‌ফ সন্ধির পশ্চাৎ-দিকে কণ্ডুয়ন, ঘর্ষণে বৃদ্ধি ; যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুলকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—বিস্‌মথের প্রতিবিষ.—ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম্, নক্সভমিকা।
বিস্মথের সমতুল্য ঔষধ.—আর্সেনিক, ফস্ফরস, এণ্টিমনিয়ম।

বেলেডনা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—জীবন্ত স্মৃতিশক্তি ; বহুদিনের বিষয় বা ঘটনা স্মরণ থাকে।
স্মরণ শক্তি নষ্ট, কি করিতেছিলেন মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্মৃত হন।
অনুমান করেন যে তিনি ভূত, বীভৎস চেহারা, কাল কুকুর এবং বিবিধ কীট দর্শন করিতেছেন।

প্রলাপ ; কাল্পনিক বিষয়ে ভয় ; রাক্ষস দেখা।

পলাইবার বা লুকাইবার ইচ্ছা।

জীবনে হতাশ, জলে ডুবিবার ইচ্ছা।

কখন বাচাল, কখন মূক।

শয্যা হাতড়ান যেন কোন হারান দ্রব্য অন্বেষণ করিতেছে ও বিড়-বিড় করিয়া বকিতেছে।

আহারের পরিবর্ত্তে হাত। থালা কামড়ায় এবং কুকুরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে।

উন্মত্ততা, কখন খুসী, কখন চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে থুথু দিতে ও কামড়াইতে চায ; নিজে নিজে হঠাৎ ধনী লোক ভাবে।

অত্যন্ত আহ্লাদের সময বিবাদ করিতে থাকে।

প্রচণ্ড প্রলাপ ; উচ্চ হাস্য, পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, মারিতে ও কামড়া-ইতে যাওয়া ইত্যাদি।

কেহ আসিলে ভয়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

উত্তেজনশীল স্বভাব, সহজে ক্রন্দন।

বিমর্ষ ও গম্ভীর চিত্ত। ভীত ও উদ্বিগ্ন।

ভয় করে যে (স্ত্রীলোক) মরিয়া যাইবে।

ক্ষুব্ধ চিত্ত :—অসন্তুষ্ট, আপনা আপনি বিরক্ত।

২ চৈতন্য।—সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর।

অঘোরাবস্থা, যেন মাতাল হইয়াছে।

মস্তকে রক্ত সঞ্চার, মস্তক ভারি ও ঘূর্ণিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের মধ্যস্থলের মস্তিষ্কমধ্যে ঠাণ্ডা বোধ।

শিরঃপীড়া, যেন কপালে পাথর চাপা দেওয়া হইতেছে।

কপালে এবং রগে পূর্ণত্ব ও চাপ পড়া বেদনা, তাহাতে রোগীকে অস্থির ও অসুখী করিয়া তুলে।

মস্তকমধ্যে ও অক্ষিগোলকে বেদনা, চক্ষুদ্বয বোধ হয় যেন কোঠর হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে।

কপালে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া এত বেশী যে হাঁটিতে গেলে চক্ষু মুদিত করিতে হয়; উপবেশন করিলে একটু ভাল, শয়ন করিলে এককালে থাকে না, উঠিলে বা বহির্বায়ুতে যাইলে আবার বেশী।

সম্মুখ মস্তকের বেদনা এত প্রখর যে হাঁটিবার সময় বারম্বার স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য করে; প্রতি পদবিক্ষেপে বোধ হয় যেন মস্তিষ্কও উঠিতেছে এবং পড়িতেছে; কপাল সজোরে টিপিলে শিরঃপীড়ার হ্রাস হয়।

সম্মুখ মস্তকস্থ শিরা সকলের ভয়ানক দপদপানি, এবং বেদনা যেন অস্থি পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিতেছে।

মস্তিষ্কমধ্যে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখভাগে এবং উভয় পার্শ্বে ভয়ানক দপদপানি; উহা মস্তিষ্কের ভিতর ছাড়িয়া উপরের দিকে আসিয়া চিড়িক মারিয়া শেষ হয়।

বাম রগে ও কপালের দক্ষিণ দিকের উচ্চস্থানে তীব্র চিড়িক মারা বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি ও চাপে উপশম।

এক রগ হইতে অন্য রগ পর্য্যন্ত যেন ছুরিকা-বিদ্ধক বেদনা বোধ।

উৎক্ষেপযুক্ত শিরঃপীড়া, দ্রুত হাঁটিতে বা সিঁড়িতে উঠিতে গেলে অত্যন্ত প্রবল হয়।

মস্তকের নানাস্থানে ছিন্নকর, চিড়িক মারা, কর্ত্তনবৎ ও ছিদ্র করিতেছে এরূপ বেদনা, দক্ষিণ দিক ও সম্মুখ দিকে বেশী, পশ্চাৎ মস্তকে কম।

বেদনা হঠাৎ আইসে, হঠাৎ যায়।

সূর্য্যোত্তাপে শিরঃপীড়া।

* বহির্মস্তক।—বহির্মস্তকে এরূপ চৈতন্যাধিক্য যে সামান্য স্পর্শে, এমন কি কেশের চাপেও বেদনা দিতে থাকে।

কপালের উচ্চস্থানে আক্ষেপিক বেদনা আরব্ধ হইয়া হনু ও নিম্ন চোয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

* চক্ষু।—আলোকভীতি, কৃত্রিম আলোকেই বেশী।

দূর দৃষ্টি।

দ্বিত্ব দৃষ্টি অর্থাৎ এক বস্তু দুইটী দেখায়, এবং বোধ হয় যেন ঘুরিতেছে ও পশ্চাৎদিকে চলিয়া যাইতেছে; দ্রব্য সকল উল্টান দেখায়।

চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুৎবৎ আলোক শিখা।

আলোকের চারিদিকে নানা বর্ণ মিশ্রিত মণ্ডলাকার দাগ, তন্মধ্যে লালবর্ণই প্রধান; কখন কখন যেন আলোকটা রশ্মিতে বিভক্ত হইতেছে এরূপ বোধ।

কনীনিকা বিস্তৃত বা প্রসারিত।

চক্ষুর পশ্চাতে গভীর স্থানে বেদনা।

চক্ষু শুষ্ক; অনম্য; চক্ষুতে বালুকা রহিয়াছে এরূপ বোধ।

চক্ষুমধ্যে উত্তাপ ও জ্বালা করা।

অশ্রুস্রাব। চক্ষুর আক্ষেপিক গতি বা সঞ্চালন।

অক্ষিগোলক লাল এবং বহির্গত ভাব।

কঞ্জঙ্কটাইভা লাল শিরায় পূর্ণ; চিড়িক মারা বেদনা; জলপড়া।

চক্ষুর শ্বেত ক্ষেত্র পীতবর্ণ।

চক্ষু প্রদাহ; হঠাৎ উপস্থিত হয়, দক্ষিণ চক্ষুতে বেশী; অত্যন্ত আলোকাসহ্যতা।

অক্ষি কোঠরে বেদনা: প্রায়ই বোধ হয় যেন চক্ষুদ্বয় ছিন্নকরা হইয়াছে, কখন বা বোধ হয় মস্তক মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণদিকের উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

অক্ষিপুটদ্বয় ক্ষত, প্রদাহিত ও স্ফীত বোধ হয়।

* **কর্ণ**।—শ্রুতির চৈতন্যাধিক্য অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা।

বধিরতা, যেন একখানি চর্ম্ম কর্ণের উপরে টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাল্পনিক শব্দে জাগ্রত হওয়া; জাগ্রত হইয়া সামান্য প্রলাপ।

বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কর্ণে নিম্নাভিমুখী ছিন্নবৎ বেদনা।

কর্ণমধ্যে চিড়িক মারা ন্যায় বেদনা, ভাল শুনিতে পায় না।

দক্ষিণ কর্ণ ও দক্ষিণ দিকের মুখ পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণদিকস্থ প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি তৎসহ বিসর্প সদৃশ আরক্ততা ও ভয়ানক চিড়িক মারা বেদনা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা (চৈতন্যাধিক্যতা), তামাক ও ধূমের গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য।

পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকার শুষ্কতা, তৎসহ কপালে শিরঃপীড়া।

কেবল এক নাসিকা দিয়া সর্দ্দিস্রাব।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ নাক ঝাড়িবার সময়,

নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব।

সর্দ্দি বন্ধ হইয়া উন্মাদকর শিরঃপীড়া।

নাসারন্ধ্র ও অধরোষ্ঠের কোণ ক্ষতযুক্ত (বেদনা ও কণ্ডূয়ন রহিত)।

হঠাৎ নাসিকার অগ্রভাগ লাল হইয়া উঠা তৎসহ জ্বালানুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—মস্তকে রক্তাধিক্য সহ; রাত্রে; শিশুগণের।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল লাল এবং উত্তপ্ত, অথবা ফেকাশে ও শীতল; স্ফীত ও উত্তপ্ত।

সমস্ত মুখমণ্ডল জ্বলিয়া যাইতেছে এরূপ বোধ, অথচ গণ্ডস্থল আরক্ত নহে; কিম্বা তৎসহ তৃষ্ণা, গাত্র উত্তপ্ত, পদদ্বয় শীতল।

দক্ষিণ চোয়াল সন্ধি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

বাম অক্ষিকোঠর হইতে কর্ণের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত স্নায়বিক বেদনা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণভাগে পার্শ্ব হইতে রগ পর্য্যন্ত, তথা হইতে কাণের ভিতর ও গ্রীবার পশ্চাৎদিক দিয়া নামিয়া কর্ত্তনবৎ ছিন্নকর বেদনা, স্পর্শ ও সঞ্চরনে বৃদ্ধি, প্রবল চাপ দিলে উপশম।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণে আড়ষ্ট বোধ।

ওষ্ঠাধর কিনারায় ছোট ফুস্কুড়ি, তৎসহ জ্বালা। ওষ্ঠের প্রবল স্ফীতি।

ঠোঁট:—মধ্যস্থান চিরিয়া যায়; শুষ্ক।

যেন নিম্ন চোয়াল পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট এরূপ অনুভব।

১০ দন্ত।—সমস্ত রাত্রি দক্ষিণ দিকস্থ উপর দন্ত শ্রেণীতে (পাটীতে) টানিয়া ধরা বেদনা।

আহারের কএক মিনিট পরে (আহারকালে নহে) দন্তশূল ; ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া আবার ক্রমে হ্রাস হয়।

দক্ষিণদিকের মাড়ীতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি। মাড়ী হইতে রক্তস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ—লবণাক্ত ; অম্ল রসযুক্ত ; তিক্ত কটু ও দুর্গন্ধযুক্ত ; পানাহারকালে পচা স্বাদ।

রুটিতে অম্ল তার লাগে।

তোত্‌লা কথা।

বাক্ যন্ত্রের পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা।

জিহ্বার অগ্রভাগে শীতলতা ও শুষ্কতা বোধ।

জিহ্বা:—প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত, গভীর লাল বর্ণের কণ্টক ; কিনারা ও অগ্রভাগ ঈষৎ লাল।

জিহ্বার অগ্রভাগে যেন একটী ফোস্কা ছিল এরূপ বোধ, স্পর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

জিহ্বা:—মধ্যস্থল শাদা ও কিনারা লাল ; কিম্বা দুইটী শাদা রেখার দাগ ; শুষ্ক ও কাঁটা কাঁটা ; প্রচুর চট্‌চটে ঈষৎ হরিতাভ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মায় আচ্ছাদিত।

১২ মুখমধ্য।—লালা শাদা, ঘন, জিহ্বায় আঠার ন্যায় লাগিয়া যায়।

মুখের শুষ্কতা তৎসহ পিপাসা।

মুখে গরম বোধ।

মুখ শোষের পর লালাস্রাব।

প্রাতে জাগ্রত হইলে মুখে আঠা আঠা মত তৎসহ চাপযুক্ত শিরঃপীড়া।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে এবং ফসেসে শুষ্কতা।

সর্ব্বদা গলাধঃকরণ চেষ্টা ও ইচ্ছা, না গিলিলে যেন দম বন্ধ হইবে এরূপ বোধ।

গলাধঃকরণ সময়ে গলার ভিতর সঙ্কীর্ণতা বোধ যেন কোন দ্রব্য সহজে যাইতে পারে না।

গলার ভিতর টাটান ও ক্ষত বোধ; ভিতর অত্যন্ত লাল চকচকে।

বামদিকের নিম্ন চোয়ালের কোণে এবং টন্‌সিলে কর্ত্তনবৎ বেদনা, স্পর্শে বেদনাশূন্য কিন্তু গিলিবার সময় বেশী।

দক্ষিণদিকস্থ টন্‌সিলের প্রদাহ; ঐ স্থান উজ্জ্বল লাল, জলীয় দ্রব্য গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য।

টন্‌সিলে ক্ষত।

গলনলী হাজিয়া বা চাঁচিয়া যাওয়ার মত, তৎসহ শুষ্কতা ও জ্বালা; ফসেস্ উজ্জ্বল লাল বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ-যুক্ত লাল।

পশ্চাৎ গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ হঠাৎ প্রদাহিত।

১৪ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা।—পিপাসা, লেমনেড পানের ইচ্ছা।

সন্ধ্যাকালে ও মধ্যাহ্নে অত্যন্ত পিপাসা।

সকল প্রকার পানীয়ে, বিয়ার মদ্যে, অম্লে, কাফি ও কর্পূরে বিদ্বেষ।

১৫ পানাহার।—মদে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি করে।

আহারের পর মুখে পচা স্বাদ।

বিয়ার মদ্য পানের পর আভ্যন্তরিক তাপ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—ভয়ানক হিক্কা।

হিক্কাবৎ উদ্গার, অসম্পূর্ণ উদ্গার, কতকটা উদ্গার, কতকটা হিক্কার মত।

পাকস্থলিতে বিবমিষা; মধ্য রাত্রে বমনের নিস্ফল চেষ্টা, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম।

শ্লেষা বমন, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, এবং অজীর্ণ খারাপ ভুক্ত দ্রব্য (জলবৎ) বমন; কিছু তলায় না, রক্তহীন ও দু

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে শূন্য বোধ।

পাকস্থলিতে বেদনাহীন দপদপানি।

পাকস্থলি মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, সঞ্চালনে ও চাপে বৃদ্ধি।

আহারের পর পাকস্থলিতে কঠিন চাপ পড়া।

পাকস্থলি প্রদেশ স্ফীত; তৎসহ পাকাশয়ে বেদনা।

পাকস্থলিতে আক্ষেপযুক্ত, চর্ব্বনবৎ, কর্ত্তনবৎ, আচড়ান, আকর্ষণ মত

বেদনা, রোগীকে পশ্চাৎদিকে নত করিতে বাধ্য করে, পানে বৃদ্ধি।

পাকস্থলিতে খল্লিবৎ আক্ষেপ।

পাকস্থলিতে জ্বালা।

রক্ত বমন; লাল গণ্ড ও কর্ণ মধ্যে শব্দ, পাকস্থলি মধ্যে পূর্ণতা ও উষ্ণতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শে টাটানি।

যকৃত প্রদেশে তীব্র বেদনা; বেদনা দক্ষিণ দিকে শয়নে বৃদ্ধি; বেদনা স্কন্ধ ও গ্রীবা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, চাপ সহ্য করিতে পারে না।

পিত্তশিলা জন্য শূল; যকৃতের কাঠিন্য; কামলা রোগ।

১৯ উদর —উদর স্ফীতি।

নাভির চারিদিকে খিমচান বেদনা, চাপিলে উপশম।

উদর মধ্যে উচ্চ গড় গড় শব্দ করে।

অন্ত্রশূল বোধ হয় যেন উদরে এক স্থানে প্রেক্ বিদ্ধ রহিয়াছে, পেট বেদনা, খিমচি কাটা বা থাবা মারার মত বেদনা।

দক্ষিণ দিকে ইলিও-সিকাল প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য স্পর্শ (এমন কি শয্যাবস্ত্রের) সহ্য কবিতে পারে না।

দক্ষিণদিকেব কুচকির উপরে বোধ হয় যেন একটা কঠিন দ্রব্য ভিতর হইতে বাহিরেব দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে; বসিবার কালে শরীর সম্মুখ দিকে নত কবিয়া থাকে।

বাম কুচকিতে তীব্র চিড়িকমারা বেদনা।

সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা বোধ, বিশেষতঃ ডিম্বাধার প্রদেশে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে মলদ্বারের দিকে চাপপড়া।

সরলান্ত্রের নিম্নভাগে ও মলদ্বারে কামোদ্দীপক সুড়সুড়নি।

মল:—পাতলা, সবুজ শ্লেষ্মা মিশ্রিত, পুনঃপুনঃ, পাতলা; বেগেব সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা, খড়ি বা কর্দ্দমের বর্ণ; খড়ির মত শাদা তাহাতে পিচ্ছিল আম; অম্ল গন্ধ।

বাহ্যের বেগ সহ তরল মল।

অনিচ্ছায় ভেদ, মলদ্বারের পেশীর পক্ষাঘাত।
রক্তস্রাবী অর্শ ; কটিদেশে ভগ্নবৎ বেদনা।
মলদ্বারের পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন।
মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও বাহির হইয়া আসিতেছে বোধ।
মলদ্বার চুলকান ও সেই সময়ে সংকুচিত বোধ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশ্মরী নির্গমনকালে, বৃক্ক হইতে মূত্রনলী বরাবর, আক্ষেপযুক্ত বেগ।

মূত্র :—পরিষ্কার, উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ; পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্র ; প্রথমে পরিষ্কার, তার পর স্থির হইলে ঘোলা ; রক্তের ন্যায় লাল।
মূত্রে তাপ প্রদানে ফস্ফেট অধঃক্ষেপ।
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছার সহিত অল্প অল্প মূত্র।
অসাড়ে মূত্রত্যাগ তৎসহ মূত্রস্থলি মুখের পেশীর পক্ষাঘাত এবং মূত্রস্থলির পক্ষাঘাত হেতু মূত্রাবরোধ বা মূত্রস্তম্ভ।
মূত্রস্থলি মধ্যে ওলট পালট এবং কোঁচকান বোধ, যেন ইহা একটি বৃহৎ কৃমি হইতে হইতেছে অথচ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা রহিত।
শয্যায় মূত্রত্যাগ, অস্থির, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা হ্রস্ব বা কমিয়া যায়।

জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং শিথিলতা।
উপস্থের শিথিলাবস্থায় রাত্রে রেতঃস্খলন।
অণ্ডকোষ মধ্যে তীব্র সূচীবেধ, অণ্ডকোষদ্বয় উপর দিকে আকৃষ্ট।
সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বামদিকের শুক্রবাহী নলীর উপরিভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা।
লিঙ্গমুণ্ডে কোমল বেদনাহীন অর্ব্বুদ।
জননযন্ত্রে ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনির দিকে চাপ বোধ, যেন উদরমধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ যোনি দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে ; প্রাতে বেশী।

যোনির দিকে ভয়ানক চাপপড়া ও ঘন ঘন বেগ আসা, যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ ঐ স্থান দিয়া পড়িয়া যাইবে; নত হইয়া উপবেশনে, এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি; দণ্ডায়মান হইলে এবং সরল ভাবে বসিয়া থাকিলে ভাল থাকে।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ বড় হওয়া; সূচীবেধ ও দপদপানি বেদনা; বেদনা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায়।

জরায়ু প্রদেশে খিঁচান বা থাবা মারা বা ক্ষণস্থায়ী সূচীবেধ; স্থান সকল চৈতন্যাধিক্য, সামান্য আঘাত সহ্য হয় না।

প্রচুর, উত্তপ্ত, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; কখন কাল, জমাট বান্ধা ও দুর্গন্ধি স্রাব; ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্রাব।

রজঃকৃচ্ছ্রতা।

রজোরোধ।

শ্বেত প্রদর; বেদনাসহ।

যোনিতে শুষ্কতা ও জ্বালাকরা।

বয়ঃ সন্ধিকাল:—রক্তাধিক্যতা; বগলের বীচি শক্ত।

২৪ গর্ভ।—প্রসবান্তিক স্রাব দুর্গন্ধি ও উষ্ণ বোধ।

প্রসব বেদনা:—দুর্ব্বল; এককালে রহিত হয়, পানমুচী ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ জরায়ু মুখ আক্ষেপিক রূপে সংকুচিত থাকে।

অর্দ্ধ চৈতন্য, বাক্যলোপ, মুখমণ্ডলের পেশীর ও হস্ত পদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন; জিহ্বার দক্ষিণাংশের পক্ষাঘাত, মুখে ফেণা; প্রত্যেক বেদনাকালে রোগ আক্রমণ।

ফুল অর্থাৎ অমরা পড়ে না, তৎসহ প্রচুর উষ্ণ শোণিত নিঃসরণ, রক্ত শীঘ্র জমাট বাধে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ; কর্কশ স্বর।

এককালীন স্বর লোপের ন্যায় দুর্ব্বল স্বর, কথা কহিতে ক্লেশ।

লেরিংক্সের শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, কষ্টকর শ্বাস; উদ্বেগযুক্ত বা ব্যাকুলিত, হ্রস্ব, ভারযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

বৈকালে ও সন্ধ্যায় হাঁপানিবৎ আক্ষেপ, তৎসহ ফুস্ফুসে ধূলিকণা অনুভব।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার আর্দ্রকালে হাঁপানি, নিদ্রার পর বেশী।

দ্রুত, হ্রস্ব অসমান শ্বাসক্রিয়া, কখন মৃদু ও ধীর কখন শ্বাসক্রিয়া হইতেছে কি না অনুভব করা যায় না (শিশুর)।

২৭ কাশি।—শুষ্ক কাশি :—লেরিংক্সের শুষ্কতা জন্য; সন্ধ্যাকালে শয়নের পর। লেরিংক্সের পশ্চাৎদিকে সুড়সুড়ীযুক্ত কূট কূট করা জন্য।

কাশির আক্রমণ, যেন ধূলি শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়াছে; রাত্রে জাগ্রত হয়; শ্লেষ্মা উঠে।

মধ্যাহ্নে ভয়ানক কাশি, তৎসঙ্গে প্রচুর আঠাবিশিষ্ট গয়ার উঠা।

কাশির সঙ্গে প্রাতঃকালে রক্ত মিশ্রিত গয়ার; মুখে রক্তের আস্বাদ।

রাত্রিকালীন কাশি; নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

কাশির আবেগ বা আক্রমণ হাঁচিতে শেষ হয়।

কাশিবার সময় গ্রীবাদেশে চাপযুক্ত বেদনা।

কাশি আসিবার ঠিক্ পূর্ব্বে শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ ১১টা রাত্রি সময়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া খং খং কাশি; মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ আরক্ত; কাশির সহিত ক্রন্দন।

২৮ ফুস্ফুস্।—বায়ুনলীভুজ সমূহে ঘড় ঘড় করা এবং করকর শব্দ হওয়া।

বক্ষমধ্যে ও স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য স্থানে ভ্রমণ বা উপবেশন কালে চাপযুক্ত বেদনা, তৎসহ শ্বাসক্রিয়া হ্রাস।

দক্ষিণ বক্ষে চাপ বোধ, তৎসহ উদ্বেগ।

বক্ষের সংকোচ বোধ, যেন দুই পার্শ্ব হইতে চাপিয়া ধরিতেছে।

দক্ষিণ বক্ষে জ্বালা করা।

দক্ষিণ ফুস্ফুসের শীর্ষদেশে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদ্পিণ্ড প্রদেশে চাপ পড়া জন্য শ্বাসাবরোধ ও উদ্বেগ বোধ।

উচ্চে উঠিতে গেলে বুক ধড়ফড় করা বা এক প্রকার হৃদ্কম্প।

নাড়ী :—দ্রুত, সর্ব্বদা পূর্ণ, কঠিন ; বৃহৎ পূর্ণ ও মৃদু ; কখন ক্ষুদ্র ও কোমল।

গলা ও কপালের পার্শ্বের (ক্যারটিড্ ও টেম্পরাল) ধমনীর দপদপানি।

৩০ বহির্বক্ষঃ —দক্ষিণদিকস্থ শেষ পঞ্জরাস্থির উপাস্থির নিম্নতলে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—পশ্চাৎদিকে মস্তক নত করিতে গ্রীবার বহির্ভাগে চাপযুক্ত বেদনা।

গ্রীবার গ্রন্থি সকল স্ফীত।

বাম স্কন্ধাস্থির বাহিরের দিকে ঐরূপ চাপ পড় বেদনা।

দক্ষিণ স্ক্যাপুলা ও কশেরুকার মধ্যস্থানে আকৃষ্টবৎ চাপ।

কশেরুকামধ্যে চর্ব্বণবৎ ও চিড়িক মারা বেদনা।

মেরুদণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা, বাহির হইতে ভিতরদিকে।

মেরুদণ্ডে জ্বালাকরা, দপদপানি ও টানিয়া ধরা বেদনা।

কোমর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত কামড়ানি।

কটিদেশের কশেরুকাতে বক্রতা বা কুব্জভাব।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধের উপরিভাগ সূচীবেধযুক্ত চাপ।

উর্দ্ধাঙ্গে ভারি ও পক্ষাঘাতের ন্যায় বোধ।

হিউমারস্ অস্থির মুণ্ডের নিম্নে ধারশূন্য ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা।

সমস্ত বাম বাহুতে টানিয়া ধরা বেদনা।

বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

ভ্রমণ কালে বাম কনুইয়ের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উভয় সম্মুখ বাহুর নিম্নের পেশীতে কর্ত্তন ও ছিন্নবৎ বেদনা।

হাত সহজে ফিরাইতে বা নাড়িতে পারে না।

বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মূল সন্ধি স্থলে বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মধ্য সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক ছিন্নবৎ বেদনা।

হস্তদ্বয়ে অসাড়তা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদেশে এবং পদে এরূপ বেদনা যেন অস্থিক্ষয় বা ভঙ্গ হইয়াছে ; গুল্‌ফ-সন্ধি হইতে বঙ্খণ সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা

ক্রমশঃ উত্থিত হইতে থাকে এবং বসিয়া থাকিলে সতত পদ সঞ্চালন ও পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করে; ভ্রমণে বেদনা কম।

নিতম্বের পেশী সমূহে আক্ষেপিক বেদনা।

ঠিক হাঁটুর উপরে দক্ষিণ উরুতের পেশীতে কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, কেবল উপবেশন কালে।

নিম্নাঙ্গের সন্ধি সমূহের, বিশেষতঃ জানুসন্ধিতে, এরূপ বোধ হয় যেন ভ্রমণ কালে (বিশেষতঃ পর্ব্বতাদি অবরোহণে) তাহার অঙ্গ ছাড়িয়া দিবে বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হাঁটুর সন্ধিতে জ্বালাকর হুলবিদ্ধবৎ যাতনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

হাঁটু সন্ধিতে সাইনোভাইটিস; অত্যন্ত প্রদাহ, বিন্দু বিন্দু জল পড়ার ন্যায় টগ্‌বগ্‌ শব্দ বোধ।

পদমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও ভারি বোধ।

বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি সন্ধি স্থানে টান পড়া।

পায়ের অঙ্গুলির পূর্ব্বের অস্থি গুলিতে (metatarsal) বেদনা, যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে।

পায়ের তলায় লৌহবেধ বা খননবৎ বেদনা।

গোড়ালিতে হাঁটিতে গেলে আঘাত প্রাপ্ত মত বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—উর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহে, উন্মাদদিগের দিন দিন বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাতের প্রথমাবস্থার ন্যায়, সঞ্চালনে ভারি ও অবশ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি—কার্য্যে ও সঞ্চালনে অনিচ্ছা।

অস্থিরতা; শরীর, বিশেষতঃ হস্তপদ, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান করিতে বাধ্য।

একভাবে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারে না; কখন শয়ন, কখন উপবেশন, কখন দণ্ডায়মান ইত্যাকার ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতির পরিবর্ত্তন করেন।

সঞ্চালন: ২, ৮, ১৭, ২০, ২১, ৩৩। ভ্রমণ: ৩, ১৭, ২২, ২৮, ৩২, ৩৩। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপ: ৩। উপরে উঠিতে: ৩, ২৯। নামিতে: ৩৩। দাঁড়াইতে: ২২। বসিতে: ৩,

২৮, ৩৩; সরলভাবে বসিতে : ২২। অবনতাবস্থায় বসিতে : ২২। অবনত হইলে : ২। পশ্চাৎদিকে অবনত : ১৭। উঠিতে : ৩। শয়ন ; ৩, ২৭।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গ কম্পন।

দুর্ব্বলতাও মাতালের মত পা টলে।

পেশীসমূহের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ চরণদ্বয়ের।

অস্থিরতা, হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

মুখ, চোয়াল, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীসমূহের আক্ষেপিক সংকোচন বা উৎক্ষেপ।

একদিকের আক্ষেপ, অন্যদিকে পক্ষাঘাত।

শায়িতাবস্থায় শরীর একবার সম্মুখ দিকে এবং একবার পশ্চাৎদিকে আক্ষেপিক সঞ্চালন।

বাহুতে আক্ষেপ আরম্ভ হয় ; *মৃগী রোগ।

এরূপ সজোরে দাঁতকপাটি লাগে যে খোলা যায় না।

সার্ব্বাঙ্গিক অনম্যতা ও কাঠিন্য।

ধনুষ্টঙ্কার, রৌদ্রে কাজ করিতে করিতে অচেতন হওয়া, চোয়াল লাগিয়া যায়, মস্তক উষ্ণ, পা শীতল।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ জৃম্ভন।

সন্ধ্যাকালে হাই উঠার সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; প্রাতে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নাই।

অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইলেও প্রকৃতিস্থ হয় না, বা আরাম মিটে না।

নিদ্রালু অথচ নিদ্রা হয় না।

নিদ্রাকালে এবং জাগিলে পর ভয়ে চমকিয়া উঠা।

নিদ্রাবস্থায় :—উচ্চৈঃস্বরে গান গাওয়া এবং কথা কওয়া ; কোঁথান।

জাজ্বল্যমান স্বপ্ন, অথচ মনে থাকে না।

উদ্বেগ পূর্ণ স্বপ্ন :—যেমন হত্যা ; দস্যু ; অগ্নিভয়।

৩৮ সময়।—পূর্ব্বাহ্নে এবং বেলা ১২টার পর বিরাম। প্রাতঃকাল : ১২, ২৩, ২৭, ৩৬। মধ্যাহ্ন : ১৪, ২৭। অপরাহ্ন : ২০, ২৬। সন্ধ্যা :

১৪, ২২, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪০। রাত্রি : ৭, ১০, ২৭, ৩৩। রাত্রি ১১টা : ২৭। মধ্যরাত্রি : ১৬। দিবা কিম্বা রাত্রি : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—চুল কাটিলে সর্দ্দি হওয়া।

বহির্বায়ু:—৩, ৩৩।

হঠাৎ উষ্ণ হইতে শীতল পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

গৃহমধ্যে আবরণ দ্বারা উষ্ণ হইলে আরাম।

বসন্তকাল :—স্ফোটক ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকাল :—সূর্য্যতাপে বৃদ্ধি ; উত্তাপে : ৩, ২০, ২৬, ৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে শীত বা কম্প, প্রায় বাহুতে আরম্ভ তৎসহ মাথা গরম।

আভ্যন্তরিক শীত সহ বাহ্যিক জ্বালাজনক উত্তাপ।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, মস্তক উষ্ণ।

পৃষ্ঠদেশ বরাবর শীত।

অবিরাম শুষ্ক, জ্বালাজনক উত্তাপ সহ কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম।

উদ্বেগ ও অস্থিরতা সহ আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল আরক্ত ও প্রলাপ।

উত্তাপ প্রধান জ্বর ; অনাবৃতে অনিচ্ছা।

আবৃত অংশে ঘর্ম্ম ; উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গেই বা কিছুক্ষণ পরেই, মুখেই বেশী ঘর্ম্ম ; কাপড়ে ঘর্ম্মের দাগ লাগে ও উগ্রগন্ধ বাহির হয় ; নিদ্রাকালে, দিবা ও রাত্রিতে ; পা হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত।

এককালীন ঘর্ম্ম রহিত।

সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম হঠাৎ দেখা দিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়।

৪১ আক্রমণ।—বেদনা বা উপসর্গ হঠাৎ আইসে এবং ন্যূনাধিক কাল থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়।

বক্ষ বা উদরের এক পার্শ্বে, কটিদেশে কিম্বা এক কনুইয়ে হঠাৎ

ভয়ানক খল্লিবৎ বেদনার আক্রমণ (বিশেষতঃ নিদ্রাকালে); বেদনাযুক্ত স্থান নোয়াইতে বাধ্য করে।

প্রত্যেক প্রসব বেদনার সময়: ২৪।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম: ৩, ৫, ৮, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ৩১, ৩২। ভিতর হইতে বাহিরে: ৩, ৫, ১৯, ৩২। বাহির হইতে ভিতর: ২৮, ৩১। উচ্চ হইতে নিম্নে: ৬, ৪০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ১৮, ৩৩, ৪০। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে: ২। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে: ৮।

৪৪ তন্তু।—রক্তবহা নাড়ীর বৃত্তাকারে সংস্থিত তন্তু সমূহের উপর কার্য্য করে।

শরীরের নানাস্থানের মুখের মাংসপেশীর উপর কার্য্য করে যথা জরায়ু মুখের আক্ষেপ।

শ্লৈষ্মিক ও স্নৈহিক ঝিল্লির প্রদাহ।

অস্থির আবরক পর্দাতে বেদনা; অস্থিপ্রদাহ, আঘাত জনিত, সেই স্থানে বিসর্পসদৃশ আরক্ততা।

সন্ধি সমূহের লাল চক চকে স্ফীতি।

প্রবল স্ফীতিজনক প্রদাহ। গ্রন্থি সমূহে তরুণ স্ফীতি।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ. ৪ ৮,১৮,১৯,৩১। সংস্পর্শ: ৩৩। চাপ. ৩,৮,১৭,১৯,২১। ধাক্কা: ২১,২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বক সংস্পর্শে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

হামের ন্যায় কণ্ডূ।

সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপসহ চর্ম্মের ঈষৎ নীলাভ রক্তিমাবর্ণ।

হাত দিয়া দেখিলে, গাত্র হইতে জ্বালাজনক উত্তাপ অনুভব হয়।

প্রবল বিসর্প-জ্বর, তৎসহ প্রদাহযুক্ত স্ফীতি, এমন কি পচিতে আরম্ভ হয়।

গ্রীবায়, বাহুতে ও পৃষ্ঠে ফুস্কুড়ি।

নিম্নাঙ্গে (উদর পর্য্যন্ত) লাল শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

চর্ম্ম রক্তবর্ণ ও মসৃণ।

প্রচুর রক্তঃ স্রাবকালে আঘাত।

পারদ কিম্বা সিনকোনা অপব্যবহারের পর কামলা রোগ; তৎসঙ্গে পিত্ত কোষে পিত্তাশ্মরী উপসর্গ জড়িত থাকে।

৪৭ অবস্থা।—স্থূলকায় শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুব্যক্তি (লিম্ফাটিক্ কনষ্টিটিউশন)।

যাহারা সুস্থ সময়ে প্রসন্নচিত্ত ও আমোদপ্রিয়, কিন্তু যাহারা পীড়িত হইলে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

স্ত্রীলোক, শিশু, গাঢ় নীলবর্ণ চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী, কোমল ত্বক এই সকল ধাতুতে বেলেডনা উপযোগী।

রোগী গুটিকা রোগ গ্রস্ত; পার্শ্ব বেদনা বা প্লুরিসি।

রক্তপূর্ণ যুবক যুবতীগণের প্রদাহ ও জ্বরসহ নাড়ীর প্রবলগতি ও উত্তাপ, রক্তাধিক্যতা; প্রলাপযুক্ত, এবং আক্ষেপ হইবার উপক্রম।

৪৮ সম্বন্ধ।—বেলেডনার প্রতিবিষ, অধিক মাত্রার :—কাফিয়া, হায়োসায়েমস্। অল্প মাত্রার :—ক্যাম্ফর, কফিয়া, হিপার, হায়োসায়েমস, ওপিয়ম, পলসেটিলা, ভাইনম্।

বেলেডনা প্রতিষেধ করে :—একনাইট, কুপ্রম, ফেরম, হায়োসায়েমস্ মার্কুরিয়াস, প্লম্বম্।

ভিনিগারে বেলেডনার শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত করে।

ক্যামোমিলা, হিপার, ল্যাকেসিস, মার্কুরিয়াস, ফস্ফরস ও নাইট্রিক এসিডের পর বেলাডনা বিশেষ উপযোগী।

বেলেডনার পর সিনকোনা, কোনায়ম, ডলকেমারা, হিপার, ল্যাকেসিস্, রসটক্স, সিনেগা, ষ্ট্রামোনিয়ম, ভ্যালেরিয়ানা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

বেলেডনা ক্যালকেরিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক।

বোভিষ্টা।

পরীক্ষক :—হার্টল্‌ব।

১ মন।—বলিতে বা লিখিতে কথার অপপ্রয়োগ করে।

এত অসাবধান যে হাত হইতে দ্রব্য স্খলিত হয়।

অন্যমনস্কভাব ও কষ্টে মনোযোগ স্থির রাখে।

বোধ ও ধারণাশক্তির মৃদুতা।

একাকী থাকিলে বিষন্ন, নিরাশ, ও হতাশ চিত্ত।

উত্তেজনশীল ও স্নায়ুপ্রধান, প্রত্যেক বিষয় কুভাবে গ্রহণ করে।

সহজে বিরক্ত, সকল বিষয়ে ঘৃণা বা অনিচ্ছা।

২ চৈতন্য।—শূন্যের প্রতি একদিকে চাহিয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণন, প্রত্যূষে পড়িয়া যায়, কিছু ক্ষণের জন্য চৈতন্য বিলুপ্ত হয়।

• মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের গভীর স্থানে শিরঃপীড়া; মস্তক বৃহত্তর হইয়াছে এরূপ বোধ।

রাত্রিকালীন শিরঃপীড়া, উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি।

মস্তক আঘাতিত বোধ হয়।

মস্তক মধ্যে চাপক বেদনা।

প্রাতে দক্ষিণ দিকে এবং সন্ধ্যাকালে বামদিকের শিরঃপীড়া।

• বহির্মস্তক।—করোটীর অত্যন্ত কণ্ডূয়ন বিশেষতঃ গরম হইলে, ক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত চুলকায়; তাহাতেও উপশম হয় না।

করোটী স্পর্শে বেদনানুভব। চুল উঠিয়া যায়।

• চক্ষু।—অক্ষিপুটের প্রদাহ ও রাত্রে সংযোজন।

চক্ষু জ্যোতিহীন।

একদিকে তাকাইয়া থাকা।

দর্শন স্নায়ুর পক্ষাঘাত হেতু দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টি হীনতা।

পদার্থ সকল অতি সন্নিকট দেখায়।

• কর্ণ —অস্পষ্ট শ্রুতি, যাহা বলা যায় তাহার অধিকাংশ ভুল বুঝে।

কর্ণমধ্যে কণ্ডূয়ন, অঙ্গুলি দিয়া নাড়িলে উপশম।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পুঁজস্রাব।

দক্ষিণ কর্ণমধ্যে স্ফোটক, গলাধঃকরণ সময়ে বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র মরা ছালে পূর্ণ।

নাক বন্ধ, নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না।

জলবৎ সর্দ্দি তৎসহ মাথাটলা; নাক ঝাড়িলে কয়েক বিন্দু রক্ত পড়ে।

প্রাতঃকালে নিদ্রাবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তৎসহ শিরোঘূর্ণন।

৮ মুখমণ্ডল।—পর্য্যায়ক্রমে লাল ও পাণ্ডুবর্ণ।

উভয় গণ্ডদ্বয় উষ্ণ, যেন বিদীর্ণ হইবে।

হাপানি কাশির পূর্ব্বে,মুখমণ্ডলের পেশীসকলের আক্ষেপিক সঞ্চালন।

দন্তশূলের পর গণ্ডস্থলের পাণ্ডুবর্ণ স্ফীতি।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় ফাটা, স্থানে স্থানে ফুস্কুড়ি পূর্ণ।

মুখের কোণে ক্ষত।

ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণের স্ফীতি।

ওষ্ঠমধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

১০ দন্ত।—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব।

নিম্ন চোয়ালে ছিন্নবৎ বেদনা; চোয়ালের নিম্নের গ্রন্থির স্ফীতি ও দপদপানি।

ক্ষয়া দন্তে তীব্র আকৃষ্টবৎ বেদনা, উষ্ণতায় ও বায়ুতে উপশম; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্বাদ পচা; তিক্ত।

তোত্‌লা, গদ গদ কথা।

জিহ্বায় ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, হাঁপের পূর্ব্বে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে অসাড় বোধ।

মুখ হইতে পচা গন্ধ। প্রচুর লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে জ্বালা।

গল বেদনা তৎসহ অন্ননালী মধ্যে জ্বালা ও চাঁচিয়া ফেলা মত ভাব।

গলার ভিতর অতিশয় শুষ্কতা; প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে জিহ্বা কাষ্ঠখণ্ডবৎ বোধ হয়।

গলার ভিতর সূচীবেধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মধ্যাহ্নের আহারের ক্ষুধা থাকে না, অন্যান্য সময়ে প্রবল ইচ্ছা থাকে।

আহারের পরও ক্ষুধা। শীতল জলপানের ইচ্ছা।

রন্ধন দ্রব্যে ক্ষুধা থাকে না, কেবল রুটী খাইতে ইচ্ছা।

১৫ পানাহার।—অত্যল্প মদে মত্ততা জন্মায়।

আহারের পর : ১৬,১৯।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারের পূর্ব্বে ও পরে হিক্কা।

পুনঃপুনঃ শূন্য উদ্গার।

শীতের সহিত সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন বিবমিষা।

প্রাতঃকালীন বিবমিষা, কেবল জল বমি; আহার করিলেই উপশম।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে পূর্ণতা ও প্রচাপন।

বেদনাসহ পাকস্থলিতে যেন খানিকটা বরফ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া—উভয়দিকের শেষ পঞ্জরাস্থি প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—নাভির চারিদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

স্থির হইয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

উদর মধ্যে কর্ত্তনবৎ শূল, তৎসহ শীত বা কম্প, দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপে; বাহ্যের পর বেশী।

অন্ত্র শূল সহ লাল প্রস্রাব; আহার করিলে উপশম।

উদর:—স্ফীত; এক একস্থানে ঠোস মারা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অতিসার প্রবণতা, পুনঃপুনঃ উদরাময়ের আক্রমণ, প্রত্যেক মলত্যাগের পর বেগ; ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে উদরাময়।

মলত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা।

প্রথমে কঠিন ও কষ্টে নিঃসৃত মল, অবশেষে পাতলা, এমন কি জলবৎ ভেদ, তৎসহ অধিক পেট বেদনা।

মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার জ্বালা করে ; জলবৎ মলত্যাগের পর জ্বালা অধিককাল স্থায়ী হয়।

মলদ্বার কণ্ডূয়ন, যেমন কৃমি জন্য।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ; এমন কি প্রস্রাব ত্যাগের পরেই পুনরায় মূত্রত্যাগ প্রবৃত্তি।

মূত্র :—উজ্জ্বল লাল ; বেগুণে রং অধঃক্ষেপ।

মূত্র নলী মধ্যে কণ্ডূয়ন, জ্বালা ; অগ্রভাগ প্রদাহিত, ও যেন ছিদ্র রুদ্ধ হইয়াছে অনুভব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রেতঃপাত।

সঙ্গমের পর, মস্তক ঘূর্ণন ও মস্তকে গোলযোগ বোধ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা জন্য পীড়া।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে কামোদ্দীপনা অনুভব।

ঋতু :—প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর প্রচুর জমাট কাল রক্ত ; বিলম্বে ; কেবল প্রাতে বা কেবল রাত্রে।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে সময়ে সময়ে রক্ত দেখা দেয়।

জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা।

শ্বেতপ্রদর ; ঋতুর কিছু দিন পূর্ব্বে বা পরে ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় ভ্রমণ কালে ; হরিতাভসবুজ, ক্ষতকারী স্রাব, কাপড়ে সবুজ দাগ পড়ে ; ঘন, আঠাবৎ।

জননেন্দ্রিয় অভিমুখে বেদনাযুক্ত বেগ ও কটি দেশে গুরুত্ব, মধ্যরাত্রির পর।

২৪ লেরিংকস্।—প্রাতে স্বর ভঙ্গতা।

প্রাতে গলার মধ্যে কর্কশতা ও শ্লেষ্মায় কথা ভার।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হস্ত চালনায় শ্বাসের হ্রস্বতা।

বক্ষে যাতনা, বস্ত্রাদি শ্লথভাবে খুলিয়া দিতে ইচ্ছা।

হাঁপের সঙ্গে আক্ষেপযুক্ত হাস্য ও ক্রন্দন।

২৭ কাসি।—সন্ধ্যায় সরল; প্রাতে শুষ্ক।

প্রাতঃকালে শীতল বাতাস হইতে গৃহমধ্যে আসিলে বক্ষঃস্থলে সুড় সুড় করিয়া কাসী।

২৮ ফুসফুস্।—বক্ষঃস্থলে নানা স্থানে সূচী বেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হস্ত কম্পন সহ হৃদকম্পন।

উপরে উঠিতে স্পষ্ট হৃদ্‌স্পন্দন; যেন হৃদপিণ্ড জলমধ্যে কার্য্য করিতেছে; অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর। নাড়ী দ্রুত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা মধ্যে সূচীবেধ।

প্রাতে গ্রীবা অনম্য।

কটিশূল, অবনত হওয়ার পর অনম্যতা।

মেরুদণ্ডের নিম্নশীর্ষে কোকিলচঞ্চু অস্থির অগ্রভাবে অসহ্য কণ্ডূয়ন; ক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর্ষণ ও চুলকান।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সূচীবেধবৎ, লৌহবেধবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুতে ও হস্তে গুরুত্ব ও শক্তিহীনতা; অতি লঘু দ্রব্য হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হয়।

হস্তের সন্ধিসকল অক্ষম ও আঘাতিত বোধ। বাহুতে কণ্ডূয়ন।

আঙ্গুল হাড়া।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে ক্ষত বোধ।

জানু মধ্যে সূচীবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়।

পায়ের ডিমের পেশী সকল ছোট বা হ্রাস বলিয়া বোধ ও প্রাতে খল্লি।

মচকানের বহু বৎসর পরে, দক্ষিণ পায়ে ভয়ানক শোথযুক্ত স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি সমূহে অতিশয় দুর্ব্বলতা।

বোধ হয় যেন ভগ্ন, আঘাতিত, কামড়ানি, ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—স্থির: ১৯। হস্ত চালনা: ২৬। অতিরিক্ত উদ্যম: ২.৯। ভ্রমণ: ২৩। উচ্চে উঠার পর: ২৯। উত্থিত হইলে: ৩৭। দণ্ডায়মান হইলে: ৩৩। উপবেশন: ৩। নত হইলে: ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—বাতের মত পঙ্গুতা।

সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য এবং ক্লান্তি, বিশেষতঃ সন্ধি সকল।

দুর্ব্বলতা বশতঃ হস্ত হইতে দ্রব্য স্খলিত হয়।

৩৭ নিদ্রা।—বৈকালে ও প্রত্যূষে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

আস্বাতের জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বশতঃ রাত্রের শান্তি ভঙ্গ হয়।

অস্থির নিদ্রার সঙ্গে উদ্বেগপূর্ণ ও ভীতিজনক স্বপ্ন।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অধিক নিদ্রার ন্যায় মাথা কামড়ানি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২,৭,১৩,১৬,২৩,২৫,২৭,৩১,৩৩,৩৭,৪০। পূর্ব্বাহ্ন: ১৬। অপরাহ্ন: ৩৭,৪০। সন্ধ্যা: ১০,২৭,৩৭,৪০। রাত্রি: ৩, ২৩,৩৭,৪০। মধ্যরাত্রির পর: ২৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা: ৪, ১০, ৪৬। গ্রীষ্মকাল: ৪৬। শীতল বায়ু হইতে গৃহে আগমন: ২৭। বহির্বায়ু: ১০। বাতাস অসহ্য।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প প্রধান, উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকট থাকিলেও শীত, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এমন কি রাত্রেও, প্রায়ই পিপাসা থাকে।

বেদনাসহ কম্প।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকাল (৭টা) জ্বর।

কম্পন ও তাপ পর্য্যায়ক্রমে আইসে।

প্রত্যহপ্রাতে (৫টা—৬টা) বক্ষঃস্থলে প্রচুর ঘর্ম্ম।

কক্ষের ঘর্ম্মে পলাণ্ডুবৎ গন্ধ।

৪১ আক্রমণ।—পূর্ণিমায়: ৪৬।

৪২ পার্শ্ব।—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম: ৩। দক্ষিণ ৫, ৬, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—পিপাসা সহিত উত্তাপ বা স্ফুটন।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪। ঘর্ষণ বা কণ্ডূয়ন: ৪, ৩১, ৪৬। কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাণ: ৬।

ধারহীন অস্ত্রাদি ব্যবহারে অঙ্গুলিতে অসাধারণ গভীর চিহ্ন (যেমন ছুরি কাঁচি)।

বস্ত্রাদি সহ্য করিতে পারে না।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রায় সর্ব্বাঙ্গে আস্বাত; কোন কোন স্থলের উদ্ভেদের ব্যাস দুই ইঞ্চি।

লাল লাল ফুস্কুড়ি, জ্বালাকরা ও চুলকান।

আচিল প্রভৃতি মাংস বিবর্দ্ধনে চিড়িকমারা বেদনা।

গরম হইলে কণ্ডূয়ন।

উরুতে এবং জানুসন্ধির ভিতর দিকে লাল ঘামাচীযুক্ত উদ্ভেদ

সরস বা শুষ্ক হার্পিজ।

হস্ত পৃষ্ঠে পামা রোগ।

৪৭ অবস্থা।—হৃদ্‌কম্পন।

শিশুগণ; তোতলা।

৪৮ সম্বন্ধ।—যেখানে রসটক্স উপযোগী হইয়াও রোগ উপশম করে না;

আঘাত: ৪৬।

টারের বাহ্য প্রয়োগের অপব্যবহার জনিত মন্দ ফল: ৪৬।

কাফিতে বোভিষ্টার ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে।

শ্বাসের পর বাত বেদনায় বোভিষ্টার পর এলুমিনা বিশেষ উপযোগী।

বোভিষ্টার প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফর।

বোরাক্স বা সোহাগা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অপরাহ্নে অলস, কোনও কাজ করে না, একটী কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে মন দিয়া থাকে, একটি প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করে; কোন বিষয়ে আবিষ্ট হয় না।

নিম্নাভিমুখে গতি বা সঞ্চালনে ভয়।

অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও ব্যাকুলতা; ১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত উদ্বেগ বৃদ্ধি হয়।

বিষণ্ণচিত্ত, অসন্তুষ্ট এবং অলস, বৈকালে সহজ মলত্যাগের পূর্ব্বে; মলত্যাগ হইলে পর ভবিষ্যত দৃষ্টি করতঃ সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত।

অস্বাভাবিক শব্দে সহজে চমকিত হয়।

২ চৈতন্য।—প্রথমে মস্তকে গুরুত্ব; শেষে মস্তক পরিষ্কার, গোলযোগশূন্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বেলা ১০ টার সময় সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন ও বিবমিষার সঙ্গে মস্তক মধ্যে কামড়ানি।

সম্মুখ মস্তকে চাপযুক্ত বেদনা।

উভয় রগে দপদপানি শিরঃপীড়া।

শীর্ষদেশে সূচীবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—শিশুগণের মস্তক উষ্ণ, মুখমধ্য ও হস্ত তালু গরম।

মস্তকের কেশাগ্রসকল পরস্পর বিজড়িত হইয়া জটা বান্ধিয়া যায়, খোলা যায় না, এই সকল গুচ্ছ যদি কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার তদ্রূপ আকার ধারণ করে।

৫ চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে বাম চক্ষুতে অস্পষ্ট দৃষ্টি।

প্রাতঃকালে, লিখিবার সময়, চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পনের ন্যায় বোধ তজ্জন্য স্পষ্ট দেখিতে পায় না; বোধ হয় যেন উজ্জ্বল তরঙ্গালোক দক্ষিণ হইতে বাম দিকে এবং ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে।

বাম চক্ষুতে ক্রমান্বয়ে কএকবার সূচীবেধ।

বাম চক্ষুর প্রান্তভাগে প্রদাহ, তৎসঙ্গে রাত্রে অক্ষিপল্লব সংযোজন।

দক্ষিণ চক্ষুর বাহ্য প্রান্তভাগে (কোণে) প্রদাহ, তৎসহ পক্ষ্মগুলি অসমান; রাত্রে অক্ষিপল্লব সংযোজন।

অক্ষিপক্ষ্মগুলি ভিতর দিকে ঘুরিয়া গিয়া চক্ষু প্রদাহযুক্ত করে, বিশেষতঃ বাহ্য কোণে, তথায় পল্লবের প্রান্তভাগ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—সামান্য শব্দে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, যেমন কাগজ ভাঁজা, দরজার অর্গল পতন, ইত্যাদি।

কষ্টকৃত শ্রুতি, বিশেষতঃ বাম কর্ণে।

কর্ণে (বামকর্ণে বেশী) বহুবিধ শব্দ যথা গর্জ্জন, ঘণ্টাধ্বনি, বংশিধ্বনি, ঢক্কাবাদ্যবৎ।

বামকর্ণে সূচীবেধ।

উভয় কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব।

উভয় কর্ণের প্রদাহযুক্ত ও উষ্ণ স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

হাঁচিতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে তীব্র সূচীবেধ জন্মায়।

স্রাবশীল সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকা মধ্যে কীট সঞ্চরণবৎ সুড়সুড় করা।

নাসিকা হইতে অধিক ঈষৎ সবুজ, ঘন শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকামধ্যে শুষ্ক চিপীটিকা, তুলিলে পুনর্ব্বার জন্মায়।

বাম নাসারন্ধ্রের সম্মুখ ভাগে, নাসাগ্রের অভিমুখে স্ফোট, তৎসহ নাসাগ্রের ক্ষতবৎ বেদনা ও স্ফীতি।

নাসিকার আরক্ত ও চাকচিক্যবিশিষ্ট স্ফীতি, তৎসহ দপদপানি ও চড়চড় করে অনুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—নিম্নাভিমুখ গমনের সময় উৎকণ্ঠিত মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের বর্ণ রুগ্ন, পাণ্ডুর ও মেটে মেটে।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি, উত্তাপ ও আরক্ততা সহ হনু বা গণ্ডাস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে, মুখ গহ্বরের নিকটে, যেন ঊর্ণনাভ জড়ান রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্নাধরে, একটী মটরের মত বৃহৎ, আরক্ত প্রদাহ-যুক্ত স্ফীতি, তৎসহ, স্পর্শ করিলে, জ্বালাকর টাটানি।

ওষ্ঠাধরে, কীট সঞ্চরণবৎ, সুড়সুড়ী অনুভব।

১০ দন্ত—বর্ষাকালে ক্ষয়িত দন্তে মৃদু বেদনা।

মাড়ীর বহির্ভাগে প্রদাহযুক্ত বৃহৎ স্ফীততা, যাহা অত্যন্ত বেদনা থাকে (মাড়ী-স্ফোটক), তৎসহ ক্ষয়াদন্তে মৃদু বেদনা; মুখমণ্ডলের সমগ্র বামভাগ ও গণ্ডস্থল, চক্ষুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত, স্ফীততা, তথায় জল ফোস্কা জন্মায়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—স্বাদশূন্যতা; তিক্ততা; খাদ্যে, এমন কি লালাতেও তিক্তাস্বাদ।

খাদ্যে স্বাদ থাকে না।

জিহ্বাতে উপক্ষত।

জিহ্বাতে লাল ফোস্কা, যেন উপরিভাগের ত্বক উঠিয়া গিয়াছে; জিহ্বা নাড়িলে বা কোন লবণাক্ত দ্রব্যাদি স্পর্শে বেদনা করে।

১২ মুখমধ্য।—উপলক্ষত :—মুখ-গহ্বরে; গণ্ডস্থলের ভিতরে, সহজে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়; তৎসহ মুখগহ্বরের উষ্ণতা ও শুষ্কতা

তালুর উপরিভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দগ্ধবৎ সংকুচিত, বেদনা করে, বিশেষতঃ চর্ব্বণকালে।

মুখ-গহ্বর অত্যন্ত উষ্ণ।

১৩ গলমধ্য।—তালু সংকুচিত ; স্তনপান কালে শিশু ক্রন্দন করে।

গলার মধ্যে জ্বালা করা ও কর্কশভাব।

গলমধ্যে দুশ্ছেদ্য ঈষৎ শ্বেতাভ শ্লেষ্মা, অতি কষ্টে তবে উঠে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্লযুক্ত পানীয়ে ইচ্ছা।

তামাকুর ধূমপানে ইচ্ছা থাকে না।

আহারের পরই আধ্মানযুক্ত স্ফীততা।

তামাকুর ধূমপানের পর যেন ভেদ হইবে এরূপ অনুভব।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে হিক্কা (শিশুদিগেরও)।

বিবমিষা :—প্রাতঃকালে ; জাগ্রত হইবার পরই বমি হইবার উপক্রম ; জলপানের পর শ্লেষ্মা ও তিক্ত দ্রব্য বমন।

ভুক্ত দ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—ভারী দ্রব্য উত্তোলনের পর পাকস্থলি প্রদেশে বেদনা ; বেদনা কটিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, যেখানে উহা সূচীবেধ প্রকৃতি ধারণ করে ; বেদনা এত তীব্র হয় যে রাত্রিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেও বেদনা লাগে ; প্রাতঃকালে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বামদিকে প্রচাপন।

দ্রুত ভ্রমণকালে বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, যেন কঠিন তীক্ষ্ণ ও গতিবিশিষ্ট খণ্ড সকল উদর মধ্যে নিহিত আছে।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে, নিম্নে অন্ত্র পর্য্যন্ত, কর্ত্তনবৎ বেদনা তৎপরে অতিসার ; হঠাৎ ভেদ।

১৯ উদর।—প্রত্যেক আহারের পর আধ্মানযুক্ত স্ফীততা।

উদর মধ্যে এরূপ বেদনা, যেন ভেদ হইবে।

অতিসার সহ উদর মধ্যে চিমৃটী কাটার ন্যায় বেদনা।

কুচকীতে সূচীবেধবৎ ও চাপযুক্ত বেদনা।

পেট কোমল থল্ থলে ও বসিয়া যাওয়া।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—বারম্বার, নরম, ঈষৎ পীতবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত তৎসহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; সবুজ কিম্বা কটা বর্ণের ভেদ; বেদনা শূন্য, প্রথমে ফেণাযুক্ত, তরল এবং কটাবর্ণ, অবশেষে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, এবং হরিদ্রাবর্ণের মলের অংশ মিশ্রিত; বর্ণ বিহীন, বা চটচটে; ক্রন্দনপূর্ব্ব সবুজ বর্ণ মল (শিশুগণের)।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের প্রবল বেগ ও ইচ্ছা।

প্রস্রাব করিতে রাত্রে অনেক বার উঠিতে হয়।

মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু এক বিন্দুও ত্যাগ কবিতে পারা যায় না।

প্রত্যেক দশ বার মিনিট অন্তর শিশু মূত্র ত্যাগ করে, এবং প্রায়ই মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চিৎকার ও ক্রন্দন করে।

উত্তপ্ত মূত্র।

মূত্রের উগ্র গন্ধ।

মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলী মধ্যে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গম বা রতিক্রিয়াতে ঔদাস্য।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সময়ের পূর্ব্বে ঋতু, পরিমাণে অধিক, তৎসহ বিবমিষা ও উদর বেদনা।

অণ্ডলালের ন্যায় প্রদর, যেন উষ্ণ জল গড়িয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভব; শ্বেতপ্রদর এবং বন্ধ্যাত্ব; ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ক্ষতকারী প্রদর।

২৪ গর্ভ।—প্রবল বারম্বার, ও উদ্গারের সহিত প্রসব বেদনা।

স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ়, এবং মন্দ আস্বাদ বিশিষ্ট; দুগ্ধ শীঘ্র জমিয়া যায়।

যখন শিশু দক্ষিণ স্তনপান করে তখন বাম স্তনে আকুঞ্চক বেদনা।

বাম স্তনে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং শিশুকে স্তনপান করান হইলে পর হাত দিয়া স্তন চাপিয়া ধরিতে হয়, কারণ স্তন শূন্য হওয়াতে বেদনা করে।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সের মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, উহা বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং কাশির উদ্দীপক।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস।

অল্প কয়েক মিনিট পর পর দ্রুত, গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তৎপরে বক্ষের দক্ষিণ ভাগে সূচী বেধ বেদনা, তৎসহ সংযত বেদনা এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও মৃদু শ্বাস গ্রহণ।

উপর তলে উঠিবার পর শ্বাসের হ্রস্বতা, আদৌ একটী কথাও কহিতে পারে না; পরে কথা কহিবার সময় বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ।

২৭ বক্ষ।—ছাতা বা কলঙ্কা পড়ার ন্যায় আস্বাদ এবং গন্ধ বিশিষ্ট সামান্য নিষ্ঠীবন সহ ভয়ানক থকৃথকে কাশি।

প্রাতে উঠিলে এবং সন্ধ্যায় শয়ন করিলে শুষ্ক, শীর্ণকারী কাশি; তৎসহ দক্ষিণ দিকে সূচীবেধ; প্রচাপনে এবং শীতল জল দ্বারা বক্ষঃস্থল প্রক্ষালনে উপশম; মদ্যপানে বেদনা বৃদ্ধি।

রক্তরেখা মিশ্রিত শাদা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাশি।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষমধ্যে সঙ্কোচ বা কসিয়া ধরা।

হাই তুলিলে, কাসিলে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাসে সূচীবেধ।

প্রত্যেক কাশির আক্রমণে দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে চুচুক প্রদেশে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অনিয়মিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলাভ, বিশেষতঃ মুখগহ্বরের, নাসিকার এবং চক্ষুর চারিদিকে, তৎসহ অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল ও পদদ্বয়ের বর্ণ নীলাভ প্রতীয়মান হয়; পীড়ার আক্রমণ সময়ে শিশু অবসন্ন হইয়া পড়ে ও যেন শ্বাসাবরোধ বোধ হয়।

এরূপ বোধ হয় যেন হৃদপিণ্ড দক্ষিণ দিকে এবং নিষ্পেশিত হইতেছে।

নাড়ী কথঞ্চিৎ দ্রুতগতি বিশিষ্ট।

৩০ বহির্বক্ষ।—দক্ষিণ দিকে পঞ্জরের মধ্যস্থানে সূচীবেধ; বেদনার জন্য সেই পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; যদি নিদ্রাকালে বেদনা-

বিশিষ্ট পার্শ্বে শয়ন করে, তবে বেদনার জন্য অনতিবিলম্বে জাগ্রত হইয়া উঠে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশে বাতের মত আকৃষ্টবৎ বেদনা, বাম-স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা প্রসারিত; সন্ধ্যাকালে বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা; ভ্রমণ কালে; উপবেশন বা অবনত হইবার কালে, যেন প্রচাপন হইতে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিস্থলে ও দুই স্কন্ধের মধ্যে আকৃষ্টবৎ, ছিন্নবৎ বেদনার জন্য নত হইতে পারে না।

সামান্য শীত পড়িলে, অঙ্গুলিতে নীহারস্ফোটের ন্যায় জ্বালাকর উত্তাপ এবং আরক্ততা।

দিবা রাত্রি বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দপ দপ করা বেদনা তজ্জন্য রাত্রে পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—অতিশয় নৃত্যের পর বাম পদে ও চরণে বিসর্পসদৃশ প্রদাহ ও স্ফীতি, তৎসহ তন্মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও জ্বালা; স্পর্শে জ্বালাজনক বেদনা বৃদ্ধি; প্রচাপনে ক্ষণকালের জন্য আরক্ততা বিলুপ্ত।

অধিক ভ্রমণ জন্য গোড়ালিতে যেরূপ বেদনা হয় সেইরূপ টাটানি।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

সামান্য শীতে অঙ্গুলিসমূহে নীহার স্ফোটক, জ্বালা, উত্তাপ ও আরক্ততা।

৩৫ অবস্থিতি।—শরীরাভ্যন্তরে অস্থিরতা, তজ্জন্য একস্থানে অধিকক্ষণ শয়ন বা উপবেশন করিতে দেয় না।

ভ্রমণ: ১৫,১৮,৩১,৩৩। নিম্নদিকে গতি: ৮। উপরে উঠিতে: ২,২৬। জিহ্বা সঞ্চালন: ১১। উপবেশন: ৩১। অবনত হইলে: ৩১,৩২। বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন: ৩০।

৩৬ স্নায়ু।—উদরমধ্যে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দুর্ব্বলতা।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, বিশেষতঃ হস্তে, তৎসহ বিবমিষা এবং জানু সন্ধির দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক নিদ্রা।

অত্যন্ত প্রত্যুষে (রাত্রি ৩টা) নিদ্রা ভঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক মধ্যে উত্তাপ জন্য পুনর্ব্বার দুই ঘণ্টার জন্য নিদ্রা হয় না, অথচ উরুদেশে ঘর্ম্ম হয়।

শিশু নিদ্রাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠে, যেন ভয় পাইয়াছে।

অশ্লীল স্বপ্ন, তিনি (স্ত্রী) রতিক্রিয়ার স্বপ্ন দেখেন।

৩৮ সময়।—দিবা রাত্রি: ৩২। প্রাতঃকাল: ৫,৭,১৫,১৬,১৭,২৭,৪০। ১০ টার সময়: ৩। পূর্ব্বাহ্ণ: ১৫। অপরাহ্ণ: ১,৪০। সন্ধ্যা: ৫,২৭,৩১,৪০। রাত্রি: ৫,১৭, ২১,৩২। ১১টা রাত্রি: ১। রাত্রি ৩টা:—৩৭।

৩৯ উত্তাপ, বায়ু।—গ্রীষ্মকালে লক্ষণ সকল বর্দ্ধিত হয়।

বহির্বায়ু: ৩১। শৈত্য: ৪। ঋতু পরিবর্ত্তন: ৪। বর্ষাকাল: ১০। শীতল জলে ধৌত বা প্রক্ষালন: ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রায়ই নিদ্রাকালে শীত ও কম্প।

কম্পপ্রধান, বিশেষতঃ অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা সময়ে।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

অনাবৃত হইলে কম্প।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় উত্তাপ।

শিশুগণের মস্তক, মুখ ও হস্ত তালুর উষ্ণতা।

প্রাতঃকালীন নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—কতক মিনিট অন্তর:—২৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫,৬,৭,৮,১৮,২৬,২৭,২৮,২৯,৩০,৩২। বাম: ৫,৬,৭, ১০,১৮,২৪,৩১,৩৩,৪৬। দক্ষিণ হইতে বাম: ৫। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে: ৫,১৮,৩১। উর্দ্ধাঙ্গের দক্ষিণ ও নিম্নের বাম পার্শ্বে।

৪৩ তন্তু।—সাধারণ বা সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা।

স্বাভাবিক আরক্ত স্থান গুলি শ্বেত বর্ণ হইয়া যায়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৯, ৩৩। প্রচাপন : ২৪, ২৭, ৩৩; দন্তের (চর্ব্বণ) : ১২। ঘর্ষণ : ৪৬। উত্তোলন : ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডল ও হস্তের চর্ম্মে যেন উর্ণনাভ লাগিয়া আছে বোধ।

চর্ম্মের অসুস্থতা; সামান্য উপঘাতে পুঁজ সঞ্চার হয়।

অঙ্গুলি সন্ধির পৃষ্ঠে তীব্র কণ্ডুয়ন, ভয়ানক চুলকাইতে হয়। সোরাইসিস রোগে উত্তম ঔষধ।

গণ্ড স্থলের চারিদিকে আরক্ত উদ্ভেদ।

পুরাতন ক্ষত সকল পাকিয়া উঠে ও পুনর্ব্বার মুখ হয়।

বাম কক্ষ মধ্যে ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—বোরাক্সের প্রতিবিষ :—ক্যামোমিলা, কফিয়া।

ভ্যালেরিয়ানা।

পরীক্ষক :—ফ্রাঙ্ক।

১ মন।—সহজ ধারণাশক্তি। বুদ্ধি মনের উপর প্রাধান্য করে।

শীঘ্র এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যায়।

গোলমেলে বুদ্ধি; অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

ভ্রমপূর্ণ কল্পনা বা চিন্তা; তিনি (স্ত্রীলোক) ভাবেন তিনি অন্য কেহ, স্থান করিবার জন্য শয্যাপ্রান্তে সরিয়া যান; অনুমান করেন যে তাঁহার নিকট জন্তু সকল শয়ন করিয়া আছে, ভয় করেন পাছে আঘাত করে। * টাইফয়েড জ্বর।

অতিশয় আনন্দিত ভাব। আপনাকে বিখ্যাত মনে করে।

মৃদু প্রলাপ, তৎসহ অতিশয় উত্তেজন এবং কম্পন। * টাইফয়েড।

সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভয়, হৃদকম্পন ও কম্পন।

পরিবর্ত্তনশীল; বিষাদবায়ুগ্রস্তের ন্যায় ব্যাকুলতা বা কম্পনশীল উত্তেজনা।

গুল্মবায়ু, উগ্র, পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব ও মনের ভাব।

২ চৈতন্য।—লঘু বোধ করে, যেন বাতাসে উড়িতেছে।

অবনত হইলে শিরোঘূর্ণন।

চৈতন্যাধিক্য প্রধান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—হঠাৎ শিরঃপীড়া প্রকাশ।

প্রচাপন, যেন সম্মুখ কপালের মধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা, মুখমণ্ডল পাণ্ডু; সন্ধ্যাকালে, স্থির হইয়া থাকিলে এবং বহির্বায়ুতে বর্দ্ধিত; সঞ্চালনে, গৃহমধ্যে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে উপশম।

বায়ু-প্রবাহ জন্য এক পার্শ্বের আকৃষ্টবৎ শিরঃপীড়া।

হুল বিদ্ধবৎ বা প্রচাপনবৎ বেদনা, অক্ষিকোঠর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৪ বহির্মস্তক।—টুপির অবিরত প্রচাপন হেতু মস্তক শীর্ষে তুষারবৎ অনুভব।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি রেখার সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায উজ্জ্বল আলোক বা দীপ্তি তৎসঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের দাগ।

সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে চক্ষু সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা দর্শন।

পরিষ্কৃত দৃষ্টি।

আলোকে উপশম; অন্ধকারে বেশী।

চক্ষুর ভঙ্গি উন্মাদ প্রায়, গুল্মবায়ুর ন্যায় স্নায়ুশূল।

অক্ষিপুটের প্রান্তসকল স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত, তৎসহ কর্ত্তনবৎ হুল-বিদ্ধবৎ বেদনা করা।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয় আরক্ত এবং উষ্ণ, বিশেষতঃ বহির্বায়ুতে।

গণ্ডস্থলে এবং ওষ্ঠে শাদা শাদা ফোস্কা, চারিদিকে উন্নত লাল কিনারা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের মধ্যদিয়া কর্ণ ও দন্ত পর্য্যন্ত ভয়ানক বেদনা; পেশী সকলের উৎক্ষেপ; স্নায়ুশূল।

চোয়ালের অস্থিতে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ এবং আকর্ষণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়ে চিপীটিকা।

১০ দন্ত।—দন্তে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা করা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে দুর্গন্ধবিশিষ্ট বসার ন্যায় স্বাদ ও গন্ধ।

জিহ্বা ঘন লেপাবৃত, দুর্গন্ধি।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বিবমিষার সঙ্গে রাক্ষসবৎ ক্ষুধা।

১৪ পানাহার।—শূন্য উদরে বর্দ্ধিত; আহারের পর উপশম।

মধ্যাহ্ন আহারের পর: ১০। আহারকালে: ৪০।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—প্রাতে জাগিবামাত্র পচা ডিম্ববৎ উদ্গার।

বুকজ্বালা, দুর্গন্ধি জলবৎ উদ্গার অথচ মুখে আইসে না।

বিবমিষা, বোধ হয় যেন গলার মধ্যে একগাছী সূত্র ঝুলিতেছে; প্রচুর লালাস্রাব।

বিবমিষাযুক্ত, দুর্ব্বল; ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, শরীর বরফবৎ শীতল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের অভ্যন্তরে চাপ বোধ ও কামড়ানি, যেন কোন বস্তু সজোরে ঠেলিতেছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুশূল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পাকাশয় প্রদেশ হইতে হঠাৎ উষ্ণ উদ্গীরণ তৎসহ কষ্টকৃত শ্বাস ক্রিয়া। * গুল্মবায়ু।

১৯ উদর।—স্ফীত ও কঠিন উদর।

পেট বেদনা:—গুল্মবায়ু জনিত, বিশেষ সন্ধ্যার সময় শয্যায়; আহারের পর; অর্শ জন্য; কৃমি জন্য।

২০ মল, ইত্যাদি।—সূত্রকৃমি বহির্গমন।

তরল, জলবৎ ভেদ সহ জমাট দুগ্ধ খণ্ড; শিশুগণের উদরাময়।

ঈষৎ সবুজবর্ণ, লেহবৎ মল রক্তের সঙ্গে বহির্গত হয়: অবিরত প্রচাপন বোধ এবং ভয়ানক চীৎকার; শিশুগণের উদরাময়।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ এবং পরিমাণে বর্দ্ধিত।

প্রস্রাব ত্যাগ কালে অতিশয় বেগ এবং সরলান্ত্র বা গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

মূত্রের অধঃক্ষেপ লাল কিম্বা শ্বেত বর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি বিলম্বে এবং স্বল্প।

২৪ গর্ভ।—শিশু স্তন্যপান করিলেই বমন করে; প্রসূতি রাগান্বিত হইলে পর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—নিদ্রা বেশ হইলেই গলার নিকট শ্বাসাবরোধ ভাব, তিনি (স্ত্রীলোক) শ্বাস বন্ধের ন্যায় অনুভব করত জাগ্রত হইয়া উঠেন।

নিশ্বাস ক্রমে কম গভীর এবং বেশী দ্রুত সম্পাদিত হয়, এককালীন বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ; তখন তিনি শ্বাসক্রিয়া চেষ্টার দ্বারা বন্ধ করেন ; * হাঁপানি।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষমধ্যে পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপ এবং সূচীবেধ, যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিতেছে ; নিম্ন বক্ষে অধিক।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

নাড়ী দ্রুত, তারবৎ, কিম্বা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—মেরুদণ্ড উত্তেজিত, টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে।

কটিদেশে অতিব্যবহার বা শৈত্য জন্য মত বেদনা।

মলদ্বারের উপবিভাগে, কাকচঞ্চু অস্থি প্রদেশে, এক প্রকার প্রচাপন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ দেশে বাতের ন্যায় বেদনা।

বাহু, স্কন্ধ এবং মুখমণ্ডল বরাবর চিড়িকমারা বেদনা ; গুল্ম-বায়ু জন্য স্নায়ুশূল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ ও উরু মধ্যে বেদনা, দাঁড়াইলে অসহ্য, যেন জানু ভগ্ন হইবে ; গৃধ্রসী রোগ।

পশ্চাৎ দিকের পেশী মণ্ডলে, বিশেষতঃ পায়ের ডিমে, তরুণ, খল্লীবৎ, ছিন্নকর বেদনা, প্রাতে ও পীড়িত স্থান বর্ষণে উপশম থাকে ; সন্ধ্যাগমে ও স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কদাচিৎ কখন সন্ধিস্থলে, বাতের ন্যায় বেদনা ; পরিশ্রমের পর শান্তভাবে থাকিলে বৃদ্ধি; গতিতে ভাল থাকে।

বাহু ও পদদ্বয় স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতেছে, কিন্তু স্থির রাখিলে উৎক্ষিপ্ত ও কম্পিত হয় ; গুল্মবায়ু।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি বা সঞ্চালন : ৩, ৩৪। পরিশ্রম : ৩৪, ৪০। অবস্থিতি পরিবর্ত্তন : ৩। বিশ্রাম : ৩, ৩৪। দণ্ডায়মান : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—সকল স্নায়ুর উত্তেজনা, উৎক্ষেপ, কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীন, অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করা ; রাত্রে কণ্ডূয়ন, পৈশিক আক্ষেপ।

রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না।

নিদ্রা ভঙ্গের পর বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকালে ১৬। সন্ধ্যা: ১, ২, ৩, ৫, ১৯, ৪০। রাত্রি: ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে: ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গৃহ: ৩। শয্যায়: ১৯। সূর্য্য; ৩। বহির্বায়ু: ৩, ৮। বায়ু প্রবাহ ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প:—অল্প ক্ষণ স্থায়ী; তার পর দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ মস্তকের অস্বচ্ছন্দতা ও পিপাসা; কম্প বা শীত গ্রীবায় আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া নামিয়া যায়। শীতের অবস্থায় ভ্রমি বা মূর্চ্ছা।

দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপের সঙ্গে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; উত্তাপই প্রবল।

প্রবল উত্তাপের সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রে এবং সামান্য উদ্যমে বৃদ্ধি।

ঘর্ম্ম বারম্বার হইতে থাকে এবং হঠাৎ বন্ধ হয়, বিশেষতঃ কপালে।

ঘর্ম্মের পর উপশম।

৪১ আক্রমণ।—হঠাৎ: ৩, ৪০। বারম্বার: ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ হইতে বাম:—পদের স্নায়ুশূল। বাম: ৮, ২৯। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে: ৪০।

৪৪ তন্তু।—আবদ্ধ স্থানগুলি শ্বেতবর্ণ হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণে উপশম; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুশূল। *টাইফয়েড।

সামান্য ক্ষতে আক্ষেপ জন্মায়।

স্পর্শ: ৮। প্রচাপন: ৪।

৪৬ চর্ম্ম।—বেদনাপূর্ণ উদ্ভেদ।

বক্ষে এবং পৃষ্ঠে শ্বেত উদ্ভেদ। *টাইফয়েড।

ত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ; গুল্ম বায়ু জন্য স্নায়ুশূল।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বিক, উত্তেজনশীল ও গুল্মবায়ু।

৪৮ সম্বন্ধ।—ভ্যালেরিয়ানার প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফর, কফিয়া, পলসাটিলা।

ভিরেট্রাম্ এলবম্।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অমিত সুরাপান জন্য বুদ্ধিহীন।

সত্য কথা কহে না ; নিজে কি বলিতেছে বুঝিতে পারে না।

আপনাকে বিখ্যাত মনে করে ; অর্থ অপব্যয় করে।

প্রলাপ, অঘোর নিদ্রা ; অস্থির, পিপাসাযুক্ত, পায়ে খল্লি, শীতল ঘর্ম্ম ; অনিয়মিত নাড়ী। * মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড প্রদাহ।

উন্মাদ :—কাটিতে ও ছিন্ন করিতে প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ বস্ত্রাদি ; তৎ-সহ অশ্লীলতাপূর্ণ কথা।

ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক কথা বলা ; প্রার্থনা করা।

অন্যের দোষ বিষয়ে কথা বলে অথবা নীরব ; কিন্তু উত্তেজনা করিলে ভর্ৎসনা করে ও গালি দেয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুম্বন করে ; ঋতুর পূর্ব্বে।

সারারাত্রি অভিশাপ দেয়, তৎসহ শিরঃপীড়া ও প্রচুর লালাস্রাব।

প্রলাপ ভিন্ন অন্য সময়ে কথা কহিতে অনিচ্ছা।

একাকী থাকিতে পারে না।

ভীরু স্বভাব ; চমকিয়া উঠে ; তৎসহ দৌড়িয়া বেড়ায়, চীৎকার করে।

ব্যাকুলিত, অস্থির, সহজে ভীত, ক্রন্দন পরায়ণ, তাচ্ছিল্যযুক্ত প্রলাপ, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। * টাইফয়েড্।

উদ্বেগ, যেমন কোন মন্দ কাজ করার পর, সন্ধ্যার পর অধিক।

সামাজিক অবস্থা বিষয়ে হতাশ ; দুর্ভাগ্য মনে করে।

পরিত্রাণ বিষয়ে নিরাশা ; তৎসহ ঋতুরুদ্ধ।

ভয় পাওয়ার পর :—ভয়, উদ্বেগ, শীতলতা ; মূর্চ্ছা ; অনিচ্ছায় ভেদ।

সম্মান বা গর্ব্বহানি জন্য মন্দ ফল।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—কপালে শীতল ঘর্ম্মসহ ; দৃষ্টি বিলোপ সহ, হঠাৎ মূর্চ্ছা, অহিফেন সেবন জন্য ; তামাকু এবং সুরা অপব্যবহার জন্য।

মস্তক ভারী, পদার্থ সকল যেন বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। *টাইফয়েড্।

সামান্য পরিশ্রমে মূর্চ্ছা; সামান্য ক্ষত জন্য; ভয়ানক বেদনা জন্য; রসরক্ত ক্ষয় জন্য; বিবমিষা, আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

* মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্কের নানাস্থানে শিরঃপীড়া, কোন স্থানে দুষ্ট-বৎ, কোন স্থানে প্রচাপন।

মস্তিষ্কমধ্যে দাহবৎ জ্বালা করা।

অজীর্ণতা সহ মস্তকের স্নায়ুশূল; মুখাবয়ব অন্তঃ-প্রবিষ্ট।

মস্তক উষ্ণ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত, বালকেরা মস্তক ঘর্ষণ করে, একাকী থাকিতে পারে না; মাথায় হাত দেয়। * টাইফয়েড।

শিরঃপীড়া :—বিবমিষা, বমন, মুখ ফেঁকাশে; গ্রীবা অনম্য, প্রচুর প্রস্রাব; যেন মস্তিষ্ক খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছে; পুরাতন, বৈকালে আক্রমণ, সারারাত্রি বর্ত্তমান থাকে; প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগে ও প্রাতে উপশম।

বেদনার জন্য হতাশ করিয়া তুলে; কিম্বা, অতিশয় বলক্ষয়, তৎসহ শিরঃপীড়া; মূর্চ্ছা ভেদ ও বমন; কিম্বা দুঃসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

* বহির্মস্তক।—মস্তক জ্বালাকর উষ্ণ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার শীতল, একবার উষ্ণ।

শিরঃপীড়া সহ করোটীর স্পর্শাধিক্য।

মস্তকে যেন একখণ্ড বরফ রহিয়াছে; কিম্বা এক এক সময়ে শৈত্য ও উষ্ণতা অনুভব; কেশগুলি স্পর্শাধিক্য।

নানা উপসর্গ সহ কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

এক প্রকার অজ্ঞানাবস্থাসহ কপাল ঘর্ষণ করে। *টাইফয়েড।

* চক্ষু।—দ্বিত্ব দৃষ্টির সহিত চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু সকল; আলোকা-সহ্যতা, চেয়ার কিম্বা শয্যা হইতে উঠিলে পর বৃদ্ধি।

রাত্র্যন্ধতা।

চক্ষু :—ঊর্দ্ধ দৃষ্টি; বিকৃত, বহিরাগত; স্থির, সজল, অন্তঃ-প্রবিষ্ট, জ্যোতিঃহীন; অশ্রুপূর্ণ।

কনীনিকা :—সংকুচিত ; দুর্ব্বল দৃষ্টিসহ প্রসারিত ; নিকটস্থ লোক চিনিতে পারে না, অথবা ধীরে চিনিতে পারে।

চক্ষুমধ্যে ছিন্নকর বেদনার জন্য নিদ্রা হয় না ; শীতল, আর্দ্র সময়ে অধিক। *বাতজন্য চক্ষু প্রদাহ।

অক্ষিপুটের অত্যধিক শুষ্কতা।

অক্ষিপুট :—গুরু, কষ্টে উত্তোলন করিতে হয় ; কম্পনযুক্ত।

প্রচুর অশ্রুস্রাব এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা তৎসহ শুষ্কতা ও উষ্ণতা বোধ।

৬ কর্ণ।—বধির, যেন একটি বা উভয় কর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৭ নাসিকা।—নাসিকার নিকট যেন ধূম বা ময়লার গন্ধের ন্যায় গন্ধ।

নাসিকা :—অধিকতর সূক্ষ্মাগ্র হয়, দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় ; মুখমণ্ডল বরফবৎ শীতল।

রাত্রিকালে, নিদ্রিতাবস্থায় দক্ষিণ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; মুখমণ্ডল মৃতবৎ পাণ্ডুর ও দেহশীতল ; নাড়ী মৃদু ও সবিরাম।

নাসিকা ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করে।

৮ মুখমণ্ডল।—অস্থির, উন্মত্ত দৃষ্টি ; পাণ্ডুর, বিকৃত মুখমণ্ডল।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ বা নীল মণ্ডল।

মুখমণ্ডল :—শীতল, পাণ্ডুর, নীলাভ ; সূক্ষ্মাগ্র, নীলাভ নাসিকা ; শয়নাবস্থায় আরক্ততা, উত্থানে পাণ্ডুরতা।

স্নায়ুশূল ; আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা সহ মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু ; অবসন্নতা।

গণ্ডস্থল, রগ ও চক্ষুদ্বয় ছিন্নবৎ বেদনাসহ উত্তাপ ও আরক্ততা, তজ্জন্য উন্মাদ করিয়া তুলে ; আর্দ্র সময়ে, দক্ষিণ দিকে অধিক ; বিশেষতঃ রক্তাল্পবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের।

চর্ব্বণকালে পেশীর আক্ষেপ।

দাঁত লাগা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় :—নীলাভ বা ঝুলিয়া পড়ে ; মুখগহ্বর ও নাসিকা ঘর্ষণ ; শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ।

মুখ ও নাসারন্ধ্রের চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ। * টাইফয়েড।

১০ দন্ত।—অতি প্রবল দন্তশূল, দপদপ করে; মুখমণ্ডল স্ফীত, কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

দন্তশূল জন্য উন্মাদ প্রায়, স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল ব্যক্তি।

দন্ত ভারি, যেন সীসকপূর্ণ।

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত, যেন পিপারমেণ্টের ন্যায়; খারাপ বা মিষ্ট; পচা।

জিহ্বা:—শীতল, শুষ্ক; স্ফীত, শুষ্ক, বিদীর্ণ ও অতি লাল; শাদা, অগ্রভাগ ও কিনারা লাল; ঈষৎ পীতাভ কটা লেপাবৃত; পশ্চাৎ ভাগ কৃষ্ণবর্ণ।

কথা ফিস্‌ফিসে ও তোতলামি; কিম্বা জিহ্বা যেন অতিশয় ভারি।

১১ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরে ফেণা; আক্ষেপ।

মুখ শুষ্ক; লালাস্রাব হ্রাস।

মুখ ও গলার মধ্যে জ্বালা।

মুখ প্রসেকের ন্যায় অবিরত লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা, জলপানে বিদূরিত হয় না।

গলমধ্যে কর্কশতা।

গলমধ্যে ধূলি বা বালিকণা অনুভব।

গলমধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।

অন্ননলীর পুরাতন সর্দ্দি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ফল, সরস দ্রব্য চাহে; কিম্বা লবণাক্ত দ্রব্য।

রাক্ষসী ক্ষুধা; টাইফয়েডের পর: ৪০।

অতিশয় তৃষ্ণা, বারম্বার কিন্তু প্রত্যেকবার অল্প অল্প জলপান করে।

অত্যন্ত শীতল জলের পিপাসা; সবই ঠাণ্ডা পানীয় চাহে; প্রায়ই গর্ভাবস্থায়।

উষ্ণ দ্রব্য মাত্রেই বিতৃষ্ণা।

ক্ষুধা হ্রাস, মুখে যেন শ্লেষ্মা জড়াইয়া রহিয়াছে বোধ; খারাপ বা মিষ্ট আস্বাদ।

১৫ পানাহার।—আহার : ১৯। উষ্ণ খাদ্য : ১৮। ফল : ২০। শীতল দ্রব্য পানাহার : ২৭। পান : ১৩,১৪,১৬,৪০। মদ্য পান : ১,২। অহিফেণ সেবন : ২। তামাক : ২।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত উদ্গার।

হিক্কা, উষ্ণ পানীয় পান করিয়া।

বিবমিষা :—মূর্চ্ছা অনুভব সহ; সাধারণতঃ প্রবল তৃষ্ণা সহ।

বমন :—প্রবল, তৎসহ অবিরত বিবমিষা ও অত্যন্ত বলক্ষয়; পাতলা কালচে বা হরিদ্রাভ পদার্থ; কাল পিত্ত ও রক্ত; খাদ্য ও পানীয়, কিম্বা কেবল মাত্র পানীয়; খাদ্য, কিম্বা অম্ল, তিক্ত, ফেণাযুক্ত, শাদা বা হরিদ্রাভ সবুজ শ্লেষ্মা; যখনই নড়ে চড়ে, বা পান করে; তৎসহ শিরোঘূর্ণন, রক্তশূন্য মুখমণ্ডল, পরিষ্কার জিহ্বা, উত্তম ক্ষুধা, হিক্কা, ভ্রমি।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বরে যন্ত্রণা বোধ।

বেদনা ক্রমশঃ আইসে, প্রথমে পাকাশয় প্রদেশে, তথা হইতে ঊর্দ্ধ দিকে ও উভয় পার্শ্বে প্রসারিত হয়; বেদনা শেষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হয়; কম্পে কাঁপিতে থাকে।

রক্ত বমন, তৎসহ নাড়ী ধীর, দেহের শীতলতা, ভ্রমি, শীতল ঘর্ম্ম; নড়িলে বা উঠিলে বিবমিষা।

পাকাশয়ের পুরাতন দৌর্ব্বল্য :—বায়ুর আদ্রর্তা ও পরিষ্কার বায়ুর অভাবে; কুইনাইন অপব্যবহার বশতঃ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে রক্তাধিক্য, তৎসহ পাকাশয়ের সর্দ্দি, পচা আস্বাদ, উষ্ণ খাদ্যে বিতৃষ্ণা, যকৃৎ প্রদেশে অতিশয় চাপ বোধ, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

প্লীহা বর্দ্ধিত। *অবিরাম জ্বর।

যে সকল ব্যক্তির হস্ত শীতল, এবং যাহাদের বক্ষমধ্যে উদ্বেগ ও

যাতনা থাকে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডে বাতাস প্রবাহের সময়, বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লির আক্ষেপ।

বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লির প্রদাহ সহ অন্ত্রাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ, বমন, শীতলতা।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে তপ্ত অঙ্গার দ্বারা দগ্ধবৎ জ্বালা।

পেট বেদনা:—শৈত্যের পর; কুইনাইন অপব্যবহারের পর; ফল মূল ব্যবহারের পর; উদর স্ফীত, স্পর্শাধিক্য; কোন পথ দিয়া বায়ু নিঃসৃত হয় না; শীতল ঘর্ম্ম; জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বিবমিষা ও বমন, আহারের পর বৃদ্ধি; বায়ু নিঃসরণে উপশম।

অন্ত্রাবরক ঝিল্লি-প্রদাহ, তৎসহ ভেদ বমন, ত্বক শীতল; মুখাবয়ব অন্তঃপ্রবিষ্ট; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল; অস্থির, উদ্বেগপূর্ণ।

অত্যন্ত শূন্য বোধ।

অন্ত্রের অংশ বিশেষ অন্ত্র মধ্যে সংবদ্ধ; অতিশয় যন্ত্রণা; পেট চাপিয়া দুমড়াইয়া পড়িয়া ছুটিয়া বেড়ায়।

উদর মধ্যে শীতল অনুভব।

উদর বিস্তৃত বা স্ফীত; শূল বেদনা।

অন্ত্রবৃদ্ধি, প্রদাহযুক্ত নহে।

শীতল ঘর্ম্ম।

কাশিলে কুচ্‌কির অন্ত্রবৃদ্ধি উপস্থিত হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—গ্রীষ্মকালের রাত্রে হঠাৎ ভেদ, বমন।

মল:—জলবৎ, ঈষৎ সবুজ, তুলার আঁস আঁস মিশ্রিত; বেগে প্রচুর পরিমাণে, তণ্ডুলসিদ্ধ জলের ন্যায় ভেদ, তৎসহ খল্লী; খল্লী হস্ত পদে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত; অন্তঃপ্রবিষ্ট, উদ্বেগযুক্ত বিশ্রী মুখাবয়ব; ওলাউঠা; জলবৎ, গন্ধ শূন্য, প্রচুর, জলবৎ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মিশ্রিত; সবুজ, দুর্ব্বলকর, প্রবল বেগ সম্বলিত ভেদ, ভয়ের পর; অসাড়ে ভেদ।

বায়ু নিঃসরণকালে অনিচ্ছায় তরল ভেদ।

সাংঘাতিক বিসূচীকা, রাত্রে বর্দ্ধিত ; কপালে শীতল ঘর্ম্ম ; একই সময়ে ভেদ বমন ; ফল আহারের পর।

কোষ্ঠবদ্ধতা :—বহু দিনের মল, বৃহৎ এবং শক্ত ; কিম্বা প্রথমাংশ বৃহৎ, শেষাংশ ক্ষুদ্র ; সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতার ন্যায় কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ, তৎসহ ফুস্‌ফুস ও বক্ষাবরক ঝিল্লির পীড়া।

প্রচুর চাপচাপ রক্তযুক্ত বেদনাবিহীন ভেদ, তৎসহ দুর্ব্বলতা বোধ।

২১ মূত্র।—অবিরত মূত্র প্রবৃত্তি।

প্রবল পিপাসা ও ক্ষুধার সহিত বারম্বার মূত্রত্যাগ।

মূত্র :—রুদ্ধ বা স্বল্প, লালাভাযুক্ত কটাবর্ণ, সবুজাভ।

অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব ; কাশিবার সময়, সান্নিপাতাবস্থায়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—নব-প্রসূতিগণের কামোন্মাদ ; ঋতুর পূর্ব্বেও।

জরায়ুপ্রদাহ, তৎসহ বমন, প্রলাপ, ব্যাকুলতা ; ভেদ বমন ; শরীর উষ্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল।

ঋতু :—শীঘ্র শীঘ্র, অধিক পরিমাণে ; ঋতুরোধ সহ পরিত্রাণ বিষয়ে হতাশ কিম্বা রক্তবমন।

রজকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ প্রল্যাপ্স বা স্খলন ; ভেদ বমন, দুর্ব্বলতা।

স্খলিত যোনি, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর ভেদ বমন।

২৪ গর্ভ।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ; বেদনার সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম, বিবমিষা ও বমন।

গর্ভকালে :—বাড়ীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে চায় ; কথা কহে না ; উগ্রস্বভাব ; পিপাসা ; বমন।

প্রসব বেদনায় অবসন্ন করে ; নড়িলেই ভ্রমি।

প্রসবান্তিক স্রাব রুদ্ধ, তৎসহ কামোন্মত্ততা।

সূতিকাক্ষেপ ; হিমাঙ্গ, রক্তাল্পতা, কিম্বা ভয়ানক মস্তিষ্ক প্রদাহ, তৎসহ নীলাভ, স্ফীতিযুক্ত মুখমণ্ডল, উন্মাদবৎ চীৎকার, বস্ত্রাদি ছিন্ন করা।

সূতিকোন্মাদ, প্রত্যেককে চুম্বন করিতে চাহে।

২৫ লেরিংক্স।—গ্লটীসের আক্ষেপ।

লেরিংক্সের আক্ষেপিক সংকোচন, শ্বাসাবরোধক আক্রমণ তৎসহ বহির্গত চক্ষু।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সর্দ্দির লক্ষণ সামান্য; ওলাউঠা প্রাদুর্ভব সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

গম্ভীর, ভগ্ন স্বর।

২০ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস কৃচ্ছ্রতা। বক্ষে যাতনা।

বক্ষের সংকোচনযুক্ত আক্ষেপ।

আর্দ্র ও শীত ঋতুকালে হাঁপানি; অতি প্রত্যূষে; পশ্চাৎদিকে মস্তক নিক্ষেপে উপশম; উর্দ্ধাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; শীতল পানীয় পানে বৃদ্ধি।

২১ কাশি।—শীতল বায়ুতে ভ্রমণের পর শুষ্ক, সুড়সুড়ীযুক্ত কাশি; শুষ্ক, আক্ষেপিক, ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত, কিন্তু নরম হইয়া কাশি উঠে না; গভীর শব্দবিশিষ্ট, হুপিংকাশি, শ্বাসনলীর নিম্নতম শাখা হইতে উত্থিত, নিষ্ঠীবন হরিদ্রাবর্ণের, দুশ্ছেদ্য, তিক্ত বা লবণাক্ত পচা আস্বাদযুক্ত; আক্ষেপিক; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম; রক্ত বমন; বৃদ্ধি—প্রাতে এবং সন্ধ্যা হইতে ১২টা রাত্রি, উষ্ণ গৃহে যাইলে, শীতল দ্রব্য পানাহারে বিশেষতঃ জল; ক্রন্দন (শিশুদিগের)।

হুপিংকাশির আক্ষেপিকাবস্থা।

বহুব্যাপক হুপিংকাশি, বসন্ত কালে বৃদ্ধি।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—অবিরত শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, কিন্তু তুলিতে পারে না; মস্তকে ঘরঘরে ঘাম; দুর্ব্বল, দ্রুত, অসমান নাড়ী; বৃদ্ধ ব্যক্তি-গণের ব্রংকাইটীস্ রোগ।

ক্যাপিলারী ব্রংকাইটীস্।

ফুস্‌ফুস্ মধ্যে ঘড়্ঘড় শব্দ, শ্বাসাবরোধের ভয়; ফেণাযুক্ত, সরল নিষ্ঠীবন; নীলবর্ণ মুখ; ফুস্‌ফুসের স্ফীতি।

বক্ষ পার্শ্বে সূচীবেধ।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃদস্পন্দন, তৎসহ কোরিয়া।

প্রবল, দৃশ্যমান, ব্যাকুল হৃদস্পন্দন, তৎসহ মূর্চ্ছা।

হৃদ্‌পিণ্ডের অনিয়মিত সংকোচন, পক্ষাঘাতের পূর্ব্বগামী।

দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সবিরামযুক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া সহ যাকৃতিক রক্ত সঞ্চালনের বাধা।

রক্তাল্প ব্যক্তিবর্গের হৃদস্পন্দন; মৃত্যু যাতনা, পদদ্বয় শীতল; কষ্টকৃত শ্বাস প্রশ্বাস, বিশ্রাম বা শয়নে উপশম।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা এত দুর্ব্বল যে শিশু সোজা রাখিতে পারে না, বিশেষতঃ হুপিংকাশিতে।

ব্যায়ামকালে স্কন্ধ সন্ধিস্থল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বাতের ন্যায় বেদনা; মলত্যাগ সময়ে বৃদ্ধি।

কটিদেশ আঘাতিতবৎ বোধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্ত পেশীতে স্নায়ুশূল, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাহুদ্বয়:—উত্তোলন করিলে শীতল বোধ; গুরু ও স্ফীত বোধ করে।

বাহুতে পক্ষাঘাতবৎ এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

কোন দ্রব্য ধরিলে, বাহু কাঁপিতে থাকে।

হস্ত ও অঙ্গুলিতে সুড়সুড়ী ভাবের জন্য উদ্বেগ জন্মে।

হস্তদ্বয় তুষারবৎ শীতল, নীলবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—হাঁটিতে কষ্ট; প্রথমে দক্ষিণ, তৎপরে বাম বংক্ষন সন্ধি পক্ষাঘাত-গ্রস্তবৎ বোধ করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্যুৎবৎ উৎক্ষেপ; শয্যায় বেশী, উঠিয়া বসিয়া পা ঝুলাইয়া দিতে হয়; ভ্রমণ করিতে হয়। * বাত।

পায়ে, বিশেষতঃ জানুতে বেদনা, যেন উহাতে ভারি পাথর বাঁধা রহিয়াছে; উপশম জন্য বেড়ায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ:—দণ্ডায়মান কালে ও পূর্ব্বাহ্নে অনম্য; বাতরোগ; পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল; শীতল।

পায়ের ডিমে খল্লী।

পদদ্বয়ের হঠাৎ স্ফীতি।

পদদ্বয় বরফবৎ শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অধঃ ও উর্দ্ধাঙ্গে বেদনাযুক্ত পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

শয়নকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অবশ হইয়া পড়ে।

‖ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাতিতবৎ বেদনা, শীত ও আর্দ্রকালে বেশী; উষ্ণ শয্যায় বর্দ্ধিত; এধার ওধার করিয়া বেড়াইলে উপশম।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—দ্রুত লইয়া বেড়াইলে শিশুগণ শান্ত থাকে।

বেদনার সময় বেড়াইতে বাধ্য: ৩৩,৩৪। ভ্রমণ: ২৭,৩৩,৩৪। গৃহের চারিদিকে ভ্রমণ: ২৪। সঞ্চালন: ১৬,১৭,২৪,২৬। উদ্যম: ২,২৭। কোন দ্রব্য ধরিলে: ৩২। বাহু উত্তোলন: ৩২। দণ্ডায়মান: ৩৩। উঠিয়া বসিতে বাধ্য: ৩৩। উপবেশন: ৩৭। উত্থান ৫,৮,১৭,৩৬। বিশ্রাম: ২৯। শয়ন: ২৯,৩৪। শয়ন করিতে বাধ্য: ৩৬। মস্তকের উপর বাহু প্রসারণ: ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—কম্পন, উৎক্ষেপ।

সূতিকাক্ষেপ: ২৪।

ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তেজনা জন্য আক্ষেপ; শিশুদিগের; উদ্বেগ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, কপালে ঘর্ম্ম; আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে কাসী; কখন কখন আক্ষেপের পর মূর্চ্ছা।

পায়ের তলা ও হস্তের তালু অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হয় এরূপ আক্ষেপ

প্রচুর ভেদসহ খল্লি: ৪৮।

অত্যধিক অবসন্নতা; সিনকোনা অপব্যহারের পরও।

শয়ন করিতে বাধ্য হয়, উদ্বেগ; উত্থানকালে কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম।

সহসা বলক্ষয়।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।

অবাধে তিন দিন নিদ্রা। * টাইফয়েড।

তন্দ্রাযুক্ত, ভয় পাওয়ার মত চমকিয়া উঠা, তজ্জন্য নিদ্রা হয় না; তারপর জ্বর অনুসরণ করে।

মাথার উপর বাহু প্রসারণ করে, নিদ্রাকালে কোঁথান শব্দ।

রাত্রে উদ্বেগ ও অনিদ্রা।

স্বপ্ন :—জলমগ্ন ; কুকুরদংষ্ট অথচ পলায়নে অক্ষম ; পশ্চাৎ তাড়িত ; দস্যু, তৎসহ ভীত ভাবে জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন সত্য বোধ হয়।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩,২৬,২৭,৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ৩৩। অপরাহ্ণ : ৩। বেলা ৪ হইতে ৫টা : ১৯। সন্ধ্যা : ১,২৭,৪০। রাত্রি ; ১,৩,৫,৭,২০,৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রখর গ্রীষ্মকাল : ২০,৪৬। দক্ষিণে বাতাস : ১৮। শয্যার উষ্ণতা : ২৭,৩৩,৩৪। উষ্ণ গৃহ : ২৭। বসন্তকাল : ২৭। বিশুদ্ধ বায়ু : ১৭। প্রতি বায়ু প্রবাহে বৃদ্ধি। শীতল, তীব্র বায়ু : ১৭। শীতল আর্দ্র বায়ু : ৫,৮,১৭,২৬ ৩৪। আবৃত হইতে অনিচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প এবং শীত:—প্রধানতঃ বাহ্যিক, তৎসহ আভ্যন্তরিক তাপ, এবং শীতল যবযবে ঘর্ম্ম; নিম্ন দিকে গতি ; ঘর্ম্মসহ কম্পযুক্ত শীত, যাহা সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতায় পরিণত হয়।

পানে শীত বৃদ্ধি ; শয্যা হইতে উঠিয়া যাইলে হ্রাস হয়।

সর্ব্বাঙ্গ তুষারবৎ শীতল।

পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উত্তাপ, একবার এখানে, একবার সেখানে, এক এক স্থানে।

উত্তাপ : প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক, তৎসহ পিপাসা কিন্তু পানে ইচ্ছা থাকে না ; সন্ধ্যাকালে, ঘর্ম্মসহ ; উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকে।

প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রাতে, সন্ধ্যায় কিম্বা সারারাত্রি ; প্রত্যেক ভেদের সহিত।

ঘর্ম্ম শীতল, চট্‌চটে ; দুর্গন্ধ ; উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট ; হরিদ্রাবর্ণের দাগ ধরে ; কিন্তু সর্ব্বদা মুখমণ্ডল মৃতবৎ পাণ্ডুর।

সার্ব্বাঙ্গিক শীতল ঘর্ম্ম, কপালে অত্যধিক।

বিসূচিকার সময় দূষিত প্রকারে সবিরাম জ্বর ; কুইনাইনের অপব্যবহারের পর।

বাত জ্বর, তৎসহ প্রচুর ঘর্ম্ম, অত্যন্ত অবসন্নতা এবং অতিসার।

সন্নিপাত আকারের জ্বর, বিশেষতঃ ওলাউঠার সময়; আরও যখন জীবনীশক্তি হঠাৎ অবসন্ন হয়।

৪১ আক্রমণ।—ক্রমশঃ আসিয়া বৃদ্ধি পায়: ১৭। হঠাৎ গ্রীষ্মকালে; ২০। বসন্তকাল: ২। শেষ তিন দিবস: ৩৭।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৭, ৮, ১৮ ৩৩। বাম: ১৮, ১৯, ২৯। দক্ষিণ হইতে বাম: ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৮। উচ্চ হইতে নিম্নে: ৪০। নিম্ন হইতে উচ্চ দিকে: ৪০।

৪৪ তন্তু।—চর্ম্ম এবং পেশী শিথিল।

ত্বকের রক্তাল্পতা।

শোথ: বমন, ভেদ, অত্যন্ত বলক্ষয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণ: ৩, ৪, ৯। চাপ: ১৯, ৪৬। সামান্য ক্ষত: ২।

৪৬ চর্ম্ম।—কুঞ্চিত ত্বক; প্রচাপনের পর চর্ম্ম কুঞ্চিতাবস্থায় থাকে।

চর্ম্ম নীল, বেগুনে, শীতল।

সর্ব্বাঙ্গে, কিম্বা মুখমণ্ডলে ও হস্তে উদ্ভেদ।

চুলকণার ন্যায় শুষ্ক উদ্ভেদ।

চর্ম্মের কঠিন বা ঘনাংশের ছাল উঠিয়া যায়।

ঘাম গোণে প্রকাশিত হয়; ত্বক ফেঁকাশে; রক্তস্রাবেও উপশম হয় না; তন্দ্রালু; দুর্ব্বল; হিমাঙ্গ; সূত্রবৎ নাড়ী; আক্ষেপিক কাশি এবং বমন।

৪৭ অবস্থা।—শিশু বা বালকগণ।

রক্তাল্পতা।

শীর্ণকায় ও বিষণ্ণ ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিক, চায়না, কুপ্রম্, ইপিকা, ফস্ফরিক এসিডের পর ভিরেট্রাম সর্ব্বদা উপযোগী হয়।

ভিরেট্রামের পরে সর্ব্বদা উপযোগী:—আর্সেনিক, আর্ণিকা, চায়না, কুপ্রম্, ইপিকা।

ভিরাট্রমের সদৃশ।—কুপ্রম্ (কুপ্রমের কাশি পানে উপশম, খাল ধরার সঙ্গে স্বল্প পরিমাণে স্রাব থাকে); ব্রায়োনিয়া (কোষ্ঠবদ্ধ); যাট্রফা (অণ্ডলালবৎ পদার্থ বমন; জলবৎ, শব্দকারী ভেদ; উদর ও পায়ের ডিম খাল ধরায় নিচু হইয়া যায়); রিসিনস-কম (ওলাউঠার পতনাবস্থা, ভেদ এবং বমন তখনও বন্ধ হয় নাই)।

ভিরেট্রাম ব্যবহৃত হয়।—সুরাজনিত অচৈতন্যাবস্থা; সিনকোনার অপব্যবহারের পর, তাম্র জন্য শূল বেদনা; অহিফেন সেবন জন্য মন্দ ফল, কিম্বা তামাকের জন্য।

ভিরেট্রাম প্রতিষেধ করে:—আর্সেনিক, সিন্‌কোনা, ফেরম।

ভিরেট্রামের প্রতিবিষ:—একোনাইট, ক্যাম্ফর, সিন্‌কোনা, কফিয়া।

ভিরেট্রাম্ ভিরিডি।

পরীক্ষক —বার্ট।

মন।—অচেতনতা, রক্তাধিক্য।

মানসিক গোলযোগ, স্মরণ শক্তির লোপ; মস্তক ঘূর্ণন; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

মাস্তিষ্ক-রক্তাধিক্য জন্য উন্মাদ।

সূতিকোন্মাদ, কথা কহে না, সন্দিগ্ধ; চিকিৎসক দেখিলে তিনি (স্ত্রী) ভয় পান, চিকিৎসকের সহিত দেখা করেন না; বিষ প্রয়োগের ভয়; নিদ্রাশূন্য, তাহাকে তাহার শয়ন গৃহে রাখা যায় না।

মানসিক বিষণ্ণতা।

মস্তকাভ্যন্তর।—গ্রীবা পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হয় এরূপ শিরঃপীড়া, তৎসহ মাথাঘোরা, অপরিষ্কার দৃষ্টি, বিস্তৃত কনীনিকা।

মস্তকে রক্তাধিক্য: ধনীদিগের ন্যায় আহার বিহার ও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার জন্য; দন্তোদ্গম সময়ে।

মস্তক মধ্যে পূর্ণতা, ধমনী সকলের দপদপানি ; শব্দে চৈতন্যাধিক্য বর্দ্ধিত ; কর্ণ মধ্যে শব্দ ; দ্বিত্ব বা আংশিক দৃষ্টি। *তাপাঘাত।

মস্তিষ্ক প্রদাহ, প্রবল জ্বর, অত্যন্ত রক্তাধিক্য, অবশেষে শিরোঘূর্ণন ; বমন, মুখমণ্ডল বিশ্রী, শীতল এবং নাড়ী মৃদু ; শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকৃত।

৪ বহির্মস্তক।—সম্মুখ মস্তকে প্রখর শিরঃপীড়া, তৎসহ বমন।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টির অপবিচ্ছন্নতা, তৎসহ প্রসারিত কনীনিকা।

দীপশিখার চতুর্দ্দিকে সবুজ মণ্ডল, যাহা তৎপরে লাল হয়।

অক্ষিপুটের আঘাত জন্য বিসর্প।

চক্ষুর আকুঞ্চন ও উৎক্ষেপ, অক্ষিগোলকের ঘূর্ণন ; অক্ষিপল্লবদ্বয়ের পক্ষাঘাত।

৬ কর্ণ।—দ্রুতগতি জন্য বধিরতা তৎসহ মূর্চ্ছা।

কর্ণমধ্যে গর্জ্জন ; রক্তাধিক্য ; বিবমিষা, বমন।

কর্ণ শীতল এবং পাণ্ডুবর্ণ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল শীতল, নীলাভ, শীতল ঘর্ম্মাবৃত ; নাসিকা কুঞ্চিত, শীতল, নীলবর্ণ ; ওষ্ঠের ও নাসিকাপুটের চারিধারে পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলস্থ পেশীসমূহের আক্ষেপিক সংকোচন।

আরক্ত মুখমণ্ডল ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখ এক কোণে ঝুলিয়া পড়ে।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ; মুখ শুষ্ক কিম্বা মুখমধ্যে ঘন শ্লেষ্মা।

১০ দন্ত।—দন্তোদ্গমন ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, উত্তেজিত নাড়ী ; আক্ষেপ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা :—হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ মধ্যস্থলে লাল রেখা ; ছাল উঠিয়া যাওয়া বোধ হয়।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা ও উত্তাপ সহ প্রবল হিক্কা।

অন্ননলী মধ্যে জ্বালা তৎসহ সর্ব্বদা গলাধঃকরণ প্রবৃত্তি।

অন্ননলীর আক্ষেপ তৎসহ ফেণাযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা কখন উঠে, কখন উঠে না।

বোধ হয় যেন গলার মধ্যদিয়া একটা গোলক উঠিতেছে।

১৬ বিবমিষা, বমন।—বুক জ্বালা, তৎসহ তিক্ত, অম্লাক্ত উদ্গার।

বমন:—অধিকক্ষণ স্থায়ী; আহারের পর চক্‌চকে শ্লেষ্মা; রক্ত বমন; পিত্ত বমন।

বমন সহ মাস্তিক্য বা প্রদাহিত পীড়া।

অত্যল্প মাত্রার পানাহার পর্য্যন্তও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়।

১৭ পাকস্থলি।—তীক্ষ্ণ, সঞ্চরণশীল বেদনা পাকাশয় ও নাভি প্রদেশ হইতে বস্তি কোঠর পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

পাকাশয়ের নিম্নভাগে, এক হস্ততল পরিমিত স্থানে, অত্যন্ত যাতনা-প্রদ বেদনা।

পাকস্থলি মধ্যে তীব্র আকৃষ্টবৎ, মোচড়ান বেদনা, যেন পাকস্থলী মেরুদণ্ডে কসিয়া আটিয়া বাধা হইয়াছে।

প্রত্যেক পাচ মিনিট অন্তর বেদনা প্রবল বমনে পর্য্যবসিত হয়।

১৯ উদর।—যেন ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, পাকস্থলিতে আক্ষেপের পর।

নাভির দক্ষিণ দিকে বেদনা, কুচকি পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অন্ত্র-প্রদাহ, তৎসহ প্রবল জ্বর, ধামনিক উত্তেজনা; বমন, ঘোর, রক্তাক্ত ভেদ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—রক্ত মিশ্রিত; কাল, সন্নিপাত জ্বরে; প্রচুর, পাতলা, প্রাতঃকালে; পূর্ব্বে এবং পরে অন্ত্র মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ ভসকা।

অর্শের বলি লাল এবং ঘোর নীল; সরলান্ত্রে স্নায়বিক বেদনা।

২১ মূত্র।—বর্দ্ধিত, জলবৎ; ঈষৎ লাল অধঃক্ষেপ জন্মে।

মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায়।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাধকশূল, তৎপূর্ব্বে রক্তাধিক্য ও কষ্টকর মূত্র-কৃচ্ছ্র। স্থূলকায় স্ত্রীলোকদিগের।

ঋতু রোধ সহ মাস্তিষ্ক রক্তাধিক্য ; স্থূলতা।

২২ গর্ভ।—গর্ভকালে বমন।

সূতিকাক্ষেপ,প্রসব বেদনা কালে,রক্ত মোক্ষণের পর ; প্রচণ্ড প্রলাপ ; ধামনিক উত্তেজনা ; শীতল চটচটে ঘর্ম্ম।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকর, উঠিয়া বসিতে হয়, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, শ্বাস সংখ্যা ৩০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত কমিয়া যায় ; ফুসফুস প্রদাহ।

বক্ষমধ্যে যাতনা।

২৭ কাসি।—হ্রস্ব, শুষ্ক, খক্ খকে, সরল, ঘড় ঘড়ে, উষ্ণ হইতে ঠাণ্ডায় যাইলে বেশী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়, তৎসহ দ্রুত শ্বাস, বিবমিষা, বমন, হৃদপিণ্ড প্রদেশে অতীব্র জ্বালা।

ফুসফুস্ প্রদাহ, নাড়ী কঠিন, দ্রুত, ফুসফুসের রক্তাধিক্য তৎসহ পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা বোধ,বিবমিষা, মৃদু কিম্বা সবিরাম নাড়ী।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশ —জ্বালা, কাঁটা বিদ্ধবৎ ; কিম্বা অতীব্র কামড়ানি।

হৃদপিণ্ডের আঘাত —উচ্চ শব্দে, বলবান, তৎসহ ধামনিক উত্তেজনা ; দুর্ব্বল ও ধীর, কম্পান্বিত।

মূর্চ্ছা এবং দৃষ্টিশূন্য :—শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে ; হঠাৎ সঞ্চালন জন্য, স্থিরভাবে শয়নে উপশম।

নাড়ী :—সহসা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষাও কমিতে থাকে ; মৃদু, কোমল, দুর্ব্বল ; অসমান, সবিরাম।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও স্কন্ধের পশ্চাতে কামড়ানি।

পৃষ্ঠের পেশী সকল সংকুচিত, মস্তক পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট।

দেহ পশ্চাৎদিকে ধনুকবৎ বক্র, ধামনিক উত্তেজনা ; হস্ত ও পদ শীতল ; মস্তিষ্ক ও কশেরুকার রক্তাধিক্য, চৈতন্য লোপ।

মেরুদণ্ডের বরাবর উত্তাপ ও আরক্তা ; মস্তকের পশ্চাতে উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, জংঘার অস্থিমুণ্ডে বেদনা।

দক্ষিণ জংঘামধ্যে ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা।

দক্ষিণ গুল্‌ফ বোধ হয় যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে, কষ্টে হাঁটিতে পারে; অবশেষে বাম গুল্‌ফ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতরোগ, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধ, বক্ষণ এবং জানুতে; প্রবল জ্বর; স্বল্প, লাল মূত্র।

বিচরণশীল বেদনা, সন্ধিমধ্যে বেদনা, কম্পান্বিত।

পদদ্বয়ে ও হস্ত পদের অঙ্গুলিতে খল্লি।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন ৬,২৯। ভ্রমণ ৩৩। উত্থান ২৯। উঠিয়া বসিতে বাধ্য ২৬। স্থিরভাবে শয়ন: ৩, পীড়িত পার্শ্বে শয়ন ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—দেহের সংকোচ ও উৎক্ষেপ, নিদ্রাবস্থায়ও তদ্রূপ ঠোঁটে ফেণা; কষ্টকর গলাধঃকরণ, অবিরত মাথা নাড়া; জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা; কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগ।

ভয়ানক আক্ষেপ, তাড়িত বেগের ন্যায়।

হৃদ্বলকর ভেদ জন্য রক্তাল্প ব্যক্তিগণের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

কম্পন যেন শিশু ভয় পাইয়াছে এবং আক্ষেপ হইবার উপক্রম।

পক্ষাঘাত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুড় সুড় করা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীনতা; খিট্‌খিটে স্বভাব; তরুণ জ্বরেও।

তন্দ্রা (coma), নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, আক্ষেপ।

অস্থির নিদ্রা; জলমগ্ন স্বপ্ন; জলের উপর থাকা স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল।—২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—তাপাঘাত ৩। গরম হইতে ঠাণ্ডায় যাইলে ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সার্ব্বাঙ্গিক শীতলতা, মুখমণ্ডল, হস্ত ও পদে শীতল ঘর্ম্ম।

কম্পসহ বিবমিষা।

শীতলতাসহ ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, শিথিল পেশী; নাড়ী দ্রুত কিন্তু দুর্ব্বল।

সান্নিপাত জ্বরে যখন নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত; মস্তকের পশ্চাতে ভয়ানক বেদনা, প্রলাপ, কৃষ্ণবর্ণ মল।

প্রবাহিক জ্বর, তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্য আক্ষেপ; শিশুগণ।

৪৪ তন্তু।—রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের তলায়, বক্ষে, মেরুদণ্ডে, পাকস্থলীতে।

শোথ তৎসঙ্গে জ্বর।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণে বেদনা ও কণ্ডূয়নে উপশম।

৪৬ চর্ম্ম।—নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে উপশম।

চর্ম্ম মধ্যে সুড় সুড় করা ও কুট কুট করা।

চর্ম্ম শীতল, চটচটে, নীলাভ, অসাড়, সংকুচিত।

প্রবল জ্বর সহ উদ্ভেদ।

হাম, জরাবস্থায়, বিশেষতঃ ফুসফুসীয় রক্তাধিক্য হইবার উপক্রম হইলে; উদ্ভেদের পূর্ব্বে আক্ষেপ।

বসন্ত, প্রবলজ্বর, অস্থিরতা, অত্যধিক বেদনা।

৪৭ অবস্থা।—রক্ত পূর্ণ, স্থূলকায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ভিরেট্রাম-ভিরিডি ষ্ট্রিকনিয়া জন্য আক্ষেপ আরোগ্য করিয়াছে।

মার্কুরিয়াস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল; মন স্তম্ভিত; তন্দ্রাযুক্ত।

ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন; তাপ, স্ফুটন, ঘর্ম্ম; ভীতু; কাল্পনিক ভয়; বুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে এই ভয়; সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বৃদ্ধি; বাহিরের চারিদিকে যাইতে চায়; গৃহ হইতে পলাইতে চেষ্টা করে।

গৃহে থাকিয়া বিরক্তি।

সুরাপায়ী দিগের প্রলাপ এবং অন্যান্য মানসিক বিকৃতি।

দ্রুত বাক্য কথন।

অবিরত অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন ও কাতরোক্তি।

উগ্র স্বভাব, বিবাদ-প্রিয়; কিম্বা কথা কহে না এবং অন্যমনস্ক।

সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী স্বভাব।

মন ও শরীরের দৌর্ব্বল্য ; অন্যায়, ক্ষতিকারক, বিরক্তিকর কাজ করে।

২ চৈতন্য।—গলমধ্যে মিষ্টাস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠার পর মূর্চ্ছা, তৎপরে নিদ্রা আইসে।

শিরোঘূর্ণন :—নত হইলে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে; শিরঃপীড়া ও বিবমিষা সহিত ; প্রত্যেক পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

অলস এবং স্তম্ভিত বোধ সহ শিরোঘূর্ণন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক মধ্যে, বিশেষতঃ বাম রগে জ্বালা করা; রাত্রি-কালে শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম।

সম্মুখ মস্তকে আততি ভাব যেন রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে ; রাত্রে শয়নে বৃদ্ধি, উঠিলে উপশম।

মস্তিষ্ক-প্রদাহ তৎসহ মস্তকের রজ্জুবদ্ধ ভাব ; সম্মুখ মস্তক মধ্যে জ্বালাকরা ও দপদপানি ; রাত্রে বৃদ্ধি এবং অশ্বারোহণের পর উপশম।

মস্তকে রক্তসঞ্চয়।

মস্তক বোধ হয় যেন বিদীর্ণ হইবে তৎসহ মস্তিষ্কের পূর্ণতা।

মস্তক বোধ হয় যেন বৃহত্তর হইতেছে।

সম্মুখ মস্তকে, মস্তক শীর্ষে এবং পশ্চাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা ; মস্তক মধ্যে সূচীবেধ।

সম্মুখ মস্তকে অলসতা, রগের মধ্য দিয়া সূচীবেধ ; গ্রীবা পৃষ্ঠে দৌর্ব্বল্য ও কামড়ানি।

মস্তকমধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; উত্তাপ ও ঘর্ম্ম ; রাত্রে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি ; প্রাতঃকালে এবং স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম হয়।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকে জল সঞ্চয় ; সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাভিষিক্ত।

মাথার জোড় সকল খোলা, বৃহৎ মস্তক ; অকালে মানসিক পরিপক্কতা: অম্ল গন্ধ নৈশঘর্ম্ম।

কেশযুক্ত করোটিতে মাংস বৃদ্ধি, তৎসহ স্পর্শ করিলে বেদনা; রাত্রে শয্যায় বৃদ্ধি।

করোটী :—আততিযুক্ত, স্পর্শে বেদনা; চুলকাইলে বৃদ্ধি ও রক্ত-স্রাব, দুর্গন্ধ উদ্ভেদ, হবিদ্রাবর্ণের ছাল উঠিয়া যায়; বিসর্প-যুক্ত; সম্মুখ মস্তকে বেশী, চুল উঠিয়া যায়, প্রধানতঃ মস্তকের পার্শ্ব ও রগে।

মস্তকের অস্থিমধ্যে ছুরিকাবিদ্ধবৎ, হুলবিদ্ধবৎ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মস্তকে অম্ল গন্ধযুক্ত, তৈলাক্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; সম্মুখ মস্তকের ঘর্ম্ম বরফ-বৎ শীতল।

অত্যন্ত কম্পের সহিত করোটীর সংকুচিত, কর্ত্তনবৎ, বেদনা, সম্মুখ মস্তক হইতে গ্রীবা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু দর্শন।

ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টি বিলোপ।

অগ্নির তেজ এবং উত্তাপে বৃদ্ধি।

জ্বালাকর, বিদাহী প্রচুর অশ্রুস্রাব; শ্লেষ্মা-পুঁজ মিশ্রিত, তরল, বিদাহী, স্রাব; গণ্ডদ্বয়ে পীড়কা; রাত্রে বৃদ্ধি।

কর্ণিয়ার ক্ষত, ধূসরবর্ণের অস্বচ্ছতা দ্বারা পরিবেষ্টিত; কর্ণিয়া মধ্যে পুঁজ।

উপদংশজনিত তারকামণ্ডল-প্রদাহ (iritis); চক্ষুর চারিদিকে, কপালে এবং রগে বেদনা; রাত্রে, স্পর্শ করিলে বেদনা; চক্ষুমধ্যে দপদপানি এবং চিড়িকমারা বেদনা।

অক্ষিপুট :—আক্ষেপিক ভাবে রুদ্ধ; অক্ষিপল্লব পুরু, লাল, স্ফীত, বিসর্পযুক্ত; ঠাণ্ডা, উত্তাপ এবং স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য, হাজিয়া যায়; জ্বালাকর; কিনারায় ক্ষত এবং মামরী পড়ে।

অক্ষিপক্ষ্মীয় অক্ষিপুট প্রদাহ।

কর্ণ।—বধিরতা; কর্ণমধ্যে শব্দ সকল তরঙ্গায়িত হয়; নাসিকা ফুৎকারে বা গলাধঃকরণে ক্ষণিক উপশম; বাহ্য শ্রবণপথ সরস।

কর্ণ-প্রদাহ তৎসহ হুলবিদ্ধবৎ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা; সবুজ, দুর্গন্ধ, রক্তমিশ্রিত কিম্বা পাতলা পুঁজস্রাব; গ্রন্থি সমূহ স্ফীত।

কার্পাস [illegible] নালীতে ক্ষোটক ; [illegible] বিশৃঙ্খল ।
[illegible] অনুভূত ।

নাসিকা ।—নাসিকা হইতে [illegible] ;—[illegible] এবং [illegible] ; [illegible] কৃষ্ণবর্ণ, [illegible] শুকাইয়া থাকে ।

[illegible]—অতিশয় হাঁচির সহিত তরল, ক্ষতকারী প্রতিশ্যায় ; নাসিকা লাল, স্ফীত, চকচকে ; খোলা বায়ুতে ; [illegible] বাতাসে বৃদ্ধি ; সর্দি উপশম হয় না ।

নাসিকা হইতে সবুজ [illegible] পুঁজস্রাব ; নাসারন্ধ্র স্ফীত ।

মুখমণ্ডল ।—পীড়িত, পাংশু এবং মধ্যবর্ত্তী লাল এবং উত্তপ্ত মুখমণ্ডল ।

হরিদ্রাবর্ণের মামড়ীযুক্ত পীড়কা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব [illegible] ।

মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহে বেদনা ; প্রচুর লালা স্রাব ; [illegible] স্ফীত হয় ।

মুখমণ্ডলের [illegible] (দক্ষিণ) স্ফীতি, [illegible] ।

নিম্ন মুখমণ্ডল ।—ওষ্ঠ ।—ফাটা ফাটা, [illegible] ; [illegible] কর [illegible] মামড়ী ।

দক্ষিণ দিকের [illegible] স্ফীত ; [illegible] স্ফীতি ।

[illegible] জন্য চোয়াল বন্ধ । [illegible] বোধ ।

দন্ত ।—দন্ত শিথিল বোধ হয়, পড়িয়া যায় ।

দন্তশূলের জন্য [illegible] ; [illegible] ; ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা, [illegible] বেদনা [illegible] ; [illegible] বা [illegible] বেদনা বৃদ্ধি ; [illegible] উপশম ।

মাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত ; [illegible] ; রক্ত স্রাবী ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ ; জিহ্বার কিনারা লাল [illegible] ।

[illegible] দন্তশূল, [illegible] বৃদ্ধি ; [illegible] ।

জিহ্বা, [illegible] ।—[illegible] ; [illegible] ; [illegible] ।
[illegible] ।

দ্রুত-ভাষিতা, তোতলামি ; সম্পূর্ণ বাকরোধ।

জিহ্বা :—শুষ্ক, কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ লেপ ; লাল ও শুষ্ক : সরস, তৎসহ অত্যন্ত পিপাসা ; শ্লেষ্মাবৃত ; পুরু ক্লেদাবৃত, অপরিষ্কার পীতবর্ণের লেপ, তৎসহ দুর্গন্ধ শ্বাস ; জিহ্বা স্ফীত, জিহ্বায় দন্তের দাগ পড়ে ; প্রদাহ যুক্ত, কঠিন কিম্বা পুঁজযুক্ত ; ও কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা।

জিহ্বানিম্নে অর্ব্বুদ (ranula), তৎসহ লালা স্রাব ও মাড়ীতে ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—প্রদাহযুক্ত, জ্বালাজনক, উপক্ষত ; প্রচুর দুর্গন্ধ সূত্রবৎ লালা স্রাব ; মুখমধ্যে বড় বড় ফোস্কা ; মাড়ী হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়।

লালাস্রাব রোগ ; লালায় দুর্গন্ধ এবং তাম্রের আস্বাদ।

লালাস্রাবী গ্রন্থি সকলের ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত এবং বিবৃদ্ধ।

গলার বিসর্পযুক্ত প্রদাহ।

মুখে লালাপূর্ণতা সহ গল-শোষ ; গলার মধ্যে কর্কশতা ও জ্বালা।

সর্দ্দি জন্য গলা বেদনা, ঢোক গিলিতে, রাত্রে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

টনসিল গ্রন্থিদ্বয় কাল্‌চে লাল কিম্বা সবুজাভ লাল, ক্ষতযুক্ত ; তালুমূলে পূযোৎপত্তি।

মুখ ও গলমধ্যে উপদংশীয় ক্ষত।

গ্রন্থি সকল স্ফীত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আহার করিলেও কুক্কুরবৎ ক্ষুধা।

অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না।

ক্ষুধার বিলোপ।

ভয়ানক পিপাসা, বিশেষতঃ [illegible] মদ্য ও শীতল পানীয় জন্য।

দুগ্ধ পানে ইচ্ছা ; মিষ্ট দ্র[illegible] ইচ্ছা, কিন্তু সহ্য হয় না ; তরল খাদ্যে ইচ্ছা।

মাংসে বিতৃষ্ণা ; সুরাতে ; কাফিতে ; তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে।

১৫ পানাহার।—সুরায়, কাফিতে এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

পানাহারের পর :—৩।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত, কটু, পচা উদ্গার, রাত্রে অধিক।
খাদ্য উদ্গীরণ ; তিক্ত বমন।
গলার ভিতরে মিষ্টাস্বাদ সহ বিবমিষা, মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়া।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে প্রচাপন ; সহজ পাচ্য, লঘু খাদ্যেও পাকস্থলি ভারে ঝুলিয়া পড়ে।
পাকস্থলি :—জ্বালাকরা, স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; কঠিন।
পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা সহ অবিরত ক্ষুধা।
পাকস্থলি পূর্ণ ও আকুঞ্চিত অনুভব হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ :—স্পর্শাধিক্য ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না ; স্ফীত, কঠিন, যকৃতের কাঠিন্য বশতঃ ; হুলবিদ্ধবৎ, সূচীবেধবৎ এবং চাপ পড়া বেদনা।
কামলা রোগ :—মস্তকে প্রবল রক্তাগম ; খারাপ আস্বাদ ; যকৃত প্রদেশে টাটানি ; পিত্তশিলা জন্য ; তৎসহ দ্বাদশাঙ্গুলি অন্ত্রের সর্দ্দি ; নব-প্রসূত শিশুদিগের ; ঘর্ম্মের দাগ হরিদ্রাবর্ণযুক্ত।

১৯ উদর।—কঠিন, স্ফীত এবং স্পর্শাধিক্যযুক্ত ; পাকস্থলি ও যকৃত বরাবর স্থানে পূর্ণতা এবং সহজে বেদনা বোধ।
শৈত্য, সন্ধ্যা, ..ীন বায়ু এবং কৃমি জন্য পেট বেদনা।
দক্ষিণ দিকে শয়ন করিলে অন্ত্রসকল ঘৃষ্ট বলিয়া অনুভব হয়।
অন্ত্র-প্রদাহ, ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা ; রক্ত মিশ্রিত, পিচ্ছিল মল ; ঘর্ম্মে উপশম হয় না।
ইলিও-সিকা : প্রদেশ কঠিন, বেদনা যুক্ত, উষ্ণ স্ফীতি।
অন্ত্রাবরক ঝিল্লি-প্রদাহে রক্ত মিশ্র পূযবৎ পদার্থ স্রাব।
ভ্রমণকালে অন্ত্র নড়ি... ...কে, যেন শিথিল হইয়াছে।
কুচ্‌কির গ্রন্থি স্ফীত (বাঘী) বা পূঁজ যুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—অজীর্ণ, আঠাবৎ ; পীতবর্ণ, ঘোর সবুজ, শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত ভেদ ; অম্লযুক্ত এবং মলদ্বার বিদাহ-

কারী ; দুর্গন্ধ ও কর্দ্দমবর্ণ ; আঠাবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত ও রক্তমিশ্রিত তৎপূর্ব্বে কম্পন ও ভ্রমি, পেট বেদনা ; কোঁতানি বা বেগ ; বাহ্যের পরেও কুন্থন, "যেন সম্পূর্ণ হইয়াও হয় না" এরূপ অনুভব, তৎপরে শীতবোধ।

শক্ত বাহ্যেরও সঙ্গে, পূর্ব্বে ও পরে রক্তস্রাব।

কোষ্ঠবদ্ধ, আঠাবৎ মল, ভয়ানক কুন্থন দিয়া বাহ্যে ; অবিরত, নিষ্ফল মলত্যাগ প্রবৃত্তি, রাত্রে বেশী।

সূত্রবৎ কৃমি এবং পট্ট কৃমি সহজে বহির্গত হয়।

বাহ্যের পর সরলান্ত্র স্খলন (prolapsus)।

বৃহৎ রক্তস্রাবী অর্শের বলি,পাকিয়া থাকে ; মূত্রত্যাগের পর রক্তস্রাব।

২১ মূত্র।—মূত্রস্থলি প্রদেশে স্পর্শাধিক্য ; সরুধারে বা ফোটা ফোটা করিয়া রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত প্রস্রাব।

অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবের বেগ সহ প্রচুর মূত্র স্রাব ; মূত্রত্যাগ ইচ্ছা সহসা ও দুর্দ্দম্য।

বারম্বার, দ্রুত মূত্রত্যাগ কিন্তু সামান্য পরিমাণে স্রাব।

মূত্র :—ঘোর লাল এবং ঘোলা ; অম্ল ও কটু গন্ধ বিশিষ্ট ; রক্ত, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ এবং পুঁজ মিশ্রিত ; মাংস সদৃশ থোলো থোলো শ্লেষ্মা।

রক্ত প্রস্রাব সহ বারম্বার বেগ।

প্রমেহ, তৎসহ মুদা বা উপদংশ ; সবুজ বর্ণের স্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক উত্তেজনাসহ প্রত্যেক রাত্রে বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান।

স্বপ্নদোষ, রেতঃ রক্ত মিশ্রিত ; কম্পন ; ফেঁকাশে মুখ ; কোষ্ঠবদ্ধতা।

লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষত, তলা সাদা ; উপ[illegible]ত।

শিশুগণ সারারাত্রি জননেন্দ্রিয়ে হাত দিয়া টানে।

অণ্ডকোষ কঠিন, স্ফীত ও চক্চকে।

জননযন্ত্রে ঘর্ম্ম ; মুষ্ক ও উরুমধ্যে ক্ষত।

লিঙ্গমুণ্ড ও মেঢ্রত্বক স্ফীত ; মুদা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—প্রচুর ঋতু শোণিত ; তৎসহ হয় বন্ধ্যাত্ব, কিম্বা সহজে গর্ভধারণ ; তৎসহ চিন্তা ও শূল ।

ঋতুবন্ধসহ রক্তাধিক্য।

বস্তিকোটরে গভীর বেদনা ; জরায়ু ও যোনি চ্যুতি ; রতিক্রিয়ার পর ভাল থাকে ।

জরায়ু-গ্রীবায় রক্তস্রাবী মাংস বৃদ্ধি ; গভীর ক্ষতের সঙ্গে কদর্য্য কিনারা ।

যোনি কিম্বা ভগোষ্ঠের প্রদাহ সহ তৎস্থানে ক্ষত বা হাজিয়া যাওয়া ।

জননযন্ত্রে কণ্ডূয়ন, মূত্র সংস্পর্শে বৃদ্ধি ।

প্রদর জ্বালাজনক, বিদাহী কণ্ডূয়নযুক্ত ; পূজযুক্ত স্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি ।

২৪ গর্ভ ।—প্রতিবার ঋতু সময়ে স্তনে যেন ক্ষত হইবে এরূপ বেদনা ।

আর্ত্তব পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ ।

স্তন্য স্বল্প বা দূষিত হইয়াছে, এজন্য শিশু পান করে না ; স্তন-প্রদাহ ।

স্তন স্ফীত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত, কখন পাকিয়া থাকে, চূচুকে ক্ষত ।

২৫ লেরিংকস্ ।—স্বরভঙ্গ, কর্কশ স্বর ; লেরিংকস মধ্যে জ্বালাকরা ; স্রাবশীল সর্দ্দি ও গলক্ষত ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—উপরে উঠিতে বা বিচরণ কালে শ্বাস-হ্রস্বতা ।

হাঁপানি, আর্সেনিকের ধূম জন্য ; তামাকের ধূমে এবং শীতল বায়ুতে উপশম ।

শ্বাসকষ্ট(কাশি কিম্বা হাঁচিবার কালে আক্ষেপিক সংকোচন অনুভব) ।

২৭ কাশি ।—ভয়ানক শ্রান্তিকর কাশি ; রাত্রে বৃদ্ধি, যেন মস্তক ও বক্ষ বিদীর্ণ হইবে, কখন তৎসহ বমন ; বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এবং লেরিংক্স মধ্যে সুড়সুড়ী জন্য দুইবার কাশির আক্রমণ ; কেবল রাত্রে বা কেবল দিনে ; তৎসহ ক্ষতকারী, হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা কখন বা চাপচাপ রক্ত মিশ্রিত এবং পচা বা লবণাক্ত আস্বাদযুক্ত ; তৎসহ হাঁপানি এবং লালাস্রাব ; স্পষ্ট কথা কহিতে দেয় না ; বৃদ্ধি রাত্রিতে, নৈশ বায়ুতে, কোন পার্শ্বে শয়ন করিলে ।

গুটিকা (tuberculosis.) রোগে রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন ।

২৮ ফুস্‌ফুস্ ।—বক্ষমধ্যে জ্বালাকরা, গলা পর্য্যন্ত প্রসারিত ।

দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশে ক্রিয়া করে।

বক্ষে রক্তাগম।

বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বেদনা; ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহসহ পৈত্তিক লক্ষণ।

ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ বা রক্তস্রাবের পর ফুস্‌ফুসে পূজসঞ্চার।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডে দুর্ব্বলতা, যেন জীবন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে; হৃদকম্পসহ জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং ব্যাকুলতা যেন ভয় পাইয়াছে।

শুয়ের সঙ্গে হৃদকম্পন; রাত্রে বৃদ্ধি।

নাড়ী :—পূর্ণ ও দ্রুত; রাত্রে দ্রুত, দিবসে মৃদু, যখন মৃদুভাবে চলে তখন কম্পমান।

সামান্য উদ্যমে হৃদকম্পন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার বাত সদৃশ অনম্যতা ও স্ফীতি।

গলগণ্ড কোমল হইয়া যায়।

গ্রন্থি সকল প্রদাহযুক্ত, স্ফীত, তৎসহ সূচীবেধ ও চাপপড়া বেদনা।

স্কন্ধাস্থি ও পৃষ্ঠ এবং কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

কটিদেশে হুল বিদ্ধবৎ বেদনা এবং দুর্ব্বলতা বোধ।

মেরুদণ্ডে ভয়ানক বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। *মস্তিষ্কের প্রদাহ।

সেক্রমাস্থি ও কাকচঞ্চু অস্থিতে বেদনা, ; উদরে হাত দিয়া চাপিলে উপশম।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি হইতে মনিবন্ধ সন্ধি পর্য্যন্ত আরক্ত এবং উষ্ণ (সন্ধিবাত সদৃশ) স্ফীতি।

হস্তপৃষ্ঠের ত্বক উঠিয়া যায়; সন্ধি স্থলে বিদীর্ণ, জ্বালাজনক বেদনা।

হস্তে কচ্ছু-সদৃশ সরস উদ্ভেদ বা পীড়কা, রাত্রে কণ্ডূয়ন; রক্তস্রাবী ক্ষত।

নখ সকল পড়িয়া যায়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে এবং জানুতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি; কিম্বা দপদপে বেদনা; পুঁজ হইতে আরম্ভ।

শিশুর পদে ঘর্মঘরে শীতল ঘর্ম্ম, রাত্রে বৃদ্ধি।

পায়ে ক্ষত,যাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়,এবং নীলাভ, পচনশীল।

পায়ে শীতল ঘর্ম্ম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাহু ও পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ।

বাত এবং সন্ধি বাতের বেদনা, কর্ত্তনবৎ ; রাত্রে ; উষ্ণ শয্যায় বৃদ্ধি ; প্রচুর ঘর্ম্ম অথচ উপশম হয় না; আক্রান্ত স্থানের স্ফীতি,বিশেষতঃ পায়ের ; সন্ধিসকল স্ফীত, রক্তশূন্য বা ঈষৎ লাল।

অসুস্থতা ও আকৃষ্টযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্য সেই সেই অঙ্গ সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩১। বিচরণ : ১৯,২৬। উত্থান : ২৬। স্থান পবিবর্ত্তন : ১। উদ্যম : ২৯,৩৬,৪০। শয়ন : ৩; চিৎভাবে : ২। দক্ষিণ পার্শ্বে . ১৮,১৯। উভয পার্শ্বে . ২-২৭। শযনের পর : ৪০। উপবেশন : ৩। নত হওন : ২। উত্থিত হইলে পর : ৩,৪,৪০।

৩৬ স্নায়ু।—আক্ষেপ, তৎসহ ক্রন্দন,অনম্যতা, উদর স্ফীত,নাসিকা কণ্ডূয়ন এবং পিপাসা ; রাত্রে বেশী।

সন্ধি সমূহে সংকোচন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সামান্য উদ্যমে কম্পন।

পদদ্বযের পক্ষাঘাত। *মেনিঞ্জাইটিস।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনম্য, কিন্তু অন্য কর্ত্তৃক চালিত হয় ; পক্ষাঘাত।

হস্ত ও পদে কীট-সঞ্চরণবৎ সুড়সুড় করা অনুভব হয় ; তৎপরে কম্পন, পৈশিক সংকোচন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু ; উৎকণ্ঠা ও রক্তের উষ্ণতা বশতঃ রাত্রে নিদ্রা হয় না, স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত বশতঃ অনিদ্রা।

৩৮ সময়।—দিবসে বিরাম।

প্রাতঃকাল : ৩,৪০। সন্ধ্যা : ১,১০,১৯,৪০। রাত্রি : ১,৩,৪,৫ ৭,১০,১৩,১৬,২০,২১,২২,২৩,২৭,২৯,৩২,৩৩,৩৪,৩৬,৩৭,৪০, ৪৪, ৪৬। প্রাতঃকালাভিমুখে : ৪০। দিবস : ২৭,২৯,৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বর্ষাঋতুতে এবং সন্ধ্যাকালীন শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা বা উষ্ণ বায়ু : ৭। শয্যায় উষ্ণতা : ৩,৪,১০, ৩৪,৪০,৪৬। অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা, এমন কি হস্ত পর্য্যন্ত : ৪০। খোলা বায়ু : ৩। সন্ধ্যাকালের বায়ু : ১০,১৯,২৭। ঠাণ্ডা : ৫,৭,৮, ১০,১৩,২৬। ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস : ৭। বাহ্যিক তাপ বা শৈত্য : ৪৬। প্রকোষ্ঠ : ৩। উত্তাপ : ৫,৭,১০,৪৬। আর্দ্র বায়ু : ৭, ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প :—প্রাতে উঠিলে কিন্তু সাধারণতঃ সন্ধ্যায় শয়নের পর, যেন শীতল জল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে ; অগ্নি সন্তাপে শীত উপশম হয় না ; রাত্রে, তৎসহ বারম্বার মূত্রত্যাগ ; পর্য্যায়ক্রমে তাপের সহিত, প্রায়ই একটী মাত্র অঙ্গে ; আভ্যন্তরিক, তৎসহ, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা।

উত্তাপ :—শয্যায়, এবং শয্যা হইতে উঠিলে শীত ; মধ্যরাত্রির প[illegible]রে, তৎসহ শীতল পানীয়ের জন্য প্রবল পিপাসা [illegible], অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।

ঘর্ম্ম :—রাত্রে প্রচুর ; প্রাতে, তৎসহ পিপাসা এবং হৃদকম্পন ; পরিশ্রমে, এমন কি আহারকালে ; সন্ধ্যাকাল শয়নে, নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ; অম্ল, দুর্গন্ধ কিম্বা শীতল, তৈলাক্ত, গাত্রজ্বালা জন্মায় ; ঘর্ম্মে, কোন যন্ত্রণার উপশম হয় না, বরঞ্চ দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় ; বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে।

ঘর্ম্মকালে উপসর্গ সকলের বৃদ্ধি।

বিলেপী জ্বর, বিশেষতঃ বালকদিগের। প্রদাহিক জ্বর।

সবিরাম জ্বর :—সন্ধ্যায় শীত ; উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা ; ঘর্ম্মকালে বিবমিষা ও হৃদকম্পন ; দুর্গন্ধ বা অম্ল ঘর্ম্ম।

কামলা ও মাড়ীতে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ না থাকিলে সান্নিপাতিক জ্বরে উপযোগী হয় না।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮,৯,১৮,২৮। উচ্চ হইতে নিম্নে ; ৪।

৪৪ তন্তু।—সহজে রক্ত জমাট বাধে।

শিরামধ্যে দপদপানি কিম্বা প্রেক ও হূলবিদ্ধবৎ বেদনা।

বিসর্প যুক্ত প্রদাহ, বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে।

অত্যধিক শীর্ণতা।

স্রাবসকল বিদাহী।

হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের স্ফীতি সহ রক্তঃস্বল্পতা।

উদরী, যকৃত বিকার জন্য; আরক্ত জ্বরেরর পর শোথ।

গ্রন্থি সকলের স্ফীতি, কখন পাকে, কখন পাকে না।

অস্থি সমূহের পীড়া, রাত্রে বৃদ্ধি।

যদি অত্যধিক পুজ-সঞ্চয় হইতে থাকে।

৪৫ **সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি**।—স্পর্শ: ৪,৫,১০,১৭,১৮,১৯,২১,৩৪। প্রচাপন: ৩,৩১। ঘর্ষণ: ১০। নখঘর্ষণ: ৪,৮,২২।

৪৬ **চর্ম্ম**।—চর্ম্ম মস্থণতাশূন্য ও ক্ষত বিশিষ্ট।

উরুদেশে লাল লাল উদ্ভেদ; কখন কখন জলপূর্ণ পীড়কা গুলিতে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া ক্ষত বৃদ্ধি পায়।

চর্ম্ম পীতবর্ণ বিশিষ্ট; পাণ্ডুরোগ।

সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, রাত্রে বৃদ্ধি।

কচ্ছু (পাঁচড়া), যদি তন্মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া উঠে।

দদ্রুবৎ কণ্ডূ ও পুজযুক্ত পষ্টুল সকল পরস্পর সংযুক্ত ভাব ধারণ করে; শুষ্ক ছাল বা মামড়ী পড়ে ও বিদাহী স্রাব-বিশিষ্ট।

সহজে রক্তস্রাবী, অগভীর ক্ষত; অসমান প্রান্ত-বিশিষ্ট ক্ষত সকল; শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

স্ফোটক, তাহাতে পুঁয সঞ্চয় হইলে।

তরুণ ও গৌণ উপদংশ রোগ; গোলাকার, তাম্রবর্ণ লাল পীড়কা চর্ম্মাভ্যন্তর হইতে আভা দেখা যায়।

কটিবন্ধ সদৃশ একপ্রকার চর্ম্ম রোগ, পশ্চাৎ হইতে উদর মেখলাবৎ বেষ্টন করে; অতিশয় চুলকায় ও পাকিয়া উঠে।

বসন্তের পরিপক্কাবস্থা; রক্তামাশয়ের লক্ষণ সহ।

৪৮ **সম্বন্ধ**।—বেলেডনা, হেপার-সল্ফর, সল্ফর এবং ল্যাকেসিসের পর মার্কুরিয়াস্ বিশেষ উপযোগী।

মার্কু রিয়াসের পরে উপযোগী :—বেলেডনা, সিনকোনা, ডল্‌কেমারা, হিপার, নাইট্রিক-এসিড, সলফর।

মার্কু রিয়াস ও সাইলিসিয়া, ইহারা পরে পরে ভাল কাজ করে না।

প্রতিবিষ :—হিপার, ক্যালি-হাইড্র, নাইট্রিক এসিড, অরম, মেজে-রিয়াম, কার্ব্ব-ভেজ, সলফর, আয়োড, ডলকেমারা, সিনকোনা, ষ্ট্যাফিসি, ফেরম, বেলেডনা, ল্যাকেসিস।

পীড়া :—আর্সেনিক কিম্বা তাম্রের বাষ্প, অরম, এণ্টিমনি, ল্যাকেসিস, বেলেডনা, ওপিয়ম, সিনকোনা, ডলকেমারা, মেজেরিয়াম, সলফর, ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি হইতে।

মার্কু রিয়াস রুবার ক্ষৌরকণ্ডূ বা আচিল সদৃশ মাংস বৃদ্ধি এবং মামরীযুক্ত উপদংশীয় রোগে, মার্কু রিয়াস নাইট্রেট পষ্টুলযুক্ত উপদংশ রোগে এবং মার্কু রিয়াস বিন আয়োড গুটীকা যুক্ত বা টুবারকুলার রোগে ব্যবহার্য্য।

দন্তশূল ও দন্তক্ষয় রোগে প্ল্যানুটেগো মার্কু রিয়াসের সমতুল্য ঔষধ।

মার্কুরিয়াস আয়োডেটস ফ্লেবস।

প্রটো-আইয়োডাইড অভ মারকারি।

পরীক্ষক :—আমেরিকার পরীক্ষক সম্মিলনী।

১ মন।—প্রফুল্ল, বাচাল, সুশীল।

বিনাশকারী স্বভাব।

উৎকণ্ঠা, সাহসহীনতা ভেষজ ক্রিয়ার বাধা দেয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরে :—পাঠকালে ; চেয়ার হইতে উঠিলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগে চিড়িক মারা বেদনা।

চক্ষুর উপরে অতীব্র শিরঃশূল, তৎসহ নাসিকামূলে বেদনা।

সম্মুখ মস্তকে দপদপকারী বেদনা।

মস্তিষ্কের তলদেশে অতীব্র কামড়ানি।

৪ চক্ষু।—সাধারণতঃ অত্যধিক আলোকাসহ্যতা।

চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুদর্শন ; ভিট্রিয়সের অস্বচ্ছতা।

দপদপকারী, কামড়ানি, নৈশ বেদনা।

কর্ণিগ্নির প্রদাহ, তৎসহ এক প্রান্ত হইতে ক্ষত আরম্ভ; জিহ্বাদির পীড়া সহিত।

৬ কর্ণ।—সহসা কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনা।

বাম কর্ণাভ্যন্তরে দপদপকারী লৌহবেধবৎ বেদনা, ভিতর হইতে বাহির দিকে বেদনার গতি।

৭ নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র-ব্যবচ্ছেদক উপাস্থিতে বেদনা।

গলমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য খক করিয়া তুলিতে হয়; অবিরত গলাধঃকরণ প্রবৃত্তি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ও চোয়ালের অস্থিতে বেদনা ও ক্ষত বোধ।

১০ দন্ত।—কসের দন্ত লম্বা বোধ হয় এবং একত্র করিতে কষ্ট।

দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা; দন্তে দন্তে চাপিতে চেষ্টা করে।

চোয়ালের কাঠিন্য।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার লেপ:—মূলদেশে ঘন পীত; পশ্চাৎদেশে উজ্জ্বল পীত জিহ্বাগ্রে ও প্রান্তে লাল।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা শুষ্ক ও আঠা আঠা।

১৩ গলমধ্য।—শুষ্কতা সহ পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা।

গলগহ্বর ও গলকোষের প্রদাহ, উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতবৎ দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ টন্‌সিলে অধিক; লালা-নিঃসারক গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা; দুর্গন্ধ স্রাব।

গলমধ্যে প্রচুর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা; খক করিয়া কাসিলে ওয়াক আইসে।

গলমধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা পরিবর্তনশীল; খাদ্য দর্শনে বিতৃষ্ণা।

অত্যধিক পিপাসা; সময়ে সময়ে অম্লযুক্ত পানীয়ে ইচ্ছা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, ভমি, তৎসহ মাথা কেমন করা ও হৃদপিণ্ড স্থানে শ্বাসাবরোধ।

১৭ পাকস্থলী।—দুর্ব্বল, খালি বোধ, বিবমিষা।

পাকাশয়ের জ্বালাকর, দুষ্টবৎ বেদনা।

কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বিবমিষা এবং বমনের উপক্রম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে সূচীবেধ, হস্ত দিয়া প্রচাপনে উপশম; দক্ষিণ বক্ষে, পৃষ্ঠে, যকৃৎ স্থানে বেদনা; স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা, সঞ্চালনে এবং রাত্রে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—আধ্মানের ন্যায় উদরের কাঠিন্য।

তপ্ত অঙ্গারের দ্বারা দহনবৎ নাভিস্থলে জ্বালাকরা।

বাহ্যের পূর্ব্বে, তল পেটে দুর্ব্বলতা বোধ।

২০ মল।—কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা তৎপরে অতিসার অথবা দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; মল তরল, কপিশ, ফেনিল।

বারম্বার বাহ্যের বেগ।

রক্ত শূন্য বা রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

অতিশয় কুন্থনের সহিত দুশ্ছেদ্য মল।

২১ মূত্র।—প্রচুর, ঘোর লালবর্ণ; অত্যল্প পরিমাণে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অশ্লীল স্বপ্নের পরে প্রচুর রেতঃস্খলন।

কঠিন উপদংশ ক্ষত (রোগ হইবামাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গৌণ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে পায় না)।

বেদনাবিহীন উপদংশ ক্ষত, তৎসহ কুচকির গ্রন্থির স্ফীততা, কিন্তু পাকিবার মত নহে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—হরিদ্রাবর্ণের প্রদর, বিশেষ বালিকাগণের।

২৪ গর্ভ।—প্রাতঃকালীন বিবমিষা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর লোপ, স্বর ভঙ্গ।

২৭ কাশি।—সরল, ঘড় ঘড়ে কাশি, শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা পূর্ণ; প্রচুর ও পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্ব মধ্যে বেদনা।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ডে তীব্র বেদনা।

হৃদপিণ্ডের সহসা আক্ষেপিক ক্রিয়া বা গতি।

নাড়ী দুর্ব্বল, অসমান এবং শ্রান্ত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য; পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু অনম্য এবং টাটানি, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
বাহু ও হস্তদ্বয় অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদে ক্লান্তি বোধ।
পদমধ্যে অতীব্র লৌহবেধবৎ বেদনা, রাত্রে অধিক।
পায়ের ডিমে ভারি এবং খঞ্জবৎ বেদনা, তৎসহ বাম জানু সন্ধিতে বেদনা। পদে খঞ্জবৎ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি।—ব্যায়ামে উপশম হয়।
সঞ্চালন: ৩২। উত্থান: ২। শয়ন: ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—অতিশয় ক্লান্তি বোধ; বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের।
মূর্চ্ছার ভাব, উপাসনা মন্দিরে বেশী।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত নিদ্রাহীনতা।
ভীতিজনক স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—রাত্রি · ৫, ৩৩, ৩৭, ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্য।
খোলা বায়ুতে অসুস্থতা বোধ উপশম করে।
বৃদ্ধি:—ঠাণ্ডা, আর্দ্র বায়ুতে; বসন্ত ঋতুতে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সার্ব্বাঙ্গিক কম্পনের সহিত শীত।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১২, ১৮, ২৮। বাম: ৬, ১৬, ৩৩।
অভ্যন্তর হইতে বাহ্যদিকে: ৬।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থি সমুহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপন · ১০, ১৮।

৪৮ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে কঠিন প্যাপুলি।
সর্ব্বশরীরে বিরক্তিকর কণ্ডূয়ন, রাত্রে বৃদ্ধি।
বক্ষ ও উদরে উজ্জ্বল লালবর্ণ উদ্ভেদ।
উপদংশ দোষ গ্রস্ত শিশুগণের মুখমণ্ডলে পীড়া।

মার্কুরিয়াস্ আওডেটস্ রুবার।

(বিন্-আওডাইড অভ মার্কারি।).

পরীক্ষক :—আমেরিকার পরীক্ষক সম্মিলনী।

১ মন।—সর্দ্দিতে মস্তকে স্তব্ধ ভাব ; খোলা বায়ুতে বিচরণে উপশম।

প্রলাপের সঙ্গে জ্বর বর্দ্ধিত, তৎসহ গলকোষে ও টন্সিলে ক্ষত।

সন্ধ্যাকালে প্রফুল্ল, কোন সন্তোষকর ঘটনার পর ; আনন্দিত ; যদিও মস্তকের অবস্থা মন্দ।

অপ্রফুল্ল, ক্রন্দন-প্রবণ।

প্রাতে জাগ্রত হইয়া অসন্তুষ্ট ও খারাপ আস্বাদ বিশিষ্ট।

২ চৈতন্য।—পেট বেদনার সময় মস্তক ঘূর্ণন ; পদার্থসকল তাহার (স্ত্রী) চারিদিকে ঘূর্ণিত হইতেছে এরূপ অনুভব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ এরূপ অনুভব হয়।

মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি এবং আঘাত করার ন্যায়।

শিরঃপীড়া সহ অন্ত্রশূল।

চক্ষুর উপর প্রচাপন।

অতীব্র শিরঃপীড়া, বৈকালে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের অস্থিতে (প্রধানতঃ পশ্চাৎ মস্তকের) বেদনা।

মস্তকের উপরে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি।

৫ চক্ষু।—চক্ষুতে প্রদাহ, জ্বালা, এবং অশ্রুস্রাব ; উজ্জ্বল আলোক অসহ্য।

৬ কর্ণ।—শ্রুতি শক্তির মৃদুতা ; সময়ে কর্ণ বন্ধ হইয়া যায় ; সন্ধ্যাকালে ভাল।

দক্ষিণ কর্ণে শূলবেদনা।

কর্ণে কণ্ডূয়ন।

কর্ণমূল ও তন্নিকটস্থ গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায় ও শ্রুতিশক্তির মৃদুতা, বিচরণ করিতে করিতে উষ্ণতা বোধ হইলে উপশম।

প্রচুর হাচি, তৎসহ নাসিকা হইতে তরল স্রাব।

প্রতিশ্যায় সহ দক্ষিণ নাসা উষ্ণ ও স্ফীত।

শাদা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব, নাসিকার, অস্থি বিকৃতি।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র হইতে থক্ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া থাকে।

নাসিকাপুটে চিপীটিকাবৎ উদ্ভেদ।

৮ মুখমণ্ডল।—বাম গণ্ডস্থলে এবং চক্ষুতে কামড়ানি।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে মামরী।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—রগ ও চোয়ালে বেদনা।

চিবুকে আরক্ত পামা রোগ।

১০ দন্ত।—মাড়ী স্ফীত, দন্তশূল, গ্রন্থি স্ফীত; মুখমধ্যে স্ফোটক, তজ্জন্য অনিদ্রা; কখন প্রফুল্ল, কখন বিষণ্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—জাগ্রত হইলে আঠাবৎ; তিক্ত; ধাতুব স্বাদ।

জিহ্বার শুষ্কতা, মুখমধ্য সরস করিতে চায়।

জিহ্বাতে হাজিয়া যাওয়া বোধ, জিহ্বাগ্রে ছোট ছোট ফোস্কা।

অম্ল-শূলসহ জিহ্বা কণ্টকিত।

জিহ্বার উপর উপক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—প্রচুর লালাতে মুখপূর্ণ, নিম্ন চোয়ালের দন্তে কামড়ানি বেদনা।

বাম গণ্ডস্থলের অভ্যন্তরে ক্ষত বা টাটানি।

১৩ গলমধ্য।—বারবার থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া শক্ত শাদা শ্লেষ্মা তুলে।

গলার ভিতরে পিণ্ডবৎ অনুভব, উহা কাশিয়া তুলিতে প্রবৃত্তি; থক্ করিয়া একটী কঠিন হরিতাভ পিণ্ড তুলে।

জাগিলে পর গলমধ্যে বেদনা; ঢোক গিলিতে কষ্ট।

বাম টন্‌সিল স্ফীত; গল কোষ আরক্ত; ‖ ডিপথিরীয়াবৎ ক্ষত, হনু নিম্নস্থিত গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

গলার ভিতরে স্থানে স্থানে কতকগুলি অগভীর ক্ষত।

কষ্টকৃত গলাধঃকরণ, তৎসহ গলমধ্যে ক্ষত।

ঢোক গিলিতে ক্লেশ। * ডিপ্‌থিরীয়া।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—পান করিতে ইচ্ছা, কিন্তু মাত্রায় অল্প।

খাদ্য অধিক লবণাক্ত হয় এই প্রবৃত্তি।

১৫ পানাহার।—মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বুক জ্বালা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উচ্চ এবং তিক্ত উদ্গার।

বিবমিষা এবং গল ক্ষত।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ দিকে কামড়ানি এবং পূর্ণ বোধ।

যকৃত প্রদেশে সহসা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

যকৃত, ক্লোম এবং প্লীহা প্রদেশে ভারি ও বেদনা বোধ।

১৯ উদর।—নাভির চারিদিকে স্ফীতি, তৎসহ তৎতৎস্থান প্রচাপনে বেদনা।

পেট বেদনার পরে ভেদ।

অন্ত্রের সমস্ত অংশে অসুখ জনক বেদনা বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল অধিক পরিমাণে, পীতাভ কটা, জলবৎ এবং সামান্য শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত; তৎপূর্ব্বে পেট বেদনা; বাহ্যের পরেও সামান্য বেগ ও প্রবৃত্তি থাকে।

বহু দিনের দুরারোগ্যকর অর্শ।

২১ মূত্র।—বর্দ্ধিত মূত্র প্রবাহ।

পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের প্রবৃত্তি, ক্ষণকালের জন্য তিনি (স্ত্রীলোক) মূত্র ধারণ করিতে পারেন না।

মূত্রাধারে ক্ষত।

২৩ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা, বিশেষতঃ নিদ্রা যাইবার সময়।

স্বপ্ন দোষ।

দক্ষিণ অণ্ডকোষ অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

মেঢ্র ত্বকের সম্মুখে কঠিন, আরক্ত স্ফীতি এবং মধ্যস্থলে বেদনা শূন্য কঠিন উপদংশ ক্ষত।

‖ বাম অণ্ডকোষে সার্কোসিল। * উপদংশ।

‖ বাগী, বহুদিন পূজস্রাবী। কঠিন উপদংশ ক্ষত।

২৬ লেরিংক্স।—সম্পূর্ণ বাকরোধ।

সন্ধ্যাকালে একটুকু ভিজিলে স্বরভঙ্গ এবং কর্কশ স্বর।

শ্বাস নালীর গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি; শীত উত্তাপ হ্রাস বৃদ্ধি-পরিবর্ত্তনে পুরাতনাকার ধারণ করে।

২৭ কাশি।—আল্‌জিহ্বা বৃদ্ধি বশতঃ কাশি; তৎসঙ্গে গলক্ষত এবং সরল শ্বেতাভ আঠাবৎ নিষ্ঠীবন।

প্রচুর পীতবর্ণের নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—সমস্ত বক্ষে এক প্রকার ক্ষণস্থায়ী টাটানি বোধ জন্য জাগ্রত হইয়া উঠা।

বক্ষঃস্থল বরাবর সংকোচন ভাব।

দক্ষিণ স্তনের নিম্নে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২৯ হৃদপিণ্ড ও নাড়ী।—বক্ষে ও হৃদপিণ্ডে কর্ত্তনবৎ তীব্র বেদনা।

৩০ বহির্বক্ষ।—বায়ুতে ভ্রমণের পর, বামদিকস্থ পঞ্জরের পেশীতে বিদ্ধবৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—দন্তশূল ও আরক্ত জ্বরের সঙ্গে গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত।

মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত বা টাটান।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে বাত সদৃশ বেদনা।

বগলের বাঁচিতে পুঁজ হয়।

হস্তের হিউমারাস অস্থির মধ্যস্থলে মৃদু কামড়ানি এবং ভগ্ন হইবে এরূপ অনুভব।

বাম হস্তের তালু ফাটাফাটা, এবং উহা হইতে রস পড়িতে থাকে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জংঘা হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত কামড়ানি, যেন তিনি (স্ত্রী) অনেক মাইল বিচরণ করিয়াছেন, অস্থিতে বেদনা বেশী।

জানুসন্ধির দৌর্ব্বল্য।

পায়ের ডিম হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বেদনা।

পায়ের তলায় ছিন্নবৎ বেদনা; পদদ্বয় স্ফীত, গুল্‌ফের চারিদিকে বেশী; ঘরের মেজে ধৌত করার পর।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা, প্রধানতঃ পৈশিক, এক-

বার এখানে একবার সেইখানে; একবার হাতে, একবার পায়; বাম কর্ণে কর্ণশূলবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ৩২, ৩৩। ভ্রমণ: ৩০; খোলাবায়ুতে: ১।

৩৬ স্নায়ু—পরিশ্রান্ত, বিশেষতঃ সম্মুখ বাহুতে বাতের বেদনাসহ; ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি ৮টার সময় নিদ্রালু; প্রত্যেক অপরাহ্ণে গাঢ় নিদ্রা।

নিদ্রা যাইলে দন্তশূল।

অনিদ্রার সহিত গলক্ষত।

রাত্রি ১২ টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থির, তৎসহ ডায়াফ্রামে সংকোচন।

স্বপ্ন:—সন্তরণ; বন্দুক ছোড়া; ভ্রমণ; অশ্লীল।

জাগ্রত হইলে:—বিষন্ন; বক্ষে বেদনা; গলায় ক্ষত ও আঠা আঠা স্বাদ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১। অপরাহ্ণ: ৩, ৩৭। সন্ধ্যা: ১, ৩, ৬, ২৫, ৩০, ৩৭। রাত্রি: ৪০। শেষরাত্রি: ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বিচরণে উষ্ণ হইলে: ৭। শয্যায়: ২৭। ভিজিলে: ২৫। শীতল আদ্রবায়ুতে: ৩৭। ঋতু পরিবর্ত্তনে শীতল: ২৫। গৃহ ধৌত করার পর: ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শয়ন কালে শীত।

অত্যন্ত কম্প, তৎপরে জ্বরবেগ; কম্পিত, তৎপরে মুখমণ্ডলে উষ্ণভাব।

প্রতিশ্যায় সহ জ্বর।

শয্যায় রাত্রে ঘর্ম্ম। *প্রতিশ্যায়।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম; উষ্ণ ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৬, ৭, ৯, ১৮, ২২, ২৮। বাম: ৮, ১৩, ২২, ৩০, ৩২, ৩৪। উচ্চ হইতে নিম্নে: ৩৩। নিম্ন হইতে উচ্চে: ৩৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৩৩, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটা।

এখানে সেখানে কঠিন প্যাপুলি।

কঠিন উপদংশক্ষত (শীঘ্র দিলে গৌণলক্ষণ সকল বন্ধ করে)।

পষ্টুল সকল, তলা প্রদাহিত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত ; অল্প অল্প চুলকায়, উপরে মামড়ী পড়িয়া থাকে কিন্তু ভিতর হইতে পূজ নিঃসরণ হয়।

উপদংশ ক্ষত।

৪৮ সম্বন্ধ।—আরক্ত জ্বরে বেলেডনার পরে মার্কুরিয়াস বিন্ আইওড্ সুফলপ্রদ।

মার্কুরিয়াস্ করোসাইবস্।

পরীক্ষক :—বুকনার।

১ মন।—কেহ কিছু বলিলে বুঝিতে পারে না এবং বক্তার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষীণতা।

মন অলস বা বিষণ্ণ তৎসহ পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল।

উৎকণ্ঠায় নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন, তৎসহ শীতলতা, শীতল ঘর্ম্ম : তৎসহ বধিরত্ব, নত হইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগে প্রবল শিরোবেদনা।

মস্তকের গুরুত্ব।

সম্মুখ মস্তকের মধ্যে সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক এবং গ্রীবার স্ফীততা।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল ক্ষুদ্রতর দেখায় ; কিম্বা দ্বিত্ব দৃষ্টি।

চক্ষুর কনীনিকা সঙ্কুচিত এবং অচেতনতা।

অত্যধিক আলোকাতঙ্ক এবং বিদাহী অশ্রুস্রাব।

কর্ণিয়াতে ফোস্কা এবং গভীর ক্ষত ; দুর্গন্ধ বিদাহী স্রাবে চারি পার্শ্বে ক্ষতযুক্ত করে ; স্ফোটের ন্যায় চক্ষুর চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি।

উপদংশ দোষজনিত তারকামণ্ডল প্রদাহ ; রাত্রে বেদনা বৃদ্ধি।

রেটিনা-প্রদাহ, তৎসহকারে জ্রতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, অস্থিতে বেদনা।
নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ, তৎসহ বিদাহীস্রাব ; ঔপদংশিক প্রদর হইতে উৎপন্ন।
অক্ষিপুট :—স্ফীত, বা বিসর্পযুক্ত ; আরক্ততা, অবদীর্ণতা ; উহার প্রান্তভাগে পুরু মামড়ীযুক্ত, কিনারা স্ফীত, জ্বালা ও কট কট করা ; আক্ষেপিকরূপে রুদ্ধ।

৬ কর্ণ।—প্রদাহের সঙ্গে কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ।
কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

৭ নাসিকা।—নাসিকার আরক্ততা ও স্ফীতি।
স্রাবযুক্ত সর্দ্দি, ঘ্রাণ লোপ।
পূতিনস্য ; নাসারন্ধ্রের ভিতরের উপাস্থি ছিদ্র হইয়া যায়।
নাসিকা রুদ্ধ কিন্তু স্রাবযুক্ত ; নাসারন্ধ্রে অবদরণ ও জ্বালা করা।

৮ মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত ও বিপর্য্যস্ত বা উলটান ; ঘোর লাল স্ফীত ওষ্ঠ।
মুখমণ্ডল এবং গণ্ডদ্বয় আরক্ত, শক্ত ও স্ফীতিযুক্ত।
বিকৃত মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ।
॥ মুখমণ্ডলের শোথের ন্যায় স্ফীতি ও পাণ্ডুরতা ; এলবুমিনুরিয়া।
মুখমণ্ডলের পীতবর্ণত্ব।

১০ দন্ত।—দন্তের শিথিলতা ; বেদনা করে, ও পড়িয়া যায়।
মাড়ী স্ফীত ; কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, পচনশীল ; সহজে রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শ্বেতাভ এবং সঙ্কুচিত।
জিহ্বা ঘন শাদা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, কিম্বা শুষ্ক ও লাল উন্নত প্যাপিলি ; শ্বেত লেপাবৃত, স্ফীত এবং অনম্য।
জিহ্বার স্ফীতি সহ লালাস্রাব রোগ।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর দগ্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব।
মুখে ধাতব বা লবণাক্ত স্বাদ।
অনিবার্য্য পিপাসা সহ মুখশোষ
মুখমধ্যে, গলার ভিতরে বা মাড়ীতে ক্ষত, তৎসহ দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

লবণাক্ত স্বাদ সহ লালাস্রাব ; লালা রক্তবৎ, ঈষৎ পীতাভ, দুশ্ছেদ্য এবং বিদাহী।

মুখমধ্যে বেদনাযুক্ত জ্বালাকরা, পাকাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত, মুখ-গহ্বর এবং ওষ্ঠ উপক্ষত দ্বারা আবৃত ; ওষ্ঠের উপরে ক্ষতের চারিধারে ছোট ছোট ফোস্কা, জ্বালা করে।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা স্ফীত, বিবৃদ্ধ, মলিন আরক্ত।

গলমধ্যের প্রবল প্রদাহ, তজ্জন্য গিলিতে পারা যায় না এবং শ্বাস-রোধের আশঙ্কা জন্মায়।

টন্সিল স্ফীত এবং ক্ষতাবৃত।

গলমধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

গিলিতে যাইলে বিবমিষা এবং বমন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা থাকে না।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—বমন :—অণ্ডলালযুক্ত পদার্থ, দুশ্ছেদ্য কিম্বা সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ; সবুজ, তিক্ত পদার্থ ; পিত্ত ; রক্ত ; কাফিচূর্ণ সদৃশ, জমাট রক্ত সহ, কেবল পূয বমন।

১৭ পাকস্থলি।—পাকাশয় প্রদেশে স্ফীতি ও টাটানি, সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না (এমন কি বস্ত্রের স্পর্শ পর্য্যন্ত)।

পাকাশয় মধ্যে জ্বালাকরা, চর্ব্বনবৎ, চিড়িক মারা বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যেন যকৃতের মধ্য প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরের স্ফীত ভাব, সামান্য স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

নাভির নিম্নে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উদরমধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পীত, সবুজবর্ণ, পিত্ত মিশ্রিত, তৎপরে আম এবং রক্ত ; তৎসহ কুন্থন এবং অসহ্য কর্ত্তনবৎ শূল-বেদনা ; বাহ্যের পর সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে জ্বালা ও উদ্বেগ ; মধ্য রাত্রির পরে বৃদ্ধি, বেদনাযুক্ত রক্ত মিশ্রিত ভেদ সহ বমন।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারের আবেগ; মূত্রবন্ধ।

মূত্র:—বর্দ্ধিত; স্বল্প, উষ্ণ, রক্তবর্ণ; অতিশয় বেদনাসহ বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ; অম্ল, কটাবর্ণ, তাহাতে ইষ্টকচূর্ণ অধঃক্ষেপ।

* সূত্রের গুচ্ছ অথবা মলিন মাংস খণ্ডের ন্যায় খণ্ডখণ্ড শ্লেষ্মা মিশ্রিত মূত্র।

‖ মূত্রে অণ্ডলাল; ডিপ্‌থিরিয়ার পর কিম্বা ব্রাইটাখ্য পীড়ায়।

হরিতাভ স্রাববিশিষ্ট প্রমেহ, রাত্রে বৃদ্ধি; জ্বালাজনক যন্ত্রণাযুক্ত মূত্রত্যাগ।

মৃদা রোগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রিতাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোত্থান।

বাম অণ্ডকোষে তীব্র বেদনাযুক্ত হুল বিদ্ধবৎ যাতনা।

যখন উপদংশ ক্ষত পচা আকৃতি বিশিষ্ট এবং জলবৎ দূষিত পূযস্রাবী হয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু শীঘ্র এবং পরিমাণে অধিক হয়।

ঈষৎ পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট প্রদর; স্রাবে ঈষৎ মিষ্ট গন্ধ।

২৪ লেংরিক্স।—স্বরলোপ বা স্বরভঙ্গ; টেঁকিয়াতে জ্বালা ও হুলবিদ্ধবৎ যাতনা, বক্ষঃস্থল অনুপ্রস্থে সংকুচিত বোধ।

খাদ্য গিলিতে লেরিংক্সে বেদনা; জিহ্বা অবনমনে বেদনার আধিক্য; গলমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ যাতনা।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া মৃদু; বাধাযুক্ত, দীর্ঘ শ্বাস।

অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; হৃদস্পন্দন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—রক্তাক্ত নিষ্ঠীবনযুক্ত কাস।

বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর (দক্ষিণ দিকের নিম্নভাগে) দিয়া সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নিদ্রাবস্থায় হৃদস্পন্দন।

নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সবিরাম, সময়ে সময়ে কম্পনশীল।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থি সকল কঠিন এবং স্ফীত।

মস্তকে, পৃষ্ঠে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা; বৃক্ক বিকৃত।

জানু উচ্চ করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত অতিশয় স্ফীত, আরক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাবৃত।

বাম স্কন্ধে বাতের মত বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে সূচীবেধ।

পদদ্বয়ে আলস্য বা অসাড় বোধ।

উরুদ্বয়ের পেশীতে এবং পায়ের ডিমে শিথিল ভাব।

পায়ের ডিমে খল্লি। * রক্তামাশয় রোগ।

পদদ্বয় বরফ সদৃশ শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেগুণে রং বিশিষ্ট; তৎসহ আক্ষেপিক, দ্রুত নাড়ী।

ঊর্দ্ধাধঃ অঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ৪০। অবনমন: ২, ৪০। উত্থান: ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—মুখমণ্ডল এবং হস্তপদের পেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ; আক্ষেপিক সংকোচন।

৩৭ নিদ্রা।—কম্পন। নিদ্রাকালে, প্রবল হিক্কা।

নিদ্রালুতা।

নিদ্রিত হইবার সময় ভয়ানক চমকিয়া উঠা।

মাথাঘোরার জন্য নিদ্রাহীনতা; উৎকণ্ঠার জন্য।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৪০। সন্ধ্যা: ৪০। রাত্রি: ৫, ২১, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প:—সামান্য সঞ্চালনে এবং খোলা বায়ুতে, প্রায়ই পেটবেদনা সহ; সন্ধ্যাকালে; বিশেষতঃ মস্তকে, রাত্রিতে শয্যায় শয়নকালে।

বাহ্যিক উত্তাপ সহ পীত বর্ণ ত্বক।

চর্ম্মে জ্বালা জনক উত্তাপ।

অবনত হইলে উত্তাপ এবং উত্থিত হইলে শীতলতা।

রাত্রে ঘর্ম্ম, কিম্বা প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

শীতল ঘর্ম্ম, প্রায়ই কপালে; অথবা সার্ব্বাঙ্গিক শীতল ঘর্ম্ম; উদ্বেগসহ।

৪১ আক্রমণ।—শরৎকাল : ২০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ২৮,৩৩। বাম : ২২,৩২। উচ্চ হইতে নিম্নে : ১২।

৪৪ তন্তু।—বাঘী।

গ্রন্থি সমুহের স্ফীতি।

উপর চোযালের অস্থিক্ষয় রোগ।

অস্থিবেষ্ট ঝিল্লিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা সহ মস্তকে উষ্ণতা; অস্থিবেষ্ট-প্রদাহ।

সাধারণ শোথ; মুখ লাল ও স্ফীত। * ব্রাইটাখ্য পীড়া।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শে বৃদ্ধি. ১৭,১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বকের দাহ ও আরক্ততা, তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি।

নখের ধূসরবর্ণতা।

উক্ত বিষের ধূম লাগিয়া যে যে স্থান ঘর্ম্মাক্ত হয়, তৎতৎ স্থানে অতিশয় দুঃসাধ্য পামা রোগ।

গৌণ উপদংশের উদ্ভেদ।

ছিদ্র হয় এবং পচিয়া যায় এরূপ ক্ষত।

৭৮ সম্বন্ধ।—মার্কুরিয়াস করের দোষঘ্ন সাইলিশিয়া।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অসুস্থতা সহ হস্ত কম্পন এবং অন্যমনস্কতা।

উষ্ণ খাদ্য ভোজনকালে, সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে ব্যাকুলতা ও উষ্ণতা, বিশেষতঃ মস্তক মধ্যে।

মানসিক পরিশ্রমে ও বাক্য কথনে অসুস্থতা বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—জানু পাতিয়া বসিলে মাথাঘোরা; দাঁড়াইলে যেন সমস্ত পদার্থ ঘুরিতেছে; সন্ধ্যাকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে চাপ বোধ।

মানসিক পরিশ্রমে এবং বহুজনাকীর্ণ স্থানে চাপপড়া বেদনা।

বিরক্তির পর (১ টা হইতে ১০ টা রাত্রি পর্য্যন্ত) চিড়িকমারা শিরঃপীড়া।

প্রত্যূষে উঠিলে পর ছুরিকাবিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া।

মস্তকে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ধূম পান কালে।

মস্তকের ভিতরে ও হস্তে উত্তাপ, তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও পাণ্ডুরতা।

৪ বহির্মস্তক।—মূর্দ্ধা দেশে ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

মস্তকের শীর্ষদেশে বেদনা, যেন কেশ আকৃষ্ট হইয়াছে।

মস্তকে দদ্রু, বর্ষাকালে কণ্ডূয়ন।

মস্তকের কেশ পতন।

৫ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দর্শন।

মুকুরাকৃতি ছানি।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

অক্ষিকোঠরের স্ফীতি।

চক্ষুর শুষ্কতা ; অথবা প্রচুর অশ্রুস্রাব।

চক্ষু প্রদাহ, তৎসহ আরক্ততা, জ্বালাকরা এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি।

প্রাতে অক্ষিপুটের সংযোজন, তৎসহ চক্ষু মধ্যে চাপ বোধ।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে নানা প্রকারের শব্দ সহ শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা।

কর্ণ প্রদাহ সহ বাহ্য আরক্ততা এবং অত্যন্ত টাটানি বোধ।

৭ নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, দক্ষিণ দিক্ হইতে অধিক। নাসিকা মধ্যে জল পূর্ণ ফুষ্কুড়ি।

শুষ্ক সর্দ্দি এবং নাকবন্ধ হইয়া যাওয়াতে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখাবয়ব :—পাণ্ডুর, মৃৎবর্ণ ; পর্য্যায় লাল ও পাণ্ডুর।

মুখমণ্ডলে অশিথিলতা বোধ, যেন ডিম্বের শ্বেতাংশ উহার উপরে মাখাইয়া শুষ্ক করা হইয়াছে।

গণ্ডাস্থিতে প্রতিরাত্রে কর্ত্তনবৎ, খনন এবং রন্ধ্র করণবৎ অসহ্য বেদনা, বিশ্রাম কালে অসহ্য, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ায়।

গণ্ডাস্থির স্ফীতি সহ দপদপ করা বেদনা।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি এবং কঠিন গুটী গুটি ভাব।

* নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিদিকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

মুখগহ্বরের উত্তর প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন গুটীকা।

১০ দন্ত।—আহারের পর দন্তে হুলবিদ্ধবৎ, আঘাতের বেদনা।

দন্তশূল :—যানারোহণে, ঠাণ্ডায় বেশী ; রাত্রে, বিশ্রামকালে অসহ্য বেদনা ; গর্ভাবস্থায় ; বেদনার প্রকৃতি প্রধানতঃ জ্বালাকরা, কর্তনবৎ, আকৃষ্টবৎ, উৎক্ষেপবৎ কিম্বা ক্ষতকারক।

দন্ত লম্বা বলিয়া বোধ হয়।

আক্কেল দাঁত উঠার জন্য পীড়া।

দন্তের শিথিলতা সহ মাড়ীর স্ফীততা।

ধীরে ধীরে দন্তোদ্গম।

মাড়ী, গণ্ডের ভিতর দিক, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতিতে জ্বালাকর, জল-পূর্ণ ফুস্কুড়ি, স্পর্শে রক্তস্রাব হয়।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ :—তিক্ত ; অম্ল।

বারম্বার, সহসা তোত্‌লামি কথা।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে এবং রাত্রে মুখমধ্যে শুষ্কতা।

রক্তাক্ত লালা।

১৩ গলমধ্য।—গিলিতে এবং কথা কহিতে গলমধ্যে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা।

গলমধ্যে এবং তালুতে শুষ্কতা, জ্বালাকরা।

প্রাতে গলায় পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠা, তৎসহ গলকোষের শুষ্কতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ভয়ানক জলের পিপাসা, বিশেষতঃ সন্ধ্যা এবং রাত্রে।

প্রবৃত্তি :— ‖ মাংসে ; রুটিতে ; অম্লযুক্ত পানীয়ে।

১৫ পানাহার।—আহার কালে : ১৬। আহারান্তে : ১০। উষ্ণ আহারে : ১।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্লোদ্গার ; অম্লাস্বাদ এবং অম্ল বমন।

অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি, বমন করিতে অনিচ্ছা।

আহারকালে বিবমিষা, মাথাঘোরা, তৎপরে তিক্ত, লবণাক্ত জল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে সংকোচক বেদনা।

পাকাশয় মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা, চাপদিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে কঠিনতা এবং সূচিবেধ।

১৯ উদর।—চাপক, আক্ষেপিক, সংকোচক অন্ত্রশূল; সবুজ ভেদে উপশম।

পেট বেদনার পরে প্রদর। নাভির চারিদিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

স্ফীত উদরে অতিশয় গুরুত্ব।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—ঘাসের ন্যায় সবুজ কিম্বা সিদ্ধি গোলা জলের ন্যায়; অম্ল গন্ধ, ফেণিল; অথবা বসার ন্যায় শুভ্র শুভ্র খণ্ড ভাসমান মল।

বাহ্যের পূর্ব্বে পেটবেদনা।

স্তন্যপায়ীদিগের অতিসার; অজীর্ণ দুধ বাহির হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।—বারম্বার নিষ্ফল চেষ্টায় অত্যল্প মল বা কেবল বায়ু নিঃসরণ; মলদ্বারে সূচী বেধ।

ক্ষুদ্র সূত্র কৃমি বা বড় কৃমি।

২১ মূত্র।—মূত্র:—বর্দ্ধিত, বর্ণহীন বা সবুজ; শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ।

বিচরণ কালে বা আসন হইতে উঠিলে অনিচ্ছায় মূত্র স্রাব।

প্রস্রাবকালে জ্বালাকর বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি প্রবৃত্তির হ্রাস; লিঙ্গোত্থানের অভাব।

বায়ু নিঃসরণ কালে প্রষ্টেটিক রস স্রাব।

অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজ:—বিলম্বে, স্বল্প; অপরাহ্নে বন্ধ হয়, বিদাহী, মলিন, আলকাতার ন্যায় কাল; তৎপূর্ব্বে সর্দ্দিতে নাক বন্ধ, উদর মধ্যে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, গলক্ষত, দুর্ব্বলতা

কটিশূল; শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর রক্তঃস্রাব, রাত্রে এবং উত্থানের প্রথমেই বেশী।

প্রদর স্রাব :—বিদাহী, শ্বেতবর্ণ, শ্লেষ্মাবৎ, পূর্ব্বে পেট বেদনা।

২৭ কাশি।—কাশি :—রাত্রে আক্ষেপিক; লেরিংক্সে সুড়সুড়ী বশতঃ; দিবাভাগে ও প্রাতে পীতবর্ণ, তরল বা দুশ্ছেদ্য বা মলিন রক্তাক্ত, লবণাস্বাদযুক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষমধ্যে যাতনাসহ সংকোচন বোধ।

বক্ষমধ্যে বা হৃদপিণ্ড প্রদেশে ক্ষত হইয়াছে এরূপ অনুভব।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য।

পৃষ্ঠে এবং কটিতে রাত্রে ভগ্নবৎ বেদনা।

কাকচক্ষু অস্থিতে সহসা অস্ত্র-বিদ্ধবৎ বেদনা; ভয়ানক বেদনা যেন মেরুদণ্ড পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়াছে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালনে স্কন্ধসন্ধিতে অস্থিচ্যুতির ন্যায় বেদনা।

রাত্রে স্কন্ধে বাতের বেদনা; বেদনায় বাহু সঞ্চালনে বাধা জন্মে।

হস্তে এবং অঙ্গুলিতে প্রসারণশীল জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি।

অঙ্গুলি সমূহের লাল এবং প্রদাহিক স্ফীতি।

অঙ্গুলি সমূহের উত্তাপ (জ্বরে)।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদমধ্যে অস্থিরতা।

পায়ের মধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

নিতম্ব কণ্ডুয়ন, নখঘর্ষণে লাল লাল দাগ।

ভ্রমণ কালে জানু বেদনাযুক্ত, শয়নে পায়ে বেদনা।

রাত্রে পায়ের ডিমে খল্লি।

পায়ের অস্থির একস্থানে জ্বালা করিতে থাকে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সর্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বহুদূর ভ্রমণ করিলেই বৃদ্ধি।

উপবিষ্ট কালে, বিশেষতঃ পদে ক্লান্তি বোধ।

বিচরণ : ২১,৩৩,৩৮। ভ্রমণ করিতে বাধা : ১০,৪৩। উত্থান : ২৩;

আসন হইতে : ২১। বাহু সঞ্চালনে অক্ষম : ৩২ বিশ্রাম : ১০। শয়ন : ৩৩। শয়নের পর : ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—অপস্মারের আবেগ; দণ্ডায়মান বা বিচরণ কালে সর্ব্বদা চৈতন্যের সহিত পড়িয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা।

রাত্রে উদর মধ্যে যাতনা হওয়াতে নিদ্রাহীনতা।

রাত্রি ২টা। ৩টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, পুনর্ব্বার নিদ্রা হয় না।

উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন, তৎসহ নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা ও ক্রন্দন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৫, ৭, ১২, ২৭, ৩৭। সন্ধ্যা : ২, ১৪, ৩৭, ৪০। ১টা হইতে রাত্রি ১০টা : ৩। রাত্রি : ১২, ১৪, ২৩, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০। মধ্য রাত্রির পর : ৩৭। মধ্য-রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুর জন্য ইচ্ছা।

অনাবৃতে অনিচ্ছা, জ্বরের তাপ সহিত।

শীতকালে বৃদ্ধি; উষ্ণ বায়ুতে ভাল, কিন্তু উষ্ণ শয্যায় বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা : ১০। বায়ুর পরিবর্ত্তন : ৪৩। বায়ু প্রবাহ : ৪৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত এবং কম্প, তৎসহ সন্ধ্যাকালে এবং শয়নের পর, বাহ্যিক শীতলতা, ধীরে ধীরে উহা বিদূরিত হয়; তৎপরে উত্তাপ; শয্যায় কম্পান্বিত, শীতল জল প্রসিক্তের ন্যায়।

কম্প :—পৃষ্ঠ দিয়া নামিয়া যায়; বাহিরে বেড়াইলে কম পড়ে।

রাত্রে অত্যন্ত আভ্যন্তরিক তাপ, তথাচ অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা।

একপার্শ্বে (দক্ষিণ) উত্তাপ; পূর্ব্বাহ্নে উত্তাপ, সচরাচর তৎসহ মস্তকে ঘর্ম্ম।

তৈলাক্ত ঘর্ম্ম, পীতবর্ণের দাগ লাগে; অম্ল, দুর্গন্ধিযুক্ত।

পিপাসাসহ ঘর্ম্ম, ১২টা রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি তৃতীয় সপ্তাহান্তর তাহার (স্ত্রীলোকের) সমস্ত লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ৭, ৪০। বাম : ৩৩।

৪৩ অনুভব।—বিদ্যুৎবৎ চিড়িক মারা স্নায়বিক বেদনা, বামদিকে বেশী; বায়ু প্রবাহে, বায়ু পরিবর্ত্তনে, স্পর্শে বেশী; শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহতলে বেড়াইতে হয়।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচাপনে নিরতিশয় বৃদ্ধি; সর্ব্বাঙ্গ বেদনাযুক্ত। স্পর্শ: ১০। নখঘর্ষণ: ৪৬। আরোহণ: ২০। অশ্বারোহণে বৃদ্ধি।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্ডূয়ন ও শুষ্কতা: ঘর্ষণে কণ্ডূয়ন উপশম প্রাপ্ত হয়।

ত্বকনিম্নে বড় বড় গুটিকা।

বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, আরক্ত উদ্ভেদ, পরে ত্বক উঠিয়া যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফোট (নিম্নপদে) তৎসহ শিরঃপীড়া এবং হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা।

৪৭ অবস্থা।—স্নায়বিক, উগ্র স্বভাব।

শিশুদিগের পক্ষে সচরাচর বিশেষ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যামোমিলার প্রতিপূরক।

ইহা প্রতিষেধিত হয়:—ক্যামমিলা দ্বারা (স্নায়ুশূল); রিয়াম দ্বারা (উদরের রোগ)।

এসেটিক এসিড অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে ইহা প্রতিষেধ করে।

তুলনীয়:—ইপিকা (বিবমিষা এবং ঘাসের ন্যায় মল); কলোসিন্থ (কর্ত্তনবৎ অন্ত্রশূল, বাঁকে হইয়া উপশম)।

ম্যাগনেসিয়া মিউরেটিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—কথা কহিতে অনিচ্ছুক, নির্জ্জনতা ভাল বাসে।

অশ্রুযুক্ত, ক্রন্দন-প্রবণ।

গৃহমধ্যে উদ্বিগ্ন, খোলাবায়ুতে উপশম।

মানসিক পরিশ্রমে রোগ বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে গুরুত্ব, তৎসহ পড়িয়া যাইবে এরূপ মাথা টলে।

প্রাতে উঠিলে মস্তক ঘূর্ণন, খোলাবায়ুতে যাইলে সারিয়া যায়।

সম্মুখ মস্তকমধ্যে অসাড় বোধ, মস্তক স্তব্ধ বোধ হয়; শয়নাবস্থায় এবং প্রাতে জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি; উষ্ণভাবে মস্তক জড়াইলে এবং খোলাবায়ুতে ব্যায়ামে উপশম প্রাপ্তি।

মস্তকে রক্তাধিক্য তৎসহ বেদনাযুক্ত আন্দোলন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দেড় মাস বা ছয় সপ্তাহ অন্তর সম্মুখ মস্তকে এবং চক্ষুর চারিদিকে বেদনা; বোধ হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; শয়ন করিতে বাধ্য হয়, সঞ্চালনে ও খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি, চাপিয়া ধরিলে উপশম।

রগে কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, তৎসঙ্গে মূর্দ্ধা দেশে স্পর্শাধিক, যেন মস্তকের কেশ সকল টানিয়া তোলা হইয়াছে।

মস্তক মধ্যে উভয় পার্শ্ব হইতে সংকোচন বোধ, তৎসহ উষ্ণ বোধ।

৪ চক্ষু।—আলোক দৃষ্টি করিলে অশ্রুস্রাব এবং চক্ষুতে জ্বালা করা।

স্ক্লেরোটিকা বা শ্বেত ক্ষেত্রের হরিদ্রাবর্ণত্ব।

চক্ষু প্রদাহযুক্ত, তৎসহ শ্বেতক্ষেত্রের আরক্ততা ও অতীব জ্বালা করা।

অক্ষিপক্ষ্মে ক্ষত, উষ্ণগৃহে বেশী; ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা এবং বধিরতা, যেন কর্ণের সম্মুখে কি রহিয়াছে।

কর্ণমধ্যে আঘাতবৎ স্পন্দন।

কর্ণ পশ্চাতের পুরাতন দক্রুর কণ্ডূয়ন।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দিসহ মস্তকের স্তব্ধভাববৎ সঙ্গে ঘ্রাণশক্তি এবং আস্বাদ লোপ; পীতবর্ণ দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা স্রাব।

নাসিকা হইতে বিদাহী, ক্ষতকারী জল স্রাব, রাত্রে নাক বন্ধ।

নাসিকার বা নাসাপুটের আরক্ততা এবং স্ফীতি।

নাসিকারন্ধ্রে জ্বালা করা এবং ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

নাসিকার মধ্যে চিপ্‌টিকা; ক্ষতযুক্ত নাসিকরন্ধ্র, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—বর্ণহীন, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ মুখাবয়ব।

মুখের অস্থিতে প্রবল খল্লিবৎ বেদনা।

মুখমণ্ডলে ও কপালে উদ্ভেদ; রাত্রে, উষ্ণগৃহে ও ঋতুর পূর্ব্বে বেশী।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধরের লাল সীমার প্রান্তে বড় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির কণ্ডূয়ন, তৎপরে জ্বালা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, দন্তে খাদ্য স্পর্শে অসহ্য বেদনা।

মাড়ীর বেদনাযুক্ত স্ফীতি এবং সহজে রক্ত স্রাবিতা।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদর স্ফীতির সহিত ধীরে দন্তোদ্ভেদ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—দগ্ধ বোধ; মুখগহ্বরের যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ।

জিহ্বাতে বিজগুড়ি, ভয়ানক জ্বালা।

প্রত্যূষে জিহ্বা শ্বেত লেপ; কিম্বা অগ্রভাগ এবং প্রান্তভাগ পরিষ্কার, বিস্তৃত, কোমল এবং পীতবর্ণ। *যকৃতের কাঠিন্য।

আস্বাদ;—রহিত; তিক্ত; রাত্রে অম্লযুক্ত।

১২ মুখমধ্য।—ওষ্ঠের ভিতর দিকে জিহ্বার দ্বারা স্পর্শে কর্কশতা অনুভব।

পিপাসা থাকে না, অথচ মুখশোষ।

মুখমধ্যে জলসঞ্চয়।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে শুষ্কতা এবং কর্কশতা, তৎসঙ্গে স্বর ভঙ্গ।

পাকস্থলি হইতে গলদেশ অবধি একটি গোলক উঠিতেছে এরূপ ভাব, উদ্গার উঠিলে উপশম।

‖ মুখমধ্যে অবিরত শ্বেতবর্ণ ফেণা উঠা।

ঘন, দুশ্ছেদ্য (কিম্বা রক্ত মিশ্রিত) শ্লেষ্মা কষ্টে থক্ করিয়া তুলিতে হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—*ক্ষুধা:—কিসের ক্ষুধা,জানে না? তৎপরে বিবমিষা।

মিষ্ট দ্রব্যে স্পৃহা।

ভয়ানক পিপাসা (রাত্রি ৩টা)।

ক্ষুধা লোপ।

১৫ পানাহার।—আহার: ১৭। মাধ্যাহ্নিক আহারকালে: ২, ২৮। রাত্রের আহারের পরে: ৫।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—বিচরণকালে উদ্গীরণ।

উদ্গার:—পলাণ্ডুবৎ আস্বাদযুক্ত; উপশম: ৩৬।

বিবমিষা এবং ভ্রমির পর পাকাশয়ের শীতলতা এবং দুর্ব্বলতা; বারম্বার মুখে জল সঞ্চয়ের সহিত; প্রাতে উঠিলে পর।

উদ্গার, মুখপ্রসেক; পাকাশয় এবং যকৃতে চৈতন্যাধিক্য : ৩৮।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে দপদপ করা।

পাকস্থলীতে ঘৃষ্টবৎ বা ক্ষতবৎ বেদনা, আহার করিলে সারিয়া যায় এবং আহার জীর্ণ হইয়া যাইলে পুনরাক্রমণ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত স্পর্শ করিলে এবং ভ্রমণকালে যকৃতে চাপক বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি; যকৃত কঠিন এবং বিবৃদ্ধ।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা; কটিতে ছিন্নবৎ সূচীবেধ।

সন্ধ্যাকালে পেট বেদনা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎপরে শ্বেতপ্রদর; গুল্মবায়ু রোগ।

রাত্রি ১টার সময় পেটবেদনা, বক্র হইয়া শয়ন করিতে হয়; আবরণ সহ্য করিতে পারে না।

উদরের টান টান, ঘৃষ্টবৎ টাটান, স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

২০ মল।—মল:—লম্বা ও কঠিন; মলদ্বারের প্রান্তে আসিয়া বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে; উদর স্ফীত; ছাগল নাদির ন্যায় গুটী গুটী।

▌ মলত্যাগ প্রবৃত্তির অভাব; মূত্রাধারেরও ঐরূপ।

বাহ্যে করিতে অধিক চাপ দিতে হয়; অত্যল্প মল অথবা কেবল বায়ু নিঃসরণ হয়।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত ভেদ।

শ্লেষ্মা এবং রক্তে মল আবৃত থাকে।

২১ মূত্র।—দিবা রাত্রি বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, তৎসহ স্বল্প মূত্রস্রাব।

▌ কেবল উদরের পেশীর দ্বারা বেগ দিয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়।

মূত্রের বর্ণ ঈষৎ পীতবর্ণ, মূত্রত্যাগের পর জ্বালা।

মূত্রনলীর মধ্যে অসাড় বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বারম্বার লিঙ্গোত্থান; অতি প্রত্যূষে, তৎসহ জ্বালা।

আলিঙ্গনের পর পৃষ্ঠে জ্বালাকর বেদনা।

জননেন্দ্রিয়ে এবং মূত্রত্বকে কণ্ডূয়ন, মলদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত।

মুষ্ক শ্লথ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ প্রদেশে বেগ বা কোঁত পাড়া বেদনা।

জরায়ুর খল্লী উরুদেশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত।

রজোরোধ।

রজশোণিত কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ; প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে বা পরে, তৎসহ প্রবল বেদনা, ঐ বেদনা ভ্রমণে পৃষ্ঠদেশে এবং বসিলে উরুদেশে বেশী হয়: মুখাবয়ব পাণ্ডুর, দুর্ব্বলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা।

কটিদেশ চাপিয়া ধরিলে, কষ্টরজঃ নরম পড়ে।

জরায়ু গ্রীবায় কর্কট রোগের কাঠিন্য।

জরায়ুর খল্লীর পর অথবা মলত্যাগের অব্যবহিত পরে শ্বেতপ্রদর; তৎপরে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৪ গর্ভ।—গুল্মবায়ুর আক্ষেপ বশতঃ প্রসব বেদনার বাধা পড়ে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর ভঙ্গের সঙ্গে গলমধ্যে কর্কশতা ও শুষ্কতা; প্রাতে উঠিলে পর।

লেরিংক্স মধ্যে সুড় সুড়ী।

২৭ কাশি।—সন্ধ্যায় এবং রাত্রে শুষ্ক কাশি, তৎসঙ্গে বক্ষঃমধ্যে জ্বালা ও ক্ষত বোধ।

রাত্রে আক্ষেপিক কাশি সহ গল মধ্যে সুড় সুড়ী।

সমুদ্রে স্নানের পর রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন: ২৮।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষে সহসা গুরুত্ব, তৎসঙ্গে মধ্যাহ্নিক আহারের সময়ে শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট বোধ।

বক্ষে অশিথিলতা ও আকুঞ্চন।

সমুদ্রে স্নানের পর বক্ষে রক্তাধিক্য: ২৭।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী। —হৃদ্‌পিণ্ডে সূচীবেধ।

উপবিষ্টাবস্থায় হৃদকম্পন, সঞ্চালনে থাকে না।

নাড়ী দ্রুত, উপবিষ্টাবস্থায় দাহ।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীততা।

কটিতে এবং নিতম্বে মুষ্টবৎ বেদনা সহ তৎতৎ স্থানে স্পর্শাধিক্য; ঋতু সময়েও।

কটিদেশে সংকোচন এবং আক্ষেপিক বেদনা।

কটিমধ্যে সুচীবেধ, ছিন্নবৎ এবং জ্বালা করা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা, বাহু হইতে হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

স্কন্ধে, বাহুতে, মণিবন্ধে এবং হস্ত তলে ছিন্নবৎ বেদনা।

প্রাতে জাগ্রত হইলে বাহুতে অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উপবিষ্টাবস্থায়ও পদদ্বয়ে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব।

পদে গুরুত্ব।

জংঘামধ্যে ছিন্নবৎ এবং উৎক্ষেপ।

উরুতে অশিথিলতা এবং অসুস্থতা বোধ, উপশমের জন্য পদসঞ্চালন করিতে হয়।

জানু মধ্যে চাপক বেদনা।

রাত্রে পায়ের ডিমে খল্লী।

সন্ধ্যাকালে পায়ের তলায় জ্বালা।

পদে ঘর্ম্ম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পাক্ষাঘাতিক আকৃষ্ট ভাব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিশয় দৌর্ব্বল্য; জরায়ুর স্থান চ্যুতি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন প্রবৃত্তি।

উপবিষ্টাবস্থায় অধিকাংশ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ব্যায়াম ও সঞ্চালনে উপশম হয়।

অঙ্গবিস্তৃতি কালে পাকাশয়ে বেদনা লাগে।

সঞ্চালন: ৩, ২৯,৩২, ৩৩। বিচরণ: ১৬, ১৮, ২৩। খোলা বায়ুতে ব্যায়াম: ২। উত্থান: ২, ১৬। শয়ন: ২; দক্ষিণপার্শ্বে: ১৮। শয়ন করিতে বাধ্য: ৩। বক্র হইয়া শয়ন: ১৯। উপবেশন: ২৩, ২৯, ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—গুল্মবায়ু ও আক্ষেপিক উপসর্গ।

নিদ্রালুতার সহিত দিবা রাত্রে অনেক বার আক্ষেপ হয়।

সমুদ্র স্নানের পর বড়ই দুর্ব্বলতা।

সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা, যেন পাকাশয় হইতে উত্থিত হইতেছে।

মধ্যাহ্নিক আহার কালে ভ্রমির ভাব, বিবমিষা এবং কম্পন, উদ্গার উঠিলে উপশম।

৩৭ নিদ্রা।—জৃম্ভন ও আলস্যসহ দিবসে নিদ্রালুতা।

অনেক বিলম্বে নিদ্রা যায়; রাত্রে গরম বোধ হওয়াতে নিদ্রানাশ, তৎসহ পিপাসা।

চক্ষু মুদিত করিলেই সর্ব্বাঙ্গে অস্থিরতা; সন্ধ্যাকালে শয্যায়।

উদ্বিগ্নকর, ভয়প্রদ স্বপ্ন, নিদ্রাবস্থায় কথা কহে এবং ক্রন্দন করিয়া উঠে।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; বেদনা।

প্রাতঃকাল: ২, ১১, ১৬, ২২, ৩২। সন্ধ্যা: ১৯, ৪০। ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত: ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি: ৪০। রাত্রি: ৭, ১১, ৩৩। মধ্য রাত্রির পর: ১৯। মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল: ৪০। দিবা রাত্রি: ২১, ৩৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণ গৃহ: ৫। গৃহ: ১। মস্তক উষ্ণভাবে জড়াইলে: ২। আবৃত: ১৯,৪০। খোলাবায়ু: ১, ২, ৩ ৪০। সমুদ্র স্নান: ২৮, ৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত অগ্নি সন্তাপে হ্রাস হয় না; ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী; খোলা বায়ুতে এবং শয়নে উপশম; শীতের পর উত্তাপ, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা।

সন্ধ্যাকালে তাপ, পিপাসা; কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম; অনাবৃতে অনিচ্ছা।

মধ্য রাত্রির পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম ও পিপাসা।

৪১ আক্রমণ।—প্রত্যেক ছয় সপ্তাহ অন্তর: ৩।

৪২ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গিক ক্ষত বোধ, তৎসহ শব্দে অতিশয় চৈতন্যাধিক।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপনে উপশম।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কালে বৃদ্ধি।

৪৬ চর্ম্ম।—রক্ত স্ফোটক।

সর্ব্বাঙ্গে কীট সঞ্চরণবৎ অনুভব।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীলোক: বিশেষতঃ জরায়ুর উপসর্গের সহিত গুল্মবায়ু।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ কালে।

৪৮ সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকার প্রতিবিষ:—ক্যামমিলা।

ম্যাঙ্গানম্ এসিটিকম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—অবিরত খুঁত খুঁত করা; কোঁথান।

নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বিরক্ত।

সামান্য কার্য্যে বিরক্ত।

উদ্যম বা সাহসহীন।

২ চৈতন্য।—ইন্দ্রিয়সকল তত প্রখর নহে।

মস্তক গুরু এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্য, তৎসহ মস্তকমধ্যে দপদপানি; খোলা বায়ুতে উপশম।

রগ্ হইতে, চক্ষু এবং সম্মুখ মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চাপপ্রদ এবং ছিদ্রকরণবৎ শিরঃপীড়া, সম্মুখদিকে নত হইলে উপশম এবং উপবেশন করিলে পুনরাক্রমণ।

সম্মুখ মস্তকের বাম পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ এবং চিড়িকমারা বেদনা।

মস্তক সঞ্চালনে মস্তিষ্কের আন্দোলন।

খোলা বাতাসে আকৃষ্টবা হুলবেধবৎ শিরঃপীড়া,গৃহেরভিতরে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক শীর্ষের ক্ষুদ্র একস্থলে শীতল অনুভব।

৫ চক্ষু।—নিকট দৃষ্টি।

কনীনিকা অধিক প্রসারিত বা সংকুচিত।

দিবাভাগে চক্ষু মধ্যে জ্বালাকরা এবং দৃষ্টির অস্বচ্ছতা।

আলোক শিখায় পাঠকালে চক্ষু মধ্যে প্রচাপন।

চক্ষুতে জালাকর উত্তাপ ও শুষ্কতা।

অক্ষিপুট স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে নানাপ্রকারের শব্দ।

বিচরণকালে দক্ষিণ কর্ণমধ্যে শব্দ।

বধিরতা :—নাসিকা হইতে বায়ুনিঃসরণ কালে উপশম; শীত এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

কর্ণমধ্যে পূর্ণতা সহ শ্রবণ শক্তির দুর্ব্বলতা, গলাধঃকরণ সময়ে এবং নাসিকা হইতে বেগে বায়ুনিঃসরণকালে খট্‌খট শব্দ করে।

বধির কর্ণে সহসা সূচীবেধ।

বাম কর্ণের পৃষ্ঠভাগের পেশীতে এরূপ আকৃষ্টবৎ আক্ষেপ যে তাহাকে দক্ষিণ দিকে মস্তক হেলাইয়া থাকিতে হয়।

▌বাম কর্ণমূলের স্ফীততা ও ঈষৎ আরক্তিমবর্ণ। * টাইফস্।

৭ নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি সহ নাসারন্ধ্রের সম্পূর্ণ অবরোধ; নাসামূলে আক্ষেপিক বেদনা; বর্ষা এবং শীতকালে বৃদ্ধি।

নাসিকা স্পর্শে ক্ষত বোধ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

৮ মুখমণ্ডল।—হাস্য করিবার সময় চিবুকাস্থি হইতে রগ পর্য্যন্ত উৎক্ষেপযুক্ত সূচীবেধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, অন্তঃপ্রবিষ্ট।

মুখ-প্রান্তে উদ্ভেদ এবং ক্ষত।

ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, তৎসহ কুঞ্চিত চর্ম্ম, পিপাসাহীনতা।

ওষ্ঠে স্বচ্ছ, জলপূর্ণ ফুষ্কুড়ি।

১০ দন্ত।—কোন শীতল দ্রব্য দন্তে ঠেকিলে বেদনাকর অসহ্য দন্তশূল।

প্রবল দন্তশূল, সহসা স্থান পরিবর্ত্তন করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে তৈলাক্ত আস্বাদ।

জিহ্বার বাম দিকে জালাযুক্ত ফুষ্কুড়ি।

জিহ্বাতে ছোট ছোট গুটি; মাংস বৃদ্ধি বা আঁচিল।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে কর্দ্দম বা মৃত্তিকাবৎ গন্ধ (প্রত্যুষে উঠিলে পর)।

১৩ গলমধ্য।—ক্ষত; যেন হাজিয়া গিয়াছে, তৎসহ কর্ত্তনবৎ বেদনা;

ওষ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা; গলাধঃকরণ সময়ে উভয় কর্ণমধ্যে সূচীবেধ; কাসিবার সময় বৃদ্ধি, তৎসহ কর্কশ স্বর।

গলমধ্য শুষ্ক, কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট, বোধ হয় যেন একটী পত্র দ্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তৃপ্তি বোধ জন্য আহারে বিদ্বেষ।

পিপাসাহীনতা।

১৫ পানাহার।—আহার কালে:—পাকাশয় এবং উদরে প্রচাপন, শীতল খাদ্যে অধিক, বিশেষতঃ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের।

আহারের পর:— চিবুকাস্থিতে খল্লিবৎ বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকাশয় হইতে উদ্গার, বুক জ্বালার ন্যায়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে জ্বালা, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত; কখন কখন অত্যন্ত অস্থিরতা সহ।

পাকাশয় প্রদেশে চাপপ্রদ টাটানি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন।

১৯ উদর।—উদরের মধ্যস্থল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত উষ্ণ সংকোচন, তৎসহ বিবমিষা।

দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকালে নাভি প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বিচরণকালে, অন্ত্র সকল শিথিল এবং ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এরূপ অনুভব।

উদরের স্ফীত ভাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর বায়ুনিঃসরণ।

মল হরিদ্রাবর্ণ,তৎসহ মলদ্বারে বেগ এবং সংকোচন।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কষ্টে নিঃসৃত, শুষ্ক, গ্রন্থিল।

২১ মূত্র।—বারম্বার মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি; মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাব-পথে কর্ত্তনবৎ যাতনা।

প্রচুর মূত্রস্রাব।

মৃত্তিকাবৎ, বেগুণে রঙ্গের অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতা বোধ, তৎসঙ্গে শুক্রবাহী-নলীতে, লিঙ্গমুণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত, জলন এবং আকৃষ্ট ভাব।

মুষ্ক মধ্যে কণ্ডূয়ন, তাহা ঘর্ষণে উপশম হয় না।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অত্যল্প; কোঁতপাড়া বেদনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, স্রাব মৃদু বা রহিত।

দুই ঋতুর অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব, এবং জননেন্দ্রিয়ে চাপবোধ।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ:—সর্দ্দিসহ; সুড়সুড়ীযুক্ত কাশি সহ; প্রত্যুষে এবং সান্ধ্য বহির্ব্বায়ুতে কর্কশ স্বর বা বাক্য।

শ্লেষ্মা জমার ন্যায় অস্পষ্ট স্বর, প্রাতে বেশী।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস উষ্ণ এবং জ্বালাকর, তৎসঙ্গে বক্ষে কষ্টকর উত্তাপ

বাক্য কথনে বাম দিকের দ্বিতীয় পঞ্জকায় বেদনা।

মস্তক মধ্যে, পাকাশয়ে, কর্ণে এবং বাহুতে বেদনা, কথা কহিলে বা হাঁসিলে বৃদ্ধি।

২৭ কাশি।—মস্তকের অস্থিমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা; শুষ্ক অবিচ্ছিন্ন কাশি, মধ্য বক্ষাস্থির উত্তেজনা বশতঃ; শয়নে উপশম।

উচ্চস্বরে পড়িলে শুষ্ককাশি সহ স্বরনালীতে শুষ্কতা, কর্কশতা এবং সংকোচন।

ঈষৎ সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের নিষ্ঠীবন, প্রাতে সহজে উঠে; অথবা কষ্টকৃত দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

ঈষৎ আরক্তিম শ্লেষ্মা। রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষ এবং বক্ষাস্থির মধ্যে সূচীবেধ, উচ্চ ও নিম্নদিকে চলিয়া বেড়ায়।

বক্ষমধ্যে আঘাত সদৃশ বেদনা।

উদরের মধ্যস্থল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উষ্ণ সঙ্কোচন, তৎসহ বিবমিষা।

নত হইলে বক্ষের উপরিভাগে আঘাতবৎ বেদনা, মস্তক উত্তোলনে উপশম।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদস্পন্দন প্রবল, অসমান এবং কম্পনশীল, বিকৃত শব্দ থাকে না।

হৃৎপিণ্ড ও বাম দিকের বক্ষে উচ্চ হইতে নিম্নদিকে সহসা আঘাত বা বিকম্পন।

অসমান, কখন দ্রুত কখন মৃদু কিন্তু অবিরত কোমল ও দুর্ব্বল নাড়ী।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার বাম ভাগে আরক্ত, স্ফীত রেখা।

গ্রীবাপৃষ্ঠের অনম্যতা।

উচ্চ হইতে নিম্নদিকে সমস্ত মেরুদণ্ডে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পশ্চাৎ দিকে নত হইলে কটিতে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিমধ্যে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

স্কন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাতের বেদনা।

বাহুদেশের অস্থিমধ্যে (যেন অস্থিমজ্জায়) চর্ব্বনবৎ এবং ছিদ্র-করণবৎ বেদনা।

কনুই সন্ধিতে এবং মণিবন্ধে আততিযুক্ত বেদনা।

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ বা প্রসারিত করিলে স্ফীতি অনুভব।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে পুরাতন স্ফীতি এবং পূযসঞ্চয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুতে অশিথিলতা এবং আকৃষ্টবৎ সূচীবেধ।

সামান্য উদ্যমে পায়ের পেশীতে উৎক্ষেপ।

জানুর বিকম্পন ও জানুমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

পদমধ্যে অশিথিলতা ও অনম্যতা।

গুল্‌ফদেশের স্ফীততা ও প্রদাহ।

পায়ের তলায় জ্বলন।

বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে তীব্র যাতনাপ্রদ বেদনা, রাত্রে এবং স্পর্শে বেশী।

পায়ে বাত; গুড়মুড়োতে ভার সহ্য করিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে সঞ্চরণ করে, প্রায়ই অনুপ্রস্থ ভাবে; আরক্ত, উজ্জ্বল স্ফীতি; স্পর্শে, সঞ্চালনে অথবা রাত্রে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩৪ ; মস্তকের : ৩। বিচরণ : ৬, ১৯। উদ্যম : ৩৩। অবস্থিতির পরিবর্ত্তন করিতে হয় : ৩৩। উপবেশন : ৩০। শয্যা হইতে উত্থান : ৪৩। মস্তকোত্তলন : ২৮। অবনমন : ২৮। সম্মুখ দিকে নত হওন : ৩। পশ্চাৎদিকে অবনত : ৩১। মস্তক পশ্চাৎ দিকে নত করিলে : ৩। শয়ন : ২৭।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা ও কম্পন, বিশেষতঃ সন্ধি সকলের।

৩৭ নিদ্রা।—অত্যন্ত জৃম্ভন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই নিদ্রালু।

সুস্পষ্ট স্বপ্ন যাহা উত্তমরূপ স্মরণ থাকে।

৩৮ সময়।—রাত্রে বৃদ্ধি : সন্ধি, অস্থি, প্রভৃতিতে বেদনা।

প্রাতঃকাল : ১২, ২৫, ২৭। সন্ধ্যা : ৭, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৩। রাত্রি : ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪৩, ৪৪। দিবসে : ৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গ্রীষ্ম ও কুজ্ঝটিকাকালে বৃদ্ধি।

খোলা বায়ু : ৩, ১৩, ২৫। গৃহমধ্যে : ১৩। শীত, বর্ষাকালে : ৬, ৭। শীতল দ্রব্য ; ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সচরাচর সন্ধ্যাকালে শীত, চিড়িক মারা শীরঃপীড়া, হস্ত পদে বরফবৎ শীতলতা।

কম্পনবিশিষ্ট শীত, তৎসহ মস্তকে উত্তাপ।

মুখে, পৃষ্ঠে এবং বক্ষে সহসা উত্তাপের আবেগ।

পরিমিত পিপাসাসহ উত্তাপ ও ঘর্ম্ম।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ ক্ষুদ্র, ব্যাকুলিত শ্বাস।

নৈশঘর্ম্ম ; সর্ব্বদা কেবল গ্রীবায় এবং নিম্ন পদে কণ্ডূয়ন।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬। বাম : ৩৩, ১১, ২৯, ৩১, ৩৩। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ২০, ৩১, ৩২।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালাকরা ; সন্ধ্যাকালে শয্যা হইতে উঠিলে।

অস্থি এবং অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে খননবৎ, অসহ্য বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি ; সন্ধি মধ্যেও খননবৎ বেদনা।

৫৫ তন্তু।—অস্থি প্রদাহসহ রাত্রে খননবৎ অসহ্য বেদনা।

সমস্ত অস্থি, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, স্পর্শে বেদনা। টাইফাস্।

সন্ধি প্রদাহ।

প্রদাহিত স্ফীতি এবং পূযসঞ্চার।

৫৬ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শরীরের প্রত্যেক স্থানে, স্পর্শ করিলে, অত্যন্ত (ক্ষতের ন্যায়) টাটানি বোধ।

স্পর্শ : ৫, ৭, ৩৩, ৩৪, ৪৫। মর্দ্দন : ২২।

৫৭ চর্ম্ম।—সন্ধির অবনতি স্থলে অবদরণ ও বিদারণ সহ টাটানি।

জানু গহ্বরে এবং জানুতে কণ্ডূয়ন, ঘর্ম্মে বৃদ্ধি।

লাল লাল দাগের সঙ্গে হস্ত তালুতে কণ্ডূয়ন।

বাতের সঙ্গে বক্ষ, বাহু এবং হস্তপদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়িতে জ্বালা।

৫৮ সম্বন্ধ।—ম্যাঙ্গানেমের প্রতিবিষ কফিয়া।

মিউরিয়েটিক এসিড্।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অচৈতন্য। অস্ফুট কাতরস্বর।

কথা কহে না। নিস্তব্ধভাব।

স্থিরভাবে উপবিষ্ট, বিষণ্ণ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুলতা।

উগ্রচিত্ত, ক্রোধ প্রবণ; কোপনতা। বিরক্তচিত্ততা।

অস্থিরতা, বারম্বার স্থান পরিবর্ত্তন।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন :—চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি; বিচরণে সামান্য বৃদ্ধি, যদিও ইহাতে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়; তৎসহ পা টলে।

পশ্চাৎ মস্তকে গুরুত্ব, তৎসহ ঘোর দৃষ্টি, দেখিতে চেষ্টা করিলে বেশী হয়; তৎসহে গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রতি দিন বেলা ৯ টা হইতে ১টার মধ্যে নিরূপিত রূপে শিরঃপীড়ার আক্রমণ; বেদনা বাম চক্ষুর উপরে টাটানি হইয়া আরম্ভ হয়, পরে অক্ষিগোলকে ও বাম নাসিকা, কপাল ও রগ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে।

শিরঃপীড়া, যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন বা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে ; চক্ষু নাড়িলে এবং শয্যায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি ; পরিমিত ব্যায়ামে উপশম।

শিরঃপীড়া যেন মস্তিষ্ক হস্ত দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

মস্তকের পশ্চাৎভাগে স্থির ও তীব্র বেদনা, যেন পশ্চাৎ মস্তকে সীসকপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ ভারিবোধ।

বহির্বায়ুতে ভ্রমণ কালে শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ শীতল বায়ুতে।

দূর হইতে কথা কহিলে, শিরঃপীড়া জন্মায়।

• বহির্মস্তক।—অনম্য এবং বেদনা বিশিষ্ট :—পশ্চাৎ মস্তকে, স্পর্শে বেশী হয় ; মস্তকের বামদিকে এবং মেরুদণ্ডের বরাবর, শয়নে বৃদ্ধি।

করোটীর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকশীর্ষে উত্তাপ।

বোধ হয় যেন কেশ গুলি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে

• চক্ষু।—ঋজু বা লম্ব ভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি ; পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা।

কনীনিকা সংকুচিত।

অক্ষিপ্রান্তে কণ্ডূয়ন, বেদনা।

অক্ষিপুট আরক্ত, স্ফীত।

আলোকে বৃদ্ধি, অন্ধকারে উপশম।

• কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা ; রাত্রে উচ্চ খট্‌খট্ শব্দ, কর্ণমল জন্মে না ; শুষ্কতা ; দক্ষিণ কর্ণে অধিক।

দূরস্থ শব্দ শিরঃপীড়া জন্মায় ; মনুষ্যস্বর অসহ্য।

অভ্যন্তর কর্ণের অনুভবহীনতা।

কর্ণমধ্যে নানাপ্রকারের শব্দ।

কর্ণশূল, তৎসঙ্গে চাপপ্রদ বেদনা।

মলিন কর্ণমল, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে বজ্‌বজ্ শব্দ।

• নাসিকা।—দীর্ঘ স্থায়ী রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। * হুপ্‌শব্দক কাশি।

তরল, বিদাহী, ক্ষতকারী সর্দ্দি।

গাঢ় পীতবর্ণ স্রাববিশিষ্ট সর্দ্দি।

নাসিকা হইতে তরল, ক্ষতকারী পূজস্রাব।

নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—খোলা বায়ুতে বিচরণ সময়ে মুখমণ্ডলের উষ্ণতা এবং গণ্ড-স্থলের আরক্ততা; পিপাসাহীনতা।

সহসা আরক্ত মুখমণ্ডল, তৎসহ অচৈতন্যকর তন্দ্রা। *আরক্ত জ্বর।

প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে, কপালে, গণ্ডস্থলে এবং মুখগহ্বরের চারিদিকে লাল পীড়কা, সমগ্র মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

মুখমণ্ডলে, কপালে, রগে কচ্ছুবৎ মামরী পড়ে।

পীড়কা; ফুস্কুড়ি; মেছেতা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়াল শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

মুখগহ্বরের চারিদিকের পীড়কায় মামরী পড়ে।

ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বলন।

অধরের স্ফীত ভাব; ভারি বোধ, জ্বলিতে থাকে।

বেলা ৪টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত, অধরের বামার্দ্ধের নিম্ন ভাগে বেদনা।

১০ দন্ত।—শীতল পানীয়ের জন্য দন্তশূল (দপদপ কর); দন্ত শূলের সহিত কর্ণশূল।

কুট কুট করা দন্তশূল; উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

মাড়ী স্ফীত, রক্তস্রাবী, ক্ষত বিশিষ্ট।

দন্ত খসিয়া পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রত্যেক পদার্থে মিষ্টাস্বাদ।

পচা ডিমের ন্যায় পচা স্বাদ, তৎসহ লালাস্রাব।

সীসকের ন্যায় ভারি জিহ্বা, কথা কহিতে বাধা দিয়া থাকে; জিহ্বা ক্ষতবিশিষ্ট ও অসাড় বোধ করে।

জিহ্বার ক্ষুদ্রতা প্রাপ্তি।

জিহ্বা ক্ষত বিশিষ্ট, নীলাভ ; কৃষ্ণবর্ণ ভূমিবিশিষ্ট গভীর ক্ষত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মুখে উপক্ষত; জিহ্বার দক্ষিণাংশে বড় বড় অসমান অথচ গভীর ক্ষত ; দুর্গন্ধ শ্বাস।

মুখগহ্বর প্রদাহ, তৎসহ মুখশোষ, মাড়ীর স্ফীততা এবং দুর্ব্বলতা।

দুর্গন্ধ নিশ্বাস। * স্কার্লেটিনা।

মুখ স্বাদহীন লালাতে পূর্ণ।

লালানিঃসারক গ্রন্থির বেদনা এবং স্ফীতি।

১৩ গলমধ্য।—গলকোষের কর্কশতা ও বেদনা; জ্বলন।

গলার ভিতরে শুষ্কতা ও বক্ষমধ্যে জ্বালা।

আরক্ত জ্বরে গলকোষ মলিন ঈষৎ নীলাভ লাল : ৪৬।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যধিক ক্ষুধা এবং পিপাসা।

মাংসে ঘৃণা।

সুরাপানে অত্যন্ত ইচ্ছা।

পিপাসা : ৪০।

১৫ পানাহার।—হিক্কা (মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে এবং পরে)।

পানের পর ভাল থাকে।

আহারের পর : বৃদ্ধি ; অতিসার।

শীতল পানীয় : ১০।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—উদ্গার :—তিক্ত, পচা।

বমন সহ উদ্গার, কাসী ; অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে শূন্যতা বোধ, সমস্ত উদরে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ক্ষুধা নাই ; বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাকস্থলী মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে প্রচাপন এবং অশিথিলতা।

১৯ উদর।—অত্যল্প আহারেও উদরের পূর্ণতা এবং বিস্তৃতি ভাব।

খালি বোধ এবং গড় গড় শব্দ।

উদরমধ্যে খল্লি।

অন্ত্র বৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—অন্ত্রের নিঃস্রবতার ন্যায়; কষ্টে নিঃসৃত; অত্যন্ত তরল কিন্তু গোলাকার; প্রস্রাবকালে অসাড়ে জলবৎ তরল মল; সান্নিপাত রোগে ঈষৎ সবুজ।

রক্তামাশয়, রক্ত এবং শ্লেষ্মা বিভিন্ন থাকে।

অতিসারের সঙ্গে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; মলদ্বারে অসহ্য কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে উপশম হয় না; মলদ্বারে জ্বলন।

নড়ন চড়ন মাত্রই প্রবল বেগ আসাতে ব্যস্ত করিয়া ফেলে; মলপ্রচুর, মলিন, কটাবর্ণ, সবুজাভ; তৎপরে উদর মধ্যে আকৃষ্ট এবং ভারি বোধ।

সহসা বালকগণের অর্শ, বলি বহির্গত, ঈষৎ লালও নীল, জ্বালাযুক্ত; সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

প্রস্রাবত্যাগকালে মলদ্বার-স্খলন বা গুহ্যদ্বার ভ্রংশ।

২১ মূত্র।—বারম্বার এবং স্বল্প মূত্র।

পুনঃপুনঃ এবং প্রচুর মূত্রস্রাব।

মূত্রের মৃদুভাবে স্রাব; মূত্রাধার দুর্ব্বল; মূত্র বহির্গমনের পূর্ব্বে বহু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়; পাছে মলদ্বার বহির্গত হয় এই ভয়ে চাপ দিয়া ধরিতে হয়।

অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব।

মূত্র লাল, বেগুণে; দুগ্ধবৎ।

প্রস্রাবকালে কর্ত্তনবৎ, জ্বালা; তৎপরে মূত্র মার্গে বেগ বা কুন্থন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, লিঙ্গ শিথিল।

ধ্বজভঙ্গ; রতি প্রবৃত্তি দুর্ব্বল।

জলবৎ, রক্তাক্ত প্রমেহ।

মুষ্ক নীলাভ-লাল।

মুষ্কের উপর কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে উপশম হয় না।

মেঢ্রত্বকের প্রান্তে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে চাপ পড়া, যেন ঋতু প্রকাশিত হইবে। রজঃ শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে; নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব, যেন তাহার (স্ত্রী) মৃত্যু হইবে; অন্ত্রশূল; বেদনাযুক্ত অর্শ।

জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত, তৎসহ দুর্গন্ধ স্রাব, অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য ও দুর্ব্বলতা।

জননেন্দ্রিয়ে সামান্য বস্ত্র খণ্ড পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

শ্বেত প্রদর, তৎসঙ্গে কটিশূল, অর্শ জন্য মলদ্বারে ক্ষত।

২৪ গর্ভ।—সূতিকা জ্বর।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ:—তৎসহ বক্ষমধ্যে ক্ষতবোধ; তৎসহ হুপিংকফ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া গভীর, অস্ফুট কাতর স্বর; গোঁ গোঁ শব্দ করা; দীর্ঘ নিশ্বাস।

পাকাশয় হইতে শ্বাসক্রিয়া হইতেছে বোধ হয়।

হ্রস্ব শ্বাস, তৎসহ পানের পর, কথা কহা অথবা কাসীর পর ঘড় ঘড় করে।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এবং বক্ষের আকুঞ্চন। *হুপিংকফ।

বক্ষের বরাবর যাতনা (সন্ধ্যায়)।

২৭ কাশি।—কর্কশ কাসীর সঙ্গে বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে, তৎপরে পাকাশয়ে খল্লি; ক্ষুদ্র শ্বাস; তৎসহ মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

হুপিংকাসী; কাসার আক্রমণের পর বক্ষমধ্য দিয়া উচ্চরবে গড় গড় শব্দ।

হুপিংকাসী, বক্ষমধ্যে কুটকুট করা হইতে উত্তেজিত; অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় গয়ার থাকে না, প্রাতে, বসার স্বাদযুক্ত জলবৎ অথবা পীতবর্ণের সামান্য নিষ্ঠীবন, যাহা তুলিতে না পারায় গিলিয়া ফেলিতে হয়; কখন কখন মলিন রক্ত নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণকালে এবং প্রবল সঞ্চালনে বক্ষমধ্যে এবং হৃদপিণ্ডে সূচীবেধ; জ্বালাজনক সূচীবেধ।

বক্ষাস্থিতে অশিথিলতা এবং বেদনা।

বক্ষে বিদীর্ণকর বেদনা; বেদনা, যেন আঘাত লাগিয়াছে।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন মুখমণ্ডলে অনুভূত হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডে সূচীবেধ।

নাড়ী মৃদু এবং দুর্ব্বল, কখন কখন সবিরাম; দিবসে মৃদু, রাত্রে অধিকতর দ্রুত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠে ঘৃষ্টবৎ চাপপ্রদ বেদনা অথবা তিনি যেন বহুক্ষণ নত হইয়া ছিলেন এরূপ ভাব।

কটি প্রদেশে চাপপ্রদ, আকৃষ্টবৎ, ক্লান্তিকর বেদনা।

কাকচঞ্চু অস্থি বেদনা করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর গুরুত্ব, বিশেষতঃ সম্মুখ বাহুর।

হস্ত ও অঙ্গুলি পৃষ্ঠে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ।

রাত্রে অঙ্গুলি সমূহের শীতলতা এবং অসাড়তা।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্ফীতি এবং জ্বালা করা।

হস্ত তালুতে কণ্ডূয়ন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুর দুর্ব্বলতা জন্য কম্পনশীল পাদক্ষেপ।

দক্ষিণ উরুতে বেদনা সহ গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন।

চিড়িকমারা বেদনার সঙ্গে নিম্নাঙ্গের শোথ সদৃশ স্ফীতি।

নিম্নাঙ্গে পচা ক্ষত, তৎসঙ্গে উহার চারিধারে (ক্ষতের) জ্বালা।

শীতল পদদ্বয়।

নীলবর্ণ পদদ্বয়। *স্কালে টিনা।

পাদদারী বা নীহার স্ফোটক।

অঙ্গুলির অগ্রে স্ফীতি, আরক্ততা এবং জ্বলন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—স্থির থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, সঞ্চালনে উপশম।

সমস্ত সন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

বাহুতে এবং জানুতে চাপপ্রদ আকৃষ্টতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বারম্বার অবস্থিতি পরিবর্তন করে: ১,৮।

চক্ষু সঞ্চালন: ২,৩। দেখিতে চেষ্টা করে: ২। বিচরণ:

২,৩,৮। দক্ষিণদিকে শয়ন : ২,৫। উত্থান : ৩। স্থির অবস্থায় : ৩৪,৩৬। উপবেশন : ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—সমস্ত দিন অবসন্নতা এবং নিদ্রালুতা ; তিনি (স্ত্রী) শয়ন করিতে চান।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; উপবেশন করিলেই চক্ষু মুদিত হয় ; নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে ; শয্যার নিম্নদিকে সরিয়া আইসে।

সচরাচর একাঙ্গে পক্ষাঘাত।

জিহ্বার এবং গুহ্য দ্বারের পেশীর পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু, ইতস্ততঃ ভ্রমণে বিদূরিত হয়।

রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে নিদ্রাহীন, প্রলাপযুক্ত অস্থিরতা, শয্যার নিম্নদিকে সরিয়া যায়।

শয্যায় যাইলে অস্থিরতা, রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে নিদ্রা হয় না ; নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকে, এবং কথা কহে।

জাগ্রত হইলে উপসর্গের বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল :—২৭,৪০। বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত · ৩। ১০টা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত : ১৭। প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যা : ২০। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যা ২৭। অপরাহ্ন ৪টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ৯। সন্ধ্যা · ২৬,৩৭,৪০। রাত্রি : ৬,২৯। মধ্য রাত্রির পর · ২। রাত্রি এবং প্রাতঃকাল : ৪০। দিবস ২৯,৩৬ ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে অনিচ্ছা :—শীত, আর্দ্র, ঝটিকাযুক্ত ঋতুতে চৈতন্যাধিক্য।

শীতল বায়ু : ৩,৮। উষ্ণতা · ১০। প্রতি গ্রীষ্মকালে : ৮। শয্যায় : ৪০,৪৬। অনাবৃত হইতে চায় : ৪০,৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—উত্তাপ অপেক্ষা শীত অধিক।

প্রাতঃকালে শীতে নিদ্রা ভঙ্গ করে।

[illegible] শীত, তৎসঙ্গে পৃষ্ঠে শীতলতা, বাহিক উষ্ণতা এবং মুখমণ্ডলে দাহ।

সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, তৎসহ উষ্ণ গণ্ডস্থল এবং শীতল হস্ত।

শীত ও উত্তাপ কালে পিপাসাহীনতা; শীতের অবস্থায় কদাচিৎ পিপাসা।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ, অনাবৃতে ইচ্ছা; শারীরিক অস্থিরতা।

রাত্রে উত্তাপ সঙ্গে হৃদকম্পন।

হস্ত ও পায়ের তলায় জ্বলন।

প্রথম নিদ্রাকালে ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম, মস্তকে ও পৃষ্ঠে বেশী।

নৈশ এবং প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম।

পদে শীতল ঘর্ম্ম, সন্ধ্যাকালে শয্যায়।

ঘর্ম্মকালীন বৃদ্ধি; কথা কহে না, অনাবৃতে ইচ্ছা।

সবিরাম জ্বরের সঙ্গে অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা।

টাইফস্ —অঘোর নিদ্রা, জাগ্রত সময়ে অচৈতন্য; উচ্চৈঃস্বরে গোঁ গোঁ করা, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে; চর্ম্মের ন্যায় জিহ্বা সংকুচিত ও শুষ্ক, প্রস্রাব ত্যাগ কালে অসাড়ে ভেদ; গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব; প্রত্যেক তৃতীয় স্পন্দন অন্তর নাড়ী সবিরাম, বিছানায় পায়ের দিকে নামিয়া পড়ে।

৪১ আক্রমণ।—প্রতিদিন বেলা ৯টা হইতে ১টার মধ্যে নিয়মিতরূপে : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—বাম ৩,৪,৯। দক্ষিণ ৬ ১২। নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে : ৬।

৪৩ অনুভব।—শারীরিক উগ্রতার লোপ।

সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা এবং সূচীবেধ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪,২০,২৩,৪৬। ঘর্ষণ ২০,২২।

৪৬ চর্ম্ম।—বেদনাযুক্ত পচা ক্ষতের (নিম্নপদে) পরিধি বা প্রান্তে জ্বালা।

কপালে, বাহুকর্ণে, ওষ্ঠে, হস্তে বা অঙ্গুলি পৃষ্ঠে শল্কসংযুক্ত ফুস্কুড়ি; শয্যার উষ্ণতায় কণ্ডূয়ন।

রক্ত স্ফোটক, স্পর্শ করিলে কুট কুট করে।

বেদনাযুক্ত, গভীর, বিগলিত ক্ষত; শল্কাবৃত।

বসন্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গুটিকা (pocks)।

৪৭ অবস্থা।—কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, কৃষ্ণবর্ণ কেশ।

সম্বন্ধ।—রসটক্স ও ব্রাইওনিয়ার পরে সুফলপ্রদ হয়।

মিউরিয়েটিক এসিড ওপিয়মের প্রতিবিষ; অত্যধিক অহিফেন ব্যবহারের পরবর্ত্তী পৈশিক দুর্ব্বলতা রোগ আরোগ্য করে।

মিউরিয়েটিক এসিডের প্রতিবিষ, অধিক মাত্রায়:—কার্ব্বনেট অভ সোডা, পটাস, চূণ অথবা ম্যাগ্নেসিয়া; ক্ষুদ্রমাত্রায়:—ক্যাম্ফর, ব্রাইওনিয়া।

মিলেফোলিয়ম্।

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—উৎকণ্ঠিত, তৎসঙ্গে হৃদপিণ্ডে বেদনা।

বিষন্ন, বিমর্ষতা।

অত্যন্ত উত্তেজিত, তৎসঙ্গে পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা।

২ চৈতন্য।—স্তব্ধ, মত্ত।

কি করিতেছেন, কি করা কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারেন না; গোলমেলে ভাব, সর্ব্বদা, বোধ হয় যেন কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্য; সন্ধ্যাকালে অবনত হইলে; রাত্রে বায়ু প্রবাহের ন্যায় বক্ষ হইতে মস্তকে একটী প্রবাহ, তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মস্তকের এবং মুখমণ্ডলের ধমনীতে সামান্য দপদপানি।

মূর্দ্ধা দেশে অতীব্র বেদনা।

অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া। মস্তকের দক্ষিণাংশে এরূপ বোধ যেন স্ক্রূপ দ্বারা সংবদ্ধ রহিয়াছে।

এরূপ প্রবল শিরঃপীড়া যে রোগী গৃহ প্রাচীরে বা খাটের গায়ে মাথা ঠুকিতে থাকে; কপাল এবং অক্ষিপুটের পেশীতে উৎক্ষেপ।

পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা:—সন্ধ্যাকালে স্তব্ধ ভাব।

শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায়:—অবনত হইলে; জাগ্রত হইলে।

৪ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে (নিকট নহে, দূরে) কোয়াসা সদৃশ অন্ধকার।

চক্ষুর সমুজ্জ্বল।

অভ্যন্তর দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধবৎ, চক্ষু মধ্য হইতে নাসা মূল এবং কপালের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত চাপ বোধ।

চক্ষু মধ্যে অধিক রক্ত সঞ্চয় এরূপ অনুভব।

অশ্রুনালীর ক্ষত, চক্ষু হইতে অশ্রু ও পুজস্রাব।

কর্ণ।—বাম কর্ণের মধ্যে শব্দে ভয়ে চমকিয়া উঠে; কিঞ্চিৎ পরে হাস্য করিবার সময়ে বোধ হয় যেন শীতল বায়ু বহির্গত হইতেছে।

যেন কর্ণ বন্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব, আহারের পর।

বাম কর্ণে চিড়িকমারা বেদনা।

৮ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—বক্ষে এবং মস্তকে অত্যধিক রক্তসঞ্চয়ে, অত্যধিক।

চক্ষু হইতে নাসা মূল পর্য্যন্ত তীক্ষ্মাস্ত্র বিদ্ধবৎ বেদনা।

৯ মুখমণ্ডল।—উষ্ণতার অনুভব, যেন মস্তকে রক্ত উঠিতেছে।

ছিন্নবৎ বেদনা:—মুখমণ্ডল হইতে রগ পর্য্যন্ত; দক্ষিণ দিকের নিম্ন চোয়াল হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত, তৎপরে দন্ত; মুখের বক্রতা।

১০ দন্ত।—আমবাতিক দন্তশূল, তৎসঙ্গে মাড়ীর পীড়া।

মাড়ীতে স্ফোটক বা পুজ সঞ্চয়।

১২ মুখমধ্য।—পিপাসা, মুখ শোষ।

মুখে বিগলিত ক্ষত; মুখগহ্বরের ঝিল্লিতে এবং মাড়ীতে ক্ষত।

১৩ গলমধ্য।—উপজিহ্বা শিথিল; টন্সিল গ্রন্থিরও শিথিলতা।

গলমধ্যে কর্কশতা বোধ।

প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম দিকে অতীব্র ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা।

গল মধ্যে ক্ষত; গলাধঃকরণে গলমধ্যের বাম দিকে বেদনা।

১৫ পাকস্থলী।—ক্ষুধার ন্যায় পাকাশয়ে চর্ব্বণ এবং খননবৎ বেদনা।

প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে পাকাশয়ে যেন শূন্যতার ন্যায় বেদনা।

পাকাশয়ে পূর্ণতা বোধ।

পাকাশয় মধ্যে খল্লি, যেন একটী তরল পদার্থ পাকস্থলী হইতে অন্ত্র পর্য্যন্ত গুহ্যদ্বারের দিকে নড়িয়া বেড়াইতেছে, এরূপ অনুভব।

বসন্ত ঋতু বিলোপ জন্য পাকাশয় গহ্বরে বেদনা ; বসন্তের পক্ক বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের স্থানে বেদনা, দ্বাদশ পঞ্জরের উপাস্থির প্রারম্ভ হইতে বেদনা।

দক্ষিণ দিকের নিম্ন পঞ্জরে বিদ্ধবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—বিষাদবায়ু বা গুল্মবায়ু গ্রস্ত ব্যক্তিগণের বায়ু জন্য পেট বেদনা, ঋতুকালে অন্ত্রশূল।

অন্ত্রবৃদ্ধি। উদরী রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, কুন্থন ; বহুব্যাপক রক্তামাশয় কালে ; অত্যন্ত উদ্যমের পর রক্তবাহে।

প্রবল পেট বেদনা, গর্ভাবস্থায় রক্তাতিসার।

অর্শ ; প্রচুর রক্তস্রাব।

সূত্র কৃমি।

দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ক প্রদেশে বেদনার পর রক্ত প্রস্রাব।

অসাড়ে মূত্র স্রাব।

রক্তপ্রস্রাব ; একটা পাত্রে ধরিলে রক্ত জমিয়া রুটীর আকার ধারণকরে।

দুর্ব্বলতা জন্য মূত্রাধারের সর্দ্দি।

মূত্রাধারের অশ্মরী, তৎসহ মূত্রস্তম্ভ, রক্তের ন্যায় মূত্র।

মূত্রাধারের অস্ত্রক্রিয়ার পর পূযের ন্যায় স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সহবাস কালে রেতঃস্রাবের অভাব।

পুরাতন প্রমেহ।

উপস্থ ও অণ্ডকোষের স্ফীতি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজ —বন্ধ, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে বেদনা ; মৃগী ; কাশির সঙ্গে রক্ত নিষ্ঠীবন, অত্যধিক স্রাব, বহুক্ষণস্থায়ী ; পেট বেদনাসহ।

অতিশয় উদ্যম বা পরিশ্রমের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শিশুদিগের শ্বেতপ্রদর, যোনি পথের শ্লেষ্মা-ত্বকের দৌর্ব্বল্য জন্য।

২৫ গর্ভ।—গর্ভকালে খল্লিবৎ উপসর্গ।

বন্ধ্যাত্ব, তৎসঙ্গে অতিশয় রজঃ।

প্রসবান্তিক স্রাব অতিশয় প্রচুর।

প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ, ভয়ানক জ্বর, দুগ্ধ থাকে না, আক্ষেপিক উৎ-ক্ষেপ; অত্যন্ত বেদনা।

চুচুকে ক্ষত।

২৭ কাশি।—পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত উঠা; বক্ষে যাতনা, হৃদকম্পন; যক্ষ্মারোগে; অর্শস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়ায়; ঋতু বন্ধ; প্রসবান্তিক স্রাববন্ধ।

বারম্বার শ্বাসনলী ভুজ হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব; বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাশে; অথবা পতনের পর।

ফুস্‌ফুস হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে যাতনা, পুনঃ পুনঃ রক্ত নিষ্ঠীবন; বিদ্ধনবৎ বেদনা ঘৃষ্ট বোধ; বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নতলে বেশী; * যক্ষ্মাকাশ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—অতিশয় হৃদস্পন্দন।

কাশির রক্ত উঠার জন্য দাহ।

নাড়ী দ্রুত এবং সংকুচিত।

৩১ উর্দ্ধাঙ্গ।—দণ্ডায়মান কালে শ্বাস লইলে বাম স্কন্ধাস্থিমধ্যে তীব্র বিদ্ধনবৎ যাতনা।

বাম বাহু অসাড় হইয়াছে এরূপ বোধ।

হস্ত উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ পদের পেশীতে আঘাত বা মচকানবৎ বেদনা।

প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ পদে অসাড়তা, বিচরণে অসাড়তা থাকে না।

পদ উষ্ণ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বিদ্ধন, আকর্ষণ, ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—নত : ৩। উত্থান : ২৩। দণ্ডায়মান : ২২। বিচরণ : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—দন্তোদ্গম সময়ে ধনুষ্টঙ্কার; প্রসব বেদনার পর আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—ক্লান্তি ব্যতীত জৃম্ভন।

নিদ্রাবস্থায় বক্ষ হইতে মস্তকে প্রবাহের ন্যায় রক্তসঞ্চয়।

অতিরিক্ত বিলম্বে নিদ্রা আইসে, প্রাতে অতৃপ্তি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৭, ৩৭। সন্ধ্যায় : ২, ৩। রাত্রে : ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পের সহিত বৃক্কে বেদনা।

খোসপাঁচড়া বিলোপ জন্য জ্বর।

কল্ কল করিয়া প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৮, ১৮, ৩৩। বাম : ৬, ১৩, ২১, ২৮, ৩২। দক্ষিণ হইতে বাম ১৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ৩৩। নিম্ন হইতে উচ্চদিকে : ৩। উচ্চ হইতে নিম্নে : ১৭।

৪৪ তন্তু।—রক্ত সঞ্চয়।

রক্ত স্রাব।

গর্ভাবস্থায় বেদনাযুক্ত শৈরিক স্ফীতি যথা অর্শাদি।

শৈশ্মিক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা জন্য শ্লেষ্মা স্রাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবী ক্ষত সকল; বিশেষতঃ পতন জন্য।

মচ্কান; অতিরিক্ত ভারী দ্রব্য উত্তোলন বা উদ্যমের ফল।

৪৬ চর্ম্ম।—মটরের আকৃতি অসংখ্য ফুস্কুড়ি হইতে দুর্গন্ধ স্রাব।

বসন্ত বিলোপ জন্য পাকাশয়িক বেদনা।

৪৭ অবস্থা।—বয়স্থদিগের জন্য; দুর্ব্বলদিগের জন্য; শিশু ও স্ত্রীলোক জন্য

৪৮ সম্বন্ধ।—মিলেফোলিয়ম এরমের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে।

মিলেফোলিয়মের পরে কাফি পানে মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মে।

নাসিকা হইতে উজ্জ্বল, লাল রক্তস্রাবে এবং ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাবে ইরেকথাইটিস্ মিলেফোলিয়মের সমতুল্য।

মেজেরিয়াম্।

পরীক্ষক —ষ্টাক্।

১ মন।—সহজেই হতবুদ্ধি হইয়া যায়, স্মরণ করিতে অসমর্থ; চিন্তা করিতে কষ্ট।

একাকী থাকিলে অস্থির, সঙ্গ ইচ্ছা করে।

কোনও অশুভ সংবাদ প্রত্যাশা কালের ন্যায় পাকাশয় প্রদেশে ভীত ভাব অনুভূত হয়।

বিষাদ বায়ুগ্রস্ত, বিমর্ষচিত্ত এবং ক্রন্দন পরায়ন।

প্রত্যেক বিষয়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাচ্ছিল্য বা অমনোযোগিতা।

সামান্য কারণে রাগান্বিত:—তৎক্ষণাৎ তজ্জন্য দুঃখিত।

অদৃঢ় বা অব্যবস্থচিত্ত।

২ চৈতন্য।—মস্তকে স্তব্ধতা বা অলসতা বোধ, কিম্বা যেন মাতাল হইয়াছে; আহারের পর বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রবল শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে সামান্য বাণের পর মস্তকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

শিরঃপীড়া বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি, অবনত হইলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—চর্ম্ম সদৃশ পুরু মামরী দ্বারা মস্তকাবৃত, উহাদের নীচে পুষ জমে, এবং চুল জড়াইয়া যায়।

উন্নত, খড়ির ন্যায় শাদা শল্ক, নীচে দুর্গন্ধরস; পোকা জন্মে।

মস্তকের চর্ম্মে জ্বালাকবৎ, দংশনবৎ কণ্ডূয়ন, মূর্দ্ধা দেশে অধিক; একস্থান হইতে অন্যস্থানে চুলকায় কিন্তু কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি পায়, তৎপরে বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়, শয়ন করিলে এবং রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

মস্তকের চর্ম্ম অসাড়, তৎসঙ্গে আকৃষ্টবৎ বেদনা, সচরাচর এক পার্শ্বে; সন্ধ্যাকালে, শৈত্যে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি।

মস্তকে খুষকিময়, এক এক মুটো বা গোছা চুল উঠিয়া আইসে; মস্তকের চর্ম্ম এবং মুখমণ্ডল ভয়ানক চুলকায়, উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি; শাদা শল্ক, ছাল উঠিয়া যায়, দদ্রুবৎ চর্ম্ম রোগ।

৫ চক্ষু।—একটী স্থানের প্রতি তাকাইয়া থাকে; শূন্য দৃষ্টি।

বারম্বার পলক ফেলার প্রবৃত্তি।

চক্ষু মধ্যে চাপ বোধের সঙ্গে শুষ্কতা; চক্ষু অতি বৃহৎ বোধ হয়।

বাম চক্ষুর উপরের পাতার বিবক্তিকর উৎক্ষেপ বা স্পন্দন।

অশ্রুস্রাব, তৎসঙ্গে চক্ষুমধ্যে বেদনা করা।

অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের পর।

৬ কর্ণ।—কর্ণ বিবর অধিক প্রসারিত বোধ, যেন তন্মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইতেছে; কিম্বা, কর্ণপটহে যেন শীতল বায়ু লাগান হইতেছে, তৎসঙ্গে কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করনের ইচ্ছা।

পুরাতন কর্ণ-প্রদাহ।

কর্ণ পৃষ্ঠে কণ্ডুয়ন, চুলকাইলে তৎতৎস্থানে উন্নত ও ক্ষতের ন্যায় হয়।

৭ নাসিকা।—হাঁচিবার নিষ্ফল উত্তেজনা।

হাঁচি:—তৎসঙ্গে স্রাবশীল সর্দ্দি; তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে ক্ষতবোধ।

ঘ্রাণশক্তি কমিয়া যায়, তৎসঙ্গে নাসিকার শুষ্কতা।

নাসা-মূলের উপরিভাগে (প্রত্যক্ষ) উৎক্ষেপ।

স্রাবশীল সর্দ্দি, নাসিকায় ক্ষত এবং মামরী পড়ে।

অবিরত নাসিকা হাজিয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—ধূসর, মৃৎ বর্ণ বিশিষ্ট মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি, জ্বালাযুক্ত বেদনা, সংযুক্ত ফুস্কুড়ি; বিসর্প।

শিশু অবিরত মুখমণ্ডলে নখঘর্ষণ করাতে উহা রক্তাবৃত হয়; মুখমণ্ডল এবং কপাল উষ্ণ এবং লাল; অস্থিরতা; কণ্ডুয়ন রাত্রে বৃদ্ধি; কণ্ডুয়নে চিপীটিকা ছিন্ন হওয়াতে সেই স্থানে স্থূল পূযপূর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। নখঘর্ষিত মুখমণ্ডলের স্রাব অন্যান্য স্থানে লাগায় ক্ষত হয়।

বাম পার্শ্বের মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; চক্ষুর উপর হইতে অক্ষিগোলক, গণ্ডস্থল, গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত; অশ্রুস্রাব; অক্ষি ঝিল্লী রক্তবর্ণ।

স্নায়বিক বেদনা হঠাৎ আইসে এবং তৎতৎস্থল অসাড় করিয়া যায়।

অস্থিমধ্যের বিদ্রধিতে রাত্রে অসহ্য জ্বালাকর বেদনা; অস্থি অপেক্ষা অস্থিবেষ্ট অধিক আক্রান্ত, তৎসহ গণ্ডাস্থিতে খল্লিবৎ অতীব্র বেদনা এবং পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, কম্প কিম্বা শীতল ঘর্ম্ম।

মুখমণ্ডলের পেশীতে অশিথিল আকৃষ্টতা।

দক্ষিণ গণ্ডের বারম্বার বিরক্তিকর পৈশিক উৎক্ষেপ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চারিধারে মধুচক্রের ন্যায় মামাড়ী।

নিম্ন চোয়ালের স্নায়ুশূল।

চিবুক উন্নত, শাদা মামাড়ী দ্বারা আবৃত।

১০ দন্ত।—ছিদ্রকরণ এবং হূলবেধের ন্যায় দন্তশূল, উহা গণ্ডাস্থি এবং রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দন্ত লম্বা বোধ হয়।

দন্তের যে অংশটুকু মাড়ীর উপরে থাকে উহা সহসা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

দন্তের উপরের ছাতা কর্কশ ভাব ধারণ করে।

দন্তশূল রাত্রে বৃদ্ধি; জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করিলে বেদনা; মুখ ফাক করিয়া বাতাস টানিয়া লইলে উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার উপরে ঘন, শ্বেত লেপাবৃত, তৎসঙ্গে বড় বড় লাল উন্নত প্যাপিলি বা কণ্টক; মধ্যভাগে বিদীর্ণ।

ফসেস্ বা গলকোষের মলিন আরক্ততা; লেরিংক্স মধ্য পর্য্যন্ত জ্বালাকর শুষ্কতা; প্রত্যেক শীতকালে বৃদ্ধি, উপদংশ দোষ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ ও গল মধ্যে জ্বলন।

লালা প্রায় সর্ব্বদাই বৃদ্ধি।

পচা পনীরের ন্যায় শ্বাসে গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্ক বোধ; গলাধঃকরণে কিছু কষ্ট; সন্ধ্যাকালে, এমন কি শয্যায় শুইয়াও, অবিরত শীত শীত।

ফেরিংক্স এবং অন্ননালীতে জ্বালাকরা।

ফেরিংক্সের সংকোচন, গলাধঃকরণকালে খাদ্যের চাপ পড়ে।

গলার পশ্চাৎভাগে শ্লেষ্মাপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভব, খক্ করিয়া কাসিলেও সে ভাব যায় না।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রাক্ষসবৎ ক্ষুধা।

মদ, কাফি প্রভৃতি খাইতে চায়।

অতি অল্প ক্ষুধা।

১৫ পানাহার।—বিয়ার মদ তিক্ত লাগায় বমন হয়।

মদ পানে বৃদ্ধি।

আহারের পর : ২। আহার : ১৭। অথবা পান : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—গলমধ্যে এবং পাকাশয়ে বিবমিষা, বমন তিক্ত, অম্ল ; শ্লেষ্মা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে জ্বলন এবং অসুস্থতা ; আহারে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহা প্রদেশে অতীব্র বেদনা ; চাপপ্রদ বেদনার সঙ্গে কাঠিন্য ও স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, বাহ্যের পূর্ব্বে বেশী।

মল —নরম, কটাবর্ণ, অম্লগন্ধ বিশিষ্ট, ফেনাফেণা ; তন্মধ্যে চিক্কণ পদার্থের অংশ থাকে. অজীর্ণ, সন্ধ্যায় এবং উদ্ভেদ বিলোপ জন্য বৃদ্ধি।

বাহ্যের সময় সরলান্ত্র নির্গমন ; নির্গত অংশের চারিদিকে গুহ্যদ্বার বেদনাযুক্ত এবং সংকুচিত।

মল মলিন কটাবর্ণের, কঠিন গোলাকার পিণ্ডবৎ, তৎসহ বেদনা-বিহীন কুন্থন।

২১মূত্র।—বৃক্ক মধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা করে।

প্রাতে এবং পূর্ব্বাহ্নে বারম্বার প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন মূত্রস্রাব।

মূত্র স্রাব কমিয়া যায়।

মূত্র অস্বচ্ছ এবং লাল অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট।

রক্তপ্রস্রাব, তৎপূর্ব্বে মূত্রাধার মধ্যে খল্লিবৎ বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রবল লিঙ্গোত্থান এবং রতি ইচ্ছা বর্দ্ধিত।

অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত।

মুষ্কের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

উপস্থের উত্তাপ ও স্ফীতি।

লিঙ্গমণির অগ্রভাগে এবং লিঙ্গে তীব্র কণ্ডূয়নবিশিষ্ট সূচীবেধ।

জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃস্রাব; সমস্ত মূত্রমার্গে হুলবেধ এবং সুড় সুড়ী-যুক্ত যাতনা; মূত্রমার্গ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। * প্রমেহ।

২৬ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজঃ—অতি শীঘ্র, প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী; স্বল্প রজঃ, তৎসঙ্গে প্রদর।

জরায়ুতে ক্ষত, তৎসঙ্গে কণ্ডূয়ন ও বেদনা বোধ; রক্ত রঞ্জিত, কখন অণ্ডলালবৎ স্রাব।

শ্বেত প্রদর, ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়; বিদাহী।

২৫ লেরিংক্স।—মধ্যে মধ্যে স্বরবদ্ধ হইয়া যায়।

টেকিয়া মধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা করা, সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, যেন ফুসফুস সংকুচিত বা একদিকে সংবদ্ধ।

অবনত হইলে বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে ইচ্ছা।

২৭ কাশি।—স্বরনালী হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত উত্তেজনা জন্য আক্ষেপিক কাসী; প্রাতে হরিদ্রাবর্ণের চটচটে গয়ার, উহা লবণাস্বাদযুক্ত কিম্বা যেন পুরাতন সর্দ্দির ন্যায়। * হুপিংকাসী।

কাসির বৃদ্ধি:—সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত; কিম্বা, দিবা রাত্রি; কোন উষ্ণ দ্রব্য পানাহারে, যতক্ষণ কাসিতে কাসিতে বমন না হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষের দক্ষিণাংশে সূচীবেধ, দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

বক্ষ এবং পৃষ্ঠ উভয় দেশে খল্লিবৎ সংকোচন।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত; সময়ে সময়ে সবিরাম; প্রাতে দ্রুত, সন্ধ্যায় মৃদু।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পেশীর এবং গ্রীবাপৃষ্ঠের কাঠিন্য জন্য বেদনা।

স্কন্ধাস্থির পেশীতে আমবাতিক বেদনা; ঐ পেশী অশিথিল এবং স্ফীত বোধ হয়, তজ্জন্য সঞ্চালনে বাধা জন্মে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে বেদনা, যেন উহা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইবে।

দক্ষিণ বগলে ক্ষত বোধ।

দক্ষিণ হস্ত শীতল, বাম হস্ত উষ্ণ ; অথবা, উভয় হস্তই শীতল।

দক্ষিণ হস্তের কম্পন।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অসাড়, কিছু ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয় অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বঙ্ক্ষন সন্ধি হইতে জানু পর্য্যন্ত উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

হাটিবার কালে দক্ষিণ বঙ্ক্ষন সন্ধিতে আঘাত প্রাপ্তি বোধ।

বঙ্ক্ষন বেদনা, পা ছোট হইয়া যায়।

প্রাতে উঠিবার সময় দক্ষিণ জানুমধ্যে খট্ খট্ করে।

আকৃষ্টবৎ বেদনা, অভ্যন্তরে তাপ এবং বাহিরে শীতল বোধ ; বহির্বায়ুতে উপশম।

পদদ্বয় অসাড়।

দক্ষিণ পায়ের গোড়ালিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

পায়ের লম্বাকৃতি অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি এবং সামান্য স্পর্শ অসহ্য ; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি। * উপদংশ।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ৪,৩১। উদ্যমের পর : ৩। অবনত : ৩। উত্থান : ৩৩। শয়ন : ৪।

৩৭ নিদ্রা।—দুর্ব্বলতা জন্য নিদ্রালুতা।

মুখমণ্ডলে প্রবল বেদনা জন্য ভাল নিদ্রা হয় না।

স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়া এবং ভয় পাইয়া মধ্যরাত্রির পর নিদ্রা ভঙ্গ ; জাগ্রত হইলে বৃদ্ধি।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২১,২৭,২৯,৩৩। পূর্ব্বাহ্ণ : ২১। মধ্যাহ্ণ : ১৪ সন্ধ্যা : ৪,১৪,২৭ ২৯। রাত্রি : ৪,৮,১০,২৭,৩৩,৪৬। শেষ-রাত্রি : ৩৭। দিবারাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে ভাল থাকে ; কিন্তু শীতল জলে স্নান করিলে অথবা শীতল বায়ু লাগিলে বৃদ্ধি।

মস্তক আবৃত করিয়া রাখিলে এবং অন্ধকার গৃহে থাকিলে ভাল থাকে। * মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।

উষ্ণতা : ৪,৮,৪০। শয্যায় : ১৩,৩৩,৪০। ঠাণ্ডা : ৪। খোলাবায়ু : ৩,৩৩,৪০। আর্দ্রবায়ু : ৩৩। মুখে বায়ু টানিলে : ১০। শীত কালে : ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বাহু হইতে পৃষ্ঠে এবং পদে শীত। জল প্রসিক্তের ন্যায় একটী অঙ্গে শীত।

উষ্ণ গৃহেও শীত, তন্দ্রালু; বহির্বায়ুতে কম পড়ে; পিপাসা; মুখের ভিতরে পশ্চাৎদিকে শুষ্ক, সম্মুখভাগে প্রচুর লালা; বক্ষমধ্যে হাপানির ন্যায় ধল্লি ও আকুঞ্চন।

হস্তপদ শীতল, নখ নীলবর্ণ, মস্তকের শীর্ষস্থানে উষ্ণানুভব।

বাহ্যিক শীতলতা, অত্যন্ত পিপাসা, উষ্ণতার আকাঙ্ক্ষা করে না, অনাবৃত বায়ুতেও ভয় হয় না; পরে জ্বরও হয় না; উষ্ণতা দ্বারা কম্প বা শীত কমিয়া যায়।

বাহ্যিক শীতলতার সহিত আভ্যন্তরিক অংশের দাহ।

কম্পের পর অত্যন্ত উষ্ণতা, তৎসঙ্গে নিদ্রা।

কম্পের পর নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, শীতল ঘর্ম্মে চর্ম্ম ভিজিয়া যায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ২৮, ৩২, ৩৮। বাম : ৫, ৮, ১৮, ৩২, ৪০।

৪৪ তন্তু।—মুখমণ্ডল বা পীড়িত অংশের শীর্ণতা।

সন্ধি সমূহ দৃষ্ট বোধ হয়, ক্লান্ত যেন ভগ্ন হইয়া পড়িবে।

অস্থির অর্ব্বুদ, জ্বালাযুক্ত বেদনা, স্ফীতি রাত্রিতে বৃদ্ধি।

অস্থি প্রদাহযুক্ত, স্ফীত, বিশেষ লম্বা অস্থিসমূহের; অস্থিক্ষয়; পারদের অপব্যবহারের পর; বিস্তৃত বোধ হয়।

বক্ষগহ্বরের অস্থিমধ্যে ক্ষত ও জ্বালাবোধ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ৪, ৮, ১০, ২২, ৩৩, ৪৩। নখ ঘর্ষণ : ৬, ৮, ৪৬। অঙ্গুলি প্রবেশ করান : ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—স্থানে স্থানে কর্কশতা এবং ছাল উঠিয়া যায়; হস্তের চর্ম্ম কর্কশ এবং মৃতবৎ।

প্রবল কণ্ডূয়ন, স্পর্শে, শয্যায় বৃদ্ধি; চুলকাইলে জ্বালা ও স্থান পরিবর্তন করে।

অসহ্য কণ্ডূয়নযুক্ত পামা হইতে প্রচুর রস নিঃস্রাব।

অঙ্গুলি-সন্ধিতে ক্ষতযুক্ত উদ্ভেদ, রাত্রে ভয়ানক চুলকান।

বক্ষে, বাহুতে এবং উরুদেশে ঈষৎ কটাবর্ণের উদ্ভেদ।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়িতে কটাবর্ণের মামড়ি জন্মে।

কচ্ছুবৎ কণ্ডূ অসহ্য কণ্ডূয়নযুক্ত।

ক্ষতের চারিধারে বেদনা বিশিষ্ট আরক্ততা; সহজে রক্তস্রাবী; চিপিটিকার নিম্নে পূজ; ক্ষতের চারিধারে জ্বালাজনক ফুস্কুড়ি।

চিপীটিকা পুরু কপিষার ন্যায়, তাহার নিম্নে রক্তযুক্ত রস; মেদ বিহীন স্থানে বেশী।

জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি বিশিষ্ট বিসর্প।

পৃষ্ঠে, বক্ষে, উরুতে এবং মস্তকের চর্ম্মে মৎস্য শল্কবৎ খুস্কি।

৪৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু।

৪৮ সম্বন্ধ।—মেজেরিয়মের প্রতিবিষঃ—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব (শিরঃপীড়া); নক্সভমিকা (চক্ষুর স্নায়ুশূল), মার্কুরিয়াস।

মার্কুরি বা পারদ, নাইট্রিক এসিড, ফস্ফরস মদ্য প্রভৃতির মন্দফল নিবারণ জন্য মেজেরিয়ম সর্ব্বদা উপযোগী বা নির্দ্দিষ্ট হয়।

রডডেণ্ড্রন।

পরীক্ষক।—সিডেল্।

১ মন।—বিস্মৃতি, লিখিতে লিখিতে সমগ্র বাক্য ছাড়িয়া যায়।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যতা, তৎসঙ্গে সমস্ত কার্য্যে বা পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

২ চৈতন্য।—প্রাতে উঠিলে পর, মস্তকমধ্যে স্তব্ধতা ও তন্দ্রালুতা অনুভব।

অল্প সুরাতেই মত্ততা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—প্রাতে শয্যায় শয়নাবস্থায় সম্মুখ মস্তকে এবং শঙ্খ-দেশে বেদনা; সুরাপানে, বর্ষাকালে এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি; উঠিলে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকত্বকে ক্ষত এবং ঘৃষ্টবৎ বোধ।

অস্থি এবং করোটি-অস্থিবেষ্ট মধ্যে প্রবল আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা; প্রাতে, বর্ষায়, ঝড় এবং বজ্রাঘাত সময়ে বৃদ্ধি; মস্তক উষ্ণভাবে জড়াইয়া বাঁধিলে, ব্যায়ামে এবং শুষ্ক উত্তাপে উপশম।

করোটীত্বকে দংশনবৎ কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

৫ চক্ষু।—লিখিতে এবং পড়িতে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা।

বহির্ভাগে চিড়িক মারা বেদনা, ঝড়ের পূর্ব্বে বেশী।

চক্ষুমধ্যে, মধ্যে মধ্যে শুষ্ক জ্বলন, উজ্জ্বল দিবালোকে এবং এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধি।

অক্ষিপুটের আক্ষেপিক আকুঞ্চন।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণশূল; তীব্র উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

কর্ণমধ্যে কীট প্রবেশের ন্যায় অনুভব।

কর্ণমধ্যে বজ্র বজ্র শব্দ, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হ্রাস।

বামদিকে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার ভিতরে ক্ষত, হলদে বা কাল খুবকি বা মামড়ী।

প্রাতে উঠিলে ভয়ানক হাচি।

প্রচুর পরিমাণে তরল জলবৎ স্রাব, তৎসহ বাত বা বাতরক্তের লক্ষণ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে শীতানুভব।

ভয়ানক ছিন্নবৎ উৎক্ষেপযুক্ত মৌখিক স্নায়ুশূল; বায়ুতে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; আহারকালে এবং উষ্ণতায় হ্রাস।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং জ্বালা করা।

অধরের ভিতরের ফুস্কুড়ি গুলি আহার কালে বেদনা করে।

১০ দন্ত।—দন্তশূল উষ্ণতায় উপশম থাকে; আহার কালে বা দুই এক ঘণ্টা পরে পর্য্যন্ত বেদনা এককালীন থাকে না।

কর্ণশূল সহিত দন্তশূল।

উপর এবং নিম্ন দন্তের স্নায়ুতে বেদনা; দন্ত শিথিল; মাঢ়ী স্ফীত; ঋতু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি: উষ্ণতায় উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ লোপ।

জিহ্বার নিম্নে বেদনাযুক্ত ব্রণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখে লালা বৃদ্ধির সঙ্গে গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে আকুঞ্চন এবং জ্বালা করা।

গল বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সামান্য পরিমাণ খাদ্যে সহজেই পরিতৃপ্তি; তৎপরে কষ্ট বোধ।

প্রায় পিপাসা থাকে না।

১৫ পানাহার।—আহারকালে ৮,৯। আহারান্তে ১০,১৯,২০; ফল: ২০। সুরাপান ২,৩। শীতল জলপানের পর: ১৬,১৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পচা কিম্বা তিক্ত জল উদ্গীরণ।

বিবমিষা, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকাশয়ে চাপ পড়া, উদ্গারে উপশম।

তরল দ্রব্য, বিশেষ শীতল জল পানান্তে বমন, সবুজ, তিক্ত বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে প্রচাপন, রাত্রে শীতল পানীয়ের পর।

পাকাশয় গহ্বরে চাপ এবং আকুঞ্চনসহ অজীর্ণতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—ক্ষুদ্র পঞ্জরের নিম্নে সাময়িক খল্লিবৎ বেদনা।

চাপ ও আকৃষ্টতাসহ পাকাশয় পূর্ণবোধ ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

আধ্মানের পেট বেদনা, বাম দিকে বেশী।

দ্রুত বিচরণে প্লীহাতে সূচীবেধ; নত হইলে অশিথিলতা বোধ।

১৯ উদর।—প্রাতে ও সন্ধ্যায় উদরের ঊর্দ্ধাংশে বিস্তৃতিসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

উদর মধ্যে কুজন, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।

নাভিদেশে পেটবেদনা, অথবা আহারের পরে পূর্ণতা বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল ভঙ্গকা অথচ বিলম্বে ও অনেক বেগ দিতে হয়।

উদরাময়।—বেদনা হীন, অজীর্ণ; আহারে পর; ফল ভক্ষণের পর; বর্ষা এবং শীত ঋতুতে; প্রাতে তৎসঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, অথবা তৎসঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।

গ্রীষ্মকালে রক্তামাশয়, বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে পুনরুদ্দীপিত।

সরলান্ত্র হইতে জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা।

গুহ্যদ্বারে দপদপ করা।

২১ মূত্র।—▌প্রস্রাবের বারম্বার বেগ, তৎসহ মূত্রাধার প্রদেশের আকৃষ্টতা।

▌মূত্র মার্গ মধ্যে বেদনা, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষত হইয়াছে।

প্রচুর পরিমাণে কটু গন্ধবিশিষ্ট মূত্রস্রাব।

ঈষৎ সবুজবর্ণ প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতি ইচ্ছা দুর্ব্বল; আলিঙ্গনে অনিচ্ছা।

অশ্লীল স্বপ্ন সহ স্বপ্নদোষ, তৎপরে দীর্ঘকাল লিঙ্গ কঠিন থাকে।

মুষ্ক:—বিশেষতঃ এপিডিডিমিস স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা; উদর ও উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত ক্ষত বোধ; অণ্ডকোষ উপরিভাগে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত।

বাম মুষ্কের কাঠিন্য ও স্ফীতি; প্রমেহের পর, অথবা তৎসঙ্গে মূত্রমার্গের সর্দ্দি।

▌জলদোষ বা হাইড্রোসিল্।

মুষ্কত্বকে কণ্ডূয়ন এবং ঘর্ম্ম।

উরু এবং জননেন্দ্রিয় মধ্যে ক্ষত বা ক্ষতবোধ অনুভব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অধিক এবং শীঘ্র শীঘ্র ঋতু; তৎসহ জ্বর এবং শিরঃপীড়া।

রজোবন্ধ।

ডিম্বাধারে বেদনা, বায়ু পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

▌যোনিতে রসপূর্ণ অর্ব্বুদ।

২৪ গর্ভ।—প্রসবের পর জরায়ু প্রদেশে জ্বালা, তৎসঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, অঙ্গুলি সকলের আক্ষেপিক আকুঞ্চন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের আকুঞ্চন জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

২৭ কাশি।—প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শুষ্ক দুর্ব্বলকর কাসি তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে শুষ্কতা এবং গলমধ্যে কর্কশতা।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বাম বক্ষের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা, পশ্চাৎ এবং দক্ষিণ দিকে অবনত হইলে।

২৯ হৃদ্‌পিণ্ড, নাড়ী।—হৃদপিণ্ড প্রদেশে লৌহবেধ বৎ বেদনা।
হৃদপিণ্ডের আঘাত প্রবলতর।
নাড়ী মৃদু এবং দুর্ব্বল; কিম্বা অপরিবর্ত্তিত।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—অনম্য গ্রীবা, মাঢ়ী এবং দন্তে ক্ষত, প্রত্যেক স্থানে বেদনা বিচরণ করে।
পৃষ্ঠ হইতে পাকাশায় গহ্বরে চিড়িক মারা বেদনা।
কটিদেশ হইতে বাহুতে বেদনা।
কটিদেশ বেদনা করে, বসিযা থাকিলে বৃদ্ধি, বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

৩২ উদ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা, বর্ষাতে বৃদ্ধি।
বাহু মধ্যে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব, হস্তদ্বয়ে উষ্ণতা বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুর শ্বেতবর্ণ স্ফীতি, তৎসঙ্গে অসহ্য ছিন্নকর বেদনা, রাত্রে এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।
শীতলতা অনুভব, নিম্ন পদের ত্বক কুঞ্চিত হইয়া যায়।
নিম্নপদের শোথের স্ফীতি।
নিম্নপদে অসাড়তা অনুভব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—পৃষ্ঠদেশে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুড় সুড় করা এবং দুর্ব্বল ও ভারি বোধ; স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।
সন্ধিমধ্যে মচকান মত অনুভব, তৎসঙ্গে আরক্ততা এবং স্ফীতি, তৎসঙ্গে সন্ধিবাতের কাঠিন্য।
অস্থিবেষ্টে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নবৎ বেদনা, রাত্রে, বর্ষাকালে বৃদ্ধি, ইতস্ততঃ সঞ্চালনে উপশম; প্রধানতঃ হাত ও নিম্ন পায়ের।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম ৪, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪০। শয্যায় শয়ন. ৩, ৪০। উপবেশন. ৩১। সঞ্চালন: ৩, ৪, ৩৪, ৩৬। দ্রুত বিচরণ: ২৮। পশ্চাৎদিকে অবনমন. ২৮; দক্ষিণ দিকে: ২৮। উত্থান ২, ৩, ৭।

৩৬ স্নায়ু।—স্থির হইয়া থাকিলে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

সামান্য উদ্যমের পর অত্যন্ত অবসন্নতা।

৩৭ নিদ্রা।—দিবাভাগে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, তৎসঙ্গে চক্ষু মধ্যে জ্বালা।

মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে গভীর নিদ্রা তৎসঙ্গে সন্ধ্যাকালেই নিদ্রালুতা, কিন্তু মধ্য রাত্রির পর নিদ্রাহীনতা, শরীরব মধ্যে বেদনা ও অস্থিরতা নিবন্ধন প্রাতে নিদ্রাব ব্যাঘাত।

জাগ্রত হয়, যেন কেহ জাগাইয়াছে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৭ ১৯, ২০, ২৭,৩৭,৪০। দিবা: ৫,৩৭, ৪০। সন্ধ্যা: ৪,১৯,২৭,৩৭,৪০। রাত্রি: ১৭, ২২, ৩৩, ৩৪, ৩৭। মধ্যরাত্রিব পব ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা: ৪, ৮, ১০। শুষ্ক উত্তাপ. ৪। গ্রীষ্মকাল. ২০। ঋতু পবিবর্ত্তন ৮,১০, ২৩। শীত ও বর্ষাকাল: ৩, ৪, ২০, ৩১, ৩৪। বজ্রাঘাত. ৪, ৫, ২০, ৩৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতল বায়ু গাত্রে লাগিলে প্রাতে শয্যায় এবং দিবাভাগে কম্প বা শীত।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালে নিশ্চিৎ পা বরফবৎ শীতল, শয্যায় শয়ন করার পবও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকিবে।

সন্ধ্যায় উত্তাপ, তৎসহ পা ঠাণ্ডা, জ্বর বোধ, তৎসহ মুখমণ্ডলে জ্বালা।

হস্ত মধ্যে জ্বালানুভব, যদি ও উহা স্পর্শে ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়।

প্রচুর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম,বিশেষতঃ খোলা বায়ুতে ইতস্তত সঞ্চালনকালে।

কক্ষ মধ্যে তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম; মসলার গন্ধ।

ঘর্ম্মের সঙ্গে ত্বকে কণ্ডূয়ন ও কীট সঞ্চরণবৎ সুড় সুড়ি।

৪১ আক্রমণ।—চর্ম্ম বা অস্থির অতি ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া বেদনা; একস্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ. ৬। বাম. ৭, ১৮, ২২, ২৮, ২৯। ভিতর হইতে বাহিরে. ৫।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২২, ৩০, ৪০।

৪৬ চর্ম্ম।—বিসর্পরোগসহ জ্বালা করা এবং ছিন্নবৎ বেদনা।

৪৮ সম্বন্ধ।—রডোডেণ্ড্রনের প্রতিবিষ —ব্রাইওনিয়া, ক্লিমেটিস্, রসটক্স।

রস টক্সিকোডেণ্ড্রন।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হতবুদ্ধি বা স্তব্ধ ভাব, তৎসঙ্গে মস্তকমধ্যে এক প্রকার সুড়সুড়ী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, সঞ্চালনে উপশম।

অন্যমনস্ক; মনের বিস্মৃতি; কষ্টকর বোধ শক্তি; সম্প্রতি ঘটিয়াছে এমন বিষয়ও স্মরণ করিতে পারে না।

অসংলগ্ন বকা; বিরক্তি বা দ্রুত ভাবে উত্তর দেয়, চিন্তায় কষ্ট বোধ; প্রকৃত কিন্তু মৃদুভাবে উত্তর দেয়; একটী বিষয়ে বহুক্ষণ মনস্থির করিয়া রাখিয়া উত্তর দিতে পারে না।

মৃদু প্রলাপ, বিবেচনা করে যে ময়দানে ভ্রমণ করিতেছে অথবা কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

বিমর্ষতা সহ দুর্ব্বলতা; ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, তৎসঙ্গে নির্জ্জনতার ইচ্ছা।

অন্য দ্বারা বিষাক্ত হইবার ভয়।

উদ্বেগ, ভীরুতা, গোধূলি সময়ে বৃদ্ধি; অস্থির ভাবে অবস্থান পরিবর্ত্তন, এক শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইবার ইচ্ছা।

জীবনে পরিতৃপ্তি সহ মৃত্যু ভয়।

আত্মহত্যার চিন্তা; জলে ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে মাতালের ন্যায় মস্তক ঘূর্ণন; তৎসহ চক্ষুর পশ্চাতে কম্পন এবং প্রচাপন।

বয়োবৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন, শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে বা অবনমনে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বিচরণকালে কপালের মধ্যে জ্বালা করা।

কপালে যেন একটী পেটী বা ফিতার দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে এরূপ বোধ।

অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া; উপবেশন বা শয়ন কালে বৃদ্ধি; শৈত্যে, প্রাতে এবং বিয়ার পানে বৃদ্ধি; উষ্ণতা ও সঞ্চালনে উপশম।

শিরঃপীড়া জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে হয়; সামান্য বিরক্তি বা রাগে শিরঃপীড়ার পুনরাবৃত্তি।

মস্তকে রক্তসঞ্চয়, তৎসঙ্গে গুণ গুণ শব্দ, কীট সঞ্চরণ বা দপদপানি; মুখমণ্ডল চিক্কণ ও আরক্ত, অস্থিরতা।

মস্তক সঞ্চালনে বা পদবিক্ষেপে মস্তিষ্ক শিথিল বোধ।

কর্ণ, নাসামূল এবং গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত সূচীবেধ, তৎসঙ্গে দন্ত শূল।

পশ্চাৎ মস্তকের উচ্চস্থানে কামড়ানি (৪৮ শেষ দেখ)।

ভিজিলে পর কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরে মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ।

* বহির্ম্মস্তক।—করোটীত্বকে বিসর্প, বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে, বিজগুড়ি বা ফুস্কুড়ি উৎপন্ন করে।

মস্তকে পূযযুক্ত, সরস ও ঘন মামরী পড়া; দুর্গন্ধ কণ্ডুয়ন; রাত্রে বৃদ্ধি, চুল নষ্ট হইয়া যায়; স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মস্তকের চর্ম্মে চৈতন্যাধিক্য, যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া না থাকে সেই পার্শ্বে বেশী, শয্যায় উষ্ণ হইলে বেশী, স্পর্শ এবং পশ্চাৎদিকে চুল আঁচড়াইয়া লইয়া গেলে অত্যন্ত বেদনা।

* চক্ষু।—অতিশয় আলোকাসহ্যতা, অনাবৃত বায়ুতে এবং প্রাতঃকালে প্রচুর বিদাহী অশ্রুস্রাব; চক্ষুর নিম্ন গণ্ডোপরি লাল লাল ব্রণ; অক্ষিপল্লব আক্ষেপিক ভাবে বদ্ধ।

তারকামণ্ডল প্রদাহ—আমবাত ও বাতরক্ত গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের; বিশেষতঃ যদি অভিঘাত জন্য; পূযযুক্ত।

কর্ণিয়াতে সমতল বিশিষ্ট ক্ষত এবং পীড়কা, তৎসঙ্গে আলোকাসহ্যতা; কঞ্জঙ্কটাইভা রক্ত বর্ণ ও রক্ত পূর্ণ।

কঞ্জঙ্কটাইভা থলীর ন্যায় ফুলিয়া উঠে এবং তাহার ভিতর হরিদ্রাবর্ণ পূজ।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজন এবং চক্ষু আরক্তিম।

অক্ষিপুট স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত।

অক্ষিপুটের স্ফীতি বা বিসর্প সদৃশ স্ফীতি ও তাহার চতুর্দ্দিকে সরস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি; মেবোমিয়ান্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, অক্ষির লোম পতন।

অক্ষিপুট পতন, অক্ষিগোলকের কোন না কোন পেশীর পক্ষাঘাত, জলে ভিজার জন্য; সন্ধিবাত গ্রস্ত রোগীদিগের।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ মনুষ্য স্বর।

কর্ণশূল, রাত্রে কর্ণমধ্যে দপদপানি।

কর্ণ হইতে রক্ত মিশ্রিত পূষ স্রাব।

বাম দিকের কর্ণমূলগ্রন্থি প্রদাহ; বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরকালে পূযযুক্ত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির লোপ।

নাসিকা হইতে জমাট রক্তস্রাব, রাত্রে, অবনত হইলে, মলত্যাগ-কালীন এবং উদ্যম করিলে বৃদ্ধি; টাইফস্ পীড়ায় এইরূপ রক্তস্রাবে কিছু উপশম হয়।

আক্ষেপিক হাঁচি।

নাসিকা হইতে স্রাব :—ঘন, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা; সবুজবর্ণ দুর্গন্ধ পূজ; হলুদবর্ণ দুর্গন্ধ রস স্রাবের সঙ্গে গ্রীবার গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

নাসিকার নিম্নে জ্বরের ফোস্কা এবং মামরী পড়া।

নাসিকাগ্রভাগ আরক্ত এবং বেদনাযুক্ত; ভিতরে ক্ষত।

নাসিকার ঈষৎ আরক্ত স্ফীতি।

৮ মুখমণ্ডল।—অগ্নিবৎ আরক্ত; পাণ্ডুর, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নাসিকা সূচাল, চক্ষুর চারিধারে নীলিমা।

বাম হইতে দক্ষিণ দিকে বিসর্প; মুখমণ্ডল কাল্‌চে লালবর্ণ ও হলুদবর্ণ ফুস্কুড়ির দ্বারা পরিপূর্ণ; হুলবেধের সঙ্গে জ্বালাকরা এবং কুট্‌কুট বা কণ্ডূয়নযুক্ত।

মুখমণ্ডলে জ্বালাকরা, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা; দাঁত অতি লম্বা বোধ হয়; অস্থিরতা।

শিশুদিগের গাঢ় চিপীটিকা।

বয়োব্রণ বা মুখ দূষিকা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল অনম্য, নাড়িতে গেলে সন্ধি স্থানে খট্ খটে্ করে; চোয়াল সহজেই সন্ধিচ্যুত হয়।

মুখগহ্বরের প্রান্তে ক্ষত, মুখের চারিধারে জ্বরফোস্কা; চিবুকে নানা প্রকারের উদ্ভেদ।

১০ দন্ত।—বেদনাযুক্ত, নাসিকামূলে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা, কসের দন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দন্ত অত্যন্ত বৃহৎ, শিথিল এবং অসাড় বলিয়া বোধ হয়।

দন্তে ছিন্ন হওয়ার ন্যায় চিড়িক মারা বেদনা; অথবা মৃদু কণ্টক বিদ্ধবৎ, দপদপ করা বা ছিন্নবৎ বেদনা, চোয়াল এবং রগ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা বিস্তৃত; রাত্রে, ঠাণ্ডায় এবং বিরক্তির পর বৃদ্ধি, বাহ্যিক উত্তাপে উপশম; দন্তক্ষয় রোগ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—প্রাতে এবং আহারের পর পচা; ধাতব; খাদ্য, বিশেষতঃ রুটীতে তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বা:—শুষ্ক, আরক্ত, বিদীর্ণ; অগ্রভাগে ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট লাল; শাদা, সচরাচব একপার্শ্বে; ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ; কটাবর্ণের শ্লেষ্মায় আবৃত; দন্তের দাগ পড়ে।

১২ মুখমধ্য।—মুখশোষ, তৎসঙ্গে প্রচুর জলপানের ইচ্ছা।

রক্তবর্ণ লালা; নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে লালাস্রাব।

দুর্গন্ধ নিশ্বাস।

মুখ ও গলার মধ্যে প্রচুর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

১৩ গলমধ্য।—গল বেদনা, এবং অনম্য অনুভব।

টন্‌সিল্ (দক্ষিণ) হরিদ্রাবর্ণের ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

টনসিল মধ্যে প্রেক বিদ্ধবৎ বা হুল বেধবৎ বেদনা, গিলিতে কষ্ট।

স্ফীতি অনুভব, তৎসঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; বিসর্প সদৃশ শোথ; হনুনিম্ন ও কর্ণমূল গ্রন্থির কাঠিন্য; নিদ্রালুতা।

সংকোচনের ন্যায় কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট।

অন্ননলী-প্রদাহ, বিশেষতঃ বিদাহী দ্রব্য ব্যবহারের পর।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা থাকে না অথচ প্রবৃত্তি থাকে।

রুচি নাই কিম্বা কেবল সুখাদ্য খাইতে ইচ্ছা।

চিংড়ীমাছ খাইতে ইচ্ছা; মিষ্ট দ্রব্যে, বিয়ার মদ্যে ইচ্ছা।

সুরা এবং মাংসে বিদ্বেষ।

অনিবার্য্য পিপাসা, শীতল পানীয়ে ইচ্ছা; মুখশোষ জন্য রাত্রে পিপাসা বৃদ্ধি।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে: ১১,১৬,১৭,১৯,২৬,৩৭। পান: ৪০; বরফ জল: ১৬, ১৭; বিয়ারমদ্য: ৩, ২৯, ৩৭; কাফি: ২৯।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—বিবমিষাসহ; শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি।

বিবমিষা:—বরফ জলপানের পর, কিম্বা আহারের পর, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বমন; তৎসঙ্গে অসাধারণ ক্ষুধা এবং বমন প্রবৃত্তি; রাত্রে এবং আহারের পর বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে হুলবেধ অথবা দপদপ করা।

পাকাশয় মধ্যে যেন পাথর চাপান রহিয়াছে এরূপ পূর্ণতা বা গুরুত্ব; আহারের পর।

পাকাশয় মধ্যে বেদনা এবং বিবমিষা, বরফ বা ঠাণ্ডা জলপানের পর।

পাকাশয়-গহ্বরে প্রচাপ, যেন স্ফীত বা আকৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ।

১৯ উদর।—হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে, বিশেষরূপে উদর মধ্যে, আঘাতবৎ টাটানি বা ক্ষত বোধ; পার্শ্ব ফিরিলে, চলিতে আরম্ভ করিলে এবং যে দিকে শয়ন করিয়া থাকে সেই দিকে বৃদ্ধি।

আহারের পর উদর স্ফীত।

অন্ত্র এবং অন্ত্রাবর্ত্তক প্রদাহের (peritonitis) সঙ্গে সন্নিপাত লক্ষণ।

শূলবেদনার জন্য সম্মুখ দিকে নত হইয়া বিচরণ করিতে হয়; রাত্রে এবং জলে ভিজিলে বৃদ্ধি।

টিফ্লাইটীস।

উদর মধ্যে ছিন্ন হইয়াছে এরূপ অনুভব।

নাভির উপরে ঊর্দ্ধদেশে আকুঞ্চন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ, আম এবং রক্ত, তৎসঙ্গে বিবমিষা,

উরুতের নিম্ন পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত কোঁতানি বা বেগ; ফেণা বিশিষ্ট; শ্বেতবর্ণ; বেদনাবিহীন এবং অজীর্ণ; মাংস ধোয়ানি জলের মত; ঈষৎ পীতাভ কটা, রক্ত মিশ্রিত, দুর্গন্ধ এবং রাত্রে অনিচ্ছায় মল (টাইফয়েড)।

উদর মধ্যে বেদনা সহ রাত্রে অতিসার, বাহ্যের পর উপশম।

অর্শ:—টাটান, অন্ধ বলি; বাহ্যের পর বহির্গত হয় তৎসঙ্গে সরলান্ত্রে চাপপড়া, যেন সমস্ত বাহির হইয়া আসিবে।

গুহ্যদ্বারে ফাটা ক্ষত, তৎসঙ্গে সময়ে সময়ে প্রচুর রক্তস্রাবী অর্শ।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা ও স্ফীতি; জলে ভিজার পরে।

মূত্র:—উষ্ণ, শাদা, কর্দ্দমবৎ; বর্ণহীন, তৎসঙ্গে শ্বেতবর্ণ অধঃক্ষেপ; মলিন এবং শীঘ্র ঘোলা হইয়া যায়।

মূত্রত্যাগকালে কুন্থন সহ কএক বিন্দু রক্তবর্ণ মূত্রস্রাব।

মূত্ররোধ; কটিশূল, অস্থিরতা।

মূত্র বিভক্ত ধারে নির্গত হয়।

দিবা রাত্রিতে বারম্বার মূত্র ত্যাগ ইচ্ছাসহ প্রচুর স্রাব।

অধিক জলপান করিলেও মূত্র কমিয়া যায়।

মূত্র ধীরে ধীরে নির্গত হয়, মেরুদণ্ড আক্রান্ত; জলে ভিজার পর।

রাত্রে এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে অসাড়ে প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রে লিঙ্গোত্থান; কিম্বা তৎসঙ্গেপ্রস্রাবের ইচ্ছা।

লিঙ্গমণি ও মেঢ়ত্বকের মলিন, লালবর্ণ বিসর্পযুক্ত স্ফীতি।

মুষ্কত্বক (স্ক্রোটম) ঘন ও শক্ত হয়, তৎসহ অসহ্য কণ্ডূয়ন।

পোতার (scrotum) স্ফীতি।

জননেন্দ্রিয়ে এবং পোতায় ও উরুতের মধ্যে সরস কণ্ডূয়ন বা উদ্ভেদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শীঘ্র শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে ঋতু হইয়া অনেক দিন থাকে; মলিন, বিদাহী শোণিতস্রাব, ভগৌষ্ঠে দংশনবৎ বেদনা জন্মায়।

ঋতু বন্ধ:—জলে ভিজিয়া; তৎসহ স্তনে দুধ নামে।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, চাপচাপ শোণিত, প্রসবের ন্যায় বেদনা।

দাঁড়াইলে এবং হাঁটিবার সময় বেগ বা কোঁতপাড়া বেদনা, কটি বেদনা করে, কঠিন শয্যার উপর শয়নে উপশম; অত্যধিক পরিশ্রম বা বেগ জন্য জরায়ু-স্খলন (prolapsus)।

যোনিমধ্যে ক্ষত বোধ, তজ্জন্য আলিঙ্গনে বাধা জন্মায়।

২৪ গর্ভ।—গর্ভাবস্থায়:—রক্তস্রাব; নড়িতে গেলে বস্তিকোটরের সন্ধি সকলের অনম্যতা।

বেগ বা অত্যধিক পরিশ্রম জন্য গর্ভপাতের উপক্রম।

প্রসবান্তিক স্রাব (lochia) পচা দুর্গন্ধ, অধিক কালস্থায়ী অথবা পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়।

গর্ভ বা প্রসবকালের পর উরুদেশ এবং পদের শ্বেতবর্ণ স্ফীতি; প্রসবের পর জরায়ু-প্রদাহ; তৎসঙ্গে সন্নিপাত লক্ষণ।

স্তন:—ঠাণ্ডা লাগিয়া স্ফীত, প্রদাহের চিহ্ন রেখাকারে প্রতীয়মান হয়; প্রচুর স্তন্যস্রাব; সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ সহ দুগ্ধ কমিয়া যায়; চাপ চাপ দুধ এবং পুষস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—অধিক চীৎকার বা শব্দ করার জন্য স্বরভঙ্গ।

লেরিংক্সমধ্যে কর্কশতা এবং তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে ক্ষতবোধ।

কণ্ঠনালী দিয়া উষ্ণ বাতাস উঠে।

শ্বাসকালে লেরিংক্স মধ্যে শৈত্যানুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—যাতনা:—যেন পাকাশয় গহ্বরে শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আহারের পর বৃদ্ধি; ব্যাকুলিত, যেন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে অসমর্থ।

২৭ কাশি।—বহুব্যাপক সর্দ্দি, বায়ুনলী বদ্ধ বোধ; শুষ্ক সুড় সুড়ীযুক্ত কাসী; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনম্যতা।

কাসী:—শুষ্ক, বিরক্তিকর; শ্বাসনলীতে সুড়সুড় করার জন্য; তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা, সূচীবেধ, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং পাকাশয়ে বেদনা; সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, প্রাতে

নিদ্রা ভঙ্গের পরেই, কথা কহিলে, শয়ন অবস্থায় এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কাসী বৃদ্ধি।

নিষ্ঠীবন :—বিদাহী পুঁজ ; ঈষৎ ধূসরাভ সবুজবর্ণের শীতল দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা ; মলিন, চাপ চাপ অথবা কটা বর্ণের রক্ত।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, স্থির থাকিলে, হাঁছিবার সময়, শ্বাস প্রশ্বাসকালে এবং বক্র হইয়া বসিলে বৃদ্ধি।

বক্ষমধ্যে গুড় গুড় করার সঙ্গে পঞ্জ‍‍র পেশীমধ্যে আশিথিলতা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ :—সন্নিপাত লক্ষণ, প্রায়ই পূযশোষণ হইতে উৎপন্ন ; তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনাবিশিষ্ট কাসী এবং অস্থিরতা।

কাসীতে রক্ত উঠা :—অত্যধিক পরিশ্রম, বাঁশী প্রভৃতি বায়ু যন্ত্রাদি ব্যবহারে উৎপন্ন ; রক্ত উজ্জ্বল ; বক্ষের নিম্নপ্রদেশে বেদনা ; সামান্য মানসিক উত্তেজনা হইতে পুনরুদ্দীপিত।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল ব্যায়াম জন্য হৃদপিণ্ডের সহজ বিবৃদ্ধি।

হৃদপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সঙ্গে প্রেক্‌ বিদ্ধবৎ বেদনা এবং ক্ষত বোধ ; বাম বাহুর অসাড়তা।

ভ্রমণের পর হৃদপিণ্ডে দুর্ব্বলবোধ ; হৃদপিণ্ডের কম্পনানুভব।

স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রবল হৃদস্পন্দন।

নাড়ী :—দ্রুত, দুর্ব্বল, ক্লান্ত এবং কোমল ; কম্পনশীল কিম্বা অননু-ভবনীয় ; কখন কখনও হৃদপিণ্ডের আঘাত অপেক্ষা অধিক-তর দ্রুত ; অনিয়মিত ; বিয়ার, কাফি কিম্বা সুরাপানে বৃদ্ধি।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—অনম্য গ্রীবা, নাড়িতে গেলে বেদনাযুক্ত টান পড়া।

স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে বেদনা, তৎসঙ্গে মচকান মত অনম্যতা।

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার বক্রতা।

ভিজিলে বা আর্দ্র স্থানে নিদ্রা যাওয়ার জন্য কশেরুকা-মজ্জাবরক-ঝিল্লির প্রদাহ, এমন কি মজ্জাপ্রদাহও জন্মায়।

লম্বেগো। কটিদেশে বেদনা (আমবাতিক)।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা ও জ্বালা, বাহু অসাড়, শীতল আর্দ্র বায়ুতে, শয্যায় এবং স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

কক্ষ গ্রন্থিসমূহে পুজ সঞ্চয়।

সন্ধ্যাকালে হস্তে উষ্ণ স্ফীতি।

হস্ত পৃষ্ঠে পীড়কা বা ফাটা।

হস্তে আচিল।

অঙ্গুলি সমূহের স্ফীতি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পা কন্ কন্ করা; অনিচ্ছায় খোঁড়ান; সর্ব্বাপেক্ষা হাটুতে বেশী বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, অত্যধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়; রাত্রে বেদনা বেশী হয়।

পদবিক্ষেপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

গৃধ্রসী, দক্ষিণ পদে, মুহু মুহু বেদনা করে, রাত্রে, শীতল বা অর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি; মর্দ্দনে, উষ্ণতায় এবং ব্যায়াম করিতে করিতে গরম হইলে উপশম; অসাড়তা।

শরীর উষ্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত সময়ে জলে ভিজিয়া পদমধ্যে বেদনা।

পায়ে খল্লি তজ্জন্য বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হয়।

ক্ষত:—পায়ে, তাহা হইতে প্রচুর পুজ পড়িতে থাকে; শোথযুক্ত পা হইতে রস গড়াইতে থাকে।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে গুলফে স্ফীতি; সন্ধ্যা বেলা পা ফুলিয়া উঠে।

রাত্রে পায়ে অসহ্য কণ্ডূয়ন; পুরাতন উদ্ভেদ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মচকান, সজোরে কোন দ্রব্য উত্তোলন প্রভৃতি জন্য সন্ধি সমূহের স্ফীতি ও অনম্যতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোথযুক্ত বিসর্প।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতিক বেদনা:—অসাড় এবং গুড় গুড় করে; সন্ধিসমূহ অনম্য বা দুর্ব্বল, বা সন্ধিসমূহের আরক্ত, চিক্কণ স্ফীতি, স্পর্শে সূচীবেধ; নড়িতে গেলে, রাত্রি ১২ টার পর, নিদ্রা ও আর্দ্র কালে বা স্থানে বৃদ্ধি; ক্রমাগত নাড়িলে উপশম।

বসিয়া থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন ১,৩,৯,১৯,২৪,৩১,৩৩,৩৪,৩৬,৪০। স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য: ১,৩,২১,৩৬। অবনমন: ২,৭। উত্থান: ২,১৬। ভ্রমণ: ৩,২৩,২৯। পদবিক্ষেপ: ৩৩। বিচরণ করিতে বাধ্য: ৩৩। অবনত হইয়া বিচরণ করিতে হয়: ১৯। উদ্যম: ৭,৩৩। মস্তক সঞ্চালন: ৩। বিশ্রাম: ২১, ২৮, ৩৪,৩৬। শয়ন: ৩,২০, ২৩,২৭,৩১। শয়ন করিতে বাধ্য: ৩। উপবেশন: ৩,২৭,২৮,২৯,৩৩। দণ্ডায়মান: ২৩।

৩৬ স্নায়ু।—পক্ষাঘাত:—অত্যন্ত পরিশ্রমের পর; প্রসবের পর; বাতজনিত, জলে ভিজা কিম্বা আর্দ্র ভূমিতে শয়নের পর; অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবার পর; কম্পজ্বর বা সান্নিপাতিক জ্বরের পর; স্থানগুলি বেদনাহীন; অথবা কঠিন ও অসাড় তৎসঙ্গে ছিন্নবৎ বেদনা।

অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত, দক্ষিণদিকের; অসাড়তানুভব।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষত বোধ এবং অনম্যতা, নাড়িতে গেলে বৃদ্ধি; ক্রমাগত সঞ্চালন করিতে করিতে উপশম, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার বিশ্রাম প্রয়োজন হয়।

অস্থিরতা, অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

৩৭ নিদ্রা।—আক্ষেপিক জৃম্ভন, অথচ নিদ্রালু নহে, তৎসহ সূচীবেধ এবং চোয়ালের সন্ধিচ্যুতির ন্যায় বেদনা।

আহারের পর অতিশয় নিদ্রালুতা এবং অলসতা।

অচৈতন্যকর নিদ্রার ন্যায় গভীর নিদ্রা।

নিদ্রাহীনতা:—বেদনা জন্য, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে অধিক, পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (উপশম লাভের জন্য)।

বিছার মলদ্বারে লেখা হইলে মাথা পশ্চাৎ দিকে বাঁকাইয়া হাঁ করিয়া নিদ্রা যায়।

পরিশ্রম বিষয়ক স্বপ্ন:—যথা সন্তরণ, দাঁড় টানা, ইত্যাদি।

৩৮ সময়। –প্রাতঃকাল : ৩,৫,১১, ২৭। প্রাতে ১০ টার সময় : ৪০। সন্ধ্যা : ১,২৭,৩২,৩৩,৪০। সন্ধ্যা ৭টা : ৪০। রাত্রি : ৪,৬,৭,১০; ১৪,১৬, ১৯ ২০,২১,২২,৩২৩৩,৩৪। রাত্রি ১২ টার পূর্ব্বে : ২৭,৩৭। দিবা: ২১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ৩; শয্যার : ৪। উত্তাপ : ১০,৩৩। শীতল : ৩,১০। অনাবৃত . ২৭। ঠাণ্ডা খোলাবায়ু : ৫,৪৬। শীতল, আর্দ্র ঋতু : ৩১,৩৩,৩৪। ভিজিলে এবং আর্দ্রস্থানে বাস জন্য : ৩,৫,১৯,২১,২৩,৩১,৩৩,৩৬,৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বদা শীত শীত বোধ, যেন শীতল জল তাহার গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা শিরার মধ্য দিয়া রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া চলিতেছে; নড়িলে শীত বোধ।

শীতের পূর্ব্বে :—শুষ্ক কাসী; জৃম্ভন; অঙ্গমর্দ্দন; চোয়ালের সন্ধি মচকান বোধ।

পৃষ্ঠ দিয়া শীত, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; পানে শীত বৃদ্ধি।

শীত, তৎসঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা, অস্থিরতা; পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও আরক্ততা।

শীতের পর উত্তাপ, তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়া উপশম পড়ে।

উষ্ণ জল বা শোণিত শিরা মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে যাতায়াত করিতেছে এরূপ সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ।

জ্বরকালে আমবাত; পিপাসা, পুনঃপুনঃ অল্প অল্প জলপান।

তন্দ্রালু, ক্লান্ত, প্রাতে ১০টার সময় জৃম্ভন, অত্যধিক উত্তাপ কিন্তু পিপাসা থাকে না।

সন্ধ্যাকালীন জ্বরের সহিত অতিসার।

বেদনার সঙ্গে ঘর্ম্ম; সর্ব্বদা অত্যন্ত কম্পন সহিত।

ঘর্ম্ম :—মুখমণ্ডল ব্যতীত (উত্তাপ সময়েও); উদ্বেগের প্রবল কণ্ডূয়ন; অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট; পচা দুর্গন্ধ; পিপাসা বা পিপাসা হীনতার সঙ্গে ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫, ১৩, ৩৩, ৩৬, ৪০। বাম : ৬,২৯। বাম হইতে
দক্ষিণ : ৪,৮।

৪৪ তন্তু।—সৌত্রিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া করে।

সন্ধি সমূহের পীড়া, অনম্যতা; অথবা নিকটবর্ত্তী বা চতুষ্পার্শ্বের পৈশিক সূত্রে সূচীবেধ ও জ্বালা করা।

শোথসহ ঘোলাটিয়া প্রস্রাব।

গ্রন্থিসমূহ :—স্ফীত, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত; কঠিন; পূজযুক্ত।

অস্থি হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া শ্লথ করা অথবা অস্থি সকল চাঁচিয়া আনার ন্যায় বেদনা।

লম্বাকৃতি অস্থি সকলের স্ফীতি ও প্রদাহ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪, ৩৪। মর্দ্দন : ৩৩।
বেগ বা কুন্থন : ২৩,২৪,২৫,২৮,৩৪,৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—ত্বকের অসহ্য কণ্ডূয়ন; সর্ব্বাঙ্গে লাল, হামের ন্যায় কণ্ডূ।

সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, কেশবিশিষ্ট স্থানে অধিক; নখঘর্ষণের পর জ্বালা।

শীত পিত্ত বা আমবাত—জলে ভিজিলে; বাতের সময়; শীত এবং জ্বর সহ; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

উদ্ভেদ :—দদ্রু সদৃশ; অবিরত কণ্ডূয়ন ও জ্বালা; পর্য্যায়ক্রমে বক্ষ মধ্যে বেদনা ও আমাশয়িক মল।

পামারোগ :—পুরু মামড়ী ও দুর্গন্ধ পুষ পড়িতে থাকে।

বিস্তারশীল, আরক্ত, বিসর্পযুক্ত ভূমিবিশিষ্ট জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি।

জল ও পুষপূর্ণ উদ্ভেদ।

চর্ম্মের কাঠিন্য ও ঘনত্ব।

বিসর্প।

কার্ব্বঙ্কল, নীলাভ এবং পচনবিশিষ্ট।

* বসন্ত, কণ্ডূ বসিয়া যায় এবং বিবর্ণ প্রাপ্ত হয়; সন্নিপাত লক্ষণ।

নীহারকণ্ডু।

৪৮ সম্বন্ধ।—ব্রাইয়োনিয়ার প্রতিপূরক।

রসটক্সের দোষঘ্ন বা প্রতিবিষ :—বেলেডনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ক্রোটন-টিগ, সলফার।

রসটক্স প্রতিষেধ করে :—ব্রায়োনিয়া র‍্যানামকুলাস, রডোডেণ্ড্রন, এণ্টিম-টার্ট।

রসটক্সের পরে ফলপ্রদ :—আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, ক্যালকেরিয়া, কোনায়ম, নক্সভমি, ফস-এসিড, পলসাটিলা, সলফার।

আর্নিকা, ব্রায়োনিয়া, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যালকে-ফস, ক্যামো, ল্যাকে-সিস, ফসফরিক-এসিড, সলফরের পর রসটক্স ফলপ্রদ।

এপিসের সহিত ব্যবহৃত হয় না।

র‍্যানানকুলস বল্‌বোসস।

পরীক্ষক :—ফ্রাঞ্জ।

১ মন।—চিন্তাকালে ভাব বিদূরিত হয়।

ইন্দ্রিয়গণের স্তব্ধ ভাব।

বিরক্ত চিত্ত; বিবাদ প্রিয়।

২ চৈতন্য।—প্রকোষ্ঠ হইতে খোলা বায়ুতে যাইবার সময় শিরোঘূর্ণন সহ পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সম্মুখ মস্তকে এবং মূর্দ্ধাদেশে চাপপ্রদ শিরঃপীড়া; তৎসঙ্গে অক্ষি গোলকে প্রচাপন এবং নিদ্রালুতা; সন্ধ্যাকালে এবং শীতল বায়ু হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশকালে (অথবা তদ্বিপরীতে) বৃদ্ধি।

মস্তকে রক্তাধিক্য, মস্তকপূর্ণ ও বৃহৎ এরূপ অনুভব।

বিবমিষা এবং নিদ্রালুতার সঙ্গে শিরঃপীড়া।

উত্তাপের পরিবর্ত্তন জন্য শিরঃপীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক অতিশয় বৃহৎ।

৫ চক্ষু।—রাত্র্যন্ধতা (রাতকাণা), তৎসঙ্গে উত্তাপ, দংশনবৎ এবং চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ; অক্ষিপুট এবং কঞ্জঙ্কটাইভা সামান্য লাল, তৎসঙ্গে অশ্রুস্রাব; অক্ষি প্রান্তে পূঁজ।

অক্ষি গোলককে চাপ পাড়া।

অক্ষিমধ্যে বা প্রান্তে বেদনা যেন ক্ষত বোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

৭ নাসিকা।—নাসিকার আরক্ততা এবং প্রদাহিক স্ফীতি, তৎসঙ্গে অশিথিলতা ভাব।

নাসারন্ধ্রে মামরী পড়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—সন্ধ্যাকালে মুখমণ্ডলে শুষ্ক উত্তাপ,তৎসঙ্গে গণ্ড আরক্ততা।

মুখমণ্ডল, নাসিকা এবং চিবুকে গুড় গুড়িযুক্ত কণ্ডূয়ন।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয়ের আক্ষেপ বা খল্লি।

১২ মুখমধ্য।—তাম্রের ন্যায় আস্বাদযুক্ত শাদা লালা।

১৩ গলমধ্য।—গলারমধ্যে প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা।

গলার ভিতর এবং তালুতে প্রদাহিক জ্বালাকর বেদনা।

১৫ পানাহার।—আহারের পরে: ৩৬।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—আক্ষেপিক হিক্কা। বৈকালে এবং সন্ধ্যাবেলা বিবমিষা, কখন কখনও তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে ক্ষত ও জ্বালা বোধ, স্পর্শে বৃদ্ধি।

পাকাশয়-গহ্বরে প্রচাপন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে ক্ষত বোধ, বিশেষতঃ স্পর্শে।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়া মধ্যে দপদপানি।

১৯ উদর।—উদর মধ্যে শূল এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা; এবং চাপিয়া ধরিলে, সমস্ত ক্ষত এবং থুন্তবৎ অনুভব।

উদরমধ্যে জ্বালাকর টাটানি বোধ।

উদর স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—মূত্রস্থলীতে ক্ষত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর, প্রথমে সামান্য, তৎপরে বিদাহী ক্ষতকারী।

২৭ শ্বাসক্রিয়া।—যাতনাপ্রদ হ্রস্ব শ্বাস, তৎসঙ্গে বক্ষমধ্যে বেদনা, এবং দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষ মধ্যে সূচীবেধ।

চর্ম্মের নিম্নে ক্ষুদ্র একটী স্থানে বেদনা। * ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর।

ফুস্‌ফুস প্রদাহের পর ফুস্‌ফুসের সংযুক্ত হইয়া যায়।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, সন্ধ্যাকালে দ্রুত, প্রাতে মৃদুতর।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষ ঘৃষ্ট ও ক্ষত বোধ; স্পর্শ করিলে, সঞ্চালনে, কিম্বা শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি (পার্শ্ববেদনা পীড়ায়)।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—বাম স্কন্ধাস্থির ভিতরের কিনারা বরাবর বেদনা, ইহার নিম্নতলস্থ কোণ পর্য্যন্ত প্রায়ই বিস্তৃত কিম্বা বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের নিম্নাংশের মধ্য দিয়া ঐ বেদনা বিস্তৃত হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু মধ্যে আক্ষেপিক, আমবাতিক বেদনা।

বাহু এবং হস্তে সূচীবেধ।

হস্তের তালুতে ফোস্কা সদৃশ উদ্ভেদ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ঊরুমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা, নিম্ন দিকে প্রসারিত।

জানুসন্ধি মধ্যে খটখট শব্দ করে।

পায়ের কড়াতে স্পর্শে বেদনা, এবং জ্বালাকরা।

৩৪ অবস্থিতি।—সঞ্চালন : ৩০। শরীর ফিরান : ৩০। পার্শ্ব ফিরিয়া শুইতে পারে না : ৩৭।

৩৫ স্নায়ু।—পেশীর উৎক্ষেপ।

মৃগী বা অপস্মারের আক্রমণ।

ভ্রমির সঙ্গে সহসা দুর্ব্বলতা।

রাগ কিম্বা ভয়ের পর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন সহ শ্বাসক্রিয়ার যাতনা; সন্ধ্যাকালে, কদাচিৎ আহারের পর, তাপাদির পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ উষ্ণতা হইতে শৈত্যে বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ নিদ্রাহীনতা, পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

৪০ সময়।—প্রাতঃকাল : ২৯, ৪০। অপরাহ্ন : ১৬, ৪০। সন্ধ্যায় : ৩, ৬, ৮, ১৬, ২৯, ৩৬, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—প্রকোষ্ঠ হইতে খোলা বাতাসে : ২, ৩। খোলা বায়ু হইতে প্রকোষ্ঠে : ৩। উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ৩৫। খোলাবায়ু : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত অনুভবের সঙ্গে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, বৈকালে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে উত্তম আবৃত বক্ষঃস্থলেও শীত করে।

সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, দক্ষিণ দিকের মুখমণ্ডলে অধিক, তৎসঙ্গে হস্ত শীতল এবং সার্ব্বাঙ্গিক অসুস্থতা।

আভ্যন্তরিক শীত সহ উত্তাপ।

কেবল প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে অল্প ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৪০। বাম : ১৮, ৩১। পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখ দিকে . ৩১। উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে : ৩৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ১৮, ১৯, ৩০, ৩৩। প্রচাপন : ১৯।

৪৬ চর্ম্ম।—শৃঙ্গবৎ মাংস বৃদ্ধি।

দাহ বা পোড়ার ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থানে স্নায়ুশূল।

সমতল বিশিষ্ট, জ্বালাযুক্ত ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পূযস্রাব।

বিস্বিকা (Pemphigus)।

নীহারকণ্ডূ (বাহ্যপ্রয়োগ)।

৪৮ সম্বন্ধ।—র‍্যানানকুলাস বল্‌বের প্রতিবিষ :—ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফর, পলসেটিলা, রসটক্স।

র‍্যানন্‌কুলাস্‌ স্কেলেরেটস্‌।

পরীক্ষক :—ওয়াজকি।

১ মন।—প্রাতে অলসতা এবং মানসিক কার্য্যে অনিচ্ছা; সন্ধ্যাকালে নিস্তেজকতা এবং বিষণ্ণতা।

মস্তকের জড়তা।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন, তৎসহ চৈতন্য লোপ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মূর্দ্ধাদেশে ও একটী রগে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক বিবৃদ্ধ এবং অতিশয় পূর্ণ একপ অনুভব।

করোটীত্বকে দংশন ও কণ্ডূয়নবৎ বেদনা।

করোটীত্বকে আততি বোধ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু এবং চক্ষুপ্রান্তে জ্বালা করিতে থাকে।

অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনা পূর্ণ চাপবোধ।

চক্ষু অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং অত্যন্ত জল পড়ে।

৬ কর্ণ।—কর্ণশূল, তৎসঙ্গে মস্তক মধ্যে চাপপ্রদ কিম্বা চর্ব্বণবৎ বেদনা এবং দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—অশ্রুস্রাব সহ নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—যেন ঊর্ণনাভ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত রহিয়াছে এরূপ বোধ।

মুখমণ্ডলে আকৃষ্টতাসহ শৈত্যানুভব।

মুখমণ্ডল শীতল, নীলবর্ণ।

৯ দন্ত।—দন্তমধ্যে আকৃষ্টবৎ হুলবেধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—স্থানে স্থানে জিহ্বার ত্বক উঠিয়া যাইয়া কর্কশ হয়; মুখমধ্য প্রদাহযুক্ত।

জিহ্বার উভয় পার্শ্বের ত্বক উঠিয়া যাওয়াতে যেন দ্বীপের ন্যায় হয়, অবশিষ্টাংশ ঘন লেপাবৃত। *ডিপথিরিয়া।

১৩ গলমধ্য।—গলার মধ্যে হাজিয়া যায় বা জ্বালা করে।

টন্‌সিলের স্ফীততা, তৎসঙ্গে উহাদের মধ্যে তীব্র সূচীবেধ।

১৪ পানাহার।—আহারান্তে: ১৬, ৪০।

১৫ বিবমিষা এবং বমন।—আহারান্তে, ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার।

১৬ পাকস্থলী।—পাকস্থলিতে বেদনাসহ ভ্রমি বা মূর্চ্ছার আবেশ।

পাকাশয়গহ্বরে পূর্ণতা অনুভব; বাহ্যিক চাপে এবং প্রাতে বৃদ্ধি।

পাকাশয়গহ্বরে টাটানি এবং জ্বালানুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—সবিরাম জ্বর এবং কুইনাইন অপব্যবহারের পর প্লীহা স্ফীত।

যকৃৎ প্রদেশে অতীব্র প্রচাপ, দীর্ঘ শ্বাসে বৃদ্ধি।

যকৃতে, প্লীহায় কিম্বা বৃক্ককে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—বারম্বার নরম অথবা জলবৎ দুর্গন্ধ মল।

যেন অতিসার হইবে এরূপ বারম্বার অনুভব।

২১ মূত্র।—জ্বালা করা; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমণিতে সূচীবেধ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দ্রুত পূর্ণ কিন্তু কোমল, তৎসঙ্গে রাত্রে তাপ।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষস্থল ঘৃষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ, তৎসঙ্গে তন্মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব।

পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ পেশীতে সূচীবেধ।

বহির্বক্ষ এবং বক্ষাস্থি বেদনাযুক্ত, স্পর্শে চৈতন্যাধিক্য।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু মধ্যে সূচীবেধ, ছিদ্র করণবৎ এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা বিশেষতঃ অঙ্গুলি মধ্যে কণ্ডূয়ন।

প্রাতে অঙ্গুলির স্ফীততা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ে হুলবেধ, ছিদ্রকরণবৎ এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অত্যন্ত প্রবল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গুলি সমূহে বাতরক্তের বেদনা।

৩৫ স্নায়ু।—বেদনাসহ মূর্চ্ছা।

৩৭ নিদ্রা।—মধ্যরাত্রির পরে নিদ্রাহীনতা; তৎসঙ্গে উৎকণ্ঠা, উত্তাপ এবং পিপাসা অথবা অস্থিরতা ও এপাশ ওপাশ করা।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যার দিকে বেদনার বৃদ্ধি, মধ্যরাত্রির পরে হ্রাস, সেই সময় নিদ্রাহীনতা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উৎকণ্ঠা, তাপ এবং তৃষ্ণা আরম্ভ হয়।

প্রাতঃ ১, ১৭, ৩২। সন্ধ্যা: ১, ৩০, ৩২, ৩৮, ৪০, ৪৩) রাত্রি:

২৯, ৪০। মধ্য রাত্রির পর: ৩৭, ৩৮, ৪০। প্রাতের দিকে: ৪০।

৩৯ উত্তাপ এবং বায়ু।—গৃহ মধ্যে: ৪০। বহির্বায়ু: ৪০।

৪০ শীত, ঘর্ম্ম।—আহার কালেই শীত বা কম্প।

গৃহমধ্যে সন্ধ্যাকালেও উত্তাপ, অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণ।

রাত্রে, প্রায় মধ্য রাত্রির পরে, গাত্রে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসঙ্গে ভয়ানক পিপাসা।

প্রাতঃকাল বরাবর উত্তাপের পরই ঘর্ম্ম, সম্মুখ মস্তকেই বেশী।

৪২ পার্শ্ব।—বাম অপেক্ষা দক্ষিণ চক্ষু এবং কর্ণ অধিক আক্রান্ত।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বোধ।

শরীরের নানা স্থানে, জ্বালা করা, কণ্ডূয়নযুক্ত এবং চর্ব্বণবৎ বেদনা; সন্ধ্যা হইবার সময়।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি—স্পর্শ: ৩০,৪৩। প্রচাপন: ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—বিস্তৃতিযুক্ত জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির সঙ্গে বিদাহী, তরল ঈষৎ পীতাভ স্রাব।

রিয়াম্।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—শিশু ক্রন্দন সহ আগ্রহ সহকারে নানা বস্তু প্রার্থনা করে; অতি-প্রিয় বস্তুতেও বিদ্বেষ।

শিশুগণের চিৎকার, তৎসঙ্গে বেগ ও অম্ল গন্ধ মল।

অধিক কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না।

অলস, বাচাল।

বিষণ্ণ।

ক্রন্দন সহ, অস্থিরতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা এবং ভারি বোধ, তৎসহ মস্তক মধ্যে আঘাতের ন্যায় দপদপ করে; দাঁড়াইলে বেশী।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতীব স্তব্ধকারী শিরঃপীড়া, তৎসহ চক্ষুর স্ফীতিভাব।

মস্তকে গুরুত্ব ; উষ্ণতা মস্তকে উঠিয়া থাকে।

মস্তক মধ্যে দপদপ করে, উদর হইতে সমুত্থিত।

অবনত হইলে মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতে থাকে, এরূপ অনুভব।

৫ বহির্মস্তক।—কেশযুক্ত করোটী ত্বকে ঘর্ম্ম।

৬ চক্ষু।—এক পদার্থ প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলে চক্ষু দুর্ব্বল।

কনিনীকা প্রসারিত, তৎসঙ্গে চাপপ্রদ শিরঃপীড়া ; তৎপরে সঙ্কুচিত, এবং তৎসহ আভ্যন্তরিক অস্থিরতা।

চক্ষু মধ্যে দপদপ করা।

অক্ষিপুটের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

উপর অক্ষিপুটে মাংস বৃদ্ধি জন্য দানা দানা বাঁধা।

৭ নাসিকা।—নাসা মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত আকৃষ্টতা।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর ; একগণ্ড লাল, অন্যগণ্ড ফেকাশে।

সম্মুখ মস্তকের পেশী সকল একত্রিত ভাবে আকৃষ্ট এবং কুঞ্চিত।

মুখমণ্ডলের ত্বকে অশিথিলতা বা আততি।

মুখমণ্ডলে, প্রধানতঃ নাসিকা ও মুখগহ্বরের চারি পার্শ্বে শীতল ঘর্ম্ম।

১০ দন্ত।—শিশুগণের কষ্টকৃত দন্তোদ্ভেদ।

দন্তশূল সহ দন্ত মধ্যে শৈত্যানুভব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্লযুক্ত ; বিবমিষা কারক ; খাদ্যদ্রব্য এমন কি মিষ্ট দ্রব্য পর্য্যন্ত তিক্ত।

জিহ্বা অসাড়।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব সহ পেটবেদনা বা অতিসার।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—নানা পদার্থের ইচ্ছা, কিন্তু সে সকল খাইতে অক্ষম।

১৪ পানাহার।—শুষ্ক ফল খাইয়া পেট বেদনা।

আহারের পর তরল মল ; পেট বেদনা, দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—যেন পাকস্থলি বা উদর হইতে উত্থিত বিবমিষা সহ পেটবেদনা।

১৬ পাকস্থলী।—অত্যধিক আহারের ন্যায় পাকাশয়ে পূর্ণতা।

পাকাশয়-গহ্বরে দপদপ করা বেদনা।

১৯ উদর।—বায়ু বক্ষ মধ্যে উঠিতেছে এরূপ বোধ।

উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তজ্জন্য রোগীকে অবনত হইয়া থাকিতে হয়; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি।

আধ্মানের ন্যায় কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং গড় গড় শব্দ।

উদর স্ফীত ও টান টান।

নাভির চারিদিকে যেন চাপ বাঁধিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কপিশ ও আমযুক্ত; তরল, পাতলা, স্পন্দিত, অম্ল গন্ধবিশিষ্ট গাঁজলা উঠা (পরে সবুজ) মল, মলদ্বার লাল করিয়া তুলে।

সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৃদ্ধি; প্রাতে জ্বর; সঞ্চালন বা গতি মাত্রেই বৃদ্ধি; আহারের পর; দন্তোদ্গম কালে; ঋতু পরিবর্ত্তনে সূতিকাগারে; গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

মলত্যাগের পূর্ব্বে :—প্রস্রাব করিতে নিষ্ফল বেগ; কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা।

মলত্যাগকালে :—শীত, উদর মধ্যে কর্ত্তন ও সংকোচক বেদনা; পাণ্ডুর মুখমণ্ডল; লালাস্রাব; চিৎকার করিয়া ক্রন্দন (দাঁত উঠার সময়ে শিশুদিগের), তৎসঙ্গে পা গুটাইয়া লয় এবং শরীর কঠিন করে।

মলত্যাগের পর :—পেট বেদনা, নিষ্ফল বেগ, সঞ্চালনেই বৃদ্ধি।

প্রদাহিক সন্ধিবাতের সময় অতিসার।

অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট, ফেণাযুক্ত পুরাতন অতিসার; তৎসঙ্গে সরস জিহ্বা, পিপাসা, ক্ষুধা লোপ।

রক্তামাশয় :—রক্ত মিশ্রিত ভেদ বন্ধ হইলে বেগ সহ কপিশ, লেহ বা কর্দ্দমবৎ, আমযুক্ত অম্লগন্ধ মল।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে এবং কালে বৃক্কে এবং মূত্রাধারে জ্বালা।

মূত্রাধারের দৌর্ব্বল্য, প্রস্রাব করিতে সজোরে চাপ দিতে হয়।

মূত্র :—বর্দ্ধিত; আরক্ত, কিম্বা হরিতাভ পীতবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দণ্ডায়মানকালে জরায়ুপ্রদেশে কোঁতপাড়া বেদনা।

২৭ গর্ভ।—গর্ভপাতের পর মূত্রের পীড়া।

স্তন্য পীতবর্ণ বিশিষ্ট ও তিক্ত ; শিশু স্তন্যপান করে না।

প্রসবের প্রথম দিবসেই অতিসার সহ পেট বেদনা, কুন্থন, অবসন্নতা, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয়, মল জলবৎ, দুর্গন্ধ।

উদরাময়ের সঙ্গে কষ্টকর দন্তোৎভেদ।

২৮ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের উপরি ভাগে বোঝা চাপান ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী।—সাধারণতঃ নাড়ী অপরিবর্ত্তনীয়, তবে অল্প দ্রুত বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—ত্রিকাস্থি এবং বঙ্ক্ষণ প্রদেশে কাঠিন্য, সোজা হইয়া হাটিতে পারে না।

যেন কটিদেশের কশেরুকাতে প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা, বাহ্যে যাইলে বৃদ্ধি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু মধ্যে চিড়িক মারা বেদনা।

বাহু, হস্ত এবং অঙ্গুলি মধ্যে উৎক্ষেপ।

কনুই সন্ধিতে ভড় ভড় করা।

হস্ত তালুতে শীতল ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুতের পেশীর উৎক্ষেপ।

উরুমধ্যে ক্লান্তি বোধ।

জানুর বক্রস্থানে কাঠিন্য, সঞ্চালনে বেদনা।

জানু হইতে গোড়ালি পর্য্যন্ত বজ্র বজ্র শব্দ অনুভব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর শয়ন করিলে বা একটীর উপর অপরটি চাপিলে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ) অসাড়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য বেয়াড়া ভাবে থাকে ; অস্থিরতাপূর্ণ রাত্রি।

দণ্ডায়মান : ২, ১৫, ১৯, ২০, ২৩। পীড়িত বা বিকৃত অঙ্গে শয়ন : ৩৪। সঞ্চালন : ২৫, ৩৩। সোজা হইয়া বেড়াইতে অসমর্থ : ৩১। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটাইয়া থাকে : ২০। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

প্রসারণ : ২০। মস্তকের উপর হাত দিয়া থাকে : ৩৭।
বক্রভাবে শয়ন : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—অবসন্নতা ; দুর্ব্বলতা ; শিশুদিগের অতিসারের সঙ্গে।

গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে যেরূপ গাত্রভার হয়, সর্ব্বাঙ্গে সেইরূপ দুর্ব্বলতা ও গুরুত্ব।

শিশু ফেকাশে, বিবাদ করে, নিদ্রাবস্থায় খুঁত খুঁত করে; তৎসঙ্গে অঙ্গুলিতে আক্ষেপবৎ উৎক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাকালে মস্তকের উপর হাত দিয়া থাকে।

নিদ্রাকালে উত্তাপ, মুখমণ্ডলের বা অক্ষিপুটের পেশীর উৎক্ষেপ, হস্ত পদ কম্পন, মস্তক পশ্চাৎদিকে অবনত করণ।

সমস্ত রাত্রি শিশু কাঁদে ও এপাশ ওপাশ করে; প্রলাপ ; ভয়যুক্ত।

নিদ্রা সময়ে ভ্রমণ।

নিদ্রা ভঙ্গের পর শিরঃপীড়া ; মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

অধিক নিদ্রা ও আহার আবশ্যক করে না।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা : ২৯।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ শৈত্যে এবং অনাবৃত অবস্থায় বৃদ্ধি ; উষ্ণতা এবং জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপশম।

গ্রীষ্মকাল : ২০। ঋতু পরিবর্ত্তন . ২০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ; অথবা আভ্যন্তরিক শীত, বাহিরে উত্তাপ।

সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ, প্রধানতঃ হস্তপদে, তৎসহ শীতল মুখমণ্ডল ; পিপাসা থাকে না।

জ্বর শূন্য সকল পীড়াতেই সহজেই ঘর্ম্ম।

সম্মুখ মস্তকে ও মস্তকে ঘর্ম্ম।

নাসিকাও মুখের চারিধারে শীতল ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মে বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়ে।

৪১ পার্শ্ব।—অধিকাংশ লক্ষণ বামপার্শ্বের নিম্নদিকে, কিম্বা দক্ষিণ হইতে (পীড়িতের) বাম দিকে যায়।

দক্ষিণ হইতে বামে: ৪৪। নিম্ন হইতে উচ্চে : ৩। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে : ৪৪।

৪৪ তন্তু।—তরুণ সন্ধিবাত, এক সন্ধি হইতে অন্যসন্ধিতে যায়, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বন্ধন দেশে; বাম হইতে দক্ষিণবন্ধনদেশে।

মচকান বা সন্ধিচ্যুতির পরে মণিবন্ধে এবং জানুতে অসাড়তা।

শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—মচকান ইত্যাদি: ৪৪।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রত্যহ স্নান করাইলেও শিশুর গাত্রে অম্ল গন্ধ বাহির হয়।

৪৭ অবস্থা।—স্তন্যপায়ী শিশুদের পক্ষে এবং দন্তোদ্ভেদ সময়ে বিশেষ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্বের প্রতিপূরক।

ইপিকাকের পরে রিয়াম উপযোগী।

রিয়ামের দোষঘ্ন:—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কলসিন্থ, মার্ক্ রিয়স, নক্স, পলসা।

রুটা গ্রাভিওলেন্স্।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—বিবাদ এবং প্রতিবাদে প্রবৃত্তি।

নিজ ও অন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট।

ব্যাকুলিত এবং নিস্তেজ, তৎসঙ্গে মানসিক বিষণ্ণতা।

সন্ধ্যাসময়ে দুঃখিত স্বভাব।

২ চৈতন্য।—মস্তক ঘূর্ণন:—প্রাতে উঠিলে পর; উপবেশনে; খোলা বাতাসে ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শিরঃপীড়া:—যেন মস্তক মধ্যে একটি প্রেক্‌বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সমস্ত মস্তিষ্কে অচৈতন্যকর প্রচাপনের ন্যায়; মত্ততাকারী পানীয়ের অপব্যবহারের পর।

সম্মুখ কপালে স্পন্দনকর, চাপপ্রদ বেদনা।

সম্মুখ মস্তক হইতে রগ পর্য্যন্ত সূচীবেধ এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

মস্তক মধ্যে উত্তাপ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে বৃহৎ বেদনাপূর্ণ স্ফীতি, যেন উহার অস্থি-বেষ্টে হইয়াছে এরূপ বোধ, স্পর্শে টাটানি বোধ।

ঘৃষ্ট বা আঘাতের ন্যায় মস্তকের বাহ্য প্রদেশ বেদনাযুক্ত।

ক্ষত জন্য মস্তকের চর্ম্মে বিসর্প।

মস্তকে সরস মামড়ী।

রগ হইতে মস্তকের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত অস্থিবেষ্টে ঘৃষ্টবৎ বেদনা করে।

মস্তকচর্ম্মে বিদাহী কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—অপাঙ্গ ও নিম্ন অক্ষিপুট কণ্ডূয়ন, মর্দ্দন করিলে বেদনা করে, চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠে।

চক্ষু জ্বালা করে, কামড়ায়, ক্লান্ত বোধ হয়, সূচীকর্ম্ম করিয়া দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়; অত্যধিক অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যজন্য; সন্ধ্যা-কালে চক্ষু ব্যবহারে বৃদ্ধি।

সন্ধ্যাকালে আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ মণ্ডল দর্শন।

খোলাবায়ুতে চক্ষু জলপূর্ণ, গৃহমধ্যে নহে।

নিম্ন অক্ষিপুটে থলি, তৎপরে অশ্রুস্রাব।

৬ কর্ণ।—একখণ্ড ভোঁতা কাষ্ঠ দ্বারা চাঁচিয়া আনার ন্যায় ঘর্ষণবৎ চাপ।

কর্ণপৃষ্ঠে এবং কর্ণের উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার উপর ঘর্ম্ম।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে নাসা মূলে চাপ।

৮ মুখমণ্ডল।—সম্মুখ মস্তকে বিসর্প এবং স্ফীতি।

মুখমণ্ডলের অস্থিবেষ্টে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ও আটা আটা।

১২ মুখমধ্য।—মাড়ী বেদনাযুক্ত এবং সহজে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়।

১৩ গলমধ্য।—ঢোকগিলিতে যেন গলার ভিতরে একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে এরূপ অনুভব।

১৬ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বৈকালে শীতল জলের পিপাসা।

১৫ পানাহার।—আহারের পর :—সহসা বিবমিষা ; রুটী ও মাখন আহারের পর পাকাশয়ে বেদনা ; মাংসাহারের পর উদ্গার ও গাত্র কণ্ডুয়ন।

মত্ততা উৎপাদক পানীয় : ৩।

১৬ বিবমিষা এবং বমন।—হিক্কা সহ অবসন্নতা।

আহারকালে সহসা বিবমিষা সহ খাদ্য বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে জ্বালাকরা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

গুরু বস্তু উত্তোলন জন্য অজীর্ণ রোগ, তৎসঙ্গে উদ্গার এবং শিরঃপীড়া ; মাংস খাইতে পারে না, তাহাতে উদ্গার উঠে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে চর্ব্বণবৎ এবং চাপপ্রদ বেদনা।

প্লীহার বেদনাপূর্ণ স্ফীতি।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে চর্ব্বনবৎ বেদনা।

ক্রিমিজন্য শিশুদিগের পেট বেদনা।

অন্ত্রশূল, তৎসঙ্গে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—কোমল, কষ্টে বহির্গত হয়, সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ ; মলত্যাগের চেষ্টার উদ্যমে সরলান্ত্রের নির্গমন ; চাপ চাপ, আমযুক্ত ; কিম্বা রক্ত মিশ্রিত তৎসঙ্গে বায়ু-নিঃসরণ ; শূন্য উদ্গার ; নত হইলে বাহ্যে বহির্গত হয়।

বারম্বার নিষ্ফল চেষ্টার সঙ্গে সরলান্ত্র নির্গমন।

পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং আমময়, ফেণাযুক্ত মল।

উপবেশনকালে সরলান্ত্রে ছিন্নবৎ সূচীবেধ।

২১ মুত্র।—বারম্বার মূত্রের বেগ, কদাচিৎ ধারণ করিতে সক্ষম ; সজোরে বেগ সম্বরণ করিলে প্রস্রাব হয় না ; অত্যন্ত বেদনা।

দিবসে ভ্রমণকালে এবং রাত্রে অসাড়ে মূত্র স্রাব।

মূত্রাধার যেন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ ; মূত্রত্যাগের পর প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন যে মূত্রাধার পূর্ণ রহিয়াছে এবং উপর নীচে সঞ্চালিত হইতেছে।

প্রস্রাব করিতে অবিরত চাপ বোধ, তৎসঙ্গে স্বল্প সবুজ প্রস্রাব।

মূত্রাধারের গ্রীবায় আক্ষেপিক রুদ্ধতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—অনিয়মিত ঋতু বা ঋতু বন্ধের পর বিদাহী শ্বেতপ্রদর।

২৪ গর্ভ ।—গর্ভ স্রাবের অগ্রে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

প্রসবের পর গুহ্যদ্বার ভ্রংশ ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স মধ্যে ঘৃষ্টতার ন্যায় অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্বশ্বাস, তৎসঙ্গে বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ।

২৭ কাশি।—কাশির সঙ্গে প্রচুর ঘন পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ইহার পর বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ ।

২৮ ফুস্‌ফুস ।—বক্ষমধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

বক্ষে আভিঘাতিক ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মাকাশ।

২৯ হৃদপিণ্ড, নাড়ী ।—ব্যাকুলিত হৃদস্পন্দন।

নাড়ী অপরিবর্ত্তনীয়; অথবা কেবল উত্তাপের সময় কথঞ্চিৎ দ্রুত।

৩০ বহির্বক্ষ ।—বক্ষাস্থির একটী ক্ষুদ্রস্থানে বেদনা; প্রচাপনে বেদনাযুক্ত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে একমুষ্টি পরিমাণ স্থানে বেদনা; সন্ধ্যায়, উদ্যমের পর, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে অথবা দক্ষিণ বাহু সঞ্চালনে বৃদ্ধি; চাপ দিলে উপশম।

পৃষ্ঠে বা কাকচঞ্চু অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

কটি প্রদেশে বেদনা; সরলান্ত্র নির্গমন বা ভ্রংশ।

উপবেশনে, অবনত হইলে বা বিচরণে কটিদেশে সূচীবেধ, চাপে এবং শয়নে উপশম।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বাম কনুই সন্ধিতে আঘাতের ন্যায় বেদনা; বাহু দুর্ব্বল।

মণিবন্ধ মচকান বা অনম্য বোধ; বর্ষা এবং শীত ঋতুতে বৃদ্ধি।

ব্যায়ামের পর হাত অসাড় ও টন্ টন্ করে।

হস্তের ভিতর দিকে সমতল বিশিষ্ট মসৃণ আচিল।

আঙ্গুলি সমূহের আকুঞ্চন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—বস্তন অস্থিতে ঘৃষ্ট বাত কণ্টক বোধ।

ঊরুতে সম্মুখভাগে ঘৃষ্ট বোধ।